পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন ও নিয়মাবলী

শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম, এল, বি,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ; তথা বিশ্ববিদ্যালয়, রীচি ও
স্যার এন্, এন্, সরকার পুরস্কার প্রাপ্ত ; অবসরপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সী
ম্যাজিষ্ট্রেট ; বর্ত্তমানে জেলা পঞ্চায়ত অফিসার, হাওড়া।

১৯৬৩

এস্. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড

১/সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রকাশক : প্রভাসচন্দ্র সরকার
এস সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ
১-সি, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীপিয়ারীরঞ্জন সাহু
দেশবাণী মুদ্রণিকা
১৪/সি, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬।

ভূমিকা

এই গ্রন্থে লেখক বাংলাদেশে প্রধানতঃ পঞ্চায়তকর্তৃপক্ষের ব্যবহারিক সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গীয় পঞ্চায়ত আইন ও নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা ও টীকা প্রণয়নে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা অনস্বীকার্য্য যে, আইন প্রণয়ন একজিনিষ, কিন্তু তাহার ব্যবহারিক উপযোগিতা অন্যজিনিষ। অতএব এই গ্রন্থে ধারাবাহিক টীকায় পঞ্চায়ত আইনের ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা ও সমালোচনার সাহায্যে স্থানীয় প্রশাসনিক সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ ও স্থলবিশেষে সংশ্লিষ্ট আইন বা নিয়মাবলীর সংশোধন সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

বিগত কয়েকবৎসরের অভিজ্ঞতায় পঞ্চায়ত কর্তৃপক্ষকে যেসকল বাস্তব সুবিধা অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, মূলতঃ সেইগুলি পর্যালোচনা করিয়া আইনের সাহায্যে বা সংশোধনদ্বারা সঠিক পথনির্দ্দেশের চেষ্টা করিলেও পক্ষান্তরে ইহা অবশ্যই স্মরণীয় যে, মাত্র ইউনিয়ন বোর্ডের ভূমিকায় পঞ্চায়তকে আহ্বান করা হয় নাই, কারণ পঞ্চায়তের কার্য্যক্ষেত্র অধিকতর প্রশস্ত ও জটিল। যদি ইউনিয়নবোর্ডের আদিম ভূমিকায় পঞ্চায়তকে সীমাবদ্ধ রাখা বা রাখিতে চেষ্টা করা হয় তবে নিঃসন্দেহে পঞ্চায়ত আইনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে এবং পল্লীসমাজ যে তিমিরে সেই তিমিরে থাকিয়া যাইবে। সংক্ষেপে, প্রকৃত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া সাময়িক অপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াও পঞ্চায়ত কর্তৃপক্ষকে আইন-নির্দ্দিষ্ট কঠোর দায়িত্বপালনে অগ্রসর হইতে হইবে। জাতীয় জীবনের ভিত্তি গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন। বনিয়াদ সুদৃঢ় করিতে হইলে ক্লেশ-স্বীকার অপরিহার্য্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চায়ত আইন ও নিয়মাবলীর গুরুত্ব অনুধাবন করিতে হইবে। করভার এবং অন্যান্য গুরুভার দায়িত্ব পঞ্চায়তের স্কন্ধে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ইউনিয়নবোর্ড আমলের মন্দাক্রান্তা তালে চলিলে এই দায়িত্ব কিছুতেই পালন করা যাইবেনা। নির্ভীক নেতৃত্বকে এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।

যদি রাজস্থান, অন্ধ্র প্রভৃতি রাজ্যে নির্ভীক নেতৃত্বের অভাব না হইয়া থাকে তবে ঐতিহ্যময় পশ্চিমবঙ্গেও তাহার অভাব হইবে না। দেশের বর্ত্তমান জটিল অবস্থায় পল্লীজীবনকে সুসঙ্ঘবদ্ধ করা আশু প্রয়োজন। সুদূর-প্রসারী পঞ্চায়ত আইন এই

কঠিন ব্রতে নিশ্চয় সহায়ক হইবে। দেশের মহান নেতারা বহু পরিশ্রমে যে আইন প্রণয়ন করিয়াছেন পল্লীবাসীকে এখন তাহার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণে অগ্রসর হইতে হইবে। পঞ্চায়ত আইন পুরাতন ইউনিয়বোর্ড আইন অপেক্ষা কিঞ্চিদধিক জটিল। টীকার সাহায্যে ইহা অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য বিবেচিত হইলে লেখকের শ্রম সার্থক হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এইযে বহুবিঘোষিত পঞ্চায়তিরাজ শুধু পঞ্চায়ত কর্ত্তৃপক্ষের নহে, ইহা সমগ্র দেশবাসীর। গণতন্ত্রের ইহাই মূলভিত্তি। সুতরাং পঞ্চায়ত আইনের জ্ঞান কর্ত্তৃপক্ষস্থানীয় কয়েকটি ব্যক্তির দায়িত্বমাত্র ইহা মনে করা ভুল হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীর এই আইনের তাৎপর্য্য ও প্রসার সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। জনমনের সচেতন সহযোগিতায় পঞ্চায়তিরাজের সুপ্রতিষ্টা সুসম্ভব হইবে। সকলের সমবেত চেষ্টায়, কবিগুরুর অমর ভাষায়

"এই সব মূঢ়, মূক, ম্লানমুখে দিতে হবে ভাষা,
শ্রান্ত, শুষ্ক, ভগ্নবুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"

সে ভাষার আংশিক প্রতিধ্বনি পঞ্চায়ত আইনের কচকচির অন্তঃস্থলেও শ্রুতিগোচর হইবে। সে আশাও গ্রাম পঞ্চায়তের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রধানতঃ গ্রামের দো-ফসলা জমিতে তথা অন্যান্য ব্যবস্থা সংযোগে কালে ফলবতী হইতে পারে।

৩৫ বি, ঘোষ লেন,
কলিকাতা—৬

শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিষয় সূচী

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭

ভাগ ১

অধ্যায় ১

(উপক্রমণিকা)

অধ্যায় ২

(গ্রামসভা)

অধ্যায় ৩

(গ্রাম পঞ্চায়ত)

অধ্যায় ৪

(অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহ)

অধ্যায় ৫

(গ্রাম পঞ্চায়তের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্যসমূহ)

অধ্যায় ৬

(অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য)

অধ্যায় ৭

(দফাদার ও চৌকিদারগণ)

অধ্যায় ৮

(অর্থ ও কর ধার্যকরণ)

অধ্যায় ৯

(গ্রাম পঞ্চায়তের সম্পত্তি)

অধ্যায় ১০

(নিয়ন্ত্রণ)

ভাগ ২

অধ্যায় ১১

(ন্যায় পঞ্চায়তসমূহ)

ভাগ ৩

অধ্যায় ১২

(বিবিধ)

অন্তর্বর্তিকালীন বিধানসমূহ

অধ্যায় ১৩

(নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা)

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী ১৯৫৮

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭

পশ্চিমবঙ্গীয় ১ আইন, ১৯৫৭

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়তসমূহ সংস্থাপন ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার জন্য আইন

[২৪ জানুয়ারী, ১৯৫৭]

ভারত গণরাজ্যের সপ্তমবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডল কর্তৃক এতদ্বারা নিম্নলিখিত আইন বিধিবদ্ধ হইল :—

ভাগ ১

অধ্যায় ১

উপক্রমণিকা

১। **সংক্ষিপ্ত নাম, ব্যাপ্তি ও প্রারম্ভ**—(১) এই আইনটি পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭, এই নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

(২) যে সমস্ত অঞ্চলে কলিকাতা পৌরসংঘ আইন, ১৯৫১ (পঃ বঃ ৩৩ আইন, ১৯৫১), বঙ্গীয় পৌরসংঘ আইন ১৯৩২ (বঃ ১৫ আইন, ১৯৩২), কোচবিহার শহর সমিতি আইন, ১৯০৩ (কুঃ বিঃ ৪ আইন, ১৯০৩), কোচবিহার পৌরসংঘ আইন, ১৯৪৪ (কুঃ বিঃ ৩ আইন. ১৯৪৪), চন্দননগর পৌরসংঘ আইন, ১৯৫৫ (পঃ বঃ ১৮ আইন, ১৯৫৫) এবং সেনাবাস আইন, ১৯২৪ (২ আইন, ১৯২৪) এর বিধানসমূহ বা ঐ বিধানসমূহের যে-কোন অংশ বা সংপরিবর্তন প্রযুক্ত হয় কিংবা অতঃপর প্রযুক্ত হইতে পারে সেই সমস্ত অঞ্চল ছাড়া, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ইহা প্রসারিত হইবে।

(৩) এই ধারাটি অবিলম্বে বলবৎ হইবে ; অবশিষ্ট ধারাগুলি, রাজ্যসরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ বা যে যে তারিখ এবং যে অঞ্চল বা যে যে অঞ্চল নির্দিষ্ট করেন সেই তারিখে ·বা সেই সেই তারিখে এবং সেই অঞ্চলে বা সেই সেই অঞ্চলে বলবৎ হইবে এবং বিভিন্ন ধারা ও বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন তারিখ নির্দিষ্ট করিতে পারা যাইবে।

টীকা— ভারতীয় সংবিধানের ৪র্থ ভাগের ৪০ অনুচ্ছেদের নির্দেশ অনুযায়ী এই আইন গঠিত। বিভিন্ন রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে পঞ্চায়ত আইন গঠন করিতে পারিবেন। প্রধানতঃ পঞ্চায়ত ভারতের ইতিহাসে নূতন কথা নয়। বহু পূর্বে, হিন্দু সভ্যতার প্রারম্ভে, পরে মুসলমান রাজত্বকালেও পঞ্চায়ত দ্বারাই গ্রাম শাসিত হইত। রাজ্যের উত্থান পতনে পঞ্চায়তের পরিবর্তন হইত না। ভারতীয়ের রক্তধারায় পঞ্চায়ত রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান আইনে এই ভাবই বজায় রাখার চেষ্টা হইয়াছে। এক কথায়, এই আইনে গ্রামবাসীরা (সহরবাসী নহে) শান্তিরক্ষার প্রাথমিক দায়িত্ব ও সাধ্য অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কার্যের দায়িত্ব পাইয়াছেন। তদনুযায়ী কর নির্দ্ধারণ ও আদায়ের দায়িত্বও পাইয়াছেন। ছোটখাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের দায়িত্বও পাইয়াছেন। আগে ইউনিয়ন বোর্ডেও এসব দায়িত্ব ছিল, বর্তমান আইনে ইহাই সম্প্রসারিত হইয়াছে। গ্রামকে ছোটখাটো সহর করিয়া তুলিতে হইলে যেসব ক্ষমতা ও দায়িত্ব গ্রামবাসীকে দিতে হয় বর্তমান আইনে তাহাই দেওয়া হইয়াছে। যথাস্থানে আনুপূর্বিক টীকায় ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইবে। ইউনিয়ন বোর্ড যেসব কাজ করিতেন তাহা গ্রাম পঞ্চায়ত ও অঞ্চল পঞ্চায়তের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কর নির্দ্ধারণ ও আদায় চৌকীদারী ও সম্পাদকীয় বেতন ব্যয়সমেত অঞ্চল পঞ্চায়তকে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু উন্নয়নমূলক ব্যয় সম্বন্ধে যাবতীয় ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়তকে দেওয়া হইয়াছে। ইউনিয়ন কোর্টের ও বেঞ্চের কাজ ন্যায় পঞ্চায়তকে দেওয়া হইয়াছে। ইহাই পঞ্চায়ত আইনের ভিত্তি। সরকারী তহবিল হইতে উন্নয়নমূলক বাৎসরিক ১,০০০৲ টাকা, চৌকীদারী বেতনের অর্দ্ধেক ও সেক্রেটারীর বেতন বাবদ (পঞ্চায়তকে) সাহায্য পঞ্চায়ত আইনের একটি নূতন বৈশিষ্ট্য, ইহা ইউনিয়ন বোর্ড আমলে ছিল না। ব্লক বাজেটের টাকাও

পঞ্চায়ত ক্রমে পাইতে পারেন। গ্রামসভা আর একটি নূতন বৈশিষ্ট্য, ইহা ইউনিয়ন বোর্ড আমলে ছিলনা। এজন্য খরচও বাড়িয়াছে বটে। মাদ্রাজ পঞ্চায়ত আইনের মত জন্মনিয়ন্ত্রণ কার্যে পঞ্চায়তের প্রচারমূলক বা অধিকতর সক্রিয় ভূমিকার ব্যবস্থা এই আইনে থাকা উচিত ছিল। পঞ্চায়ত ছাড়া গ্রামে এবিষয়ে প্রচার বা ব্যবস্থা হওয়া কঠিন। এ সম্বন্ধে আইনের সংশোধন আবশ্যক।

আইনের বৈধতা—এ সম্পর্কে কয়েকটি হাইকোর্ট ইতিমধ্যেই রায় দিয়াছেন যে কোনরূপ বৈষম্য এই আইনে নাই। ন্যায় পঞ্চায়তে উকীল থাকিবেনা (১০৩ ধারা) বা ফৌজদারী বা দেওয়ানী কার্যবিধি বা সাক্ষ্য আইন এখানে প্রযোজ্য হইবে না (৯৬ ধারা)। ইহাতে প্রমাণ হয় না যে পঞ্চায়ত আইন বৈষম্য-মূলক। পূর্বে আবহমান কাল এই নীতিতেই ভারতে পঞ্চায়ত শাসন হইয়াছে, আধুনিককালে ইউনিয়ন বোর্ডের বা বেঞ্চকোর্টের বেলায়ও এই নীতি খাটিয়াছে, তাহাতে দেশে কোন বিপর্যয় ঘটে নাই। আসল কথা এই যে, গ্রামবাসীরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চেনেন ও হাঁড়ির খবর রাখেন, সুতরাং ফৌজদারী কার্য্যবিধি বা সাক্ষ্য আইন সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করাও এখানে সম্ভব নয়। কারণ, হাকিম ব্যক্তিগতভাবে পক্ষকে জানিলে বিচার করিতে পারেন না এই নিয়ম পঞ্চায়তে প্রয়োগ করিতে গেলে প্রায়ই দেখা যাইবে যে, কোন ন্যায়-পঞ্চায়তই বিচার করিতে পারেনা। এই সার কথাটি মনে রাখিয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে ফৌজদারী কার্যবিধি ও সাক্ষ্য আইনের সম্পূর্ণ প্রয়োগের যে বাধা পঞ্চায়ত আইনে আছে তাহা সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত। সহরের হাকিম বদলীর চাকুরী করেন সুতরাং তাঁহার বেলায় ফৌজদারী কার্যবিধি ও সাক্ষ্য আইন পূর্ণ প্রয়োগে কোন বাধা নাই। সুতরাং কোন পক্ষকে না জানিয়া বিচার করাই সহর অঞ্চলে শ্রেয়ঃ। সংক্ষেপে ইহাই বলা যায়।

অতএব আপাতঃ দৃষ্টিতে বৈষম্য থাকিলেও অবস্থার পার্থক্য থাকায় সঙ্গত শ্রেণীবিভাগ বশতঃ পঞ্চায়ত আইন যে বৈষম্যহীন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

২। **সংজ্ঞার্থ**।—প্রসঙ্গবশত অন্য অর্থ আবশ্যক না হইলে, এই আইনে,—

(ক) "অধ্যক্ষ" এবং "উপাধ্যক্ষ" বলিতে, যথাক্রমে, গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ বুঝাইবে ;

(খ) "অঞ্চল পঞ্চায়ত" বলিতে, এই আইনমতে গঠিত অঞ্চল পঞ্চায়ত বুঝাইবে ;

(গ) "ইমারত" (বিল্ডিং) বলিতে, গৃহ, উপগৃহ, আস্তাবল, পায়খানা, প্রস্রাবখানা, চালাঘর (শেড), কুটির, প্রাচীর (অনধিক দশ ফুট উচ্চ সীমা-প্রাচীর ছাড়া) এবং পাথর, ইট কাঠ, মাটি বা ধাতু দ্বারা বা পাথর, ইট, কাঠ, মাটি ও ধাতু সংযোগে কিংবা অন্য যে-কোন পদার্থ দ্বারা নির্মিত যে-কোন বস্তুকেও বুঝাইবে, কিন্তু ইহার মধ্যে, তাঁবু বা বহনযোগ্য অন্য কোন আশ্রয়গৃহ এবং পর্ব বা উৎসব উপলক্ষ্যে নির্মিত কোন অস্থায়ী চালাঘর পড়িবে না ;

(ঘ) "মামলা" বলিতে, ন্যায় পঞ্চায়তের বিচার্য অপরাধ সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবাহ বুঝাইবে ;

(ঙ) "জেলা-পর্যদ্" বলিতে, বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৮৮৫ (৩ আইন, ১৮৮৫) মতে সংস্থাপিত জেলা-পর্যদ্ বুঝাইবে ;

(চ) "জেলা-বিচারক" বলিতে, অপর জেলা-বিচারক এবং অবর বিচারককেও বুঝাইবে ;

(ছ) "জেলা-শাসক" বলিতে, অপর জেলা-শাসক, উপভুক্তি-পতি, অপর উপ-ভুক্তিপতি এবং এই আইনমতে জেলা-শাসকের যাবতীয় বা যে-কোন কৃত্য সম্পাদনের জন্য রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্য যে-কোন শাসককেও বুঝাইবে ;

(জ) "গ্রাম পঞ্চায়ত" বলিতে, এই আইনমতে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়ত বুঝাইবে ;

(ঝ) "গ্রামসভা" বলিতে, এই আইনমতে গঠিত গ্রামসভা বুঝাইবে ;

(ঞ) "প্রজ্ঞাপন" বলিতে, সরকারী ঘোষপত্রে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন বুঝাইবে;

(ট) "ন্যায় পঞ্চায়ত" বলিতে, এই আইনমতে গঠিত ন্যায় পঞ্চায়ত বুঝাইবে;

(ঠ) "প্রধান" এবং "উপ-প্রধান" বলিতে, যথাক্রমে, অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধান এবং উপ-প্রধানকে বুঝাইবে;

(ড) "নির্ধারিত" বলিতে, এই আইনের বা তদধীনে প্রণীত যে-কোন নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত বুঝাইবে;

(ঢ) "নির্ধারিত প্রাধিকারী" বলিতে, এই আইনের যাবতীয় বা যে-কোন উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সাধারণভাবে অথবা কোন বিশেষ অভিপ্রায়ে রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রাধিকারীকে বুঝাইবে;

(ণ) "সরকারী রাস্তা" বলিতে, দুই মুখ খোলা হউক বা না হউক, যে-কোন রাস্তা (স্ট্রীট), সড়ক (রোড), লেন, গলি, সংকীর্ণ গলি (এল্লে), পথ (প্যাসেজ), পায়ে চলার পথ (পাথওয়ে), সেতু এবং যে চত্বর (স্কোয়ার) বা প্রাঙ্গণের (কোর্টের) উপর দিয়া জনসাধারণের চলিবার স্বত্ব আছে সেরূপ চত্বর বা প্রাঙ্গণ বুঝাইবে। ইহার মধ্যে পার্শ্ববর্তী নালা বা নর্দামা এবং সংলগ্ন কোন সম্পত্তির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি ও ঐ ভূমির উপর কোন বারান্দা বা বিনির্মিত অন্য কিছু থাকা সত্ত্বেও, পড়িবে;

(ত) "মহকুমা শাসক" বলিতে, এই আইনমতে মহকুমা শাসকের যাবতীয় বা যে-কোন কৃত্য সম্পাদনের জন্য রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত বা উক্ত সরকারের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে-কোন মহকুমা শাসককে বুঝাইবে;

(থ) "মোকদ্দমা" বলিতে, ন্যায় পঞ্চায়তের বিচার্য দেওয়ানী মোকদ্দমা বুঝাইবে;

(দ) "গ্রাম" বলিতে, এরূপ কোন অঞ্চল বুঝাইবে যাহা, যে জেলায় ঐ অঞ্চল অবস্থিত সেই জেলার রাজস্বলেখ্যে, একটি বিশিষ্ট ও পৃথক্ গ্রামহিসাবে সংজ্ঞিত, জরীপীকৃত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে ;

(ধ) "বৎসর" বলিতে, এপ্রিল মাসের ১লা তারিখে যে বৎসর আরম্ভ হয় সেই বৎসরকে বুঝাইবে।

টীকা।—সরকারেরভূমি-কর বা রাজস্ব আদায়ের জন্য আবহমান কাল এবং বর্তমান আইনেও গ্রামকে একটি ইউনিট বা নিম্নতম মানহিসাবে ধরা হইয়াছে। এরূপ কয়েকটি গ্রাম বা বড় হইলে, একটি গ্রামকে লইয়া একটি গ্রামসভা রাজ্য সরকার গঠন ও ঘোষণা করিবেন। গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী প্রত্যেকেই তাহার সদস্য হইবেন। বিধানসভার ভোটারও ইহারাই হইবেন। উভয় ক্ষেত্রে একই ভোটার তালিকা। এই ব্যবস্থায় কাজের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ভোটার তালিকা সম্বন্ধে পঞ্চায়ত কর্তৃপক্ষকে মাথা ঘামাইতে হইবে না। সরকারী কর্মচারীরাই এই কর্তব্য পঞ্চায়ত নির্বাচন মণ্ডলী অনুযায়ী তালিকা দ্বারা সুষ্ঠু সম্পাদন করিবেন। পঞ্চায়ত আইনে ভোটার তালিকা সম্পর্কে মামলাও অচল। কারণ, ইহাতে পঞ্চায়তের দায়িত্ব নাই।

কয়েকটি গ্রাম সভা লইয়া রাজ্য সরকার একটি অঞ্চল পঞ্চায়ত গঠন ও ঘোষণা করিবেন। বিধানসভার নির্বাচন মণ্ডলী বা অন্য কোন হিসাবে সরকার অঞ্চল পঞ্চায়ত গঠন করিবেন। এখানে রাজনীতির অপপ্রয়োগ বা অপ-আন্দোলন অসম্ভব নহে। এবিষয়ে জনমত শিক্ষিত ও সজাগ থাকা আবশ্যক। তবে গ্রাম সভা বা অঞ্চল পঞ্চায়ত গঠন অর্থে সদস্য নির্বাচন নহে, নাম ও অধিকারের স্থানীয় সীমানা নির্দ্ধারণ মাত্র। তবুও পূর্বোক্ত কারণে ইহাও বিশেষ তাৎপর্য্য-পূর্ণ বটে।

সংক্ষেপে, গ্রামবাসীরা গ্রামপঞ্চায়ত নির্বাচন করিবেন। এই গ্রাম পঞ্চায়তই সমস্ত উন্নয়নকার্যের মালিক। টাকা আদায় করিবেন অঞ্চল পঞ্চায়ত, কিন্তু উন্নয়ন কার্যে ব্যয় করিবেন গ্রাম পঞ্চায়ত। ইহাই আইনের বৈশিষ্ট্য, যাহা পূর্বে ছিলনা। প্রত্যেক গ্রাম সভার একটি অঞ্চল পঞ্চায়ত থাকিবে। গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থাকিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়ত

ভারতে অন্য কোন রাষ্ট্রে নাই ইহা পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। অন্যত্র শুধু গ্রাম পঞ্চায়ত আছে। স্মরণ রাখিতে হইবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়ত একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গস্বরূপ। ইহাদের কাজ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নয়, পরিপূরক।

অঞ্চল পঞ্চায়তের নির্বাচন গ্রামবাসীরা সোজাসুজি করিতে পারিবেন না। গ্রাম পঞ্চায়তের নির্বাচিত সদস্যরা অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচন করিবেন। গ্রামসভার সদস্য হইতে এরূপ নির্বাচন করিতে হইবে। গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যও অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন, তখন তাঁহাকে গ্রাম পঞ্চায়ত ছাড়িতে হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়তে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হইবেন। ইঁহাদেরও অঞ্চল ও ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্যদের নাম সরকারী গেজেটে ঘোষিত হইবে। অন্যদের বেলায় স্থানীয় ঘোষণামাত্র হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়ত সদস্যগণ সরকারী অনুমোদন পাইলে গ্রামসভার সদস্য তালিকা হইতে ন্যায় পঞ্চায়তের পাঁচজন সদস্য নির্বাচন করিতে পারিবেন। ইউনিয়ন বোর্ডের বেলায় একই সদস্য বোর্ডে ও বেঞ্চকোর্টে থাকিতে পারিতেন কিন্তু ন্যায় পঞ্চায়তের বেলায় সে নিয়ম খাটিবেনা। অর্থাৎ গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়ত সদস্য একই সঙ্গে ন্যায় পঞ্চায়ত সদস্য হইতে পারিবেন না [৭০ (২) ধারা]। ন্যায় পঞ্চায়তে পূর্বের মত বেঞ্চ কোর্ট ভাগ থাকিবেনা। অঞ্চল ও ন্যায় পঞ্চায়তের একজন সম্পাদক থাকিবেন।

"নির্দ্ধারিত প্রাধিকারী" এই আইনের একটি বৈশিষ্ট্য। জেলা পঞ্চায়ত আধিকারিক বা অফিসারকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, নিম্নলিখিত

ধারা প্রসঙ্গে :— ৪ (২), ৬ (২), ১২ (১), ১৮, ২০ (১), ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪৫, ৪৯, ৫৬ (১) (গ), ৬৪ (১) (ঙ), ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮ (১)।

পঞ্চায়ত-পরিদর্শককে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, নিম্নলিখিত ধারা প্রসঙ্গে :— ৭ (২), ৮ (৩), ১৭, ১৭/২৮, ২২ (১), ২২ (১)/২৮, ২৪, ৪৮ (৩), ৫৬ (২), ৫৯ (১), ৫৯ (২), ৬৪ (১) (ক), ৯১ (২), ৯১ (৩)।

জেলা শাসককে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, নিম্নলিখিত ধারা প্রসঙ্গে :— ১৮।২৮, ২০ (১)।২৮, ৬৫, ৬৭।

মহকুমা শাসককে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, নিম্নলিখিত ধারা প্রসঙ্গে :— ৬৪ (১), ৭০ (১), ১১৭।

জেলা শাসক, জেলা পঞ্চায়ত অফিসার, মহকুমা শাসক, পঞ্চায়ত পরিদর্শক বা পঞ্চায়ত অবেক্ষককে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, নিম্নলিখিত ধারা প্রসঙ্গে :— ৬৪ (১) (খ), ৬৪ (১ (গ), ৬৪ (১) (ঘ)।

পঞ্চায়ত অধিকর্তাকে ১৩ ও ১৪ ধারা প্রসঙ্গে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সহকারী পঞ্চায়ত অধিকর্তাকে ৬৪ (১) (গ) ধারা প্রসঙ্গে এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এইসব ক্ষমতা সময়ান্তরে বৃদ্ধি করা হইতেছে এবং হইবে। পরিশেষে তালিকা দ্রষ্টব্য।

অধ্যায় ২

গ্রামসভা

৩। **গ্রামসভার গঠন**।—(১) এই আইন কোন স্থানে বলবৎ হইবার পর রাজ্যসরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত স্থানের মধ্যে এক বা একাধিক গ্রামসভা, এই আইনের উদ্দেশ্যে, গঠন করিতে পারিবেন।

(২) রাজ্যসরকার, (১) উপধারার উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে প্রত্যেক গ্রামসভার নাম ও উহার অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমা বিনির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

৪। **কতকগুলি আইনের নিরসন ও সংশোধন**।—(১) পূর্বোক্তরূপে কোন স্থানে এক বা একাধিক গ্রামসভা গঠিত হইলে পর, ১ম অনুসূচীর, ৩য় ঘরে উল্লিখিত আইনসমূহ এরূপে গঠিত গ্রামসভা বা গ্রামসভাসমূহ লইয়া গঠিত অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রথম প্রধানের ২৭ ধারার (১) উপধারানুসারে নির্বাচনের তারিখ হইতে ঐ অঞ্চল পঞ্চায়তের স্থানিক সীমার মধ্যে ঐ অনুসূচীর, ৪র্থ ঘরে যে মাত্রা এবং যে রীতি বিনির্দিষ্ট হইয়াছে সেই মাত্রায় এবং সেরূপ রীতিতে, নিরসিত বা সংশোধিত হইবে :

পরন্তু, এই আইনমতে যতদিন পর্যন্ত নূতন কর-নির্ধার (এসেসমেণ্ট) না করা হয় ততদিন পর্যন্ত, পূর্বোক্তরূপে নিরসিত বা

সংশোধিত আইনমতে যে কর-মির্ধার (এসেসমেণ্ট), অভিকর (রেট) কর (ট্যাক্স), উপশুল্ক (টোল), ফী বা অনুরূপ কর উক্ত অঞ্চলে প্রচলিত ছিল তাহাই প্রচলিত থাকিবে এবং ঐ অভিকর, কর, উপশুল্ক, ফী বা অনুরূপ কর বাকি থাকার জন্য যেসব টাকা প্রাপ্য হয় সেইসব টাকা বা ঐ অভিকর, কর প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত সব টাকা, যেন উহা এই আইনের বিধানমতে প্রাপ্য ছিল এইভাবে, রাজ্যসরকার যেরূপ প্রাধিকারী (অথরিটি) নিযুক্ত করিবেন সেইরূপ প্রাধিকারীকে আদায় করিতে হইবে, এবং রাজ্যসরকার যে তহবিলের নির্দেশ দিবেন সেই তহবিলে জমা দিতে হইবে।

(২) উপধারা (১)-এ উল্লিখিত আইনসমূহ নিরসিত হইবার ফলে, কোন অঞ্চলে কোন গ্রাম্য চৌকিদারী আইন, ১৮৭০ (৬ আইন, ১৮৭০) মতে নিযুক্ত পঞ্চায়ত. বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৮৮৫ (৩ আইন, ১৮৮৫) মতে গঠিত ইউনিয়ন সমিতি, বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন আইন, ১৯১৯ (৫ আইন, ১৯১৯) মতে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন বোর্ড অথবা বিহার পঞ্চায়ত রাজ আইন, ১৯৪৭ (বিহার ঃ ৭ আইন, ১৯৪৮) মতে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম পঞ্চায়তের অস্তিত্ব আর না থাকিলে, উক্ত পঞ্চায়ত, ইউনিয়ন সমিতি, ইউনিয়ন বোর্ড বা স্থলবিশেষে গ্রাম পঞ্চায়তে নিহিত সমস্ত সম্পত্তি, তহবিল এবং অন্যান্য পরিসম্পৎ এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় অধিকার ও দায়িতা, (১) উপধারায় অনুবিধিতে যেরূপ বিধান করা হইয়াছে তাহার ব্যতিক্রম না করিয়া, এবং নির্ধারিত প্রাধিকারী যে হার স্থির করেন সেই হারে উক্ত অঞ্চল পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়ত সমূহে নিহিত হইবে। নির্ধারিত প্রাধিকারীর আদেশই এ বিষয়ে চূড়ান্ত আদেশ হইবে।

টীকা ঃ— ৪ (১) ধারানুযায়ী পঞ্চায়ত অধিকর্তা একটি আদেশে নূতন পঞ্চায়তকে পূর্ববর্তী ইউনিয়ন বোর্ডের বকেয়া কর ইত্যাদি আদায়ের অধিকার দিবেন। ইহা মামুলী আদেশ। ৪ (২) ধারানুযায়ী জেলা পঞ্চায়ত অফিসার

উক্ত পূর্ববর্তীর যাবতীয় সম্পত্তি উক্ত পরবর্তীকে বণ্টন করিয়া দিবেন। যেখানে একটি ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে একটি অঞ্চল পঞ্চায়ত অভিষিক্ত হইতেছে সেখানে বণ্টনের প্রশ্ন নাই। কিন্তু যেখানে একটি ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে কয়েকটি অঞ্চল পঞ্চায়ত অভিষিক্ত হইতেছে সেখানেই এই প্রশ্ন উঠে। সাধারণতঃ প্রত্যেকটি নূতন অঞ্চল পঞ্চায়ত অন্য নূতন পঞ্চায়তের কাছে সম্পত্তি নেয় ও দেয়। কারণ, কার্যতঃ ইউনিয়ন বোর্ড এলাকাগুলি ভাঙ্গিয়া নূতন অঞ্চল পঞ্চায়তের সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় নূতন অঞ্চল পঞ্চায়তগুলির পরস্পরের মধ্যে দেনা পাওনা থাকিবেই। সুতরাং জেলা পঞ্চায়ত অফিসারকে জনসংখ্যা অনুযায়ী হারাহারি ভাবে সম্পত্তি বণ্টন করিতে হইবে। ইউনিয়ন বোর্ডের তহবিল, অস্থাবর সম্পত্তি (যথা টেবিল, চেয়ার, আলমারী ইত্যাদি) অথবা মূল্য বণ্টন করিতে হয়। স্থাবর সম্পত্তি (যথা জমি, বাড়ী, রাস্তা, নলকূপ ইত্যাদি) বাধ্যতামূলকভাবেই স্থানীয় নূতন অঞ্চল পঞ্চায়তে বর্তিবে। কিন্তু এগুলির নগদমূল্য স্থানীয় অঞ্চল পঞ্চায়ত পাইয়াছেন এরূপ হিসাব করিয়াই তাহার বাকী পাওনা ঠিক করিতে হইবে।

সাধারণতঃ অঞ্চল প্রধানের নির্বাচন তারিখের কিছু পরে তিনি পূর্ববর্তী ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্টের কাছে কার্যভার পান। যদি ইত্যবসরে পদরিক্ত প্রেসিডেণ্ট চৌকীদারদের বেতনাদি অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় করিয়া থাকেন বা ধার্যকর আদায় করিয়া থাকেন তাহা হইলে কি হইবে? আইনতঃ, প্রধান নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেসিডেণ্ট পদহীন হইয়া যান এবং প্রেসিডেণ্ট হিসাবে কোন কাজ করিতে পারেন না। এ সমস্যার অনেক গোজামিল মীমাংসা কার্যতঃ হইয়া থাকে, তবে আইনের দৃষ্টিতে, ভারতীয় চুক্তি আইনের ১৯৬ ধারানুযায়ী আইনসঙ্গত মীমাংসাও করা যায়। এই ধারানুযায়ী নূতন অঞ্চল পঞ্চায়ত যদি পূর্ববর্তী বোর্ডের অন্তবর্তীকালীন অনধিকার-প্রসূত কোন কাজ Ratify বা সমর্থন করেন তবে সেসব কাজ অঞ্চল পঞ্চায়তের কাজ বলিয়াই গণ্য হইবে এবং আইন রক্ষা হইবে। নূতন কর ধার্য না হওয়া পর্যন্ত পুরাতন ধার্যকর আদায়ের কাজ অবশ্য অঞ্চল পঞ্চায়ত সরকারের ৪ (১) ধারার আদেশে যে কোন অবস্থাতেই নিজেই করিতে পারিবেন। যদি Ratification বা সমর্থন না হয় তাহা হইলে Equity Rule অনুযায়ী খরচ অঞ্চল পঞ্চায়তের দেনাশোধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং কাহারও কিছু বলিবার থাকিবেনা—

Liggett (liverpool) Ltd vs. Barclays Bank Ltd. রায়ে নজীর আছে। আয়ের বেলায় যেহেতু আয় পঞ্চায়ত তহবিলে যাইবে সেহেতু কাহারও কিছু বলিবার থাকিবেনা। অঞ্চল পঞ্চায়তের সাধারণ (public) সম্পত্তি অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়তের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। কারণ, সাধারণ সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব অঞ্চল পঞ্চায়তের নহে, গ্রাম পঞ্চায়তের। এই বিচারে সাধারণ সম্পত্তি লইয়া গ্রামও অঞ্চল পঞ্চায়তের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায় না। ৪(২) ধারা ও ৬১ ধারার গলিত অর্থ এই হয় যে, ইউনিয়ন বোর্ডের বিলুপ্তির পরে সাধারণ সম্পত্তি অঞ্চল পঞ্চায়তের সম্পত্তি হয় ও তৎপরে অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়তের সম্পত্তি হয়।

৪ ধারায় একটি অসুবিধা আপাতঃদৃষ্টিতে থাকিয়া যাইতেছে। ৪ ধারার অসুবিধা এই যে, অঞ্চল প্রধান নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ড বিলুপ্ত হইলে যদি হাইকোর্টের আদেশে নব নির্বাচিত অঞ্চল প্রধান কার্যভার গ্রহণে অক্ষম হন, বা অঞ্চল প্রধান নির্বাচনের তারিখ ও তাঁহার কার্যভার গ্রহণের তারিখের মধ্যে, অনেক বিলম্ব ঘটিলে, পুরাতন প্রেসিডেণ্ট কর আদায় করিতে বা চৌকিদারী বেতন দিতে বা অন্য কোন অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় করিতে অস্বীকার করেন তখন গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনের কি হইবে? এবিষয়ে ৪ ধারায় কোন নির্দেশ বা ব্যবস্থা নাই এবং এই ধারাটির আশু সংশোধন আবশ্যক কেহ কেহ এই মত পোষণ করেণ। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। আইনের সংশোধনের আবশ্যক নাই। কার্যভার গ্রহণ আইনের ব্যাপার নয়, প্রশাসনিক ব্যাপার। এ সম্বন্ধে আইন থাকে না, এবং সংশোধনের প্রশ্নও থাকে না। প্রশাসনিক ব্যাপারে বাধা হইলে হাইকোর্ট, দেওয়ানীকোর্ট বা ফৌজদারীকোর্টের সাহায্যে বাধাদূর করিতে হইবে। এইসব কোর্ট আইন প্রদত্ত অধিকার বা ক্ষমতা রক্ষার আদেশ দিবেন।

যদি পূর্ববর্তী ইউনিয়নবোর্ড বাজেট বা ধার্যকর তালিকা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে প্রস্তুত না করিয়াই বিদায় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তখন ১৪১ নিয়মানুযায়ী জেলাশাসকের আদেশে ধার্যকর তালিকা প্রস্তুতির মেয়াদকাল বর্দ্ধিত হইবে এবং মহকুমা শাসকের আদেশে বাজেট প্রস্তুতির মেয়াদকাল বর্দ্ধিত হইবে। তাঁহারা ইউনিয়বোর্ডের আমলে এইরূপ মেয়াদকাল বর্দ্ধিত করিতে পারিতেন এবং ১৪১ নিয়মানুযায়ী পঞ্চায়ত আমলেও তাহাই করিতে পারিবেন। এসম্বন্ধে ১১১ এবং ১৩০ নিয়ম দ্রষ্টব্য।

৫। গ্রামসভা-অঞ্চল পরিবর্তন করার ক্ষমতা—(১) রাজ্যসরকার, সংশ্লিষ্ট গ্রামসভা বা সভাসমূহের মতামত বিবেচনা করিয়া, প্রজ্ঞাপন দ্বারা—

(ক) কোন গ্রামসভার অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমা হইতে তদন্তর্ভুক্ত যে-কোন স্থান বাদ দিতে পারিবেন ; অথবা

(খ) কোন গ্রামসভার অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার সন্নিহিত যে-কোন স্থান উহার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন ; অথবা

(গ) যাহাতে দুই বা ততোধিক গ্রামসভা গঠন করা যায় সেজন্য যে-কোন গ্রামসভার অধীন স্থান বিভাগ করিতে পারিবেন ; অথবা

(ঘ) যাহাতে একটিমাত্র গ্রামসভা গঠন করা যায় সেজন্য দুই বা ততোধিক গ্রামসভার অধীন স্থানসমূহ সংযুক্ত করিতে পারিবেন ; অথবা

(ঙ) কোন গ্রামসভার সীমা অন্যভাবে পরিবর্তন বা সংশোধন করিতে পারিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুসারে কোন স্থান কোন গ্রামসভার অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার অন্তর্ভুক্ত করা হইলে, ঐ স্থান ঐরূপ অন্তর্ভুক্তির তারিখ হইতে, উক্ত গ্রামসভার অধীন স্থানে প্রচলিত সমস্ত বিধি, নিয়ম, প্রনিয়ম, উপবিধি এবং আদেশের অধীন হইবে।

(৩) কোন গ্রামসভার অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমা হইতে কোন স্থান বাদ দেওয়া হইলে, ১ম অনুসূচীর ৩য় ঘরে উল্লিখিত আইনসমূহ, উক্ত অনুসূচীর দ্বারা ঐগুলি যে মাত্রায় নিরসিত বা সংশোধিত হইয়াছিল সেই মাত্রায়, উক্ত স্থানে, ঐরূপ বাদ দেওয়ার তারিখ হইতে, পুনরায় প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

পরন্তু, ১ম অনুসূচীর ৩য় ঘরে উল্লিখিত আইনসমূহ অনুসারে যতদিন না নূতন কর-নির্ধারণ করা হয় এবং নূতন কর, অভিকর,

ফী, উপশুল্ক এবং অনুরূপ কর ধার্য হয় ততদিন এই আইনমতে যেসমস্ত কর নির্ধার করা হইয়াছিল এবং যেসমস্ত অভিকর, কর, ফী, উপশুল্ক ও অনুরূপ কর ধার্য্য করা হইয়াছিল তাহাই ঐ স্থানে প্রচলিত থাকিবে এবং উক্ত স্থান সম্পর্কিত সমস্ত পরিসম্পৎ ও দায়িতা রাজ্যসরকারে নিহিত হইবে। রাজ্যসরকার ঐ পরিসম্পৎ ও দায়িতার সম্পর্কে যেরূপ করা উপযুক্ত মনে করেন তদনুসারে আদেশ দিবেন।

টীকা:—গ্রামসভার মতামত বিবেচনা করিয়া তাহার এলাকা পরিবর্তন রাজ্য সরকার করিতে পারেন। ইহাতে প্রমাণ হয় না যে, সরকার গ্রামের অধিবাসীদের প্রস্তাব অনুযায়ী এলাকা পরিবর্তন করিতে পারেন না। আইন সৃষ্ট গ্রামসভার মতামত বিবেচনা করা প্রয়োজন। অন্যান্য প্রদেশে আইনে গ্রামসভার মতামত বিবেচনা করার ব্যবস্থা না থাকায় ঐসব প্রদেশের পঞ্চায়ত আইন অপেক্ষা বর্তমান আইনই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। যদি গ্রাম্য দলাদলি বা ঐরূপ কোন অবস্থা কল্পনা করিয়া এলাকা পরিবর্তনের ব্যবস্থা আইনে রাখা হইয়া থাকে তবে ইহাতে ঐক্যের বদলে অনৈক্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। প্রাথমিক কল্পনা যদি সঙ্গত হয় তবে পরে পরিবর্তনের কারণ সাধারণতঃ ঘটেনা। ইউনিয়নবোর্ড আইনে এ প্রকার মধ্যকালীন ব্যবস্থা ছিল না। একমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয় এই ব্যবস্থার সমর্থন করিতে পারে।

৬। **কোন গ্রামসভার অধীন কোন স্থান বা উহার কোন অংশ পৌরসংঘ ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত করার ফল।**—(১) যদি কখনও কোন গ্রামসভার অধীন সমগ্র স্থান কোন পৌর সংঘাধীন স্থানের অন্তর্গত অথবা কোন পৌরনিগম, নগর সমিতি কিংবা সেনাবাসের প্রাধিকারাধীন স্থানের অন্তর্গত স্থান হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রামসভা বিলুপ্ত হইবে এবং ঐরূপ গ্রামসভায় নিহিত সম্পত্তি, তহবিল ও অন্যান্য পরিসম্পৎ এবং ঐ গ্রামসভার সমস্ত অধিকার ও দায়িতা, ঐ পৌরসংঘের কিংবা

পৌরনিগম বা নগর সমিতি অথবা, স্থলবিশেষে সেনাবাস-প্রাধিকারে নিহিত এবং সংক্রমিত হইবে।

(২) যদি কখনও কোন গ্রামসভাধীন স্থানের কোন অংশকে, কোন পৌরসংঘের অথবা কোন পৌরনিগম, নগর সমিতি কিংবা সেনাবাসের প্রাধিকারাধীন কোন স্থানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রামসভাধীন স্থান, উহার যতটা অংশ ঐভাবে পৌর-সংঘের অথবা পৌরনিগম, নগর সমিতি কিংবা সেনাবাসের প্রাধিকারাধীন স্থানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে সেই পরিমাণে কমানো হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, এবং ঐরূপ অন্তর্ভুক্ত অংশ সম্পর্কে উক্ত গ্রামসভায় নিহিত সম্পত্তি, তহবিল ও অন্যান্য পরিসম্পৎ এবং উক্ত গ্রামসভার সমস্ত অধিকার ও দায়িতা, নির্ধারিত প্রাধিকারী যে হার স্থির করেন সেই হারে, ঐ পৌরসংঘে কিংবা পৌরনিগম বা নগরসমিতি বা স্থলবিশেষে, সেনাবাস-প্রাধিকারে নিহিত এবং সংক্রমিত হইবে। হার স্থিরীকরণ সম্পর্কে নির্ধারিত প্রাধিকারীর আদেশই চূড়ান্ত হইবে।

৭। **গ্রামসভার সদস্যসমূহ**।—(১) প্রত্যেক গ্রামসভা, যে স্থানের জন্য ঐ গ্রামসভা গঠিত হইয়াছে সেই স্থান সম্পর্কে যাঁহাদের নাম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তৎসময় বলবৎ নির্বাচক-তালিকার অন্তর্ভুক্ত সেই সমস্ত ব্যক্তিকে লইয়া, গঠিত হইবে।

(২) নির্ধারিত প্রাধিকারী সময় সময় (১) উপধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের নামের একটি তালিকা রক্ষা করিবেন এবং ঐ তালিকাটিই গ্রামসভার সদস্য-তালিকা হইবে।

টীকা :—পঞ্চায়ত পরিদর্শক পঞ্চায়ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবেন। কিন্তু ঐ তালিকা বিধানসভার ভোটারদের তালিকারই অংশমাত্র। পঞ্চায়ত-নির্বাচন-মণ্ডলী অনুযায়ী প্রস্তুত বিধানসভার ভোটার তালিকা হইতে যে কোন সময়ে পঞ্চায়ত ভোটার তালিকা পৃথক করিয়া পঞ্চায়ত নির্বাচনে ব্যবহার করা

যাইতে পারে। বিভিন্ন প্রদেশে এসম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যবস্থা থাকিলেও পঞ্চায়ত পরিদর্শকের তালিকা বা সরকারী প্রস্তুত তালিকাই অধিকাংশ প্রদেশের আইনে সমর্থিত হইয়াছে। ২১ বৎসর বয়সে ভোটার হওয়া যায় কিন্তু পঞ্চায়তের সদস্যের ২৫ বৎসর বয়স প্রয়োজন।

৮। গ্রামসভার বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক সাধারণ অধিবেশন।— (১) প্রত্যেক গ্রামসভার একটি বাৎসরিক ও একটি ষাণ্মাসিক সাধারণ অধিবেশন হইবে:

পরন্তু, গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ যে-কোন সময় একটি অতিরিক্ত সাধারণ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন, এবং সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার মোট সদস্যদের অন্যূন এক-পঞ্চমাংশের নিকট হইতে লিখিত অভিযাচনপত্র (রিকুইজিশন) পাইলে তাঁহাকে ঐরূপ অভিযাচনপত্র প্রাপ্তির একুশ দিনের মধ্যে, একটি অতিরিক্ত সাধারণ অধিবেশন অবশ্যই আহ্বান করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর অনুবিধিতে উল্লিখিত অভিযাচনপত্রে অধিবেশনের উদ্দেশ্যের বর্ণনা থাকা চাই এবং অভিযাচনকারী সদস্যগণকে উহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে ও গ্রামসভার অফিসে উহা জমা দিতে বা অর্পণ করিতে হইবে। অভিযাচনপত্রটি একাধিক দস্তাবেজ লইয়া রচিত হইতে পারিবে। ঐ দস্তাবেজের প্রত্যেকটিতে এক বা একাধিক সদস্যের স্বাক্ষর থাকা চাই।

(৩) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ একুশ দিনের মধ্যে ঐ অধিবেশন আহ্বান না করিলে এবং অভিযাচনকারী সদস্যগণ (১) উপধারার অনুবিধিতে উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে অনুরোধ জানাইলে, নির্ধারিত প্রাধিকারী, ঐরূপ লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির তারিখ হইতে একুশ দিনের মধ্যে, ঐ অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

(৪) গ্রামসভার অধিবেশনসমূহ, যেরূপ রীতি, যে সময় এবং

যে স্থান নির্ধারিত হইবে সেরূপ রীতিতে, সেই সময়ে এবং সেই স্থানে, হইবে।

টীকা:—বাধ্যতামূলক অধিবেশন মাত্র ২টি—বার্ষিক সাধারণ সভা ও ষান্মাসিক সাধারণ সভা। অধ্যক্ষ সভা আহ্বানে গাফিলতী করিলে বা অন্য কোন কারণে, এক-পঞ্চমাংশ সদস্যের তলবে অধ্যক্ষ ২১ দিনের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন, অন্যথায় পঞ্চায়ত পরিদর্শকের নিকট আবেদন ক্রমে ঐ সভা আহূত হইবে।

সভার নিয়মাবলী সম্বন্ধে পঞ্চায়ত নিয়ম ৩-৭ দ্রষ্টব্য। অধ্যক্ষ নিজেও বিশেষ সাধারণ সভা ডাকিতে পারেন কিন্তু উহা বাধ্যতামূলক নহে।

৯। **সাধারণ অধিবেশন সমূহের কার্য**।—(১) গ্রামসভা—

(ক) বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে—

(/০) পরবর্তী বৎসরের আয়ব্যয়কের (বাজেটের) বিষয় বিবেচনা করিবেন,

(৵০) পূর্ববর্তী বৎসরে যে কাজ করা হইযাছে এবং পরবর্তী বৎসরে যে কাজ করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গ্রাম পঞ্চায়ত যে রিপোর্ট পেশ করিবেন তাহা বিবেচনা করিবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়তকে যেরূপ নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক মনে করেন সেইরূপ নির্দেশ দিবেন, এবং

(৶০) অন্যান্য যেরূপ কার্য নির্ধারিত হয় সেইরূপ কার্য করিবেন;

(খ) ষাণ্মাসিক সাধারণ অধিবেশনে যেরূপ কার্য নির্ধারিত হয় সেইরূপ কার্য করিবেন।

(২) উপধারা (১)এ উল্লিখিত অধিবেশন দুইটিতে, গ্রাম সভার প্রত্যেক সদস্যেরই গ্রাম পঞ্চায়তের পরিচালন সম্পর্কে সমস্তবিষয়ে সংবাদ জানিতে চাহিবার অধিকার থাকিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষকে, বা, তাঁহার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার গ্রাম পঞ্চায়তের উপাধ্যক্ষকে

গ্রামসভার অধিবেশনসমূহে সভাপতিত্ব করিতে হইবে এবং, তাঁহারা উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে, অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে গ্রামসভা নির্ধারিত রীতিতে সভাপতিপদের জন্য নির্বাচন করিবেন।

টীকা:—ইউনিয়নবোর্ডে বাংলা সন কিন্তু পঞ্চায়তে ইংরাজী সন (১লা এপ্রিল হইতে পরবর্তী ৩১শে মার্চ) অনুসরণ করা হয়। বার্ষিক অধিবেশন জানুয়ারী মাসে ও ষাণ্মাসিক অধিবেশন অক্টোবর মাসে ডাকা হয়। ১৫ দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হয়। গ্রামসভা গ্রামপঞ্চায়তের কার্য এইসব সভায় আলোচনা করিবেন ও যথাবিহিত নির্দেশ দিবেন। বজেট আলোচনাই সাধারণ বার্ষিক সভার উদ্দেশ্য। ষাণ্মাসিক সভায় অন্যান্য কার্য আলোচিত হইবে। তবে ইহাতে পূর্ববৎসরের সর্বশেষ অডিট রিপোর্ট ও চলতি বৎসরের অতিরিক্ত বজেট ইত্যাদি আলোচনা হইবে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীপুরুষ এইসভায় আলোচনা ও প্রশ্ন ইত্যাদি করিতে পারিবেন। ইহাই পঞ্চায়ত রাজের উপক্রমণিকা।

১০। **অপেক্ষসংখ্যা (কোরাম)**।—(১) গ্রামসভায় মোট সদস্যদের অন্তত এক-দশমাংশ উপস্থিত না থাকিলে, গ্রামসভার কোন অধিবেশনেই কোনরূপ কার্য করা যাইবে না।

(২) অপেক্ষসংখ্যা (কোরাম) না থাকিলে, অধিবেশনটি, এক মাসের মধ্যে যে তারিখের কথা সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি ঐ অধিবেশনে ঘোষণা করিবেন সেই তারিখ পর্যন্ত স্থগিত থাকিবে। এই সম্বন্ধে গ্রামসভার সদস্যগণকে নির্ধারিত রীতিতে নোটিস দিতে হইবে এবং যে অধিবেশন ঐরূপ স্থগিত থাকে সেই অধিবেশনের পরিবর্তে যে অধিবেশন হইবে তাহাতে অপেক্ষসংখ্যার (কোরামের) আর প্রয়োজন হইবে না।

(৩) যে অধিবেশন স্থগিত হইয়াছিল সেই অধিবেশনের কৃত্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত কার্য ছাড়া অন্য কোন কার্য উক্ত স্থগিত

অধিবেশনের পরিবর্তে যে অধিবেশন বসিবে তাহাতে অনুষ্ঠিত হইবে না।

টীকা ঃ—কোরাম না হইলে কোরাম ব্যতীতই পরবর্তী অধিবেশনে কাজ হইবে, তবে নূতন কোন কাজ হইবে না। গ্রামসভার এক-দশমাংশ সদস্য উপস্থিত হইলে কোরাম হইবে। নিয়মাবলীর ৭ নিয়ম দ্রষ্টব্য।

অধ্যায় ৩

গ্রাম পঞ্চায়ত

১১। **গ্রাম পঞ্চায়তের সংস্থাপন, গঠন ও নিগমবন্ধন**।—(১) প্রত্যেক গ্রামসভার জন্য একটি করিয়া গ্রাম পঞ্চায়ত থাকিবে।

(২) নয় জনের কম বা পনর জনের বেশি না হয় এরূপ যে সংখ্যা নির্ধারিত প্রাধিকারী নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, গ্রামসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে [যে সময় এবং যে রীতি নির্ধারিত হয় সেই সময়ে ও সেই রীতিতে] সেরূপ সংখ্যক সদস্য নির্বাচন করিবেন এবং ঐরূপে নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া গ্রাম পঞ্চায়ত গঠিত হইবে।

[(২ক) নির্বাচনের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট আছে সেই সময়ের মধ্যে যদি কোন গ্রামসভার সদস্যগণ, (২) উপধারা মতে যতজন সদস্য নির্বাচিত করিতে হইবে ততজন সদস্য নির্বাচিত করিতে না পারেন তবে যে রিক্ত পদ বা পদগুলি পূরণ করা বাকি থাকিবে সেই পদ বা পদগুলি পূরণ করিবার জন্য আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং ঐরূপ দ্বিতীয় নির্বাচনেও যদি গ্রামসভার সদস্যগণ উক্ত সংখ্যক সদস্য নির্বাচন করিতে না পারেন তবে ঐ সংখ্যা পূণ করিবার জন্য রাজ্যসরকার এক বা একাধিক সদস্য নিয়োগ করিতে পারিবেন। ঐরূপে নিযুক্ত যে-কোন ব্যক্তি যথাযথভাবে নির্বাচিত সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।]

(৩) যতগুলি নির্বাচনক্ষেত্রে বিভক্ত হইলে নির্বাচনের সুবিধা হয়, নির্ধারিত প্রাধিকারী কোন গ্রামসভাধীন স্থানকে ততগুলি নির্বাচনক্ষেত্রে বিভক্ত করিতে পারিবেন।

(৪) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তই ঐ নামে একটি নিগমবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হইবে। উঁহার শাশ্বত উত্তরাধিকার এবং একটি সামূহিকশীল-মোহর থাকিবে। এই আইনমতে বা তৎসময় বলবৎ অন্য কোন বিধিমতে আরোপিত কোনরূপ বাধানিষেধ বা সীমা থাকিলে সেই বাধানিষেধ বা সীমা বজায় রাখিয়া, এই আইনমতে উঁহার কর্তব্য নির্বাহের জন্য উঁহাকে কোন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দান করা হইলে সেই দানগ্রহণ, ঐরূপ সম্পত্তি অর্জন, ভোগ, পরিচালন ও হস্তান্তরিত করার এবং যে-কোন চুক্তি সম্পাদন বা প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য করার ক্ষমতা উঁহার থাকিবে। ঐরূপ প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তই ঐ নামে মামলা করিবেন এবং উঁহার বিরুদ্ধেও ঐ নামেই মামলা করা যাইবে।

(৫) উপধারা (২)-এ যাহাই থাকুক না কেন, রাজ্যসরকার, ঐ উপধারামতে নির্বাচিত কিংবা ১৩ ধারামতে নিযুক্ত যে-কোন গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত, যে সময়ের জন্য উপযুক্ত মনে করেন সেই সময়ের জন্য, রাজ্যসরকারের মতে গ্রাম পঞ্চায়ত যাহাতে ফলপ্রদ্-ভাবে উঁহার কৃত্য সম্পাদন করিতে পারেন তজ্জন্য যাঁহার ঐ গ্রাম পঞ্চায়তে কাজ করিবার বিশেষ যোগ্যতা আছে সেরূপ যে-কোন ব্যক্তিকে, তিনি সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার সদস্য হউন বা না হউন, সহযোজিত করিতে পারিবেন; এবং ঐরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সর্বতোভাবেই গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন, কিন্তু তাঁহাদের ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না এবং তাঁহারা অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না:

পরন্তু, ঐভাবে কোন গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত সহযোজিত সদস্যদের মোট সংখ্যা ঐ গ্রাম পঞ্চায়ত যে-সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত সেই সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইবে না।

(৬) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়ত, উঁহার প্রথম যে অধিবেশনে সদস্যদের অপেক্ষসংখ্যা পূর্ণ (কোরাম) থাকিবে সেই অধিবেশনে (৫) উপধারার বিধানাবলী বজায় রাখিয়া, সদস্যগণের মধ্যে একজনকে ঐ গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ এবং আর একজনকে উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবেনঃ

পরন্তু, গ্রাম পঞ্চায়ত একজন অধ্যক্ষ নির্বাচিত করিতে না পারিলে, বিদায়ী গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষই ঐ পদ পুনরায় গ্রহণ করিবেন এবং যতদিন না একজন নূতন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন ততদিন ঐ পদে অধিষ্ঠিত রহিবেন।

টীকাঃ—গ্রামসভা সংখ্যাবহুল হওয়ায় কাজের অসুবিধা হয়, সেজন্য গ্রাম পঞ্চায়তের সৃষ্টি। এই পঞ্চায়তে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি রাজ্যসরকারের মনোনীত হইয়া আলোচনায় (ভোট নহে) যোগদান করিতে পারেন। ইউনিয়নবোর্ড আমলে এব্যবস্থা ছিলনা। বর্ত্তমান বিশেষজ্ঞের যুগে এব্যবস্থা সমীচীন হইয়াছে। গ্রাম পঞ্চায়ত নির্বাচন নিয়মাবলীর ৮-৩১ নিয়মানুযায়ী হইবে। প্রথমবারে নির্ব্বাচন না হইলে দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়া হইবে এবং সেবারেও না হইলে রাজ্যসরকার তখন মনোনয়ন দ্বারা গ্রামপঞ্চায়ত গঠন করিবেন। লোকসংখ্যা অনুযায়ী সদস্য সংখ্যা ৯ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত হইবে। নির্ব্বাচনের তারিখ অনিবার্য্যকারণে ২৯ নিয়মানুযায়ী পিছাইয়া দেওয়া যায়। ২৯ নিয়মের টীকা দ্রষ্টব্য। নির্ব্বাচনের বিবাদ থাকিলে ৩০ নিয়মানুযায়ী মহকুমা শাসকের কাছে বিচার হইবে, দেওয়ানি আদালতে নহে। ৩০ নিয়মের টীকা দ্রষ্টব্য।

১২। **সদস্যগণের, এবং অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদকাল**—(১) গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যসমূহের পদকাল, গ্রাম পঞ্চায়তের প্রথম যে অধিবেশনে সদস্যদের অপেক্ষসংখ্যা পূর্ণ (কোরাম) থাকে সেই

অধিবেশনের তারিখ হইতে গণনা করিয়া, ২১ ধারার বিধানাবলীর অধীনে চারি বৎসর হইবে:

পরন্তু, নির্ধারিত প্রাধিকারী প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঐ পদকাল, এক বৎসরের অনধিক যে সময় প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত হয় সেই সময় পর্যন্ত বাড়াইয়া দিতে পারিবেনঃ

অপিচ, এই ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর, নবগঠিত গ্রাম পঞ্চায়তের প্রথম যে অধিবেশনে সদস্যদের অপেক্ষসংখ্যা পূর্ণ (কোরাম) থাকে সেই অধিবেশন পর্যন্ত গ্রাম পঞ্চায়তের প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত রহিবেন।

(২) গ্রাম পঞ্চায়তের নির্বাচিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ, তাঁহার অধ্যক্ষ বা, স্থলবিশেষে, উপাধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত হওয়ার তারিখ হইতে চারি বৎসর কাল ১৮ এবং ১৯ ধারার বিধানাবলীর অধীনে নিজ পদে অধিষ্ঠিত রহিবেন।

(৩) উপধারা (২) এ যাহাই থাকুক না কেন, নব-গঠিত গ্রাম পঞ্চায়ত ১১ ধারার (৬) উপধারার বিধানমতে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সমবেত হওয়ামাত্র, নির্বাচিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ তাঁহাদের পদ রিক্ত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

টীকা ঃ—কার্য্যকাল ৪ বৎসর। জেলা পঞ্চায়ত অফিসার সাধারণ নির্ব্বাচন বা ঐপ্রকার কোন অনিবার্য্যকারণে কার্যকাল আরও একবৎসর বাড়াইতে পারেন। নূতন পঞ্চায়তের কোরামসহ প্রথম অধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত পুরাতন পঞ্চায়ত বহাল থাকিবেন। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের কার্য্যকাল ৪ বৎসর। মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ ইত্যাদি কারণে নূতন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ বাকীকালের জন্য (৪ বৎসর নহে) কার্য করিবেন। পক্ষান্তরে, কোরামযুক্ত প্রথম অধিবেশনে নূতন গ্রাম পঞ্চায়ত না আসা পর্য্যন্ত পুরাতন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ কর্ম্মক্ষম রহিবেন, ৪ বৎসর অতিক্রান্ত হইলেও, ইহাই ১২ (৩) ধারার বিধান। এইরূপ ব্যবস্থা জনসাধারণের স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজন।

১৩। নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক সদস্যসমূহের নিয়োগ।—১১ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, নির্ধারিত প্রাধিকারী, উপযুক্ত মনে করিলে, প্রথম গ্রাম পঞ্চায়ত গঠন করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে ঐ গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যগণকে ৩ ধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে অনধিক এক বৎসর কালের জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তাহার পর তাঁহাদের স্থান নির্ধারিত রীতিতে নির্বাচিত সদস্যগণ গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের পদ রিক্ত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইবেঃ

পরন্তু, ঐ সদস্যগণ যদি এক বৎসরের কম সময়ের জন্য নিযুক্ত হন তাহা হইলে, নির্ধারিত প্রাধিকারী, উপযুক্ত মনে করিলে, ঐ সময় এক বৎসর পর্যন্ত বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

টীকা :– প্রাকৃতিক বা সামাজিক বিপর্যয় বা বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি কারণে পঞ্চায়ত অধিকর্ত্তা প্রথম গ্রাম পঞ্চায়ত মনোনয়ন দ্বারা গঠিত করিতে পারেন। কার্য্যকাল ১ বৎসর, তবে কোরামযুক্ত প্রথম অধিবেশনে নবনির্ব্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়ত না আসা পর্য্যন্ত মনোনীত সদস্যগণই বহাল থাকিবেন।

১৪। নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক প্রথম অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ।—এই অধ্যায়ে যাহাই থাকুক না কেন, নির্ধারিত প্রাধিকারী, কোন গ্রাম পঞ্চায়তের দুইজন সদস্যকে, ৩ ধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে অনধিক এক বৎসর কালের জন্য, ঐ গ্রাম পঞ্চায়তের যথাক্রমে প্রথম অধ্যক্ষ ও প্রথম উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তাহার পর তাঁহাদের স্থান গ্রাম পঞ্চায়তের নির্বাচিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ গ্রহণ করিবেন :

পরন্তু, ঐ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ যদি এক বৎসরের কম সময়ের জন্য নিযুক্ত হন, তাহা হইলে, নির্ধারিত প্রাধিকারী, উপযুক্ত মনে করিলে, তাঁহাদের ঐ নিয়োগকাল এক বৎসর পর্যন্ত বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

টীকা :—কার্যকাল ১ বৎসর, ইহা কোন মতেই বাড়ানো চলিবেনা।

১৫। গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং সদস্যসমূহের অযোগ্যতা।—(১) এই অধ্যায়ে যাহাই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ কিংবা সদস্যরূপে নির্বাচনের বা নিয়োগের যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসরের কম হয় ; অথবা

(খ) তিনি দুশ্চারিত্র্যঘটিত অসদাচারের দরুন কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের অথবা স্থানীয় প্রাধিকারের চাকরি হইতে পদচ্যুত হইয়া থাকেন এবং যে ক্ষেত্রে তিনি কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকার কর্তৃক পদচ্যুত হন সেক্ষেত্রে সরকারী চাকরিতে তাঁহাকে নিয়োগ করিতে বারণ করা হইয়া থাকে ; অথবা

(গ) গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত কৃত বা গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক বা গ্রাম পঞ্চায়তের পক্ষে কৃত কোন চুক্তিতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁহার নিজের নামে অথবা তাঁহার অংশীদার বা নিয়োগকর্তা কিংবা কোন কর্মচারীর নামে, তাঁহার কোনরূপ অংশ বা স্বার্থ থাকে ঃ

পরন্তু, ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দেরকোম্পানি আইনে (১ আইন, ১৯৫৬) সংজ্ঞিত যে সার্বজনিক কোম্পানি গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত চুক্তি করেন বা তৎকর্তৃক নিয়োজিত হন সেরূপ কোন সার্বজনিক কোম্পানিতে কোন ব্যক্তির কোনরূপ অংশ বা স্বার্থ আছে মাত্র এই কারণে ঐ ব্যক্তি ঐ গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা সদস্যরূপে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হইবার অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন না ; অথবা

(ঘ) ক্ষমতাবান বিচারালয় কর্তৃক বিচারে তিনি বিকৃত-মস্তিষ্ক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন ; অথবা

(ঙ) তিনি একজন অনুন্মুক্ত দেউলিয়া হন, অথবা

(চ) উন্মুক্ত দেউলিয়া হইয়া তিনি বিচারালয় হইতে এই মর্মে কোন প্রমাণপত্র না পাইয়া থাকেন যে, দুর্ভাগ্য-বশতই তিনি দেউলিয়া হইয়াছেন—অসদাচরণের জন্য নহে, অথবা

(ছ) যে বৎসর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই বৎসরের পূর্ববর্তী বৎসরের জন্য এই আইনমতে [অথবা গ্রাম্য চৌকিদারী আইন ১৮৭০, (বঃ ১ আইন, ১৮৭০) বঙ্গীয় গ্রাম চৌকিদারী আইন, ১৮৭১ (বঃ ১ আইন, ১৮৭১) কিংবা বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৯১৯ (বঃ ৫ আইন, ১৯১৯) মতে] তৎকর্তৃক দেয় কোনরূপ কর, উপশুল্ক, ফী বা অভিকর না দেওয়া হইয়া থাকে।

(২) কোন ব্যক্তি কোন ফৌজদারী বিচারালয় কর্তৃক ছয় মাসের অধিক কালের জন্য দ্বীপান্তর দণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে বা হইয়া থাকিলে, ঐ দণ্ডাদেশ অবসানের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর কাল পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তি কোন গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ অথবা উপাধ্যক্ষ কিংবা সদস্যরূপে নির্বাচনের বা নিয়োগের যোগ্য হইবেন না :

পরন্তু, এই উপধারামতে অযোগ্য কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে, পর্যাপ্ত কারণ প্রদর্শনের পর রাজ্যসরকার যদি সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে তাঁহারা এতৎপক্ষে প্রদত্ত কোন আদেশের দ্বারা ঐ অযোগ্যতা অপসারিত করিতে পারিবেন এবং রাজ্যসরকারের মতে ঐ অপরাধ দুশ্চারিত্র্যঘটিত কোন অপরাধ না হইলে তাঁহারা অবশ্যই উহা করিবেন।

টীকা ঃ—গ্রাম পঞ্চায়ত সদস্যপদ বা উর্দ্ধতন পদের অযোগ্যতার কারণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। মোটামুটিভাবে আগেও এই প্রকার ব্যবস্থা ছিল। আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। "দুশ্চারিত্র্য ঘটিত অসদাচরণ" সম্বন্ধে মতভেদ থাকিবে তবে এসম্বন্ধে বিভিন্ন হাইকোর্টের রায় নজীর হিসাবে গণ্য হইবে। মোটামুটি ভাবে, এসম্বন্ধে ১৫ (২) ধারায় ইঙ্গিত আছে এবং আপত্তিকারীর রাজ্যসরকারের কাছে আবেদনের ব্যবস্থাও আছে।

১৬। গ্রাম পঞ্চায়তে যে নির্বাচন বা নিয়োগ করা হয় তাহা প্রজ্ঞাপিত করিতে হইবে।—গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যসমূহের এবং

অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের প্রত্যেক নির্বাচন অথবা নিয়োগ নির্ধারিত রীতিতে প্রজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

টীকা :—মনোনয়নক্ষেত্রে গেজেটে, ও নির্ব্বাচনে স্থানীয় ঘোষণা, নাম-প্রকাশের ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহা ন্যায়সঙ্গত।

১৭। **অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা সদস্যের পদত্যাগ**।—গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ অথবা কোন সদস্য, নির্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট তাঁহার পদত্যাগের অভিপ্রায় লিখিতভাবে প্রজ্ঞাপিত করিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং উক্ত প্রাধিকারী কর্তৃক ঐ পদত্যাগপত্র গৃহীত হইলে পর তিনি তাঁহার পদ রিক্ত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৮। **অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের অপসারণ**।—গ্রাম পঞ্চায়তের নির্বাচিত কোন অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত গ্রাম পঞ্চায়তের কোন অধিবেশনে, মোট যত জন সদস্য তৎসময় পদাধিষ্ঠিত আছেন তাঁহাদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের ভোটের সাহায্যে গৃহীত সংকল্পের (রেজোলিউশন) দ্বারা ঐ নির্বাচিত অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষকে যে-কোনও সময় তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে :

পরন্তু, যে সদস্যগণ ঐ সংকল্পের পক্ষে ভোট দিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা মোট যতজন সদস্য তৎসময় পদাধিষ্ঠিত আছেন তাঁহাদের দুই-তৃতীয়াংশের কম কিন্তু অর্ধেকের বেশি হইলে, নির্ধারিত প্রাধিকারী, উপযুক্ত মনে করিলে, আদেশ দ্বারা, ঐ অধ্যক্ষ বা স্থলবিশেষে, উপাধ্যক্ষকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন।

টীকা :—অনাস্থাঘটিত অপসারণ পদ্ধতি এই ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। গ্রামপঞ্চায়ত সদস্যগণ নির্ব্বাচিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে এই ধারায় অপসারিত করিতে পারিবেন। মনোনীত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে ৬৫ ধারায় জেলা

পঞ্চায়ত অফিসার অপসারিত করিতে পারেন। ৩৪ নিয়ম দ্রষ্টব্য (অধিবেশন প্রসঙ্গে)।

১৯। **অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদের নৈমিত্তিক রিক্তি পূরণ।**—(১) ১৮ ধারামতে কোন নির্বাচিত অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ অপসারিত হইলে অথবা পদত্যাগ মৃত্যু বা অন্য কারণে কোন নির্বাচিত অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের পদ রিক্ত হইলে, গ্রাম পঞ্চায়ত, নির্ধারিত রীতিতে, অন্য একজন অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবেন।

(২) উপধারা (১) অনুসারে নির্বাচিত প্রত্যেক অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ, তিনি যে ব্যক্তির স্থলে নির্বাচিত হন সেই ব্যক্তির পদকালের অবশিষ্ট অংশ যে পর্যন্ত না অতীত হয় সেই পর্যন্ত পদাধিষ্ঠিত থাকিবেন।

২০। **গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যের অপসারণ ও আপাল।**—(১) নির্ধারিত প্রাধিকারী, গ্রাম পঞ্চায়তের কোন সদস্যকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অবলম্বনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিয়া—

(ক) তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে অসদাচারের দরুন ; অথবা

(খ) তিনি ঐরূপ সদস্যরূপে কার্য করিতে অস্বীকার করিলে বা অসমর্থ হইলে ; অথবা

(গ) তাঁহার নির্বাচনের পর তিনি কোন ফৌজদারী বিচারালয় কর্তৃক ছয় মাসের অধিক কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় দুশ্চারিত্র্যঘটিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে ; অথবা

(ঘ) তিনি গ্রাম পঞ্চায়তের অনুমতি ব্যতীত ঐ গ্রাম পঞ্চায়তের পর পর তিনটি অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকিলে ; অথবা

(ঙ) অঞ্চল পঞ্চায়তকে দেয় অভিকর, উপশুল্ক, ফী বা কর এক বৎসরের অধিক কালের জন্য তাঁহার নিকট বাকি পড়িয়া থাকিলে ; অথবা

(চ) তাঁহার নির্বাচন বা নিয়োগের সময় তিনি গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য হইবার জন্য অযোগ্য হইয়া থাকিলে ; অথবা

(ছ) তিনি গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচিত হইবার পর ১৫ ধারার (১) উপধারার (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) ও (চ) প্রকরণে উল্লিখিত কারণে অযোগ্য হইয়া পড়িলে, তাঁহাকে পদ হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন।

(২) যে সদস্যকে নির্ধারিত প্রাধিকারী (১) উপধারার (ক), (খ), (ঘ), (ঙ), (চ) ও (ছ) প্রকরণে উল্লিখিত যে-কোন কারণে পদ হইতে অপসারিত করেম গ্রাম পঞ্চায়তের সেরূপ যে-কোন সদস্য, ঐ আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, উক্ত গ্রাম পঞ্চায়ত যে ভুক্তিপতির অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত সেই ভুক্তিপতির নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং তৎপর আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ভুক্তিপতি আদেশটির ক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং নির্ধারিত প্রাধিকারীকে ঐ আপীলের নোটিশ দেওয়ার পর এবং আপীলকারীকে তাঁহার বক্তব্য বলিবার সুযোগদানের পর, তিনি আদেশটি সংপরিবর্তিত বা নাকচ করিতে বা বহাল রাখিতে পারিবেন। ঐরূপ আপীল সম্পর্কে ভুক্তিপতির প্রদত্ত আদেশই চূড়ান্ত হইবে।

টীকা :—জেলা পঞ্চায়ত অফিসার কারণ দর্শণের সুযোগ দিয়া গ্রাম পঞ্চায়ত সদস্যকে এই ধারায় বর্ণিত যে কোন কারণে অপসারিত করিতে পারিবেন। "দুশ্চারিত্র্যঘটিত" কারণ ছাড়া অন্যসব কারণেই বিভাগীয় কমিশনারের কাছে ১ মাসের মধ্যে আপীল করা চলিবে। তিনি চূড়ান্ত আদেশ দিবেন ও অন্তর্ব্বর্ত্তীকালে অপসারণ বন্ধ রাখিতেও পারেন। কমিশনারের ক্ষমতা জেলা শাসককে দেওয়া উচিত কিনা? জেলা শাসক অত্যন্ত ব্যস্ত ও তাঁহার ক্ষমতা প্রায়ই মহকুমা শাসককে অর্পণ করিতে হয় (৩০ নিয়ম দ্রষ্টব্য), এজন্য কমিশনারের কাছে আপীল থাকাই শ্রেয়ঃ। আপীলের সংখ্যা বেশী বাড়িয়া গেলে সমস্যার পুণর্ব্বিবেচনা করিতে হইবে

২১। **গ্রামে পঞ্চায়তের কোন সদস্যের স্থলে যে নৈমিত্তিক রিক্তি ঘটে তাহা পূরণ।**—(১) মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ বা অন্য কোন কারণে গ্রাম পঞ্চায়তের কোন সদস্যের আসন রিক্ত হইলে, এই আইনমতে অন্য এক ব্যক্তির নিয়োগের বা, স্থলবিশেষে, নির্বাচনের দ্বারা নির্ধারিত রীতিতে ঐ রিক্ত আসন পূরণ করিতে হইবে।

(২) যে ব্যক্তি (১) উপধারায় উল্লিখিত রিক্ত পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হন তিনি যে ব্যক্তির স্থলে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হন সেই ব্যক্তির পদকালের অবশিষ্ট অংশ যে পর্যন্ত না অতীত হয় সেই পর্যন্ত পদাধিষ্ঠিত থাকিবেন।

২২। **অধিবেশনসমূহ।**—(১) যে সময় এবং সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে যে স্থান অধ্যক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া দেন সেই সময়ে এবং সেই স্থানে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তের মাসে অন্তত একবার একটি করিয়া অধিবেশন হইবে :

পরন্তু, গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যগণের এক-তৃতীয়াংশ লিখিতভাবে অধ্যক্ষকে একটি অধিবেশন আহ্বান করিবার দাবি জানাইলে, তাঁহাকে সাত দিনের মধ্যে ঐ অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। তিনি উহা না করিলে, পূর্বোক্ত সদস্যগণ, নির্ধারিত প্রাধিকারীকে লিখিতভাবে জানাইবার পর, গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ ও অন্যান্য সদস্যকে পুরা সাত দিনের নোটিশ দিয়া একটি অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।

(২) অধ্যক্ষ বা, তাঁহার অনুপস্থিতিতে, উপাধ্যক্ষ, গ্রাম পঞ্চায়তের অধিবেশনসমূহে সভাপতিত্ব করিবেন ; এবং তাঁহারা উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে, উপস্থিত সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত করিবেন।

(৩) গ্রাম পঞ্চায়তের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ উপস্থিত থাকিলেই অপেক্ষসংখ্যা পূর্ণ (কোরাম) হইবে।

(৪) যদি এই আইনে অন্যরূপ বিধান না থাকে তবে গ্রাম পঞ্চায়তের নিকট উত্থাপিত সমস্ত প্রশ্নেরই মীমাংসা ভোটাধিক্য দ্বারা করা হইবে ঃ

পরন্তু, ভোটের সংখ্যা সমান সমান হইলে, যিনি সভাপতিত্ব করেন তাঁহার একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক (কাস্টিং) ভোট থাকিবে।

টীকাঃ—গ্রাম পঞ্চায়তের মাসে ১টি সভা। পূর্ব্বে ইউনিয়ন বোর্ড আমলেও এরূপ নিয়ম ছিল। অধ্যক্ষ না ডাকিলে পঞ্চায়ত পরিদর্শকের জ্ঞাতসারেও সভা আহ্বান করা যাইবে। ৩২-৩৯ নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২৩। **অধিবেশনে যে কার্য অনুষ্ঠিত হইবে তাহার তালিকা।**—গ্রাম পঞ্চায়তের কোন স্থগিত অধিবেশনের পরিবর্তে যে অধিবেশন হয় সেই অধিবেশন ব্যতীত অন্য প্রত্যেকটি অধিবেশনে যে কার্য অনুষ্ঠিত হইবে তাহার একটি তালিকা, উক্ত অধিবেশনের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহার অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা পূর্বে, নির্ধারিত রীতিতে গ্রাম পঞ্চায়তের প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে; এবং যে কার্যের সম্পর্কে ঐভাবে নোটিস দেওয়া হইয়াছে সেই কার্য ব্যতীত অন্য কোন কার্যই কোন অধিবেশনে উপস্থাপিত বা অনুষ্ঠিত হইবে না।

টীকা ঃ—নোটিশভুক্ত কার্য ছাড়া অন্য কিছু অধিবেশনে হইতে পারে না। আইনের এই স্পষ্ট নির্দ্দেশ সত্ত্বেও ৩৫ নিয়মে বলা হইয়াছে যে, উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে অন্যকিছুও আলোচনা করা যাইতে পারে। এই নিয়ম অবৈধ ও অচল, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। ২৩ ধারাই বলবৎ থাকিবে।

২৪। **গ্রাম পঞ্চায়তের কার্য সম্পর্কে রিপোর্ট।**—পূর্ববর্তী বৎসরে যে কাজ করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়তকে, প্রতিবৎসর নির্ধারিত রীতিতে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, একটি

রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া গ্রামসভার এবং নির্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট পেশ করিতে হইবে।

টীকা :—৪০ নিয়ম দ্রষ্টব্য। গ্রাম পঞ্চায়ত যে গ্রামসভার অধস্তন, এই ধারায় তাহাই বোঝা যায়। তবে সরকারী তত্ত্বাবধান কোন কোন ক্ষেত্রে আবশ্যক হইতে পারে এই হিসাবে সেব্যবস্থাও রাখা হইয়াছে।

অধ্যায় ৪

অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহ

২৫। **অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহের সংস্থাপন**।—(১) এই আইনে অতঃপর উল্লিখিত উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকার অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহ সংস্থাপিত করিবেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রে, পরস্পর সংলগ্ন যতগুলি গ্রামসভা লইয়া প্রত্যেকটি অঞ্চল পঞ্চায়ত গঠিত হইবে বলিয়া রাজ্যসরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা স্থির করেন ততগুলি গ্রামসভা লইয়া প্রত্যেকটি অঞ্চল পঞ্চায়ত গঠিত হইবে।

(২) রাজ্যসরকারকে ঐ প্রজ্ঞাপনে অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহের নাম এবং স্থানিক সীমা উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে।

টীকা :—ইউনিয়ন বোর্ড আমলেও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। সংস্থাপনকালে সরকারই স্থানীয় সীমা নির্দ্ধারণ করেণ। মৌজা সীমার নিম্নতম মান হইবেনা, কারণ ইহা দুই সীমানার মধ্যে পড়িতে পারে। ৭৫০ হইতে ১৫০০ জনসংখ্যা লইয়া একটি গ্রামসভা হয়। যেখানে ইউনিয়ন ভাঙ্গিয়া অঞ্চল হয় সেখানে, জনসংখ্যা যাহাতে ৭০০০ বা কাছাকাছি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। অঞ্চলে সাধারণতঃ ৭ টি গ্রামসভা থাকে। বিশেষ ক্ষেত্রে এইরূপ সংখ্যার পরিবর্তন করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে দলাদলি, রাজনীতি বা অপ-আন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের সজাগ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। জনসাধারণের সুবিধাই একমাত্র আদর্শ বা লক্ষ্য হওয়া উচিত।

২৬। **অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহের গঠন**।—প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়ত, উহার অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত প্রত্যেক

গ্রামসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে, নির্ধারিত সময়ে এবং নির্ধারিত রীতিতে, গ্রামসভার প্রতি দুইশত-পঞ্চাশ জন সদস্যে একজন এবং গ্রামসভার অবশিষ্ট সদস্যগণের সংখ্যা একশত পঁচিশের কম না হইলে আর একজন অতিরিক্ত সদস্য এই অনুপাতে, প্রতিক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের লইয়া গঠিত হইবে :

পরন্তু, গ্রামসভার কোন সদস্যই, ১৫ ধারায় উল্লিখিত কোন কারণে অযোগ্য হইলে, কোন অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচিত হইতে পারিবেন না :

[* * * *]

[(১ক) নির্বাচনের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট আছে সেই সময়ের মধ্যে যদি কোন গ্রাম পঞ্চায়ত, (১) উপধারামতে যতজন সদস্য নির্বাচন করিতে হইবে ততজন সদস্য নির্বাচিত করিতে না পারেন তবে, যে রিক্ত পদ বা পদসমূহ পূরণ করা বাকি থাকিবে সেই পদ বা পদসমুহ পূর· করিবার জন্য আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং ঐরূপ দ্বিতীয় নির্বাচনেও যদি গ্রাম পঞ্চায়ত উক্ত সংখ্যক সদস্য নির্বাচিত করিতে না পারেন তবে ঐ সংখ্যা পূর্ণ করিবার জন্য রাজ্যসরকার এক বা একাধিক সদস্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ঐরূপে নিযুক্ত যে-কোন ব্যক্তি যথাযথভাবে নির্বাচিত সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন।]

[* * * *]

[(৩) গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রত্যেক সদস্যের পদ-কাল, অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রথম যে অধিবেশনে সদস্যদের অপেক্ষসংখ্যা পূর্ণ (কোরাম) থাকে সেই অধিবেশনের তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে এবং যতদিন না পরবর্তী নবগঠিত অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রথম যে অধিবেশনে

সদস্যদের অপেক্ষসংখ্যা পূর্ণ (কোরাম) থাকে সেই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ততদিন পর্যন্ত বর্ধিত হইবে।]

(৪) অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন সদস্যের পদ রিক্ত হইলে, ঐ রিক্ত পদটি, যে তারিখে ঐ পদ রিক্ত হয় সেই তারিখ হইতে [তিন] মাসের মধ্যে, যে গ্রাম পঞ্চায়ত উক্ত সদস্যকে নির্বাচিত করিয়াছিলেন সেই গ্রাম পঞ্চায়তকর্তৃক নির্বাচনের দ্বারা পূরণ করা হইবে।

টীকা ঃ—গ্রামপঞ্চায়ত সদস্য হইবার যে সব বাধা (১৫ ধারা), অঞ্চল পঞ্চায়তের বেলায়ও সেসব বাধাই থাকিবে। কোন গ্রাম পঞ্চায়ত নিজেদের এলাকার বাহিরে কাহাকেও অঞ্চল পঞ্চায়তে নির্বাচিত করিতে পারিবেন না। সাধারণ নির্বাচনে এরূপ হয় না বটে। পঞ্চায়ত আইনে এই পার্থক্য আছে।

২৭। **অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধান এবং উপপ্রধান**।—(১) প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়ত, উঁহার প্রথম যে অধিবেশনে সদস্যদের অপেক্ষসংখ্যা পূর্ণ (কোরাম) থাকিবে সেই অধিবেশনে, নির্ধারিত রীতিতে, উহার সদস্যগণের মধ্যে একজনকে প্রধান এবং অন্য একজনকে উপ-প্রধান নির্বাচিত করিবেন।

[পরন্তু, যেস্থলে গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ রূপে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধান অথবা উপ-প্রধান রূপেও নির্বাচিত হন সেস্থলে, ঐরূপ ব্যক্তি অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধান বা উপ-প্রধান নির্বাচিত হওয়ার তারিখ হইতে আর গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ বা স্থলবিশেষে উপাধ্যক্ষ থাকিবেন না।]

(২) অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধান এবং উপ-প্রধানের পদ-কাল অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য হিসাবে তাঁহাদের যে পদ-কাল অবশিষ্ট থাকে সেই কাল হইবে ঃ

পরন্তু, যতদিন না সাধারণ নির্বাচনের পর নবগঠিত অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক একজন নূতন প্রধান বা উপ-প্রধান নির্বাচিত হন ততদিনই নির্বাচিত কোন প্রধান বা উপ-প্রধান তাঁহার পদে থাকিয়া যাইবেন।

টীকা ঃ—প্রধান ও উপপ্রধানের নির্বাচন ২৭ নিয়মানুযায়ী হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়ত নির্বাচনের একমাসের মধ্যেই প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন করিতে হইবে। কার্যকাল অঞ্চল পঞ্চায়তের যাহা, তাহাই। ১৭ হইতে ২৫ ধারার ব্যবস্থা যথা সম্ভব প্রধান ও উপপ্রধানের বেলায় খাটিবে। তবে পরবর্তী নূতন প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত যে কোন অবস্থাতেই পূর্ববর্তী প্রধান ও উপপ্রধান স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন। যাহাতে অঞ্চল প্রধানের কাজে কোনরূপ আকস্মিক শূন্যতা না হয় সেজন্য এই ব্যবস্থা, এবং ইহা অতি প্রয়োজনীয়।

২৭ক। অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্যগণের, প্রধান এবং উপ-প্রধানের নির্বাচন বা নিয়োগ প্রজ্ঞাপিত করিতে হইবে।—প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্যগণের এবং উহার প্রধান ও উপ-প্রধানের নির্বাচন বা নিয়োগ নির্ধারিত রীতিতে প্রজ্ঞাপিত করিতে হইবে।

২৮। কতকগুলি ক্ষেত্রে ১৭ হইতে ২৪ পর্য্যন্ত ধারাসমূহের প্রয়োগ।—

কোন অঞ্চল পঞ্চায়ত, উহার প্রধান, উপ-প্রধান এবং সদস্যের বেলা, ১৭ হইতে ২৪ পর্যন্ত ধারাসমূহের বিধানাবলী, আবশ্যক পরিবর্তন সহ প্রযুক্ত হইবে।

টীকা ঃ—প্রধান ও উপপ্রধানের কার্যক্রম বহুলাংশে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের মত, ইহা দেখা যাইবে। প্রতিমাসে বাধ্যতামূলক অঞ্চল পঞ্চায়ত-সভা হইবে। অধিবেশনের নিয়মাবলীও একই প্রকার। কাজের রিপোর্ট গ্রামসভায় না দিয়া অঞ্চল-পঞ্চায়ত-সভায় ও পঞ্চায়ত পরিদর্শকের নিকট দিতে হইবে। যদি প্রধান অপসারিত হন, তিনি তৎক্ষণাৎ উপপ্রধানকে কার্যভার বুঝাইয়া দিবেন. পরে পঞ্চায়ত পরিদর্শক ২৭ নিয়মানুযায়ী নূতন প্রধানের নির্বাচন ব্যবস্থা করিবেন। উপপ্রধান অপসারিত হইলে প্রধানকে কার্যভার বুঝাইয়া দিবেন, এবং পূর্বোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

২৯। অঞ্চল পঞ্চায়তের সমিতিসমূহ।—কোনঅঞ্চল পঞ্চায়ত উহার প্রধান এবং উপ-প্রধানের নির্বাচনের পর, সমিতিসমূহের

গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রে স্থানীয় সীমার মধ্যে সংঘটিত জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধীকরণের (রেজিষ্ট্রে-শনের) ব্যবস্থা ;

(ট) উঁহার অধীন স্থানের উন্নতিসাধনের এবং সমাজ-কার্যের (কমিউনিটি ওয়ার্ক) জন্য স্বেচ্ছা শ্রমিক-সংগঠনের ব্যবস্থা ;

(ঠ) ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের গবাদিপশুর অনধিকার প্রবেশ আইনের (১ আইন, ১৮৭১) ৩১ ধারামতে যে সমস্ত কৃত্য উঁহার নিকট হস্তান্তরিত হয় তাহা সম্পাদনের ব্যবস্থা।

টীকা :—তহবিলের সামর্থ্য অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়ত এই ধারায় বর্ণিত কাজগুলি করিতে বাধ্য থাকিবেন। প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি পরে যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়তে দিবার ব্যবস্থা আইনে থাকা আবশ্যক।

৩২। **গ্রাম পঞ্চায়তের অন্যান্য কর্তব্য** (১) রাজ্যসরকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অন্য যেরূপ কার্যের ভার প্রদান করেন গ্রাম পঞ্চায়তকে তাহাও সম্পাদন করিতে হইবে :

(ক) প্রাথমিক সামাজিক, কারিগরি ব্যবসায় শিক্ষা ;

(খ) গ্রাম্য ডিস্‌পেনসরি, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং প্রসব ও শিশু মঙ্গলকেন্দ্র ;

(গ) ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গীয় খেয়াঘাট আইন (১ আইন, ১৮৮৫) মতে যে-কোন সাধারণ খেয়াঘাটের রক্ষা ব্যবস্থা ;

(ঘ) সেচন ;

(ঙ) অধিক খাদ্য উৎপাদন অভিযান ;

(চ) জরাতুর এবং নিঃস্ব ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান ;

(ছ) স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ;

(জ) গবাদিপশুর উন্নতধরনের প্রজনন, উহাদের চিকিৎসা ও রোগ নিবারণ ;

(ঝ) গ্রামগুলিতে সরকারী সাহায্য পৌছানোর ব্যাপারে মাধ্যম হিসাবে কার্য করা ;

(ঞ) পতিত জমি চাষের অধীনে আনা ;

(ট) গ্রামে আবাদের উন্নতিসাধন ;

(ঠ) পতিত ভূমি চাষের ব্যবস্থা ;

(ড) সমবায় পদ্ধতিতে ভূমি ও গ্রামের অন্যান্য অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা ;

(ঢ) উহার অন্তর্গত স্থানে ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে সহায়তা করা ; এবং

(ণ) রাজ্যসরকার যেসমস্ত পরিকল্পনা করেন এবং গ্রাম পঞ্চায়তের উপর যেসমস্ত কার্যের ভার ন্যস্ত করেন সেই সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা ও সেই সমস্ত কার্য সম্পাদন করা।

(২) রাজ্যসরকার, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কোন গ্রাম পঞ্চায়তের নিকট হইতে (১) উপধারামতে উঁহাকে প্রদত্ত যে-কোন কার্যভার যে-কোন সময় প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারিবেন।

টীকা :—রাজ্য সরকারের আদেশে এই ধারায় বর্ণিত কাজগুলিও গ্রাম পঞ্চায়ত করিতে বাধ্য থাকিবেন। উন্নয়নমূলক কাজের ইঙ্গিত এই ধারায় আছে। ৩৪ ধারায় এজন্য সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইবে।

৩৩। **গ্রাম পঞ্চায়তের ইচ্ছাধীন কর্তব্যসমূহ**। গ্রাম পঞ্চায়ত নির্ধারিত সর্ত বজায় রাখিয়া—

(ক) সরকারী রাস্তাসমূহ আলোকিত রাখার ;

(খ) সরকারী রাস্তাসমূহের উভয়পার্শ্বে অথবা উহাতে বর্তানো অন্যান্য সাধারণ স্থানে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ সংরক্ষণের ;

(গ) কূপ, জলাশয় ও পুষ্করিণী খননের ;

(ঘ) সমবায়পদ্ধতিতে কৃষিকর্ম, সমবায় ভাণ্ডার এবং অন্যান্য সামবায়িক প্রচেষ্টা ব্যাপার ও বৃত্তির প্রবর্তন এবং উন্নতিসাধনের ;

(ঙ) বাজার নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণের, মেলা এবং হাট বসাইবার ও ঐগুলি নিয়ন্ত্রণের এবং স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য এবং স্থানীয় হস্তশিল্প ও গৃহশিল্পজাত দ্রব্যের প্রদর্শনীর ;

(চ) সার ভাণ্ডারজাত করিবার জন্য স্থান নির্দিষ্ট করিবার;

(ছ) রাজ্যের নিকট হইতে ঋণ পাওয়া এবং ঐ ঋণ বিতরণ ও পরিশোধ সম্পর্কে কৃষিজীবীদের সাহায্য করার ও উপদেশ দেওয়ার;

(জ) অস্বাস্থ্যজনক গর্তগুলি পূর্ণ করার ও অস্বাস্থ্যকর স্থানগুলি স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করার:

(ঝ) কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন ও উহাতে উৎসাহদানের;

(ঞ) ক্ষেপা বা মালিক শূন্য কুকুরগুলি মারিয়া ফেলার;

(ট) নির্ধারিত রীতিতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ও বিক্রির নিয়ন্ত্রণের;

(ঠ) সরাই, ধর্মশালা, বিশ্রাম-গৃহ পশুশালা ও গো-শকটাদির দাঁড়াইবার জায়গার;

(ড) বেওয়ারিস গবাদিপশু সম্পর্কে;

(ঢ) মনুষ্য ও পশ্বাদির বেওয়ারিস মৃতদেহ সম্পর্কে;

(ণ) গ্রন্থাগার ও পাঠাগার সংস্থাপন ও সংরক্ষণের;

(ত) প্রমোদ বা ক্রীড়াদির জন্য আখড়া ক্লাব ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সংগঠন ও সংরক্ষণের;

(থ) জনগণনা, শস্যের হিসাব, গবাদিপশু-গণনা এবং বেকার-লোকগণনা ও নির্ধারিত অন্যান্য পরিসংখ্যান সম্পর্কিত নথিপত্র সংরক্ষণের;

(দ) জেলা-পর্ষদের যেসমস্ত কৃত্য সম্পাদনের দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে বসবাসকারী জন-গণের উপকার হইতে পারে পূর্বে পর্ষদের অনু-মোদন লইয়া, নির্ধারিত রীতিতে সেই সমস্ত কৃত্যের যে-কোন কৃত্য সম্পাদন করার;

(ধ) অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে, অগ্নি নির্বাপণ এবং জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সাহায্য করার;

(ন) সিঁধেল চুরি ও ডাকাতি নিবারণে সাহায্য করার;

(প) অন্যপ্রকারে এই আইনে যাহার অন্য কোন ব্যবস্থা হয় নাই এরূপ অন্য কোন স্থানীয় কার্যের বা জন-কল্যাণকার্যের কিংবা যে কার্যের দ্বারা জনগণের স্বাস্থ্য, সুখ সুবিধা বা বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হইতে পারে সেরূপ কার্যের ;

ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং রাজ্যসরকার ঐরূপ নির্দেশ দিলে গ্রাম পঞ্চায়তকে ঐ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

টীকা :—স্বেচ্ছায় অথবা সরকারী আদেশে বাধত্যামূলকভাবে গ্রাম পঞ্চায়ত এই ধারায় বর্ণিত কাজগুলি করিবেন। এখানে কৃষি, শিল্প ও জনকল্যাণমূলক কাজের ইঙ্গিত রহিয়াছে। ৩৪ ধারায় সরকারী সাহায্য পাওয়া যাইবে।

৩৪। **রাজ্যসরকারকে ৩২ বা ৩৩ ধারামতে কৃত্য ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আবশ্যক তহবিল গ্রাম পঞ্চায়তের ব্যবস্থাপনাধীনে রাখিতে হইবে।** যেস্থলে রাজ্যসরকার ৩২ ধারামতে গ্রাম পঞ্চায়তের উপর কোন কার্যভার প্রদান করেন অথবা ৩৩ ধারায় বর্ণিত যে-কোন বিষয় ব্যবস্থা করিবার জন্য গ্রাম পঞ্চায়তকে নির্দেশ দেন, সেস্থলে ঐ কার্য সম্পাদনের জন্য অথবা ঐ বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য যেরূপ তহবিল আবশ্যক রাজ্যসরকারকে গ্রাম পঞ্চায়তের হাতে সেরূপ তহবিল দিতে হইবে।

৩৫। **কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকার কিংবা স্থানীয় প্রাধিকারী কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়তকে কর্তব্য প্রত্যভিযোজন করিয়া দেওয়া।**—কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের বা, স্থলবিশেষে, স্থানীয় প্রাধিকারীর আদেশ দ্বারা কোন কর্তব্য গ্রাম পঞ্চায়তের নিকট হস্তান্তরিত বা কোন ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়তকে প্রত্যভিযোজন করিয়া দেওয়া না হইয়া থাকিলে, ৩১, ৩২ ও ৩৩ ধারার কোন-কিছুর দ্বারাই, কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের কোন বিভাগের বা কোন স্থানীয় প্রাধিকারীর সরাসরি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীন কোন বিষয় সম্পর্কে ঐরূপ

কর্তব্য গ্রাম পঞ্চায়তের উপর আরোপিত বা ঐরূপ ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়তকে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

পরন্তু, যখন রাজ্যসরকার বা কোন স্থানীয় প্রাধিকারী উহার কোন কর্তব্য কোন গ্রাম পঞ্চায়তের নিকট হস্তান্তরিত করেন বা কোন ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়তকে প্রত্যভিযোজন করিয়া দেন, তখন উক্ত রাজ্যসরকার বা স্থানীয় প্রাধিকারীকে, ঐরূপ কর্তব্য সম্পাদন ও ক্ষমতা পরিচালনের জন্য যেরূপ তহবিল আবশ্যক ঐ গ্রাম পঞ্চায়তের হাতে সেরূপ তহবিল দিতে হইবে।

টীকা :—৩২।৩৩ ধারার কাজ সরকারী আদেশে করিতে হইলে পূর্বাহ্নে প্রত্যভিযোজন বা "ডেলিগেশন" আবশ্যক, যদি এসব কাজ সরকারী বিভাগের হয়। সুতরাং গ্রাম পঞ্চায়ত প্রথমেই এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে বুঝিতে চাহিবেন এবং প্রত্যভিযোজন না হইলে কাজ করিতেও অস্বীকার করিবেন। সরকারী কাজ ছাড়া, কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কাজ দিতে চাহিলেও এই নিয়ম অনুসৃত হইবে। যিনি কাজ দিবেন, তিনি টাকার ব্যবস্থাও করিবেন। তবে হাত গুটাইয়া বসিয়া না থাকিয়া সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাহিরে অন্যান্য কাজ টাকা থাকিলে গ্রাম পঞ্চায়ত নিজ দায়িত্বে অবশ্যই করিতে পারেন।

৩৬। **অনাময় ব্যবস্থার উন্নতিসাধন**।—অনাময় ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়তের উপর ন্যস্ত এবং প্রত্যভিযোজনের দ্বারা অর্পিত কৃত্য সম্পাদনের নিমিত্ত প্রযোজনীয় এবং আনুষঙ্গিক যাবতীয় কার্য করিবার ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়তের থাকিবে এবং বিশেষভাবে ও পূর্বোক্ত ক্ষমতার ব্যাপকতার বা তৎসময় বলবৎ অন্য কোন আইনের বিধান-সমূহের হানি না করিয়া, গ্রাম পঞ্চায়ত, কোন জমি বা ইমারতের মালিক বা দখলকারীকে তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করার পর লিখিতভাবে নোটিস দিয়া ঐ নোটিসে উল্লিখিত যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে,—

(ক) ঐ জমি বা ইমারতের অন্তর্গত পায়খানা, প্রস্রাবখানা, ড্রেন-পায়খানা, নর্দামা, মলকুণ্ড অথবা ময়লা, নর্দামার নোংরা জল,

জঞ্জাল বা আবর্জনা রাখিবার অন্য আধার বন্ধ, অপসারিত, পরিবর্তিত, সংস্কৃত, পরিষ্কৃত বা সংক্রমণ-দোষমুক্ত করিবার কিংবা উহা ব্যবহারের উপযোগী অবস্থায় রাখিবার জন্য, অথবা ঐরূপ কোন পায়খানা, প্রস্রাবখানা বা ড্রেন-পায়খানার মুখ রাস্তার বা নর্দামার (ড্রেনের) দিকে থাকিলে উহার দরজা বা ট্র্যাপ (trap) অপসারিত বা পরিবর্তিত করিবার বা উহার জন্য কোন নর্দামা (ড্রেন) তৈয়ারি করিবার কিংবা উহার নিকট দিয়া যাতায়াতকারী বা উহার নিকটে বসবাসকারী ব্যক্তিগণের দৃষ্টিপথে যাহাতে উহা না পড়ে সেইভাবে উপযুক্তরূপে ছাদ বা প্রাচীর বা বেড়া দিয়া উহা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য ;

(খ) স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা প্রতিবেশিগণের পক্ষে বিরক্তিকর হইতে পারে, এমন কোন বেসরকারী কূপ, পুকুর, জল ধারা, ডোবা, খানা, গর্ত বা খাত পরিষ্কৃত বা সংস্কৃত করিবার, উহা ঢাকিয়া ফেলিবার বা ভরাট করিবার অথবা উহা হইতে জল নিকাশ করিবার বা সরাইয়া ফেলিবার জন্য ;

(গ) উহা হইতে যে-কোন উদ্ভিদ্, ছোট ছোট গাছপালা, ফণিমনসার গাছ বা ঝোপঝাড় তুলিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য ;

(ঘ) উহা হইতে যে-কোনরূপ জঞ্জাল, পশুবিষ্ঠা, মল, সার অথবা দুর্গন্ধযুক্ত বা বিরক্তিকর দ্রব্য অপসারিত করিবার এবং ঐ জমি বা ইমারত পরিষ্কৃত করিবার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন ঃ

পরন্তু, যে ব্যক্তির উপর উপরি-উক্তরূপে নোটিশ জারি করা হয় তিনি ঐ নোটিস পাওয়ার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে, নির্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট উক্ত নোটিসের অন্তর্গত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন। ঐরূপ আপীল করা হইলে পর, নির্ধারিত প্রাধিকারী, আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, নোটিসের অন্তর্গত আদেশের ক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং ঐ আপীল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তকে নির্ধারিত

নোটিশ দেওয়ার পর, আদেশটি সংপরিবর্তিত বা বাতিল করিতে বা বহাল রাখিতে পারিবেন ঃ

অপিচ, যেক্ষেত্রে নোটিসে উল্লিখিত কাল অতীত হওয়ার পর নোটিসের অন্তর্গত আদেশটি নির্ধারিত প্রাধিকারী বহাল রাখেন বা সংপরিবর্তিত করেন সেক্ষেত্রে যে সময়ের মধ্যে বহাল রাখা বা সংপরিবর্তিত আদেশ কার্যে পরিণত করিতে হইবে তাহা ঐ প্রাধিকারীকে নূতন করিয়া ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) পূর্বোক্ত প্রকারে জারি-করা নোটিস যদি নির্ধারিত প্রাধিকারী বাতিল করিয়া না দেন এবং যে ব্যক্তির উপর উক্ত নোটিস জারি করা হয় তিনি যদি, পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত, নোটিসে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বা, স্থলবিশেষে, নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক, ধার্য সময়ের মধ্যে, নোটিসের অন্তর্গত আদেশটি অথবা নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক সংপরিবর্তিত ঐ আদেশটি পালনে ত্রুটি করেন, তাহা হইলে, কোন শাসক কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাঁহার পঁচিশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

টীকা :—পল্লীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এই ধারায় বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রামবাসীর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী আদেশ দিতে হইবে। গ্রাম পঞ্চায়তের আদেশ বা নির্দ্ধারিত প্রাধিকারীর আদেশ লঙ্ঘন করিলে ফৌজদারী বিচারে সাজা হইবে। আদেশের বিরুদ্ধে জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের নিকট আপীলের ব্যবস্থা আছে। (আদেশের বেশী লঙ্ঘন ঘটিলে ঐ অফিসারের কাজ অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং সহকারী অফিসারের নিয়োগ প্রশ্নও উঠিতে পারে)। ঐ অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে গ্রাম পঞ্চায়ত বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করিতে পারেন, কিন্তু অপর পক্ষ ঐরূপ আপীল করিতে পারিবেন না। এই ধারায় পল্লীগ্রামের প্রচুর উন্নতি করা যাইতে পারে তবে ইউনিয়ন-বোর্ড আমলের আলস্য ত্যাগ করিতে হইবে। অন্যথায় এই ধারাটি মৃত গণ্য হইবে। এই সঙ্গে ৪১ ধারা দ্রষ্টব্য।

৩৭। **সরকারী রাস্তা, জলপথ এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়তের ক্ষমতা।**—গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের

অন্তর্গত যে সমস্ত সরকারী রাস্তা এবং ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গীয় সেচন আইনের (বঃ ৩ আইন, ১৮৭৬) ৩ ধারায় বর্ণিত খালসমূহ ব্যতীত অন্যান্য জলপথ বেসরকারী সম্পত্তি নহে এবং কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের কিংবা জেলা পর্ষদ্ বা অন্য কোন স্থানীয় প্রাধিকারীর নিয়ন্ত্রণাধীনে নহে সেইসমস্ত সরকারী রাস্তা এবং জলপথ নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়তের থাকিবে, এবং গ্রাম পঞ্চায়ত ঐগুলির সংরক্ষণ ও সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য করিতে পারিবেন, এবং

(ক) নূতন সেতু ও কালবুদ নির্মাণ করিতে ;

(খ) ঐরূপ কোন সরকারী রাস্তা, সেতু বা কালবুদ অন্য দিকে ঘুরাইয়া বা বন্ধ করিয়া দিতে ;

(গ) ঐরূপ যে-কোন সরকারী রাস্তা, সেতু বা কালবুদ প্রশস্ত, উন্মুক্ত, বর্ধিত বা অন্যপ্রকারে উন্নত করিতে এবং নিকটবর্তী জমিগুলির সর্বাপেক্ষা কম ক্ষতি করিয়া ঐরূপ রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণ করিতে ;

(ঘ) ঐরূপ জলপথগুলি গভীর করিতে বা অন্যপ্রকারে ঐগুলির উন্নতিসাধন করিতে ;

(ঙ) জেলা-পর্ষদের মঞ্জুরি লইয়া এবং ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের বাঙলার সেচন আইনে বর্ণিত খালের বেলা, রাজ্য-সরকার যে আধিকারিক নির্ধারিত করেন সেই আধিকারিকেরও মঞ্জুরি লইয়া সেচন-পরিকল্পনার ভার গ্রহণ করিতে ;

(চ) সরকারী রাস্তার উপর যেসব বেড়াগাছ ও গাছের ডাল-পালা আসিয়া পড়ে সেইগুলি ছাঁটিয়া দিতে ; এবং

(ছ) পান বা রান্নার জন্য জনসাধারণকে যে জল সরবরাহ করা হয় তাহার উৎসটি একটি সরকারী নোটিস দিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিতে এবং স্নান, ধোয়া বা অন্যান্য যে কার্যের দ্বারা ঐরূপে

পৃথগ্‌ভাবে রক্ষিত উৎসটি কলুষিত হওয়া সম্ভব ঐ একইভাবে সেই সমস্ত কার্য নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

টীকা :—সরকারী নিয়ন্ত্রিত জলপথ ও স্থলপথ এবং জেলাবোর্ড বা অন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ঐসব পথ ব্যতীত অন্যান্য সাধারণের ব্যবহার্য পথগুলি গ্রাম পঞ্চায়ত নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

৩৮। **কলুষিত বেসরকারী জলসরবরাহ সম্পর্কে গ্রাম পঞ্চায়তের ক্ষমতা।** (১) যে বেসরকারী জলপ্রবাহ, প্রস্রবণ, পুষ্করিণী, কূপ বা অন্য কোন জলাধারের জল, পান বা রন্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়, গ্রাম পঞ্চায়ত তাহার মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারীকে, তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিবেচনার পর, লিখিতভাবে নোটিস দিয়া, উক্ত নোটিসে উল্লিখিত যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে, নিম্নলিখিত সমস্ত বা যে-কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন, যথা ঃ

(ক) উহার উপযুক্ত সংস্কার করিয়া রক্ষা করা ;

(খ) সময় সময় উহার পঙ্কোদ্ধার করা, জঞ্জাল ও জীর্ণ বৃক্ষলতাদি পরিষ্কার করা ;

(গ) উহা কলুষিত না হয় সেইভাবে রক্ষা করা ; এবং

(ঘ) জনসাধারণের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে পারে এরূপভাবে উহা কলুষিত হইলে উহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করা ;

পরন্তু, যে ব্যক্তির উপর উক্তরূপে নোটিস জারি করা হয় তিনি, ঐ নোটিস পাওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, নির্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট নোটিসের অন্তর্গত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন। ঐরূপ আপীল করা হইলে পর, নির্ধারিত প্রাধিকারী, আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, নোটিসের অন্তর্গত আদেশের ক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং ঐ আপীল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তকে নির্ধারিত নোটিস দেওয়ার পর আদেশটি সংপরিবর্তিত বা বাতিল করিতে বা উহা বহাল রাখিতে পারিবেন ঃ

অপিচ, যেক্ষেত্রে নোটিসে উল্লিখিত কাল অতীত হওয়ার পর নোটিসের অন্তর্গত আদেশটি নির্ধারিত প্রাধিকারী বহাল রাখেন বা সংপরিবর্তিত করেন সেক্ষেত্রে যে সময়ের মধ্যে বহাল-রাখা বা সংপরিবর্তিত আদেশ কার্যে পরিণত করিতে হইবে তাহা ঐ প্রাধিকারীকে নূতন করিয়া ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) পূর্বোক্ত প্রকারে জারি-করা নোটিস যদি নির্ধারিত প্রাধিকারী বাতিল করিয়া না দেন এবং যে ব্যক্তির উপর উক্ত নোটিস জারি করা হয় তিনি যদি পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত নোটিসে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বা স্থলবিশেষে, নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক ধার্য সময়ের মধ্যে, নোটিসের অন্তর্গত আদেশটি পালনে ত্রুটি করেন অথবা নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক সংপরিবর্তিত আদেশটি পালনে ত্রুটি করেন, তাহা হইলে কোন শাসক কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর, তাঁহার পঁচিশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

টীকা :—দূষিত জলাধার সংস্কার সম্পর্কে এই ধারার প্রয়োগ ৩৬ ধারার মত, এবং ৩৬ ধারার টীকাও এখানে প্রযোজ্য।

৩৯। **যেসব কচুরিপানা বা অন্য আগাছা দ্বারা জল কলুষিত হইতে পারে তাহার উৎপাদন নিবারণ করিবার জন্য গ্রামপঞ্চায়তের ক্ষমতা।** (১) ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গীয় কচুরিপানা আইনে যাহাই থাকুক না কেন, গ্রাম পঞ্চায়ত, লিখিতভাবে নোটিস দিয়া, (বঃ১৩আইন ১৯৩৬) যে জমি বা ভূ-গৃহাদির ভিতর, পুষ্করিণী ডোবা বা অনুরূপ কোন জমা-জল থাকে তাহার মালিক বা দখলকারীকে, তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করার পর, যাহাতে ঐ পুষ্করিণী, ডোবা বা জমা-জলে কচুরিপানা বা অন্য কোন আগাছা জন্মিয়া জল কলুষিত করিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং নোটিসে উল্লিখিত যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে ঐ পুষ্করিণী প্রভৃতি

হইতে ঐ কচুরিপানা বা আগাছা নির্মূল করিবার জন্য আদেশ করিতে পারিবেন ঃ

পরন্তু, যে ব্যক্তির উপর উপরিউক্তরূপে নোটিস জারি করা হয় তিনি ঐ নোটিস পাওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে নির্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট, নোটিসের অন্তর্গত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন। ঐরূপ আপীল করা হইলে পর, নির্ধারিত প্রাধিকারী, আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, নোটিসের অন্তর্গত আদেশের ক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং ঐ আপীল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তকে নির্ধারিত নোটিস দেওয়ার পর, আদেশটি সংপরিবর্তিত বা বাতিল করিতে বা উহা বহাল রাখিতে পারিবেন ঃ

অপিচ, যেক্ষেত্রে নোটিসে উল্লিখিত কাল অতীত হওয়ার পর নোটিসের অন্তর্গত আদেশটি নির্ধারিত প্রাধিকারী বহাল রাখেন বা সংপরিবর্তিত করেন সেক্ষেত্রে যে সময়ের মধ্যে বহাল-রাখা বা সংপরিবর্তিত আদেশ কার্যে পরিণত করিতে হইবে তাহা প্রাধিকারীকে নূতন করিয়া ধার্য করিয়া দিতে হইবে।

(২) পূর্বোক্ত প্রকারে জারি-করা নোটিস যদি নির্ধারিত প্রাধিকারী বাতিল করিয়া না দেন এবং যে ব্যক্তির উপর উক্ত নোটিস জারি করা হয় তিনি যদি পর্যাপ্ত কারণ ব্যতীত, নোটিসে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বা, স্থলবিশেষে, নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক ধার্য সময়ের মধ্যে, নোটীসের অন্তর্গত আদেশটি পালনে ক্রুটি করেন অথবা নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক সংপরিবর্তিত আদেশটি পালনে ক্রুটি করেন, তাহা হইলে কোন শাসক কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তাঁহার পঁচিশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

টীকা ঃ—কচুরীপানা ও অন্য আগাছা জলাশয়কে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে এই ধারার প্রয়োগ, ৩৬ ও ৩৮ ধারার মত, এবং ঐসব ধারার টীকাও এখানে প্রযোজ্য।

৪০। **মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটিলে জরুরী ক্ষমতার কথা**।—কোন গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত কোন স্থানে কলেরা বা জল-বাহিত অন্য কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ অথবা অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রাধিকৃত অন্য যে-কোন ব্যক্তি, রোগের প্রাদুর্ভাব কালে, বিনা নোটিসে এবং যে-কোনও সময়, পানের উদ্দেশ্যে জল দেওয়া হয় বা নেওয়া সম্ভব এমন যে-কোন কূপ, পুষ্করিণী বা অন্য স্থান পরিদর্শন করিতে এবং উহাকে সংক্রামণ দোষমুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐস্থান হইতে জল নেওয়া নিবারণ করিবার জন্য আরও যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

৪১। **কোন ব্যক্তির পক্ষে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থতা ঘটিলে গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক সম্পাদিত ঐ কার্যের জন্য খরচা আদায়ের ক্ষমতা**।—৩৬, ৩৮ বা ৩৯ ধারামতে প্রদত্ত নোটিসে উল্লিখিত আদেশানুসারে করণীয় কোন কার্য যদি নোটিসে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অথবা নির্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট আপীল করা হইলে, আপীল নিষ্পত্তির তারিখ হইতে সমপরিমাণ কালের মধ্যে সম্পাদিত না হয়, তাহা হইলে গ্রাম পঞ্চায়ত, আদেশ পালন না করিবার সন্তোষজনক কারণ অভাবে, ঐ কার্যটি সম্পন্ন করাইতে পারিবেন এবং ঐ কার্য সম্পাদন করিতে যে খরচা পড়িবে তাহা যে ব্যক্তিকে নোটিস দেওয়া হইয়াছিল সেই ব্যক্তির নিকট হইতে বাকি সরকারী পাওনা হিসাবে আদায় করা যাইবে।

টীকা :—৩৬, ৩৮, ৩৯ ধারায় গ্রাম পঞ্চায়তের আদেশ বা জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের আদেশ লঙ্ঘনে ফৌজদারী সাজার ব্যবস্থা আছে। এই ধারায় অধিকন্তু বলা হইয়াছে যে, ঐরূপ লঙ্ঘনক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়ত আদিষ্ট কাজ নিজ খরচে করাইতে পারিবেন ও উহা সাটিফিকেট করিয়া অপরাধী পক্ষের নিকট আদায় করিতে পারিবেন। এই ধারায় double jeopardy

বা দ্বিবিধ বিপদের সৃষ্টি হইয়াছে কিনা তাহা তর্কের বিষয় হইতে পারে। তবে জনসাধারণের স্বার্থে, অপরাধীর সাজা অপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজটাই গুরুতর এবং সেজন্য এ ধারার ব্যবস্থা সঙ্গতই হইয়াছে। এইরূপ ব্যয়বহন সাজা নয়, সুতরাং দ্বিবিধ বিপদও ঠিক নাই, একথাও বলা চলে।

৪২। **সংযুক্ত সমিতিসমূহ**।—(১) যেরূপ নিয়মাবলী নির্ধারিত হয় সেইরূপ নিয়মাবলীর অধীনে, দুই বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়ত, যে-কোন কার্য সম্পাদনের বা সমস্বার্থবিশিষ্ট যে-কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে তাঁহারা নিজেরা যেরূপ প্রতিনিধিদের বরণ করেন সেইরূপ প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সংযুক্ত সমিতি নিযুক্ত করিবার জন্য একটি লিখিত সাধনপত্রে (ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট) নিজেরা যথারীতি স্বাক্ষর করিয়া একত্র মিলিত হইতে পারিবেন এবং—

(ক) মিলিতভাবে কৃত কোন কার্যের সম্পাদন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে ঐরূপে যেসব গ্রাম পঞ্চায়ত মিলিত হইয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকটির পক্ষে বাধ্যতামূলক যে-কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্বন্ধে এবং উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে ঐরূপ যে-কোন গ্রাম পঞ্চায়ত যে ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন তৎসম্বন্ধে ঐরূপ সমিতিকে, গ্রাম পঞ্চায়তসমূহ যেরূপ সর্ত আরোপ করা উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপ সর্তে, ক্ষমতা প্রত্যভিযোজন করিয়া দিতে পারিবেন; এবং

(খ) উক্ত সমিতিসমূহের গঠন, উহাদের সদস্যগণের পদ-কাল এবং কার্যপরিচালন-প্রণালী সম্পর্কিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে বা সংপরিবর্তিত করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে যেসব গ্রাম পঞ্চায়ত মিলিত হন, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিলে, বিষয়টি, রাজ্যসরকার যে আধিকারিককে নির্ধারিত করেন সেই আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, এবং ঐ সম্পর্কে উক্ত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং ঐরূপ প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তের পক্ষে বাধ্যতামূলক হইবে।

৪৩। **জেলা-পর্ষদ্ কর্তৃক কৃত্যসমূহের প্রত্যাভিযোজন।**—(১) জেলা-পর্ষদ্, গ্রাম পঞ্চায়তের সম্মতি লইয়া এবং পর্ষদ্ ও গ্রাম পঞ্চায়ত যেসমস্ত বাধানিষেধ ও সর্ত সম্পর্কে পরস্পর একমত হইবেন সেইসব বাধানিষেধ ও সর্ত বজায় রাখিয়া ঐ গ্রাম পঞ্চায়তকে নিজের যে-কোন কৃত্য নির্ধারিত রীতিতে প্রত্যভিযোজন করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) যেস্থলে এই ধারামতে কোন গ্রাম পঞ্চায়তকে কৃত্যসমূহ প্রত্যভিযোজন করিয়া দেওয়া হয়, সেস্থলে ঐ গ্রাম পঞ্চায়তকে ঐরূপ কৃত্যসম্পাদনকালে জেলা-পর্ষদের নিযুক্তকরূপে (এজেন্ট-রূপে) কার্য করিতে হইবে।

টীকা ঃ—৩৫ ধারায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যভিযোজনের কথা থাকায় পুনরায় ৪৩ ধারায় জেলা পর্ষদের প্রত্যভিযোজনের সাধারণভাবের কথা দ্বিরুক্তিমাত্র। গ্রাম পঞ্চায়তের সম্মতি গ্রহণের পর, গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত বাধানিষেধও সর্ত সম্বন্ধে একমত হওয়ার কথাও দ্বিরুক্তি মাত্র। আইনে দ্বিরুক্তিদোষ থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

৪২ নিয়মে প্রত্যভিযোজন পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে।

৪৪। **কর্মিবর্গের নিয়োগ।**—রাজ্যসরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলী বজায় রাখিয়া গ্রাম পঞ্চায়ত, এই আইনমতে উঁহার কর্তব্যসম্পাদনের জন্য যেরূপ কর্মিবর্গ প্রয়োজন মনে করেন, সেরূপ কর্মিবর্গ নিযুক্ত করিতে এবং তাঁহাদিগকে যে বেতন ও ভাতা দিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া দিতে পারিবেন।

৪৫। **গ্রাম পঞ্চায়তের কৃত্যসমূহ উঁহার অধ্যক্ষকে প্রত্যভিযোজন করিয়া দেওয়া।**—গ্রাম পঞ্চায়ত, উঁহার কৃত্যসমূহ অধ্যক্ষকে প্রত্যভিযোজন করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে গৃহীত সংকল্পের (রেজোলিউশন) দ্বারা, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন, নির্ধারিত প্রাধিকারীর অনুমোদনাধীনে সেরূপ কর্তব্য বা ক্ষমতাসমূহ উঁহার অধ্যক্ষকে প্রত্যভিযোজন

করিয়া দিতে পারিবেন এবং যে-কোনও সময় সংকল্প গ্রহণ করিয়া তাহা প্রত্যাহার বা সংপরিবর্তন করিতে পারিবেন ঃ

পরন্তু, অধ্যক্ষকে প্রত্যভিযোজনের দ্বারা অর্পিত কোন ক্ষমতা প্রত্যাহৃত বা সংপরিবর্তিত হইলে, গ্রাম পঞ্চায়েত তৎক্ষণাৎ নির্ধারিত প্রাধিকারীকে সেই সংবাদ জানাইবেন।

টীকা।—গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা, বিশেষ সভায় প্রস্তাবদ্বারা, অধ্যক্ষকে প্রত্যভিযুক্ত করা যাইবে তবে জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের অনুমোদন লইতে হইবে। ক্ষমতা প্রত্যাহার বা পরিবর্তন করিতে হইলে সভায় প্রস্তাবই যথেষ্ট, অনুমোদনের প্রয়োজন নাই, তবে ঐ অফিসারকে জানাইতে হইবে।

অধ্যায় ৬

অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহের ক্ষমতা ও কর্তব্য

৪৬। **অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহের কৃত্য**।—(১) রাজ্যসরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলী বজায় রাখিয়া অঞ্চল পঞ্চায়ত—

(ক) এই আইনমতে সংস্থাপিত অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিলের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের জন্য ;

(খ) এই আইনমতে আদায়যোগ্য কর, অভিকর, উপশুল্ক বা ফী, আরোপণ, উহার নির্ধার এবং সংগ্রহের জন্য ;

(গ) উহার অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে যে দফাদার ও চৌকিদারগণ আছেন তাঁহাদের সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং তাঁহাদের উপর আরোপিত কর্তব্যসমূহ তাঁহাদের দ্বারা যথাযথভাবে সম্পাদন করাইয়া লইবার জন্য ; এবং

(ঘ) এই আইনমতে সংস্থাপিত ন্যায়পঞ্চায়তের উপযুক্ত গঠন ও পরিচালনের জন্য দায়ী হইবেন।

(২) রাজ্যসরকার অঞ্চল পঞ্চায়তের উপর অন্য যে কর্তব্যভার অর্পণ করেন সে কর্তব্যভারও অঞ্চল পঞ্চায়ত বহন করিতে পারিবেন।

টীকা :—উপার্জনকারী অঞ্চল পঞ্চায়তের কাজ উপরতলায়, নীচতলায় গ্রামপঞ্চায়ত পল্লীউন্নয়নের যাবতীয় মাঠের (field) কাজ করিবেন এবং এসব কাজে অঞ্চল পঞ্চায়তের সাক্ষাৎ দায়িত্ব থাকিবেনা। উপরতলায় কাজ হইবে—অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিল পরিচালন, করধার্য ও আদায় ও বণ্টন, চৌকীদার-দফাদার তোষণ ও পরিচালন (এই সঙ্গে সম্পাদক পোষণের উল্লেখও থাকা উচিত ছিল), ন্যায় পঞ্চায়ত পরিচালনও রাজ্য সরকার আদিষ্ট অন্যান্য কাজ। আইনে বা নিয়মে কিভাবে অঞ্চল পঞ্চায়ত ন্যায় পঞ্চায়তকে পরিচালন করিবেন তাহার উল্লেখ নাই এবং থাকিতেও পারেনা, কারণ ন্যায় পঞ্চায়ত বিচার বিভাগীয় স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ, ও তাহার ভূমিকা স্বাধীন। এই ধারার সঙ্গে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রযোজ্য হইবে—১১০ হইতে ১২৯, ৫৭ হইতে ১০৯, ৪৩ হইতে ৪৮, এবং পঞ্চায়ত বিভাগের প্রজ্ঞাপন নং ৩২২২.ডিপি/এন্-১/৬০-১লা নভেম্বর ১৯৬০ (নিয়মাবলী)।

৪৭। **অঞ্চল পঞ্চায়ত রাজ্যে বর্তানো সম্পত্তি ও স্বার্থসমূহ সম্পর্কে ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।**—রাজ্যসরকার, সরকারী ঘোষপত্রে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ প্রকাশিত করিয়া, রাজ্যের উপর বর্তানো সম্পত্তি ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত স্বার্থ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্য, এবং তৎসম্পর্কে তৎসময় বলবৎ অন্য কোন বিধি দ্বারা বা বিধিমতে যেরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত, যেরূপ কৃত্য নির্দিষ্ট ও যেরূপ কর্তব্য আরোপিত হয় সেরূপ ক্ষমতা পরিচালন, সেরূপ কৃত্য সম্পাদন ও সেরূপ কর্তব্য পালনের জন্য, অঞ্চল পঞ্চায়তকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

টীকা :—রাজস্ব আদায়ের ভার অঞ্চল পঞ্চায়ত পাইতে পারেন। বোম্বাই রাজ্যে এই ভার গ্রাম পঞ্চায়তকে দেওয়া হইয়াছে। মনে হয়, আগে ন্যায় পঞ্চায়তের পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হইলে পরে এই দায়িত্ব অঞ্চল পঞ্চায়তকে দেওয়া যাইতে পারে।

৪৮। **অঞ্চল পঞ্চায়তের আধিকারিক ও কর্মচারিগণ।**—(১) প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তের একজন সচিব থাকিবেন এবং তাঁহার উপরই অঞ্চল পঞ্চায়তের অফিসের ভার ন্যস্ত থাকিবে। উক্ত সচিব অঞ্চল পঞ্চায়তের আয়ব্যয় সম্বন্ধে আনুমানিক আয়ব্যয়ক (বাজেট) পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাবের বিবরণ, এবং পূর্ববর্তী বৎসরে যে কাজ করা হইয়াছে এবং পরবর্তী বৎসরে যে কার্য করার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার রিপোর্ট প্রস্তুত করিবার জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিব উহার কার্য-নির্বাহক কর্মচারী (এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসার) হইবেন এবং তিনি রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন অথবা রাজ্যসরকারের নিকট হইতে এতৎ-পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আধিকারিক বা প্রাধিকারী কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) অঞ্চল পঞ্চায়ত, উহার কর্তব্য বা ক্ষমতাসমূহ সচিবকে প্রত্যভিযোজন করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে গৃহীত সংকল্পের দ্বারা, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন, নির্ধারিত প্রাধিকারীর অনুমোদনাধীনে সেরূপ কর্তব্য বা ক্ষমতা-সমূহ উহার অধ্যক্ষকে প্রত্যভিযোজন করিয়া দিতে পারিবেন, এবং যে-কোনও সময় সংকল্প গ্রহণ করিয়া তাহা প্রত্যাহার বা সংপরিবর্তন করিতে পারিবেন :

পরন্তু, সচিবকে প্রত্যভিযোজনের দ্বারা অর্পিত কোন ক্ষমতা প্রত্যাহৃত বা সংপরিবর্তিত হইলে, অঞ্চল পঞ্চায়ত তৎক্ষণাৎ নির্ধারিত প্রাধিকারীকে সেই সংবাদ জানাইবেন।

(৪) উপধারা (৩)-এর বিধানাবলী বজায় রাখিয়া, সচিবকে প্রধানের নির্দেশমত অন্য সমস্ত বিষয়ে কার্য করিতে হইবে এবং প্রধানের মাধ্যমে তিনি অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট দায়ী থাকিবেন।

(৫) রাজ্যসরকারকে সচিবপদের জন্য লোক সংগ্রহ করার প্রণালী, সচিবের চাকরির সর্ত, বেতন ও ভাতা এবং সচিবের বার্ধক-বয়স নির্ধারিত করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে হইবে।

(৬) সচিবের বেতন ও ভাতা অঞ্চল পঞ্চায়তের তহবিল হইতে দিতে হইবে।

(৭) রাজ্যসরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রণীত নিয়মাবলী বজায় রাখিয়া, অঞ্চল পঞ্চায়ত, এই আইনমতে উহার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যেরূপ অতিরিক্ত কর্মচারিবর্গের প্রয়োজন মনে করেন সেরূপ কর্মচারিবর্গকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগকে যে বেতন ও ভাতা দিতে হইবে তাহা স্থির করিয়া দিতে পারিবেন।

টীকা :—সম্পাদকের পদ এই আইনের একটি বৈশিষ্ট্য। ইউনিয়নবোর্ড আমলে সম্পাদক ইউনিয়নবোর্ড দ্বারা নিযুক্ত হইত, এখন রাজ্য সরকারই পঞ্চায়ত অধিকর্তা দ্বারা এই নিয়োগ করিবেন, মহকুমা হাকিমের সুপারিশ অনুযায়ী। বেতন অঞ্চল পঞ্চায়ত দিবে তবে টাকাটা রাজ্য সরকারই দিবেন। পূর্বে এ ব্যবস্থা ছিলনা। এজন্য সম্পাদক অনেকটা স্বাধীনভাবে দলাদলির আওতার বাহিরে থাকিয়া কার্য করিতে পারিবেন। সম্পাদকের অপসারণ ক্ষমতাও অঞ্চল পঞ্চায়তের নাই। ৪৩-৪৫ নিয়ম দ্রষ্টব্য। সম্পাদকের কাজ ঠিকমত না হইলে প্রধান জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। আপীল জেলা শাসকের নিকট হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়ত সম্পাদককে ক্ষমতা প্রত্যভিযুক্ত করিতে পারেন, এবিষয়ে পদ্ধতি ৪৫ ধারায় বর্ণিত পদ্ধতির মতই, জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের জায়গায় পঞ্চায়ত পরিদর্শককে ধরিতে হইবে। সম্পাদকের কাজ অঞ্চল পঞ্চায়তের দপ্তর পরিচালন। তবে বজেট প্রস্তুত করাই প্রধান কাজ। ঐ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বৎসরের কার্য তালিকাও প্রস্তুত করিতে হইবে। অন্যান্য অধস্তন কর্মচারীর কাজ তদারকও করিতে হইবে।

অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ বা বিদায় অঞ্চল পঞ্চায়ত করিতে পারিবেন। সরকারী প্রণীত নিয়মাবলী অবশ্য মানিতে হইবে।

৪৯। **অঞ্চল পঞ্চায়তের কৃত্যসমূহ উঁহার প্রধানকে প্রত্যভিযোজন করিয়া দেওয়া।**—অঞ্চল পঞ্চায়ত, উঁহার কৃত্যসমূহ প্রধানকে প্রত্যভিযোজন করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে আহূত কোন অধিবেশনে গৃহীত সংকল্পের দ্বারা, যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন, নির্ধারিত প্রাধিকারীর অনুমোদনাধীনে, সেরূপ কর্তব্য বা ক্ষমতাসমূহ উঁহার প্রধানকে প্রত্যভিযোজন করিয়া দিতে পারিবেন, এবং যে কোনও সময় সংকল্প গ্রহণ করিয়া তাহা প্রত্যাহার বা সংপরিবর্তন করিতে পারিবেন :

পরন্তু, প্রধানকে প্রত্যভিযোজনের দ্বারা অর্পিত কোন ক্ষমতা প্রত্যাহৃত বা সংপরিবর্তিত হইলে, অঞ্চল পঞ্চায়ত তৎক্ষণাৎ নির্ধারিত প্রাধিকারীকে সেই সংবাদ জানাইবেন।

টীকা :—সম্পাদকের ন্যায় অঞ্চল প্রধানকেও ক্ষমতা প্রত্যভিযোজনের ক্ষমতা অঞ্চল পঞ্চায়তকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দুজনকে একই পর্য্যায়ে ফেলা দৃষ্টিকটু হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্টের অবস্থা ইহা অপেক্ষা ভাল ছিল। সম্পাদকের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে ইউনিয়ন বোর্ড কেরানী অপেক্ষা অনেক বেশী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি এইপদে নিযুক্ত হইবেন। বেতন ৫০৲—৮০৲ স্কেলে হইবে। কালেকটরী অফিসের কেরানীর মত লোক এই পদে নিযুক্ত হইবেন। সুতরাং দৃষ্টিকটু হইলেও এই ব্যবস্থার গত্যন্তর ছিল না। তবে সম্পাদককে প্রধানকে মানিয়াই চলিতে হইবে কেননা, প্রধান তাঁহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিতে পারেন (৪৮ ধারা)।

৫০। **অঞ্চল পঞ্চায়ত উঁহার সচিবের সেবার দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়তকে সাহায্য দান করিতে পারিবেন।**—গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে, অঞ্চল পঞ্চায়ত যে উদ্দেশ্য বিনির্দিষ্ট করেন সেই উদ্দেশ্যে, গ্রাম পঞ্চায়ত ও অঞ্চল পঞ্চায়তের মধ্যে যেরূপ কড়ার ও সর্ত সম্পর্কে মতৈক্য হয় সেরূপ কড়ার ও সর্তে, উক্ত অঞ্চল পঞ্চায়ত গ্রাম পঞ্চায়তকে নিজের সচিবের সেবা ধার দিতে পারিবেন এবং ইহার পর ঐ সচিব গ্রাম পঞ্চায়তের ঐরূপ সেবা করিবেন।

অধ্যায় ৭

দফাদার ও চৌকিদারগণ

৫১। দফাদার ও চৌকিদারগণ।—(১) রাজ্যসরকার অন্যরূপে নির্দেশ না দিলে বা অন্যপ্রকার বিধান না করিলে, প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তকে, উহার অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে পাহারা ও চৌকি, অপরাধ নিবারণ, জীবন ও সম্পত্তিরক্ষা এবং তৎপ্রাসঙ্গিক যেসমস্ত কৃত্যের বিষয় অতঃপর বিধান করা হইয়াছে সে সমস্ত কৃত্য সম্পাদনের জন্য উঁহার নিয়ন্ত্রণাধীনে, রাজ্যসরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, দফাদার ও চৌকিদারগণের যেরূপ সংখ্যা স্থির করেন সেরূপ সংখ্যক দফাদার ও চৌকিদার রাখিতে হইবে।

(২) অঞ্চল পঞ্চায়তকে কতজন দফাদার ও চোকিদার রাখিতে হইবে, তাঁহাদিগকে কি বেতন দিতে হইবে, তাঁহাদের সাজপোশাক কি ধরনের ও কতমূল্যের হইবে, এইসমস্ত এবং তাঁহাদের পদে লোকসংগ্রহ, তাঁহাদের চাকরির সর্ত, ক্ষমতা ও কর্তব্য, বার্ধক, নিয়মানুবর্তিতা, শাস্তি ও পদচ্যুতি সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় নির্ধারিত নিয়মানুসারে স্থির করিতে হইবে।

টীকা :—অৰ্দ্ধেক চৌকীদারী বেতন রাজ্যসরকার দিবেন। অতএব প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়ত এলাকায় কতজন চৌকীদার-দফাদার থাকিবে, তাহাদের বেতন, ভাতা কি হারে হইবে, তাহাদের চাকুরী সর্ত্ত কি হইবে, ইত্যাদি, অন্যবিধ ব্যবস্থা সাপেক্ষে, রাজ্যসরকারই নিয়মাবলী দ্বারা স্থির করিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়ত তাহা স্থির করিবেন না। ৫৭ নিয়মে এই সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত সরকার করিয়াছেন। এলাকায় নিযুক্ত চৌকিদার দফাদার অঞ্চল পঞ্চায়তকে পোষণ করিতে হইবে, যতদিন না জেলা শাসক অন্য ব্যবস্থা করেন। ৫৭—১০৭ নিয়মে চৌকীদার-দফাদার সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৫২। **রাজ্যসরকার দফাদার এবং চৌকিদার রাখার খরচা প্রদান করিতে পারিবেন।**—রাজ্যসরকার, দফাদার এবং চৌকিদার রাখার দরুন যে খরচা হয় সেই খরচা কিংবা উহার যে-কোন অংশ অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিলে প্রদান করিতে পারিবেন।

টীকা :—রাজ্যসরকার অর্দ্ধেক চৌকীদারী বেতন দিবেন ইহাই স্থির হইয়াছে। দফাদারের বেতন সম্বন্ধেও ঐ ব্যবস্থা। মনে হয়, কালে সরকার চৌকীদার-দফাদারের সমস্ত ব্যয় বহন করিবেন।

৫৩। **চৌকিদার এবং দফাদারগণের ক্ষমতা ও কর্তব্যসমূহ।**—(১) প্রত্যেক চৌকিদারকে নিম্নলিখিত ক্ষমতা পরিচালন এবং নিম্নলিখিত কর্তব্য পালন করিতে হইবে :—

(/০) তাঁহাকে, অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে যে অস্বাভাবিক, সন্দেহজনক বা আকস্মিক মৃত্যু ঘটে সেরূপ প্রত্যেক মৃত্যুর এবং ২য় অনুসূচীতে বর্ণিত কোন অপরাধ সংগঠিত হইলে তাহার সংবাদ অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল যে থানার অধিকার-ক্ষেত্রের অন্তর্গত সেই থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধানের নিকট প্রদান করিতে হইবে এবং যেসকল বিবাদের দরুন দাঙ্গা হইতে পারে কিংবা গুরুতর হাঙ্গামা বাধিতে পারে সেই সকল বিবাদের সংবাদ তাঁহাকে উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের এবং উক্ত প্রধানের নিকট প্রদান করিতে হইবে ;

(৵০) তিনি, কোন শাসকের (ম্যাজিষ্ট্রেটের) আদেশ এবং পরোয়ানা (ওয়ারেণ্ট) ছাড়াই নিম্নলিখিত যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন :

(ক) যে ব্যক্তি কোন প্রগ্রাহ্য (কগ্‌নিজেবল) অপরাধ সংশ্লিষ্ট কিংবা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন যুক্তিসঙ্গত নালিশ করা হইয়াছে কিংবা যে ঐরূপে সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে কিংবা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ রহিয়াছে সেরূপ কোন ব্যক্তি ;

(খ) যে ব্যক্তির দখলে বিধিসম্মত অজুহাত বিনা,—ঐ অজুহাত প্রমাণের ভার ঐরূপ ব্যক্তির উপর থাকিবে,—সিঁধ কাটার কোন যন্ত্র থাকে সেরূপ কোন ব্যক্তি ;

(গ) যে ব্যক্তি কোন বিধিমতে অপরাধী বলিয়া উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে সেরূপ কোন ব্যক্তি ;

(ঘ) যে ব্যক্তির কাছে এমন কোন জিনিস পাওয়া যায় যাহা চোরাই মাল বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা যাইতে পারে সেরূপ কোন ব্যক্তি কিংবা যে ব্যক্তি ঐরূপ জিনিস সম্পর্কে কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা যাইতে পারে সেরূপ কোন ব্যক্তি ;

(ঙ) কোন আরক্ষা-আধিকারিককে (পুলিস অফিসারকে) তাঁহার আপন কর্তব্য সম্পাদনকালে যে ব্যক্তি বাধা প্রদান করে কিংবা যে ব্যক্তি বিধিসম্মত হেপাজত হইতে পলায়ন করিয়াছে কিংবা পলায়নের চেষ্টা করে সেরূপ কোন ব্যক্তি ;

(চ) যে ব্যক্তি ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী কিংবা বিমানবাহিনী হইতে বিনানুমতিতে কার্যত্যাগ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া যুক্তিসঙ্গতভাবে সন্দেহ করা হয় সেরূপ কোন ব্যক্তি ;

(ছ) খালাসপ্রাপ্ত যে কয়েদী ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতার (৫ আইন, ১৮৯৮) ৫৬৫ ধারার (৩) উপধারামতে প্রণীত কোন নিয়মভঙ্গ করে সেরূপ কোন কয়েদী।

(৶০) তাঁহাকে, ২য় অনুসূচিতে বিনির্দিষ্ট কোন অপরাধের অনুষ্ঠান যথাসাধ্য নিবারণ করিতে হইবে এবং ঐরূপ অপরাধের অনুষ্ঠান নিবারণের উদ্দেশ্যে তিনি উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন ;

(।৹) বেসরকারী লোকেরা বিধিসম্মতভাবে যে গ্রেপ্তার করিতে পারেন সেরূপ গ্রেপ্তার করিতে তাঁহাকে ঐ লোকদিগকে সাহায্য করিতে হইবে এবং ঐরূপ গ্রেপ্তারের কথা সংশ্লিষ্ট অঞ্চল যে থানার অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত সেই থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট অবিলম্বে তাঁহাকে রিপোর্ট কবিতে হইবে ;

(।/০) অঞ্চল পঞ্চায়তের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে বদমায়েসদের গতিবিধির উপর তাঁহাকে নজর রাখিতে হইবে এবং সময়ে সময়ে ঐরূপ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট তাঁহাকে ঐ বিষয়ে রিপোর্ট করিতে হইবে ;

(।৵০) নিকটবর্তী স্থানে সন্দেহজনক চরিত্রের লোকদের আগমনের কথা তাঁহাকে ঐরূপ ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে ;

(।৶০) তাঁহাকে, অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে যেসকল জন্ম ও মৃত্যু হইয়াছে সেই সকল জন্ম ও মৃত্যুর রিপোর্ট, জেলাশাসক (ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট) যেরূপ রীতির নির্দেশ দেন সেইরূপ রীতিতে, প্রদান করিতে হইবে ;

(॥০) গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে মানুষ কিংবা গবাদি পশুর মধ্যে কোন মহামারী দেখা দিলে ঐ সংবাদ অবিলম্বে গ্রাম পঞ্চায়তের নিকট তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে ;

(॥/০) স্থানীয় যে সংবাদ জেলা বা মহকুমা-শাসক কিংবা কোন আরক্ষা-আধিকারিকের আবশ্যক হয় সেরূপ যে কোন স্থানীয় সংবাদ তাঁহাকে সরবরাহ করিতে হইবে ;

(॥৵০) অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে পাহারা দেওয়া সম্পর্কে এবং তাঁহার কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে অঞ্চল পঞ্চায়তের আদেশ তাঁহাকে মানিতে হইবে ;

(৷৷১/০) এই আইনাধীন কিংবা এই আইনমতে প্রণীত কোন নিয়মাধীন যে অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া তিনি জানিতে পারিয়াছেন সেই অপরাধের সংবাদ, এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন সড়কে বা জলপথে কোনরূপ অনধিকার দখল বা উহা কোনরূপ রোধ করার সংবাদ এবং অঞ্চল পঞ্চায়তে বর্তিয়াছে এমন কোন সম্পত্তির বা উহার নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সম্পত্তির কোন ক্ষতির সংবাদ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অঞ্চল পঞ্চায়তকে জানাইতে হইবে ;

(৸০) তাঁহাকে কোন অভিকর, কর, উপশুল্ক কিংবা ফী আদায়ের জন্য অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক যথাযথভাবে প্রাধিকৃত যে-কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে হইবে ;

(৸/০) তাঁহাকে যেরূপ পরোয়ানা নির্ধারিত হয় সেরূপ পরোয়ানা তাঁহার অধিকারক্ষেত্রের ভিতর বসবাসকারী ব্যক্তিদের উপর জারি করিতে হইবে ; এবং

(৸৵০) এই আইন কিংবা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে তাঁহার উপর অন্য যেসকল কর্তব্য ন্যস্ত হয় সেইসকল কর্তব্য তাঁহাকে সম্পাদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক দফাদারকে, (১) উপধারামতে চৌকিদারকে প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতে এবং ১২০ ধারামতে প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা তাঁহার উপর যেরূপ কর্তব্য আরোপিত হয় সেইরূপ কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

টীকা :—চৌকীদারী ও দফাদারী কর্ত্তব্য পূর্ব্ববৎ আছে।

৫৪। যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহাকে থানায় লইয়া যাইতে হইবে। কোন দফাদার বা চৌকিদার ৫৩ ধারামতে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিলেই, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐরূপ ব্যক্তিকে যে অঞ্চলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় সেই অঞ্চল যে থানার অধিকার-ক্ষেত্রের অন্তর্গত সেই থানায় লইয়া যাইবেন।

পরন্তু, ঐরূপ গ্রেপ্তার রাত্রিকালে করা হইলে, পরদিন সকালে সুবিধা পাওয়ামাত্রই ঐরূপ ব্যক্তিকে ঐরূপে লইয়া যাইতে হইবে।

অধ্যায় ৮

অর্থ ও কর ধার্য্যকরণ

৫৫। **অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিল**। (১) প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তের জন্য একটি অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিল গঠন করিতে হইবে এবং উহাতে নিম্নলিখিত টাকা জমা করিয়া দিতে হইবে ঃ

(ক) রাজ্যসরকার সাধারণ বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যে টাকা প্রদান করেন সেরূপ কোন টাকা ;

(খ) এই আইনমতে যে কর, উপশুল্ক, ফী, অভিকর (রেট) কিংবা অন্য যাহা কিছু আরোপণ ও আদায় করা হয় সেরূপ কোন কর, উপশুল্ক, ফী বা আরোপণ করা অন্য কিছু ;

(গ) জেলা পর্ষদ্ কিংবা অন্য কোন স্থানীয় প্রাধিকারী যে টাকা প্রদান করেন সেরূপ কোন টাকা ;

(ঘ) যে টাকা ঋণ-স্বরূপ সংগৃহীত হয় কিংবা দান বা চাঁদা হিসাবে পাওয়া যায় সেরূপ কোন টাকা : এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের অনুকূলে কৃত উৎসর্জন (এনডাউমেণ্ট) বা সম্পাদিত ন্যাস হইতে আয় ঃ

পরন্তু, যেস্থলে দুই বা ততোধিক অঞ্চল পঞ্চায়তের অনুকূলে কোন উৎসর্জন (এনডাউমেণ্ট) করা হয় বা কোন ন্যাস সম্পাদিত হয় সেস্থলে ঐরূপ উৎসর্জন বা ন্যাস হইতে যে আয় হয় তাহা রাজ্যসরকার কর্তৃক, (কার্যত) যতদূর সম্ভব, ঐরূপ উৎসর্জন বা ন্যাস যে সাধনপত্রমতে সৃষ্ট হয় সেই সাধনপত্রে নির্দেশিত রীতিতে এবং যে সাধনপত্রমতে উক্ত উৎসর্জন বা ন্যাস সৃষ্ট হয় তাহাতে

ঐরূপ কোন নির্দেশ না থাকিলে, রাজ্যসরকার যেরূপ রীতি উচিত মনে করেন সেরূপ রীতিতে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহের মধ্যে বিভাজিত হইবে ;

(ঙ) এই আইন কিংবা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীতে যে জরিমানা বা অন্য দণ্ড প্রদান করা হয় সেরূপ জরিমানা বা অন্য দণ্ড বাবত প্রাপ্ত সমস্ত টাকা ;

(চ) অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক বা অঞ্চল পঞ্চায়তের পক্ষে এই আইনমতে কিংবা অন্য প্রকারে প্রাপ্ত অন্য সমস্ত টাকা।

(২) প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রতি বৎসর অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিল হইতে নিম্নলিখিত টাকা পৃথক্ করিয়া রাখিতে এবং ব্যয় করিতে হইবে ঃ

(ক) প্রথমত, অঞ্চল পঞ্চায়তের পরিচালন ব্যয় নির্বাহার্থ যে টাকা আবশ্যক হয় সেই টাকা ;

(খ) দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়তের পরিচালন-ব্যয় নির্বাহার্থ যে টাকা আবশ্যক হয় সেই টাকা ;

(গ) তৃতীয়ত, দফাদার এবং চৌকিদার রাখার ব্যয়-নির্বাহার্থ যে টাকা আবশ্যক হয় সেই টাকা ; এবং

(ঘ) চতুর্থত, অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়তসমূহ যাহাতে আপন আপন কর্তব্য ও কৃত্য নির্বাহ করিতে পারে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত তহবিলসমূহে যে টাকা বণ্টন করা আবশ্যক হয় সেই টাকা। ঐরূপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনার পর ঐ টাকা দিতে হইবে ঃ

(/০) বণ্টনের জন্য কি-পরিমাণ টাকা পাওয়া যাইবে,

(৵০) উহার ক্ষেত্রাধিকারের অধীন গ্রামসভাগুলির প্রত্যেকে কর, উপশুল্ক, ফী কিংবা অভিকরস্বরূপ যে-পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করেন, এবং

(৶০) কোন বৎসরে আপন কর্তব্য ও কৃত্য নির্বাহার্থ সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তদের কি-পরিমাণ টাকা, তৎকর্তৃক রচিত আয়ব্যয়ক (বাজেট) অনুসারে আবশ্যক হয়।

টীকা :—ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারা। অঞ্চল পঞ্চায়তের আয় ব্যয়ের হিসাব এই ধারায় আছে। পঞ্চায়ত আইনে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির এই ধারাটি জানা দরকার। ১১০ নিয়মে ধার্য্যকর সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আছে। ঐ নিয়মটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ৫৭ ধারার অধীনে ঐ নিয়ম প্রণীত হইয়াছে।

৫৬। (১) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তের জন্য একটি গ্রাম পঞ্চায়ত তহবিল গঠন করিতে হইবে এবং তাহাতে নিম্নলিখিত টাকা জমা করিয়া দিতে হইবে :

(ক) ৫৫ ধারার (২) উপধারার (ঘ) প্রকরণমতে যে বা যে যে টাকা উক্ত তহবিলের জন্য দেওয়া হয় সেই বা সেই সেই টাকা।

(খ) যে দান বা চাঁদা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা ;

(গ) গ্রাম পঞ্চায়তের অনুকূলে কৃত উৎসর্জন এবং সম্পাদিত ন্যাস হইতে আয় কিংবা গ্রাম পঞ্চায়তের পরিচালনাধীন উদ্যমজনক কার্য হইতে আয় :

পরন্তু, যেস্থলে একই অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত দুই বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়তের অনুকূলে কোন উৎসর্জন করা হয় বা ন্যাস সম্পাদিত হয় সেস্থলে, ঐরূপ উৎসর্জন বা ন্যাস হইতে যে আয় হয় তাহা অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক, কার্যতঃ যতদূর সম্ভব, ঐরূপ উৎসর্জন বা ন্যাস যে সাধনপত্রমতে সৃষ্ট হয় সেই সাধনপত্রে নির্দেশিত রীতিতে, এবং যে সাধনপত্রমতে উক্ত উৎসর্জন বা ন্যাস সৃষ্ট হয় তাহাতে ঐরূপ কোন নির্দেশ না থাকিলে, অঞ্চল পঞ্চায়ত যেরূপ রীতি উচিত মনে করেন সেরূপ রীতিতে, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তসমূহের মধ্যে বিভাজিত হইবে :

অপিচ, একই অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত নহে এমন দুই বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়তের অনুকূলে কোন উৎসর্জন করা হইয়া থাকিলে বা ন্যাস সম্পাদিত হইয়া থাকিলে, ঐরূপ উৎসর্জন বা ন্যাস হইতে যে আয় হয় তাহা নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক, কার্যত যতদূর সম্ভব, ঐরূপ উৎসর্জন বা ন্যাস যে সাধনপত্রমতে সৃষ্ট হয় সেই সাধনপত্র নির্দেশিত রীতিতে এবং যে সাধনপত্রমতে উক্ত উৎসর্জন বা ন্যাস সৃষ্ট হয় তাহাতে ঐরূপ কোন নির্দেশ না থাকিলে, নির্ধারিত প্রাধিকারী যেরূপ রীতি উচিত মনে করেন সেরূপ রীতিতে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত-সমূহের মধ্যে বিভাজিত হইবে ;

(খ) গ্রামসভা কিংবা গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক অথবা তৎপক্ষে এই আইনমতে বা অন্য প্রকারে প্রাপ্ত সমস্ত টাকা।

(২) এই আইনমতে আপন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য গ্রামসভার যে ব্যয় হয় তাহা নির্বাহার্থ সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার যে অর্থের প্রয়োজন তাহা, নির্ধারিত প্রাধিকারীর অনুমোদনাধীনে, সরবরাহ করা প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তের কর্তব্য হইবে।

টীকা :—এই ধারায় গ্রাম পঞ্চায়তের আয়ের হিসাব দেওয়া আছে, কিন্তু ব্যয়ের হিসাব বিস্তৃতভাবে দেওয়া নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী ধারায় অঞ্চল পঞ্চায়তের বেলায় ব্যয়ের বিস্তৃত হিসাব ছিল। এই ধারার ইহা একটি ত্রুটি ধরা যাইতে পারে। উন্নয়নমূলক যাবতীয় কাজ গ্রাম পঞ্চায়তের, সুতরাং বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া উচিত।

৫৭। অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক কর ধার্যকরণ। (১) রাজ্য-সরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে যে নিয়মাবলী এবং যে সর্বোচ্চ হার বা ক্রম (স্কেলস্) নির্ধারিত হয় সেই নিয়মাবলী এবং সেই সর্বোচ্চ হার বা ক্রম (স্কেলস্) বজায় রাখিয়া অঞ্চল পঞ্চায়ত—

(ক) উহার অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে জমির কিংবা ইমারতাদির কিংবা এই দুইয়েরই যাহারা মালিক কিংবা

দখলিকার কিংবা মালিক ও দখলিকার দুই-ই সেইসকল ব্যক্তির উপর, অঞ্চল পঞ্চায়তের সীমার মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদের যেমন অবস্থা তদনুসারে এবং ঐরূপ সীমার মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদের সম্পত্তির যে মূল্য তদনুসারে, প্রতি বৎসর কর ধার্য করিবেন ;

(খ) পেশা, কারবার কিংবা বৃত্তির উপর কর ধার্য করিতে পারিবেন।

(২) রাজ্যসরকার কর্তৃক যে নিয়মাবলী এবং যে সর্বোচ্চ হার বা ক্রম (স্কেলস্) নির্ধারিত হয় সেই নিয়মাবলী এবং সেই সর্বোচ্চ হার বা ক্রম (স্কেলস্) বজায় রাখিয়া, অঞ্চল পঞ্চায়ত নিম্নলিখিত ফী ও অভিকর (রেট) আদায় করিতে পারিবেন ঃ

(ক) যানসমূহ নিবন্ধীকরণের ফী ;

(খ) সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়তের সমক্ষে রুজুকরা মামলা-মোকদ্দমা ও আর্জি, দরখাস্ত এবং অন্যান্য পরোয়ানার ফী ;

(গ) আপন অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে পূজা-উপাসনার স্থান বা তীর্থস্থানসমূহে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করার দরুণ ফী ;

(ঘ) যেস্থলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত আপন অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেন সেস্থলে জল-অভিকর (ওয়াটার-রেট) ;

(ঙ) যেস্থলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত আপন অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে সরকারী রাস্তা এবং স্থানসমূহে আলো দিবার ব্যবস্থা করেন সেস্থলে আলো-অভিকর (লাইটিং রেট) ;

(চ) যেস্থলে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত আপন অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে বেসরকারী পায়খানা, প্রস্রাবখানা এবং মলকূপ (সেসপুল) পরিষ্কারের ব্যবস্থা করেন সেস্থলে, মালবাহন-অভিকর (কনসারভেন্সী-রেট)।

(৩) রাজ্যসরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত প্রজ্ঞাপনে বিনির্দিষ্ট এক বা ততোধিক শ্রেণীর সম্পত্তিসমূহকে, এই ধারামতে যে কর,

অভিকর কিংবা ফী ধার্য করা যায় তাহা হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন।

(৪) যে ব্যক্তি, অঞ্চল পঞ্চায়তের মতে, এত দরিদ্র যে মাসে এক আনাও দিতে পারেন না সেরূপ কোন ব্যক্তিকে এই আইনানুযায়ী কোন কর, অভিকর বা ফী প্রদানের দায় হইতে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি দিতে হইবে।

টীকা—১১০ নিয়মে কর, অভিকর মাশুল ইত্যাদি সর্ব্বোচ্চ হার রাজ্য-সরকার বাঁধিয়া দিয়াছেন। এই ধারায় কর ইত্যাদি সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে তাহাতে বোঝা যায় যে, অঞ্চল পঞ্চায়তকে ছোটখাটো সহরে পরিণত করার কল্পনা এই আইনে আছে। ইউনিয়নবোর্ড আমলের সর্ব্বোচ্চ ৮৪৲টাকা করের অনুরূপ ব্যবস্থা এই আইনে নাই। মিউনিসিপাল আইনের সঙ্গে পাল্লার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কালক্রমে অঞ্চল পঞ্চায়তকে **Assessment department** খুলিতে হইতে পারে। ধার্যকর ইত্যাদি সম্বন্ধে আপীল নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জেলা- পঞ্চায়ত অফিসারের নিকটে করিতে হইবে কিন্তু তৎপূর্ব্বেও পঞ্চায়ত অবেক্ষকের নির্দ্দেশে ভ্রম সংশোধনের ব্যবস্থা আছে।

৫৭ (১) (ক) ধারাটি সর্ব্বাপেক্ষা জটিল ও বিসম্বিত হইতে পারে। "অবস্থা ও সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য" অনুসারে এই ধারায় মালিক বা দখলিকার কিম্বা উভয়সত্ত্ববিশিষ্ট একই ব্যক্তির উপর জমি বা বাড়ীর জন্য তাহার অবস্থা বিবেচনায় কর ধার্য্য হইবে। ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইনের ৮৫ (ক) ধারায় অনুরূপ বিধান ছিল। সংক্ষেপে ইহাকে গৃহকর বলা হয়। গৃহ **(holding)** অর্থে জমিও বোঝায়। অবস্থা বলিতে বার্ষিক ও আর্থিক সামর্থ্য বুঝাইবে। এ সম্বন্ধে স্যার আশুতোষ মুখার্জির যে রায় আছে **(34CLJ 283)** তাহাতে বোঝা যায় যে করদাতার বার্ষিক আয় করধার্যকারী কর্ত্তৃপক্ষের এলাকার বাহিরে হইলেও যদি তাহা এলাকার মধ্যে আনা হয় তাহা হইলে ঐ আয়ের উপর কর ধার্য্য হইবে। কারণ উহাই তখন তাহার আর্থিক সামর্থ্য বা "অবস্থা" গণ্য হইবে। এ সম্বন্ধে ১১১ নিয়মের প্রথম ব্যাখ্যা বিপরীত অর্থবোধক ও তাহার সংশোধন আবশ্যক। ঐ নিয়মের টীকায় ইহা আলোচিত হইবে। এলাকার মধ্যে যে আয় তাহাও অবশ্যই "অবস্থা"। এবং স্বত্ত্ববিশিষ্ট

দুই বা ততোধিক দখলিকারও থাকিতে পারেন এবং তাঁহারা পৃথকভাবে কর দিতে বাধ্য হইবেন। এককথায় জমি বা গৃহের বার্ষিক মূল্য (১১০ নিয়ম মতে নির্দ্ধারিত) এবং পূর্ব্বোক্ত "অবস্থা" এই দুই মিলিয়া যে অঙ্ক হইবে তাহার উপরেই ৫৭ (১) (ক) ধারার কর ধার্য্য হইবে। ইউনিয়নবোর্ড আমলেও আইন এই প্রকারই ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মধ্যপ্রদেশ ও বেরার পঞ্চায়ত আইনে বা উত্তরপ্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য রাজ্যের আইনে মালিক বা দখলিকারের "অবস্থার" উপর ভিত্তি না করিয়া, শুধু বাড়ী বা জমির উপর ভিত্তি করিয়াই কর ধার্য্য হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই নজীর চলিবে না। আইনে সোজাসুজি আয়ের উপরে কর ধার্য্যের কথা বলা হয় নাই কারণ আয়কর কেন্দ্রীয় সরকারের। একটু ঘুরাইয়া বলিতে হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার এবং অন্যান্য সরকার সোজা অন্য রাস্তায় গিয়াছেন।—এসম্বন্ধে ১১০ নিয়মের টীকা দ্রষ্টব্য।

মিল মালিকদের কর্ম্মচারীরা যদি বাধ্যতামূলকভাবে মিলের গৃহে বাস করেন, কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য, তবে মিলই দখলিকার গণ্য হইবে, কর্ম্মচারীগণ নহে। ১১০ নিয়মে এই বিধান আছে। সরকারী কর্ম্মচারীদের কি হইবে, এখনও পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে না। সুপ্রীমকোর্ট ১৯৫৬ সালের ১৫৮নং ফৌজদারী আপীলে যে রায় দিয়াছেন তাহাতে অঞ্চল পঞ্চায়ত বা কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ সরকারী ইমারতাদির জন্য সরকারের উপরে কর ধার্য্য করিতে পারিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর আইনে ঐরূপ কর ধার্য্যের বিশেষ বিধান না থাকে। বর্ত্তমান আইনে তাহা নাই, অতএব সরকারী গৃহের উপরে ৫৭ (১) ক ধারার কর ধার্য্য হইবে না। তবে যেসব সরকারী কর্ম্মচারীগণ দখলকার হিসাবে সরকারী গৃহে বাস করেন তাঁহাদের কর দিতে হইবে কিনা ইহাই প্রশ্ন। মিলের নজীরে এ বিষয়েও ১১০ নিয়মের সংশোধন আবশ্যক। তিনটি বিষয় এ প্রসঙ্গে বিচার্য হইবে—(১) কর্ম্মচারী ভাড়া দেন কিনা; (২) কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে বাস করেন কিনা; (৩) ব্যক্তিগত বা সরকারী স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাস করেন কিনা। মনে হয়, ভাড়া দিলে বা শুধুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বাস করিলে কর ধার্য্য হইবে।

সুপ্রীমকোর্টের রায়ে প্রায় যুগান্তর সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য ১-৪-৩৭ তারিখের পূর্ব্বে যেসব কর ধার্য হইত ভারতীয় সংবিধানের ২৮৫ (২) ধারা

অনুযায়ী তাহা বহাল আছে। পরবর্তীকালীন কর সম্বন্ধে সরকারকে এখন করের টাকা দান করিয়া পঞ্চায়ত রক্ষা করিতে হইবে। জন-কল্যাণের যুগে সরকারকে গ্রামে বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সরকারী ইমারত প্রস্তুত ও দপ্তর স্থাপন করিতে হইবে ও পঞ্চায়তের সুখ-সুবিধা গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব পঞ্চায়তকে আর্থিক সাহায্য করিতেই হইবে। করের বদলে দান, বা পারিশ্রমিক স্বীকার ইহাই এ সমস্যার মীমাংসা. দেখা যায়।

ব্যবসায়, বৃত্তি ও পেশার জন্য লাইসেন্সের ব্যবস্থা নূতন। গাড়ীর উপর মাশুল ইহাও নূতন। গ্রাম্য দলাদলির জন্য এ বিষয়ে অবিচার হইতে পারে। নিয়মাবলীতে সুস্পষ্ট কার্য্যবিধি থাকা আবশ্যক। ইহাতে স্বেচ্ছাচারিতা দমন হইবে।

৫৮। **অঞ্চল পঞ্চায়ত এবং গ্রাম পঞ্চায়তের হিসাব নিরীক্ষণ (অডিট)**:—প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চাযতের এবং প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তের হিসাবসমূহ, যেরূপ নিযুক্তক (এজেন্সী) এবং যেরূপ রীতি নির্ধারিত হয় সেরূপ নিযুক্তক কর্তৃক এবং সেরূপ রীতিতে, প্রতি বৎসর কিংবা আরও অল্প সময়ের ব্যবধানে নিরীক্ষিত হইবে।

টীকা:—সার্কেল অফিসারের পরিবর্ত্তে পঞ্চায়ত অবেক্ষক অডিট করিবেন।

৫৯। **গ্রাম পঞ্চায়তের আয়-ব্যয়ক (বাজেট)**:—(১) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়ত প্রতি বৎসর যে সময় এবং যে রীতি নির্ধারিত হয় সেই সময়ে এবং সেই রীতিতে আগামী বৎসরের জন্য উহার আনুমানিক আয় ও ব্যয় সম্পর্কে একটি আয়-ব্যয় প্রস্তুত করিবেন এবং ৯ ধারায় যেরূপ বিহিত হইয়াছে সেইরূপে গ্রামসভা কর্তৃক উহা বিবেচিত হইবার পর উহাতে কোন সংপরিবর্তন করা আবশ্যক মনে করিলে সেই সংপরিবর্তন সহ উহা সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত মারফত নির্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট মঞ্জুরীর জন্য পেশ করিবেন এবং ঐ অঞ্চল পঞ্চায়ত যেরূপ মন্তব্য করা উচিত মনে করেন সেইরূপ মন্তব্য সহ উহা ঐ অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক নির্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট প্রেরিত হইবে এবং তৎপর নির্ধারিত প্রাধিকারী

কোনরূপ সংপরিবর্তন করা উচিত মনে করিলে সেই সংপরিবর্তন সহ আয়-ব্যয়কটি (বাজেট) ঐ নির্ধারিত প্রাধিকারী মঞ্জুর করিবেন এবং নির্ধারিত প্রাধিকারী যেরূপ আয়-ব্যয়ক মঞ্জুর করেন গ্রাম পঞ্চায়তকে সেইরূপ আয়-ব্যয়ক মানিয়া চলিতে হইবে।

(২) গ্রাম পঞ্চায়ত উহার আয়-ব্যয়কের কোন সংপরিবর্তনের ব্যবস্থা করার জন্য প্রতি বৎসর আয়-ব্যয়কের একটি অনুপূরক প্রাক্কলন (এস্টিমেট) প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং উহা পূর্ববর্তী উপধারায় যে রীতি নির্দেশিত হইয়াছে সেই রীতিতে নির্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট মঞ্জুরির জন্য পেশ করিতে পারিবেন।

টীকা:—বাজেটের কার্যক্রম (**programme**) ১৩৪-৪০ নিয়মে পাওয়া যাইবে।

৬০। **অঞ্চল পঞ্চায়তের আয়-ব্যয়ক (বাজেট)**। (১) প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়ত প্রতি বৎসর, যে সময় এবং যে নিদর্শ নির্ধারিত হয় সেই সময়ে এবং সেই নিদর্শে, আগামী বৎসরে উহার যে আনুমানিক আয় ও ব্যয় হইবে তাহা দেখাইয়া একটি আয়-ব্যয়ক প্রস্তুত করিবেন এবং ঐ আয়-ব্যয়কের কোন সংপরিবর্তনের ব্যবস্থা করার জন্য, সময় সময় অনুপূরক প্রাক্কলন (এস্টিমেট) প্রস্তুত করিতে এবং তাহা নির্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট পেশ করিতে পারিবেন।

(২) নির্ধারিত প্রাধিকারী, কোনরূপ সংপরিবর্তন করা উচিত মনে করিলে, সেই সংপরিবর্তন সহ উক্ত আয়-ব্যয়ক মঞ্জুর করিবেন এবং অঞ্চল পঞ্চায়ত ঐরূপে মঞ্জুর করা আয়-ব্যয়ক মানিয়া চলিবেন।

টীকা:—বাজেটের সবিশেষ বিবরণ ১৩০-৩৩ নিয়মে পাওয়া যাইবে।

অধ্যায় ৯

গ্রাম পঞ্চায়তের বিত্ত

৬১। **সরকারী সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়তে বর্ত্তান।** (১) কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা রাজ্যসরকার কিংবা স্থানীয় প্রাধিকারী কিংবা অন্য কোন গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক রক্ষিত সম্পত্তি ব্যতীত, এই ধারায় অতঃপর যে ধরণের সম্পত্তির উল্লেখ আছে গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত সেই ধরণের সকল সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়তে বর্তিবে ও উহার অধিকারভুক্ত হইবে এবং যে কোন ধরণের বা রকমেরই হউক না কেন, অন্য যেসকল সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়তে বর্তিতে পারে সেইসকল সম্পত্তি সমেত পূর্বোক্ত সকল সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়তের নির্দেশ, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে, অর্থাৎ—

(ক) সমস্ত সরকারী রাস্তা, মায় ঐরূপ রাস্তার জমি, পাথর ও অন্যান্য উপাদান, এবং সমস্ত নর্দমা, সেতু, কালবুদ (কালভার্ট), বৃক্ষাদি নির্মাণাদি, দ্রব্যাদি, যন্ত্রাদি এবং ঐরূপ রাস্তাসমূহের জন্য সরবরাহ করা অন্যান্য জিনিস ;

(খ) গ্রাম পঞ্চায়তের খরচাতে বা অন্য প্রকারে যেভাবেই প্রস্তুত, স্থাপিত বা নির্মিত হউক, সর্বসাধারণের সমস্ত জলপ্রণালী (চ্যানেল), জলপ্রবাহ (ওয়াটারকোর্স). প্রস্রবণ, পুষ্করিণী, ঘাট জলাধার (রিজার্ভয়ার), চৌবাচ্চা (সিস্টার্ন), কূপ, জলবাহিনী (অ্যাকুইডাক্ট), জলের নল (কন্ডুইট), সুড়ঙ্গ, নল, পাম্প এবং অন্যান্য জলসংক্রান্ত যন্ত্রাদি এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা তদন্তর্গত সমস্ত সেতু, ইমারত, ইঞ্জিন ইত্যাদি, নির্মাণাদি, দ্রব্যাদি ও জিনিসপত্র এবং (কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে এমন) যে সংলগ্ন জমি জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন পুষ্করিণীর অন্তর্গত সেই জমিও ঃ

পরন্তু, কোন কল, কারখানা, জাহাজ নির্মাণ বা মেরামতের কারখানা, কর্মশালা বা ঐরূপ কোন-কিছুর মালিকগণ, প্রধানত তাঁহাদের কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য, গ্রাম পঞ্চায়তের সম্মতিক্রমে যে জল-নল ও তৎসংশ্লিষ্ট বা তদন্তর্গত কোন জলসংক্রান্ত যন্ত্রাদি কোন রাস্তায় সন্নিবিষ্ট বা স্থাপন করিয়া থাকেন তাহা জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয় বলিয়া জনসাধারণের জলসংক্রান্ত যন্ত্রাদি বলিয়া গণ্য হইবে না ;

(গ) সমুদয় সরকারী ভূগর্ভস্থ ময়লা জলের নালী (সিউয়ার), নর্দমা এবং তৎসংশ্লিষ্ট নির্মাণাদি, দ্রব্যাদি ও জিনিসপত্র এবং মল-বাহন-সংক্রান্ত অন্যান্য কার্য ঃ

পরন্তু, ঐরূপ কোন ময়লা জলের নালী কিংবা নর্দমা বড় করিবার, গভীর করিবার অথবা অন্যভাবে মেরামত বা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে, উহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্তর্ভূমিও (সাব-সয়েলও) গ্রাম পঞ্চায়তে বর্তায় বলিয়া গণ্য করা হইবে ঃ

অপিচ, যেস্থলে ঐরূপ ময়লা জলের নালীর ময়লা কোন ক্রিয়ার অধীন করার জন্য কিংবা ঐ ময়লার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে কোন কল কারখানা, জাহাজ নির্মাণ বা মেরামতের কারখানা, কর্মশালা বা ঐরূপ কোনকিছুর মালিকগণ প্রধানত তাঁহাদের কর্মচারীদের ব্যবহারের নিমিত্ত কোন যন্ত্রাদি স্থাপন করেন বা নির্মাণাদি করেন সেস্থলে কোন রাস্তায় ময়লা জলের নালী এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য জিনিস গ্রাম পঞ্চায়তের সম্মতিক্রমে স্থাপন করা হইলে, এই প্রকরণের দরুণ কিংবা ঐরূপ নালী ইত্যাদি জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার দরুণ ঐরূপে স্থাপিত যন্ত্রাদি কিংবা ময়লা জলের নালী (সিউয়ার) কিংবা তৎসংশ্লিষ্ট নির্মাণাদি গ্রাম পঞ্চায়তে বর্তিবে না ;

(ঘ) রাস্তায় সঞ্চিত কিংবা রাস্তা, পায়খানা, প্রস্রাবখানা ময়লা জলের নালী (সিউয়ার), মলকুণ্ড (সেস্‌পুল) এবং অন্যান্য স্থান

হইতে গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক সংগৃহীত সমস্ত ময়লা জলের নালীর ময়লা (সিউয়েজ), আবর্জনা (রাবিশ্] এবং দূষিত বস্তু ;

(ঙ) সমস্ত সরকারী বাতি, তাহার থাম এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা তদন্তর্গত যন্ত্রপাতি ; এবং

(চ) গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক নির্মিত সমস্ত ইমারত এবং কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকার কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়তের নিকট হস্তান্তরিত কিংবা স্থানীয় সার্বজনিক উদ্দেশ্যে দানসূত্রে, ক্রয়ের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে অর্জিত সমস্ত ভূমি. ইমারত কিংবা অন্যান্য সম্পত্তি।

(২) রাজ্যসরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন রাস্তা, সেতু, ভূগর্ভস্থ ময়লা জলের নালী (সিউয়ার) কিংবা নর্দমা এই আইনের কিংবা এই আইনে বিনির্দিষ্ট যে কোন ধারার ক্রিয়ার বাহিরে রাখিতে পারেন ঃ

পরন্তু, সংশ্লিষ্ট নির্মাণের ব্যয় গ্রাম পঞ্চায়ত তহবিল হইতে নির্বাহ করার কথা থাকিলে ঐরূপ নির্মাণ, গ্রাম পঞ্চায়তের অধিবেশনে ব্যক্ত মতামত বিবেচনা না করিয়া, এই আইনের কিংবা এই আইনে বিনির্দিষ্ট যে কোন ধারার ক্রিয়ার বাহিরে রাখা চলিবে না।

টীকা :—৪ (১) ধারানুযায়ী পঞ্চায়তের আদিকালে অঞ্চল পঞ্চায়তের মারফত ইউনিয়নবোর্ড আমলের যাবতীয় সাধারণ সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়তে বর্ত্তিবে। পরে সরকার অন্যবিত্তও গ্রামপঞ্চায়তে সমর্পণ করিতে পারেন।

৬২। **গ্রাম পঞ্চায়তকে সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দেওয়া।**— রাজ্যসরকার গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত যে কোন সরকারী সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়তকে বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন এবং তৎপর ঐরূপ সম্পত্তি গ্রাম পঞ্চায়তে বর্তিবে এবং উহার নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে।

৬৩। **গ্রাম পঞ্চায়তের জন্য ভূমি গ্রহণ।** (১) যেস্থলে এই আইনের যে কোন উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করার জন্য গ্রাম

পঞ্চায়তের ভূমির দরকার হয় সেস্থলে. গ্রাম পঞ্চায়ত উক্ত স্বার্থ-বিশিষ্ট ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের সহিত ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে কথাবার্তা চালাইতে পারিবেন এবং এ বিষয়ে কোনরূপ চুক্তিবদ্ধ হইতে না পারিলে উক্ত জমি গ্রহণের জন্য জেলা শাসকের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন। জেলা শাসকের যদি প্রতীতি জন্মে যে, উক্ত জমি জনসাধারণের কোন উদ্দেশ্যে আবশ্যক, তবে তিনি উক্ত জমি গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ জমি গ্রহণের পর এবং যে বিধিমতে উহা গ্রহণ করা হয় সেই বিধিমতে বিনির্ণীত ক্ষতিপূরণ প্রদানের পর, উহা গ্রাম পঞ্চায়তে বর্তিবে।

ব্যাখ্যা।—"জমি" বলিতে, উহার মধ্যে যে কোন প্রকারের স্থাবর সম্পত্তি এবং জমি হইতে উদ্ভূত উপকার এবং মাটিতে সংলগ্ন বস্তু কিংবা মাটিতে সংলগ্ন কোন কিছুর সহিত স্থায়িভাবে আবদ্ধ বস্তুও পড়িবে।

অধ্যায় ১০

নিয়ন্ত্রণ

৬৪। **আবেক্ষণ এবং আপীল**। (১) নির্ধারিত প্রাধিকারী যে কোন সময়—

(ক) অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক ব্যবহৃত বা দখল করা যে কোন স্থাবর পঞ্চায়ত বা কোন সংযুক্ত সমিতির নির্দেশাধীনে যে কার্য হইতেছে সেরূপ যে কোন কার্য পরিদর্শন করিতে বা করাইতে পারিবেন ;

(খ) অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়ত অফিসের যে কোন বিভাগ বা গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত বা সংযুক্ত সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন সেবা, কার্য বা বস্তু পরিদর্শন বা পরীক্ষা

করিতে কিংবা পরিদর্শন বা পরীক্ষা করার জন্য যে কোন সরকারী আধিকারিককে প্রেরণ করিতে পারিবেন ;

(গ) পরিদর্শন বা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত কিংবা সংযুক্ত সমিতিকে—

(/০) যে কোন পুস্তক, নথিপত্র, চিঠিপত্র, নকশা (প্ল্যান) বা অন্য দস্তাবেজ হাজির করিতে বলিতে পারিবেন ;

(৵০) যে কোন রিটার্ন, নক্শা (প্ল্যান), প্রাক্কলন (এস্টিমেট), বিবরণ, হিসাব বা পরিসংখ্যান পেশ করিতে বলিতে পারিবেন ; কিংবা

(৶০) যে কোন রিপোর্ট পেশ বা সংগ্রহ করিতে বলিতে পারিবেন ;

(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত কিংবা সংযুক্ত সমিতির কার্যাবলী বা কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে যে মন্তব্য করা সংগত মনে করেন সেরূপ যে কোন মন্তব্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত বা স্থলবিশেষে সংযুক্ত সমিতির বিবেচনার জন্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন ;

(ঙ) অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক গৃহীত যে কোন সংকল্প জারিকৃত যে কোন আদেশ কিংবা প্রদত্ত যে কোন অনুজ্ঞা-পত্র বা অনুমতি নিলম্বিত বা বাতিল করিতে পারিবেন, অথবা অঞ্চল পঞ্চায়ত, গ্রাম পঞ্চায়ত কিংবা গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রাধিকারবলে কোন ব্যক্তি যে কার্য করিতে যাইতেছেন বা করিতেছেন সেরূপ যে কোন কার্য নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন, যদি উক্ত নির্ধারিত প্রাধিকারীর মতে ঐরূপ সংকল্প আদেশ, অনুজ্ঞাপত্র অনুমতি কিংবা কার্য—

(/০) বিধিসম্মতভাবে গৃহীত, জারিকৃত প্রদত্ত বা প্রাধিকৃত না হইয়া থাকে, কিংবা

(৵০) এই আইনমতে কিংবা অন্য কোন বিধিমতে প্রদত্ত ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া থাকে, কিংবা ঐরূপ ক্ষমতার অপব্যবহার হয়. কিংবা

(১০) শান্তিভঙ্গের কারণ হইতে পারে কিংবা জনসাধারণের বা কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদের বা কোন ব্যক্তি সমষ্টির আঘাতপ্রাপ্তির বা বিরক্তির কারণ হইতে পারে বলিয়া নির্ধারিত প্রাধিকারী বিবেচনা করেন।

(২) (১) উপধারার (খ) প্রকরণমতে যে আধিকারিককে প্রেরণ করা হয় সেরূপ আধিকারিক ঐ উপধারার (গ) ও (ঘ) প্রকরণ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালন করিবেন।

(৩) (১) উপধারার (গ) প্রকরণমতে কোন কিছু করিতে বলা হইলে, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত বা, স্থলবিশেষে, সংযুক্ত সমিতি ঐরূপ যাহা করিতে বলা হয় তাহা করিবেন।

(৪) নির্ধারিত প্রাধিকারী (১) উপধারার (ঙ) প্রকরণমতে কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত বা, স্থলবিশেষে, সংযুক্ত সমিতিকে তাঁহাদের কৈফিয়ত প্রদানের সুযোগ দিবেন।

(৫) নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক (১) উপধারার (ঙ) প্রকরণমতে প্রদত্ত কোন আদেশের দরুন ক্ষুব্ধ কোন গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়ত, ঐ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত বা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত যে ভুক্তিপতির (কমিশনার অব দি ডিভিসন) অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত সেই ভুক্তিপতির নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং তৎপর ঐ ভুক্তিপতি ঐ আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত প্রাধিকারীর আদেশের ক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং তিনি, নির্ধারিত প্রাধিকারীকে আপীলের নোটিস দিয়া এবং আপীলকারীকে তাঁহার বক্তব্য শুনাইতে দিয়া, নির্ধারিত

প্রাধিকারীর আদেশটি সংপরিবর্তিত বা বাতিল করিতে বা বহাল রাখিতে পারিবেন। ভুক্তিপতির ঐরূপ আপীলের সম্পর্কে ভুক্তিপতির প্রদত্ত আদেশই চূড়ান্ত হইবে।

টীকা :—আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, সমস্ত পঞ্চায়তকে সর্ব্বদাই যেন কড়া নজরে রাখা হয়, এবং পদে পদে তাহার কাজে হস্তক্ষেপের সুষ্ঠু ব্যবস্থা আছে। কিন্তু কার্য্যতঃ এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই। ইউনিয়নবোর্ড আমলের ইতিহাসই তাহার প্রমাণ। ৬২ ধারায় বর্ণিত নিয়ন্ত্রণ সংবিধান মাত্র। ইহার ব্যবহারও সংবিহিত হইবে। নির্ধারিত প্রাধিকারীর কাজ বেশীরভাগই জেলা পঞ্চায়ত অফিসার ও পঞ্চায়ত পরিদর্শক করিবেন। এ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি হিসাব ২ ধারার টীকায় দ্রষ্টব্য। ৬৩ (৬) ধারাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অপ্রীতিকর কিছু ঘটিলে ঐ ধারায় ঘটিবে তবে বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপীলের ব্যবস্থা আছে। নিয়ন্ত্রণ অর্থে নির্য্যাতন নয়, ইহা স্মরণ রাখা দরকার। সরকারী কর্ম্মচারীগণ পূর্ব্বে যে ক্ষমতা ভোগ করিতেন পঞ্চায়ত কর্তৃপক্ষ তাহাই করিবেন, ইহা প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর উক্তি ইহা স্মরণ রাখা দরকার।

৬৫। **অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ প্রভৃতিকে অপসারণ করিবার ক্ষমতা এবং আপীল**।—(১) নির্ধারিত প্রাধিকারী, ১২ ধারার (২) উপধারায় ১৪ ধারায় এবং ২৭ ধারার (২) উপধারায় যাহাই থাকুক না কেন, লিখিত আদেশ দ্বারা, ঐ আদেশে যে তারিখের উল্লেখ করা হইবে সেই তারিখ হইতে, যে-কোন অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষকে অথবা যে-কোন প্রধান বা উপ-প্রধানকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন, যদি, উক্ত নির্ধারিত প্রাধিকারীর মতে, তিনি এই আইনের বিধানসমূহ কিংবা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর বিধান-সমূহ কিংবা প্রদত্ত কোন আদেশ পালন করিতে ইচ্ছা করিয়া ত্রুটি করেন বা অস্বীকার করেন, অথবা এই আইনমতে তাঁহার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাসমূহের অপব্যবহার করেন।

(২) নির্ধারিত প্রাধিকারী যখন (১) উপধারামতে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করেন তখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তাঁহার বিরুদ্ধে

যে ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করা হয় তাহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিবেন ; এবং যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় তাহার হেতুর বিবরণ সংশ্লিষ্ট আদেশে থাকিবে।

(৩) যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে (১) উপধারামতে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে সেরূপ কোন ব্যক্তি, উক্ত আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত বা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত যে ভুক্তিপতির (কমিশনার অব দি ডিভিশন) অধিকার-ক্ষেত্রের স্থানীর সীমার মধ্যে অবস্থিত সেই ভুক্তিপতির নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং তৎপর ঐ ভুক্তিপতি উক্ত আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আদেশের ক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবেন এবং তিনি, নির্ধারিত প্রাধিকারীকে আপীলের নোটিস দিয়া এবং আপীলকারীকে তাঁহার বক্তব্য শুনাইবার সুযোগ দিয়া, উক্ত আদেশটি সংপরিবর্তিত বা বাতিল করিতে বা বহাল রাখিতে পারিবেন। ঐরূপ আপীল সম্পর্কে ভুক্তিপতির প্রদত্ত আদেশই চূড়ান্ত হইবে।

টীকা :—এসম্বন্ধেও পূর্ববর্তী টীকা দ্রষ্টব্য। এই ধারাও সংবিধানমাত্র এবং ইহার ব্যবহারও সংবিহিত হইবে। সহজে অপসারণের ভয় নাই। দু একটি উপযুক্ত ব্যতিক্রম স্থলে এই ধারার ব্যবহার হইবে। তাহা অপরিহার্য্য।

৬৬। **ত্রুটির বেলা নির্ধারিত প্রাধিকারীর ক্ষমতা**।—(১) যদি কোন সময় নির্ধারিত প্রাধিকারী বুঝিতে পারেন যে, কোন অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়ত উঁহার উপর এই আইন কিংবা অন্য কোন আইন কিংবা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম, প্রনিয়ম অথবা উপবিধি দ্বারা বা অনুসারে আরোপিত কোন কর্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি করিয়াছেন তবে, নির্ধারিত প্রাধিকারী, লিখিত আদেশ দ্বারা, ঐ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ কর্তব্য সম্পাদন করা না হইলে উহা সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত প্রাধিকারী কোন ব্যক্তিকে

নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং এই নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, উহা সম্পাদনের ব্যয় উক্ত ব্যক্তিকে, নির্ধারিত প্রাধিকারী যে সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেন সেই সময়ের মধ্যে, অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিল কিংবা স্থলবিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়ত তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইবে।

টীকা :—এসব ব্যবস্থা ইউনিয়নবোর্ড আমলেও ছিল এবং নূতন আশঙ্কার কিছু নাই।

৬৭। **পঞ্চায়ত পুনর্গঠন বা বাতিল করার ক্ষমতা।**—নির্ধারিত প্রাধিকারীর রিপোর্ট দৃষ্টে রাজ্যসরকারের যদি প্রতীতি হয় যে, কোন অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়ত উঁহার উপর কোন বিধি দ্বারা বা বিধি অনুসারে আরোপিত কর্তব্যসমূহ সম্পাদনের যোগ্য নহেন কিংবা উক্ত কর্তব্য সম্পাদনে অবিচলিতভাবে ত্রুটি করিতেছেন, কিংবা উঁহার ক্ষমতা অতিক্রম বা অপব্যবহার করিতেছেন, তবে, রাজ্যসরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ দিতে পারিবেন যে,—

(ক) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত বা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত কোন নির্দিষ্ট তারিখ হইতে পুনর্গঠিত করা হউক ; অথবা

(খ) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত কিংবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত, এক বৎসরের অনধিক কোন নির্দিষ্ট কালের জন্য বাতিল করা হউক।

টীকা :—কারণ দর্শাইবার সুযোগ আইনে নাই। কিন্তু "অবিচলিত ভাবে ত্রুটি করিতেছেন" ইহার অর্থ এই হয় যে, পূর্ব পূর্ব ত্রুটি দৃষ্টি গোচর হওয়া সত্বেও থাকিয়া যাইতেছে। অতএব পুনরায় কারণ দর্শাইবার প্রশ্ন উঠেনা। তবে দলিলপত্রে প্রমাণ থাকা চাই যে পূর্ব ত্রুটিগুলি দৃষ্টি গোচর করা হইয়াছে। তাহা হইলে কোন অন্যায়ের প্রশ্ন উঠেনা। বংশীলালের মোকদ্দমায় (বিরুদ্ধমত) রাজস্থান হাইকোর্টের রায় এইভাবে সম্মুখীন হওয়া যায়, এবং শঙ্করাপ্পার মোকদ্দমায় (স্বপক্ষমত) বোম্বাই হাইকোর্টের রায় এই যুক্তির অনুকূল বটে।

৬৮। **পুনর্গঠন ও বাতিল করার ফলাফল**।—(১) কোন গ্রাম পঞ্চায়ত বা স্থলবিশেষে অঞ্চল পঞ্চায়তের পূর্বোক্তরূপ পুনর্গঠনের নির্দেশ দেওয়া হইলে, নির্ধারিত প্রাধিকারী—

(ক) গ্রাম পঞ্চায়তের বেলা, নির্ধারিত রীতিতে নূতন করিয়া সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন; এবং ১৬ ধারায় যেরূপ বিহিত হইয়াছে সেইরূপে সদস্যদের নির্বাচন প্রজ্ঞাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, নির্ধারিত প্রাধিকারী গ্রাম পঞ্চায়ত যথাযথভাবে পুনর্গঠিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়তের পূর্বতন সদস্যগণ, পুনর্নির্বাচিত না হইয়া থাকিলে, তাঁহাদের পদ রিক্ত করিয়া দিবেন;

(খ) অঞ্চল পঞ্চায়তের বেলা, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তকে অঞ্চল পঞ্চায়ত পুনর্গঠনের নিমিত্ত নির্ধারিত রীতিতে নূতন করিয়া নির্বাচন করিবার জন্য অবিলম্বে আহ্বান করিবেন; এবং ২৬ ধারার (২) উপধারায় যেরূপ বিহিত হইয়াছে সেইরূপে নির্বাচন প্রজ্ঞাপিত হইলে নির্ধারিত প্রাধিকারী অঞ্চল পঞ্চায়ত যথাযথ ভাবে পুনর্গঠিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিবেন এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের পূর্বতন সদস্যগণ, পুনর্নির্বাচিত না হইয়া থাকিলে তাঁহাদের পদ রিক্ত করিয়া দিবেন।

(২) কোন গ্রাম পঞ্চায়ত কিংবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত বাতিল করা হইলে তাহার ফলাফল নিম্নলিখিতরূপ হইবে—

(ক) গ্রাম পঞ্চায়ত কিংবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের সকল সদস্য, সংশ্লিষ্ট আদেশের তারিখ হইতে তাঁহাদের পদ রিক্ত করিয়া দিবেন;

(খ) গ্রাম পঞ্চায়ত কিংবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত বাতিল থাকা কালে উঁহার সকল ক্ষমতা, কর্তব্য ও কৃত্য নির্ধারিত প্রাধিকারী যেরূপ প্রাধিকারী, ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের এবং যেরূপ

রীতির নির্দেশ করেন সেইরূপ প্রাধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কর্তৃক সেইরূপ রীতিতে পরিচালিত এবং সম্পাদিত হইবে ; এবং

(গ) গ্রাম পঞ্চায়তে বা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তে যেসকল সম্পত্তি বর্তিয়া থাকে সেইসকল সম্পত্তি, নির্ধারিত প্রাধিকারী যেরূপ প্রাধিকারী, ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের এবং যেরূপ সর্ত নির্দেশ করেন সেইরূপ প্রাধিকারী, ব্যক্তি, বা ব্যক্তিবর্গে সেইরূপ সর্তাধীনে, ঐ কালে, বর্তিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত বাতিল থাকাব কাল উত্তীর্ণ হইলে, রাজ্যসরকার—

(/০) বাতিল থাকার কাল, এক বৎসরের অনধিক আরও যে কাল তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন সেই কালের জন্য বাড়াইয়া দিতে পারিবেন ; অথবা

(৵০) নির্ধারিত রীতিতে নূতন করিয়া নির্বাচনের দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়ত কিংবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত পুনর্গঠিত করিতে পারিবেন, এবং যেসকল ব্যক্তি (২) উপাধারার (ক) প্রকরণমতে তাঁহাদের পদ রিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহারা নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হইয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

টীকা :—ইউনিয়নবোর্ড আমলেও এপ্রকার ব্যবস্থা ছিল।

৬৯। **পঞ্চায়তের পরিদর্শনকারী আধিকারিকদের নিয়োগ।**—রাজ্যসরকার, এই আইনমতে গঠিত সকল বা যে-কোন পঞ্চায়তের কার্য পরিদর্শন বা অধীক্ষণের উদ্দেশ্যে যেরূপ আধিকারিক তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন সেইরূপ আধিকারিক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

টীকা :—২ ধারার টীকা দ্রষ্টব্য। তালিকা সম্পূর্ণ নয় এবং হইতে পারেনা। সময়ান্তরে পরিবর্তন ঘটিবেই। সরকারী গেজেট প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়ত অফিসে রাখা প্রয়োজন, এই এবং অন্যান্য নানা কারণে

ভাগ ২

অধ্যায় ১১

ন্যায় পঞ্চায়তসমূহ

৭০। **ন্যায় পঞ্চায়তসমূহের গঠন**।—(১) এই আইনমতে সংস্থাপিত প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়ত, এরূপ করিবার জন্য রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রাধিকৃত হইলে উঁহার অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত গ্রামসভাগুলির সদস্যদের মধ্য হইতে উঁহার দ্বারা, নির্ধারিত নিয়মাবলীমতে, নির্বাচিত এবং নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক অনুমোদিত পাঁচ জন সদস্য লইয়া একটি ন্যায় পঞ্চায়ত গঠন করিবেন। এই সদস্যগণ বিচারক নামে অভিহিত হইবেন এবং ন্যায় পঞ্চায়ত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচারের জন্য গঠিত হইবে—

(ক) ৩য় অনুসূচিতে উল্লিখিত অপরাধসমূহ, কিংবা ৭১ ধারার (২) উপধারামতে ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট হস্তান্তরিত মামলা, এবং

(খ) ৮০ ধারায় উল্লিখিত সমস্ত বা যে-কোন শ্রেণীর দেওয়ানী মোকদ্দমা ঃ

পরন্তু, ১৫ ধারায় উল্লিখিত অযোগ্যতাসমূহের কোন অযোগ্যতা যদি কোন গ্রামসভার কোন সদস্যের থাকে তবে, সেরূপ সদস্যকে কোন ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচন করা চলিবে না ঃ

(৪) অপিচ, যেস্থলে কোন অঞ্চল পঞ্চায়তের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম-সভাগুলির সংখ্যা—

(/) পাঁচ, সেস্থলে প্রত্যেক গ্রামসভা হইতে একজন করিয়া বিচারক নির্বাচন করিতে হইবে,

(৵) পাঁচের অধিক, সেস্থলে ঐ গ্রামসভাগুলিকে, অঞ্চল পঞ্চায়ত এতৎপক্ষে যেরূপ স্থির ও নির্দিষ্ট করেন সেরূপ এক বা একাধিক গ্রামসভা লইয়া গঠিত পাঁচটি মণ্ডলীতে বিভক্ত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক মণ্ডলী হইতে একজন করিয়া বিচারক নির্বাচন করিতে হইবে, এবং

(৶) পাঁচের কম, সেস্থলে প্রত্যেক গ্রামসভা হইতে একজন করিয়া বিচারক নির্বাচন করিতে হইবে এবং ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্য সংখ্যার ন্যূনতা, অঞ্চল পঞ্চায়ত এতৎপক্ষে যেরূপ গ্রামসভা বা গ্রামসভাসমূহ স্থির ও বিনির্দিষ্ট করেন সেরূপ গ্রামসভা বা গ্রামসভাসমূহ হইতে নির্বাচনের দ্বারা পূরণ করিতে হইবে।

(২) কোন অঞ্চল পঞ্চায়ত কিংবা গ্রাম পঞ্চায়তের যিনি সদস্য সেরূপ কোন ব্যক্তি (১) উপধারামতে কোন ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচিত হইলে, তিনি যে তারিখে উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত (৩) উপধারামতে প্রজ্ঞাপিত হয় সেই তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত কিংবা গ্রাম পঞ্চায়তের আর সদস্য থাকিবেন না, এবং ঐরূপে যে পদ রিক্ত হইবে তাহা ২১ ধারায় কিংবা স্থলবিশেষে, ২৮ ধারায় বিহিত রীতিতে পূরণ করিতে হইবে।

(৩) (১) উপধারা মতে গঠিত প্রত্যেক ন্যায় পঞ্চায়ত সরকারী ঘোষপত্রে, কিংবা অন্য যে রীতি নির্ধারিত হয় সেই রীতিতে, প্রজ্ঞাপিত হইবে, এবং উক্ত প্রজ্ঞাপনে যে তারিখ উল্লিখিত হয় সেই তারিখ হইতে কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

(৪) প্রত্যেক ন্যায় পঞ্চায়ত, যে সময় ও যে রীতি নির্ধারিত হয় সেই সময়ে ও সেই রীতিতে উঁহার সদস্যদের মধ্য হইতে একজনকে উঁহার বৈঠকসমূহে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত করিবেন। ঐরূপে নির্বাচিত সদস্য প্রধান বিচারক নামে অভিহিত হইবেন। প্রধান বিচারকের অনুপস্থিতিতে, ন্যায় পঞ্চায়তের বৈঠকে উপস্থিত বিচারকগণ তাঁহাদের মধ্যে একজনকে ঐ

বৈঠকের উদ্দেশ্যে প্রধান বিচারক হইবার জন্য নির্বাচিত করিবেন।

(৫) ন্যায় পঞ্চায়তের কোন সদস্যের পদকাল, (৩) উপধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে চার বৎসর হইবে :

পরন্তু, কোন ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্যগণ, সাধারণ নির্বাচনের পর নূতন করিয়া গঠিত অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক উক্ত ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্যগণ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত, আপন আপন পদে নিযুক্ত থাকিয়া যাইবেন।

(৬) কোন ন্যায় পঞ্চায়তের বিচারাধীন কোন মোকদ্দমা, মামলা কিংবা অন্য কার্যবাহ উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত, উহার অন্তত ৩ জন সদস্য সংশ্লিষ্ট বিচারের সময় উপস্থিত না থাকিলে বিচার করিতে পারিবেন না।

(৭) অঞ্চল পঞ্চায়তের সম্পাদক সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়তের কার্যাবলী ও সিদ্ধান্তসমূহের নথিপত্র রাখিবার এবং নির্ধারিত অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়তের সচিবরূপে কার্য করিবেন।

টীকা :—নিয়মাবলী পৃথকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রজ্ঞাপন নং ৩২২২।ডি পি।এন্-১।৬০-১লা নভেম্বর ১৯৬০ দ্রষ্টব্য।

পুর্বে বেঞ্চকোর্টের সদস্য সরকার নিয়োগ করিতেন এখন ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচিত হইবেন। অঞ্চল পঞ্চায়ত সদস্যগণ ঐ নির্বাচন করিবেন। পূর্বেই রাজ্য সরকারের মঞ্জুরী আবশ্যক। বেঞ্চকোর্ট ভাগ থাকিবেনা। ন্যায় পঞ্চায়ত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার করিবেন। বিচার নিম্নোক্ত বিষয়ে হইবে—(১) ৩নং তপশীলে বর্ণিত অপরাধসমূহ ; (২) ৮০ ধারায় বর্ণিত দেওয়ানী মোকদ্দমা ; (৩) ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তান্তরিত মামলা।

৩ জন সদস্যে অধিবেশনের কোরাম হইবে, তাহার কমে বিচার বন্ধ থাকিবে। এ সম্বন্ধে ১১০ ও ১১৬ ধারাও দ্রষ্টব্য। একজন প্রধান বিচারপতি নির্ব্বাচন করিতে হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য ন্যায় পঞ্চায়তে নির্ব্বাচিত হইলে শুধু সেখানেই থাকিবেন ও অন্য পদরিক্ত হইবেন।

অযোগ্যতা সম্বন্ধে ১৫ ধারা দ্রষ্টব্য। বিচারে রায় ঐক্যমূলক, অন্যথায়, অধিকাংশের মতানুযায়ী হইবে। প্রধান বিচারপতির অতিরিক্ত ভোট (সমান ভোটের বেলায়) কার্য্যকরী হইবে।

৭১। **ফৌজদারী ক্ষেত্রাধিকার।**—(১) ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (৫ আইন, ১৮৯৮)-এ যাহাই থাকুক না কেন, ৭০ ধারামতে গঠিত কোন ন্যায় পঞ্চায়তের, যে অঞ্চল পঞ্চায়ত ঐ ন্যায় পঞ্চায়ত গঠন করেন সেই অঞ্চল পঞ্চায়তের স্থানীয় সীমার মধ্যে ৩য় অনুসূচির ক-ভাগে উল্লিখিত সমস্ত অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে ; এবং ৭০ ধারার (৩) উপধারায় উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে যে তারিখ বিনির্দিষ্ট হয় সেই সেই তারিখ হইতে, অন্য কোন বিচারালয়, এই আইনে অন্য যে প্রকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সেই প্রকারে ছাড়া, ন্যায় পঞ্চায়তের বিচার্য কোন মামলা বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন না ঃ

পরন্তু, ন্যায় পঞ্চায়তের পক্ষে যে মামলার বিচার করা ৯৭ ধারা দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে কিংবা যে মামলার বিচার, ন্যায় পঞ্চায়তের মতে কিংবা ৯৮ ধারার (১) উপধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা পরি-চালনকারী জেলা-শাসক (ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট) কিংবা মহকুমা-শাসকের (সাবডিভিসন্যাল ম্যাজিস্ট্রেটের) মতে, কোন সাধারণ বিচারালয়ে হওয়া উচিত সেরূপ কোন মামলা বিচারের জন্য কোন বিচারালয়ের ক্ষেত্রাধিকার, এই আইনের কোন কিছুতে, লোপ পাইবে না।

(২) ৩য় অনুসূচির খ-ভাগের উল্লিখিত অপরাধ ঘটিত কোন মামলা যদি জেলা-শাসক, মহকুমা-শাসক অথবা ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮-এর ১৯০ ধারামতে দরখাস্ত গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন শাসক (ম্যাজিস্ট্রেট) কর্তৃক কোন ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট হস্তান্তরিত হয় তবে,

ঐ ন্যায় পঞ্চায়ত ঐরূপ যে কোন অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন :

পরন্তু—

(ক) ৩য় অনুসূচির ক-ভাগে উল্লিখিত যে অপরাধ কোন ন্যায় পঞ্চায়ত বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারেন সেরূপ কোন অপরাধ সম্পর্কে কোন অভিযোগ কোন শাসকের (ম্যাজিষ্ট্রেটের) নিকট করা হইলে তিনি যে ন্যায় পঞ্চায়ত ঐ অপরাধ বিচার করিবার যোগ্য সেই ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট উহা হস্তান্তরিত করিবেন ;

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলা-শাসক (ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট) বা মহকুমা শাসক (সাবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট) যে-কোন মামলা এক ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট হইতে অন্য ন্যায় পঞ্চায়তের কিংবা তাঁহার অধীনস্থ অন্য বিচারালয়ের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন, যদি তিনি ন্যায়বিচারের স্বার্থে এরূপ করা আবশ্যক মনে করেন ;

(গ) সংশ্লিষ্ট জেলা-শাসক কিংবা মহকুমা-শাসক, পক্ষগণের সম্মতিক্রমে, ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক প্রগ্রাহ্য (কগ্‌নাই-জেব্‌ল্) যে-কোন মামলা, যদি অভিযোগকারীর বাসস্থান যে অঞ্চল পঞ্চায়তের জন্য কোন ন্যায় পঞ্চায়ত নাই সেরূপ কোন অঞ্চল পঞ্চায়তের সীমার মধ্যে অবস্থিত হয় তবে, ঐরূপ বাসস্থান হইতে এইরূপ দূরবর্তী কোন ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন, যাহাতে উক্ত শাসকের মতে, পক্ষগণ এবং সাক্ষীদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়।

(৩) ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক বিচার্য প্রত্যেক অপরাধ যে ন্যায় পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐরূপ অপরাধ করা হইয়াছে সাধারণতঃ সেই ন্যায় পঞ্চায়তই বিচার করিবেন।

(৪) ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক বিচার্য চুরির অপরাধ কিংবা ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক বিচার্য যে অপরাধের মধ্যে চুরি বা চোরাই মাল দখলে রাখার অপরাধও আছে সেরূপ কোন অপরাধ সেই ন্যায়

পঞ্চায়েত বিচার করিতে পারিবেন যে ন্যায় পঞ্চায়েতের অধিকার-ক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ অপরাধ করা হইয়াছে বা চোর চোরাই মাল দখলে রাখিয়াছে বা চোরাই মাল বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করার কারণ পাইয়াও যে ব্যক্তি উহা গ্রহণ করিয়াছিল বা রাখিয়াছিল সেরূপ কোন ব্যক্তি উহা দখলে রাখিয়াছে।

(৫) ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক বিচার্য যে অপরাধ অপরাধকারীর কোন ভ্রমণকালে করা হয় সেই অপরাধ সেই ন্যায় পঞ্চায়ত বিচার করিতে পারিবেন যে ন্যায় পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার ভিতর দিয়া বা মধ্যে অপরাধকারী, কিংবা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে, বা যে বস্তু সম্পর্কে উক্ত অপরাধ করা হয় সেই ব্যক্তি বা বস্তু ঐ ভ্রমণকালে গমনাগমন করে বা পার হয়।

(৬) বিভিন্ন অঞ্চলের কোন্ স্থানে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় তাহা অনিশ্চিত থাকিলে, কিংবা যেস্থলে কোন অপরাধের কতকাংশ এক স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যে এবং কতকাংশ অন্য স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় সেস্থলে, অথবা যেস্থলে কোন অপরাধ নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং একাধিক স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইতে থাকে সেস্থলে, কিংবা যেস্থলে কোন অপরাধ এমন কতকগুলি কার্যের সমষ্টি হয় যেগুলি বিভিন্ন স্থানীয় অঞ্চলের মধ্যে করা হয় সেস্থলে, ঐ অপরাধ ঐরূপ যে-কোনও স্থানীয় অঞ্চলের উপর ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন ন্যায় পঞ্চায়ত বিচার করিতে পারিবেন।

(৭) (ক) একই মহকুমা-শাসকের (সাবডিভিসন্যাল ম্যাজি-ষ্ট্রেটের) অধীন দুই বা ততোধিক ন্যায় পঞ্চায়তের মধ্যে কোন্ ন্যায় পঞ্চায়তের কোন অপরাধ বিচার করা উচিত সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলেই তাহা সংশ্লিষ্ট মহকুমা-শাসক কর্তৃক মীমাংসিত হইবে।

(খ) একই মহাকুমা-শাসকের অধীন নহেন কিন্তু একই জেলা-শাসকের অধীন দুই বা ততোধিক ন্যায় পঞ্চায়তের মধ্যে কোন্

ন্যায় পঞ্চায়েতের কোন্ অপরাধ বিচার করা উচিত সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিলেই তাহা জেলা-শাসক কর্তৃক মীমাংসিত হইবে।

(গ) যেস্থলে একই জেলা-শাসকের অধীন নহেন এমন দুই বা ততোধিক ন্যায় পঞ্চায়েত একই অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিয়াছেন সেস্থলে, যে জেলা-শাসকের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যবাহের প্রারম্ভ প্রথমে হয় সেই জেলা-শাসক তাঁহার অধীন যে-কোন ন্যায় পঞ্চায়েতে ঐরূপ অপরাধ-কারীর বিচার হইবার নির্দেশ দিতে পারিবেন, এবং যদি তিনি ঐরূপ সিদ্ধান্ত করেন তবে, ঐরূপ অপরাধ সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্য সমস্ত কার্যবাহ বন্ধ করিতে হইবে।

টীকা:—তৃতীয় তপশীলের (ক) বিভাগের বর্ণিত মামলাগুলি ও (খ) বিভাগের হস্তান্তরিত মামলাগুলির বিচার ন্যায় পঞ্চায়ত করিবেন। অন্য কোন ম্যাজিষ্ট্রেট এসব মামলা করিবেন না। করিলে বিচার অসিদ্ধ হইবে। গালাগালি, মারামারির মামলাগুলি এইভাবে ম্যাজিস্ট্রেটদের হাত হইতে ন্যায় পঞ্চায়তে আসিলে ম্যাজিষ্ট্রটদের কাজ অনেক কমিয়া যাইবে, কারণ এ সকল মামলার সংখ্যাই বেশী। ফৌজদারী শাসনের ভারসাম্যে একটি নূতন সমস্যা দেখা দিবে। অতএব ধরা যাইতে পারে (খ) বিভাগের মামলা ন্যায় পঞ্চায়ত কমই পাইবেন। অপরপক্ষে, (ক) বিভাগের মামলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধিকার-বহির্ভূত হইবে। অবশ্য ৯৮ (১) ধারা দ্রষ্টব্য। যদি দুই ধারার মামলা থাকে, যাহার একটি ধারা ন্যায় পঞ্চায়ত বিচার্য্য নয়, তাহা হইলে বাকী ধারার বিচারের জন্য মামলাটি ন্যায় পঞ্চায়তে হস্তান্তর করাও চলিবে না। অভিযোগে যাহা আছে, সেই অনুসারে ঠিক করিতে হইবে মামলা কোথায় বিচার্য্য, মামলার ফলাফল দেখিয়া নয়। ন্যায় পঞ্চায়ত যেসব মামলার বিচার করিতে হয়তো পারিবেন না সেগুলি, নিয়মের ব্যতিক্রম হিসাবে নিম্নলিখিত ধারায় বর্ণিত আছে:—৭১(২) (গ), ৭১(৪), ৭১(৫), ৭৩(২) (খ), ৭৩(২) (গ), ৭৫(৩), ৭৭, ৯৭, ৯৮, ৯৯(৩)।

ন্যায় পঞ্চায়ত ৭০ (৩) ধারানুযায়ী গেজেটে প্রজ্ঞাপন না হওয়া পর্য্যন্ত কাজ করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ নির্ব্বাচনমাত্র কাজ আরম্ভ করিতে

পারিবেন না, গেজেটের অপেক্ষা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে অঞ্চল পঞ্চায়ত নির্ব্বাচনের সঙ্গে পার্থক্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ২৪ নিয়মের টীকা দ্রষ্টব্য।

৭২। **কিরূপে মামলা দায়ের করা যাইবে।**—ন্যায় পঞ্চায়তের সমক্ষে কোন মামলা, সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবের নিকট কিংবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়তের কোন সদস্যের নিকট মৌখিক বা লিখিতভাবে দরখাস্ত করিয়া দায়ের করিতে হইবে। মৌখিকভাবে দরখাস্ত করা হইলে, সচিব বা স্থলবিশেষে সদস্য, দরখাস্তকারীর নাম, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা হয় তাহার নাম, কি প্রকারের অপরাধ এবং অন্য কোন বিশেষ বিবরণ নির্ধারিত হইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া একটি বিবৃতি প্রস্তুত করিবেন এবং উহাতে দরখাস্ত-কারীর স্বাক্ষর বা টিপসহি লইতে হইবে। সচিব বা স্থলবিশেষে সদস্য, তৎপর দরখাস্তকারীকে কোন নির্দিষ্ট তারিখে সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়তের সমক্ষে হাজির হইবার জন্য নির্দেশ দিবেন।

টীকা :—ন্যায় পঞ্চায়তের সম্পাদকের কাছে ফৌজদারী মামলার দরখাস্ত লিখিত বা মৌখিকভাবে দিতে হইবে। এই ব্যবস্থা নূতন, ইউনিয়ন বোর্ড আমলে ছিল না। সম্পাদকের পদমর্য্যাদার বৃদ্ধি হইয়াছে। সম্পাদক না থাকিলে যে কোন ন্যায় পঞ্চায়ত সদস্যের কাছে ঐভাবে দরখাস্ত দিতে হইবে। কিন্তু ইঁহারা কেহই একা বিচার করিতে পারিবেন না।

৭৩। **দরখাস্ত অগ্রাহ্য করার বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করার ক্ষমতা।**—(১) দরখাস্ত দৃষ্টে, কিংবা দরখাস্তকারীকে পরীক্ষা করার পর ন্যায় পঞ্চায়ত যদি মনে করেন যে, দরখাস্তটি তুচ্ছ, বিরক্তিকর কিংবা অসত্য তবে, ন্যায় পঞ্চায়ত লিখিত আদেশ দ্বারা মামলাটি অগ্রাহ্য করিবেন।

(২) যদি কোন সময় ন্যায় পঞ্চায়ত বুঝিতে পারেন যে—

(ক) সংশ্লিষ্ট মামলা বিচারের ক্ষেত্রাধিকার উঁহার নাই ; কিংবা

(খ) অপরাধটি এমন যে, উহার জন্য ন্যায় পঞ্চায়ত যে দণ্ড প্রদান করিবার যোগ্য তাহা যথেষ্ট হইবে না ; কিংবা

(গ) মামলাটি এমন যে ন্যায় পঞ্চায়তের উহা বিচার করা উচিত নহে তবে,

উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত লিখিত আদেশ দ্বারা দরখাস্তকারীকে, এই আইনের বিধান না থাকিলে উক্ত অপরাধ বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার যে বিচারালয়ের থাকিত সেই বিচারালয়ে, যাইতে নির্দেশ দিবেন।

৭৪। **ত্রুটির জন্য অগ্রাহ্য করা**—ন্যায় পঞ্চায়তের সমক্ষে কোন মামলায় দরখাস্তকারী নির্দিস্ট দিনে হাজির হইতে ত্রুটি করিলে, কিংবা ন্যায় পঞ্চায়তের মতে, তিনি তাঁহার মামলা চালাইতে অবহেলা প্রদর্শন করিলে, ন্যায় পঞ্চায়ত উক্ত মামলা ত্রুটির দোষে, অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ অগ্রাহ্য করার আদেশ মুক্তিদান করার ন্যায় কার্যকর হইবে।

টীকা :—দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতি (বিনা কারণে), অথবা গাফিলী জন্য, মামলা খারিজ হইতে পারে, এবং উহার অর্থ খালাস হওয়ায়, পুনরায় মামলা করা চলিবে না। পক্ষান্তরে, ন্যায় পঞ্চায়ত শুনানীর অন্য তারিখও ধার্য্য করিতে পারেন ; এজন্য দরখাস্তকারীর পক্ষে পঞ্চায়তকে বুঝাইয়া সন্তুষ্ট করিতে হইবে যে, অনুপস্থিতি বা আপাতদৃষ্টিতে গাফিলীর উপযুক্ত কৈফিয়ৎ আছে।

৭৫। **বিচারের প্রাথমিক কার্যবাহ** —(১) যদি দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা না হয় তবে, ন্যায় পঞ্চায়ত, ১০২ ধারার বিধান বজায় রাখিয়া সমন দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির হইবার জন্য এবং দরখাস্তের জবাব দিবার জন্য আদেশ করিবেন।

(২) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি হাজির না হয়, কিংবা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া না যায় তবে, ন্যায় পঞ্চায়ত, এই আইনের বিধান না থাকিলে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী যে শাসকের (ম্যাজিষ্ট্রেটের)

উক্ত অপরাধ বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিত সেই শাসকের নিকট এই কথা রিপোর্ট করিবেন এবং ঐরূপ শাসক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রগ্রহণপত্র (ওয়ারেণ্ট) জারি করিতে পারিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইলে তাহাকে সংশ্লিস্ট ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট বিচারের জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন কিংবা তাহাকে ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট হাজির হইবার জন্য জামিনে খালাস দিতে পারিবেন।

(৩) ন্যায় পঞ্চায়ত, যেদিন অভিযুক্ত ব্যক্তি উহার সমক্ষে হাজির হয় কিংবা তাহাকে উহার নিকট আনয়ন করা হয়, সম্ভব হইলে, সেইদিনই মামলার বিচার করিবেন, কিন্তু যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পঁচিশ টাকার অনধিক টাকার প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখিয়া দিলে, ন্যায় পঞ্চায়ত তাহাকে পরবর্তী যে বা যে যে তারিখে বিচার মুলতুবি রাখা হয় সেই বা সেই সেই তারিখে উহার সমক্ষে হাজির হইবার জন্য খালাস দিবেন।

পরন্তু, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া না দিলে কিংবা উহা লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিলে, ন্যায় পঞ্চায়ত তাহাকে খালাস না দিয়া যে শাসক (ম্যাজিস্ট্রেট) ঐরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন সেই শাসকের নিকট তাহাকে পাহারাধীন অবস্থায় ফেরত পাঠাইয়া দিবেন এবং তৎপর ঐরূপ শাসক, ৭১ ধারার (১) উপ-ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট যে অভিযোগ করা হয় তাহা বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন এবং অভিযোগটি যেন তাঁহারই নিকট করা হইয়াছে এইভাবে ঠিক একই রীতিতে এবং একই প্রক্রিয়ামতে ঐরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবেন।

টীকা ঃ—আসামী সমন সত্ত্বেও না আসিলে ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্যে গ্রেপ্তার করিয়া ধরিয়া আনা ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু তখন যদি আসামী পঞ্চায়তকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে জামিন না দেয় যেখানে জামিনের হুকুম হয়), তখন আবার আসামীকে সেই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাইতে হইবে

এবং তিনি এ মামলার বিচার করিবেন। ন্যায় পঞ্চায়তের জেল নাই (৭৮ ধারা দ্রষ্টব্য), এজন্য এই ব্যবস্থা। একদিনের মধ্যে বিচার করিতে না পারিলে দুষ্ট আসামী প্রায়ই এভাবে পঞ্চায়তকে এড়াইবে। পঞ্চায়তকে এ বিষয়ে সর্ব্বদাই সজাগ থাকিতে হইবে। আইনের সংশোধন দ্বারা শমনে না আসিলেই মামলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে তুলিয়া দেওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে ন্যায় পঞ্চায়তের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। এই ব্যর্থতা প্রথমেই না হইয়া বিলম্বে হওয়াও ভাল। স্ত্রীলোক আসামী শমন করা চলিবে না (১০৪ ধারা)।

৭৬। **অপরাধ আপসে মিটমাট করা**—ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (৫ আইন, ১৮৯৮) এ যাহাই থাকুক না কেন, ন্যায় পঞ্চায়ত উহার বিচার্য যে-কোন অপরাধ পক্ষদিগকে আপসে মিটমাট করিতে দিতে পারিবেন।

টীকা :—মীমাংসার ফল আসামীর খালাস, আইনে এই বিধান থাকা আবশ্যক।

৭৭। **আপীলের পক্ষে বাধা**—ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮-এ যাহাই থাকুক না কেন, ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক কোন মামলার বিচারে যে ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে সেরূপ কোন ব্যক্তি আপীল করিতে পারিবে না :

পরন্তু, যে জেলা-শাসক বা মহকুমা-শাসকের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে ন্যায় পঞ্চায়ত অবস্থিত সেই জেলা-শাসক বা মহকুমা-শাসকের যদি প্রতীতি হয় যে, বিচারে ত্রুটি হইয়াছে তবে তিনি আপনা হইতে, কিংবা সংশ্লিষ্ট পক্ষদের যে-কোন পক্ষ ন্যায় পঞ্চায়তের আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করিলে, ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক প্রদত্ত দোষ-সিদ্ধির কিংবা ক্ষতি-পূরণের যে-কোন আদেশ বাতিল বা সংপরিবর্তিত করিতে পারিবেন অথবা, ৭১ ধারার (১) উপধারায় যাহাই থাকুক না কেন তাঁহার অধীন উপযুক্ত ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন বিচারালয় কর্তৃক যে-কোন মামলার পুনর্বিচারের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

টীকাঃ—ন্যায় পঞ্চায়তের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপীল নাই। সাজাতে তো নাই, খালাসেও নাই, কারণ আপীলের অধিকার আইনে না থাকিলে আপীল হয় না। জেলা বা মহকুমা শাসক, বিচার ব্যর্থ হইয়াছে শুধু এই একটি কারণে, ছানি করিতে পারেন, নিজের ইচ্ছায় বা পক্ষগণের আবেদন ক্রমে। ছানিতে পঞ্চায়তের রায় রদবদল করিতে পারেন বা কোন সাধারণ আদালতে পুনর্বিচারের জন্য মামলা পাঠাইতে পারেন। এই আদেশের বিরুদ্ধে জজে যাওয়া চলিবে না। ভারতীয় সংবিধানের ২২৬।২২৭ ধারানুসারে হাইকোর্ট পঞ্চায়ত বা জেলা বা মহকুমা শাসকের আদেশে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। "বিচার ব্যর্থ হইয়াছে" ইহা সাধারণতঃ সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের প্রশ্ন, এবং পঞ্চায়তের কার্য্যবিধির প্রশ্ন। তবে অবস্থা এমন হওয়া চাই যে, যে কোন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বলিতে পারে যে, ন্যায় পঞ্চায়ত বিচারে ভুল বা অন্যায় করিয়াছেন। সুক্ষ্ম আইনঘটিত ভুলের প্রশ্ন উঠিবে না।

৭৮। জরিমানা করিবার কিংবা ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষমতা— (১) ন্যায় পঞ্চায়ত, পক্ষদিগের বক্তব্য শুনিবার পর এবং পক্ষগণ কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য বিবেচনা করিবার পর, নিজের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং ন্যায় পঞ্চায়ত যে অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করেন তাহাকে পঞ্চাশ টাকার অনধিক জরিমানা প্রদান করিবার আদেশ দিতে পারিবেন ঃ

পরন্তু, কোন মামলার বিচারের সময় উপস্থিত ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্যগণ যদি একমত হইয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারেন তবে, ঐরূপ সদস্যদের অধিকাংশের সিদ্ধান্তই উক্ত ন্যায় পঞ্চায়তের সিদ্ধান্ত হইবে ঃ

অপিচ, কোন মামলার বিচারের সময় উপস্থিত ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্যদের ভোট সমান হইলে, প্রধান বিচারকের কিংবা যে ব্যক্তি ঐ বৈঠকের জন্য প্রধান বিচারকরূপে নির্বাচিত হন সেই ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে এবং উক্ত ন্যায় পঞ্চায়তের সিদ্ধান্ত ঐরূপ দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট অনুসারে হইবে।

(২) কোন ন্যায় পঞ্চায়ত, মূল মামলার বেলাই হউক কিংবা জরিমানা না দেওয়ার দরুণই হউক, কোন কারাদণ্ড, বিনাশ্রম বা সশ্রম, প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৩) ন্যায় পঞ্চায়ত (১) উপধারামতে কোন জরিমানা করিলে সংশ্লিষ্ট আদেশ প্রদানের সময় এই নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, আদায়ীকৃত জরিমানার সমগ্র বা যে-কোন অংশ, অপরাধের দরুন যে লোকসান বা আঘাতপ্রাপ্তি ঘটে তাহার ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য বিনিয়োগ করিতে হইবে।

(৪) ন্যায় পঞ্চায়তের যদি প্রতীতি হয় যে, উঁহার নিকট যে অভিযোগ করা হয় কিংবা বিচারের জন্য উঁহার নিকট হস্তান্তরিত করা হয় সেরূপ কোন অভিযোগ মিথ্যা, বিরক্তিকর কিংবা তুচ্ছ তবে, ন্যায় পঞ্চায়ত পঁচিশ টাকার অনধিক যেরূপ ক্ষতিপূরণ উচিত মনে করেন সেরূপ ক্ষতিপূরণ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করার জন্য অভিযোগকারীর প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

(৫) যদি ঐরূপ জরিমানা কিংবা ক্ষতিপূরণ উক্ত দণ্ড বা আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে কিংবা ন্যায় পঞ্চায়ত আরও যে সময় দেন সেই সময়ের মধ্যে প্রদান করা কিংবা আদায় করা না হয় তবে, ন্যায় পঞ্চায়ত কত টাকা জরিমানা ধার্য করা হয় কিংবা কত টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ করা হয় তাহা এবং ঐরূপ টাকা যে দেওয়া হয় নাই তাহাও ঘোষণা করিয়া একটি আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ঐ আদেশ, এই আইনের বিধান না থাকিলে সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী যে শাসকের (ম্যাজিস্ট্রেটের) উক্ত মামলা বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিত সেই শাসকের নিকট প্রেরণ করিবেন। ঐরূপ শাসক—

(ক) উক্ত আদেশ জারি করিতে এমনভাবে অগ্রসর হইবেন যে, উহা যেন তিনি নিজেই প্রদান করিয়াছিলেন, কিংবা

(খ) টাকা প্রদান করিতে ত্রুটি করা হইলে, এই ধারার (২) উপধারায় যাহাই থাকুক না কেন, ভারতীয় দণ্ডসংহিতার (৪৫ আইন, ১৮৬০) ৩য় অধ্যায় অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন ঃ

পরন্তু, ভারতীয় দণ্ডসংহিতায় যাহাই থাকুক না কেন—

(ক) ন্যায় পঞ্চায়ত যে জরিমানা ধার্য করিবেন কিংবা যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ করিবেন সেই জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের টাকা যে ব্যক্তি তাহার কারাদণ্ডের মেয়াদ ভোগ করিয়াছে সেরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করা চলিবে না ;

(খ) কারাদণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে জরিমানা কিংবা ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হইলে, যে ব্যক্তি তাহার কারাদণ্ডের মেয়াদ ভোগ করিতেছে তাহাকে তৎক্ষণাৎ খালাস দিতে হইবে।

টীকা :—এখানে বোঝা যায় যে ফৌজদারী কার্য্যবিধি বা সাক্ষ্য আইনের দ্বারা পঞ্চায়ত বাধ্য নহেন। সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে জেরা ও আসামীর বক্তব্য শোনা বাদ দেওয়া যাইবে না। ১ ধারার টীকা দ্রষ্টব্য। পঞ্চায়ত কারাদণ্ড দিতে পারেন না (পঞ্চায়তের জেল নাই)। জরিমানা অনাদায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ডিত আসামীকে জেলে দিতে পারেন। জরিমানার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া বা মিথ্যা মামলার জন্য দরখাস্তকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করার ব্যবস্থা সাধারণ আদালতের মত ন্যায় পঞ্চায়তের আছে। শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা নাই। গ্রাম্য বিচার ইহা অপেক্ষা সরাসরি হইতে পারে না। তবে বিচারকের কিছুকাল শিক্ষানবিশী থাকা বাঞ্ছনীয় মনে হয়। সরকারকেই এ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৭৯। **সতর্কীকরণের পর কিংবা সচ্চরিত্রতার অবেক্ষাধীনে খালাস দেওয়া**—ন্যায় পঞ্চায়ত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিলে এবং তাহার বিরুদ্ধে পূর্বের কোন দোষ-সিদ্ধি প্রমাণিত না হইলে, উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত যদি বুঝিতে পারেন যে, অপরাধীর

বয়স, চরিত্র, ও প্রাক্‌পরিচয় এবং যে অবস্থায় অপরাধ করা হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া—

(ক) অপরাধীকে যথাযথভাবে সতর্ক করিয়া দিয়া খালাস দেওয়া উচিত তবে, উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত তাহাকে কোন দণ্ড প্রদান না করিয়া যথাযথভাবে সতর্ক করিয়া দেওয়ার পর খালাস দিবেন ; কিংবা

(খ) অপরাধীকে সচ্চরিত্রতার অবেক্ষাধীনে খালাস দেওয়া উচিত তবে, উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত, ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (৫ আইন, ১৮৯৮) এ যাহাই থাকুক তাহা সত্ত্বেও, উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সঙ্গে সঙ্গে কোন দণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া এই নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত (এক বৎসরের অনধিক) যে কালের নির্দেশ দেন সেই কালের মধ্যে যখন তাহাকে ডাকা হইবে তখন সে হাজির হইবে ও দণ্ড গ্রহণ করিবে এবং ইতোমধ্যে শান্তিরক্ষা ও সদাচরণ করিবে এই মর্মে সে পঞ্চাশ টাকার অনধিক টাকার একটি প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দিলে, তাহাকে খালাস দেওয়া হউক।

টীকা :—যে কোন বয়সের আসামীর পরীক্ষাধীন খালাসের ব্যবস্থা আছে।

৮০। **দেওয়ানী ক্ষেত্রাধিকার**—(১) বাংলা, আগ্রা ও আসাম দেওয়ানী বিচারালয় আইন, ১৮৮৭ (১২ আইন, ১৮৮৭), প্রাদেশিক ছোট আদালত আইন, ১৮৮৭ (৯ আইন, ১৮৮৭) এবং দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (৫ আইন, ১৯০৮) এ যাহাই থাকুক তাহা সত্ত্বেও এবং ৮১ ও ৮২ ধারার বিধানসমূহ বজায় রাখিয়া, ন্যায় পঞ্চায়তের যে অঞ্চল পঞ্চায়ত ঐরূপ ন্যায় পঞ্চায়ত গঠন করেন সেই অঞ্চল পঞ্চায়তের স্থানীয় সীমার মধ্যে, নিম্নলিখিত শ্রেণী-সমূহের অন্তর্ভুক্ত একশত টাকার অনধিক দাবির মোকদ্দমা বিচারের ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে, যথা—

(ক) চুক্তি বাবত প্রাপ্য টাকার জন্য মোকদ্দমা ;

(খ) অস্থাবর সম্পত্তি কিংবা ঐরূপ সম্পত্তির মূল্য আদায়ের জন্য মোকদ্দমা ;

(গ) অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়ভাবে লওয়ার কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা ; এবং

(ঘ) গবাদিপশুর অবৈধ প্রবেশের দরুন যে ক্ষতি হয় তাহার খেসারতের জন্য মোকদ্দমা।

(২) অন্য কোন বিচারালয়ের (১) উপধারায় উল্লিখিত শ্রেণী সমূহের অন্তর্ভুক্ত কোন মোকদ্দমা বিচারের ক্ষেত্রাধিকার থাকিবে নাঃ

পরন্তু, ৯৭ ধারা দ্বারা যে মোকদ্দমা বিচার করা ন্যায় পঞ্চায়তের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে সেরূপ কোন মোকদ্দমা, কিংবা ন্যায় পঞ্চায়তের মতে অথবা ৯৮ ধারার (২) উপধারা দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনকারী জেলা-বিচারকের (ডিস্ট্রিক্ট জজের) মতে যে মোকদ্দমার বিচার সাধারণ বিচারালয়ের করা উচিত সেরূপ কোন মোকদ্দমা বিচারের যে ক্ষেত্রাধিকার কোন বিচারালয়ের থাকে তাহা, এই আইনের কোন কিছুতেই লোপ পাইবে না।

টীকাঃ—১০০৲ টাকার বেশী দাবীর বিচার ন্যায় পঞ্চায়ত করিতে পারিবেন না। ইহাই আর্থিক সীমা। আবার ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর বিচার অন্য সাধারণ দেওয়ানী আদালত করিতে পারিবেন না, করিলে আইনে অসিদ্ধ হইবে। জেলা জজ কোন বিশেষ মোকদ্দমা সাধারণ আদালতে বিচার্য্য মনে করিলে পঞ্চায়ত হইতে সাধারণ আদালতে হস্তান্তর করিতে পারেন। ন্যায় পঞ্চায়তের দেওয়ানী অধিকারের নিম্নলিখিত ধারায় ব্যতিক্রম আছে,—৮১, ৮২ (২), ৯৭, ৯৮। ফৌজদারী অপেক্ষা দেওয়ানী ব্যতিক্রম অনেক কম (৭১ ধারার টীকা দ্রষ্টব্য)।

৮১। যে সকল মোকদ্দমা বিচার করা চলিবে না—ন্যায় পঞ্চায়ত—

(১) অংশিতা সংক্রান্ত হিসাবের স্থিতি সম্পর্কে ;

(২) যে সম্পত্তি সম্পর্কে কোন ইচ্ছাপত্র করা হয় নাই সেই সম্পত্তির কোন হিস্সার কিংবা কোন হিস্সার কোন অংশের জন্য অথবা ইচ্ছাপত্রসূত্রে প্রাপ্ত উত্তরদায়ের কিংবা কোন উত্তরদায়ের অংশের জন্য ;

(৩) ভারত-সংঘ অথবা কোন রাজ্যসরকার অথবা কোন স্থানীয় প্রাধিকারী কিংবা সরকারী আধিকারিকগণ তাঁহাদের পদাধিকারবলে যেসকল কার্য করেন সেই সকল কার্যের জন্য তাঁহাদের দ্বারা কিংবা তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত কোন মোকদ্দমা ;

(৪) নাবালক কিংবা বিকৃতমস্তিস্ক ব্যক্তিগণ কর্তৃক বা তাঁহাদের বিরুদ্ধে আনীত কোন মোকদ্দমা কিংবা যখন কোন মোকদ্দমায় ন্যায় পঞ্চায়তের মতে ঐরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষভুক্ত হওয়া আবশ্যক তখন সেই মোকদ্দমা ;

(৫) স্থাবর সম্পত্তির খাজনার নির্ধার, বৃদ্ধি, হ্রাস, বিলোপ, পরিভাজন কিংবা উহা আদায়ের জন্য কোন মোকদ্দমা ; অথবা

(৬) স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকগ্রাহী কর্তৃক নিষ্ক্রয় সমাপ্তি (ফোরক্লোজার) দ্বারা. অথবা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কিংবা অন্য প্রকারে বন্ধক বলবৎ করার জন্য, আনীত কোন মোকদ্দমা, কিংবা স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকদাতা কর্তৃক বন্ধক বিমোচনের জন্য আনীত কোন মোকদ্দমা—বিচার করিতে পারিবেন না।

টীকা :—এগুলি সবই জটিল আইন সংশ্লিষ্ট, সুতরাং গ্রাম্য বিচারে, যেখানে উকীল দেওয়া চলে না, সেখানে এসবের বিচার চলে না।

৮২। সমগ্র দাবী মোকদ্দমাভুক্ত করিতে হইবে—(১) ন্যায় পঞ্চায়তের সমক্ষে দায়ের করা প্রত্যেক মোকদ্দমায় যে বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় সেই বিষয় সম্পর্কে বাদী যে দাবী করিতে

পারেন তাহার সমগ্র অংশই ঐ মোকদ্দমাভুক্ত করিতে হইবে, কিন্তু মোকদ্দমাটি ঐ ন্যায় পঞ্চায়তের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্গত করিবার জন্য বাদী তাঁহার দাবির যে-কোন অংশ ছাড়িয়া দিতে পারেন।

(২) বাদী যদি তাঁহার দাবির কোন অংশ সম্পর্কে মোকদ্দমা না করেন কিংবা তাঁহার দাবির কোন অংশ ছাড়িয়া দেন তবে, তিনি পরে ঐরূপ বাদ দেওয়া বা ছাড়িয়া দেওয়া অংশ সম্পর্কে আর মোকদ্দমা করিতে পারিবেন না।

টীকা :—ইহা শাশ্বত দেওয়ানী আইন।

৮৩। **অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমা**—মোকদ্দমা দায়ের করার সময় প্রতিবাদীদের অন্ততঃ একজন ন্যায় পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের সীমার মধ্যে বাস না করিলে অথবা মোকদ্দমার কারণ সমগ্র বা আংশিকভাবে ঐরূপ সীমার মধ্যে উপস্থিত না হইয়া থাকিলে, ন্যায় পঞ্চায়ত কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন না।

টীকা :—ইহাও দেওয়ানী আইন।

৮৪। **মোকদ্দমা কিরূপে দায়ের করা যাইবে**—(১) ন্যায় পঞ্চায়তের সমক্ষে কোন মোকদ্দমা, সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবের নিকট কিংবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ন্যায়পঞ্চায়তের কোন সদস্যের নিকট মৌখিকভাবে কিংবা লিখিতভাবে দরখাস্ত পেশ করিয়া, দায়ের করিতে হইবে। মৌখিকভাবে দরখাস্ত করা হইলে, সচিব কিংবা স্থলবিশেষে, সদস্য, দরখাস্তকারীর নাম, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে দরখাস্ত করা হয় তাহার নাম, দাবির রকম এবং অন্য কোন বিশেষ বিবরণ নির্ধারিত হইলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া একটি বিবৃতি প্রস্তুত করিবেন এবং উহাতে দরখাস্তকারীর স্বাক্ষর বা টিপসহি লইতে হইবে। সচিব কিংবা স্থলবিশেষে, সদস্য, তৎপর দরখাস্তকারীকে কোন নির্দিষ্ট তারিখে সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়তের সমক্ষে হাজির হইবার জন্য নির্দেশ দিবেন।

(২) বাদী তাঁহার মোকদ্দমা দায়ের করিয়া দাবির মূল্য উল্লেখ করিবেন।

টীকা :—ইহা ৭২ ধারায় পুনরাবৃত্তি, দেওয়ানী মামলায়।

৮৫। যেসকল মোকদ্দমার পক্ষে তামাদি ইত্যাদির বাধা থাকে সেই সকল মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করা।—(১) ন্যায় পঞ্চায়েত যদি কোন সময় মনে করেন যে, সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমার পক্ষে তামাদির বাধা আছে তবে, ন্যায় পঞ্চায়েত লিখিত আদেশ দ্বারা মোকদ্দমাটি অগ্রাহ্য করিবেন।

(২) ন্যায় পঞ্চায়েত যদি কোন সময় বুঝিতে পারেন যে, সংশ্লিষ্ট মোকদ্দমা গ্রহণ করার অধিকার উহার নাই তবে, ন্যায় পঞ্চায়েত, এই আইনের বিধান না থাকিলে যে বিচারালয়ের উক্ত মোকদ্দমা বিচারের ক্ষেত্রাধিকার থাকিত সেই বিচারালয়ের নিকট যাইবার জন্য দরখাস্তকারীকে নির্দেশ দিবেন।

(৩) যেস্থলে ন্যায় পঞ্চায়েতের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করা হয় যে, বিধিসম্মত কোন চুক্তি বা আপসমতে মোকদ্দমা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে সেস্থলে, কিংবা যেস্থলে প্রতিবাদী মোকদ্দমার বিষয়-বস্তু সম্পর্কে বাদীর দাবির সমগ্র বা কোন অংশ পূরণ করেন সেস্থলে, উহা যতদূর পর্যন্ত মোকদ্দমার সহিত সম্পর্কিত হয় ততদূর পর্যন্ত, ন্যায় পঞ্চায়েত তদনুসারে একটি আজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন :

পরন্তু, যেস্থলে ন্যায় পঞ্চায়েত উক্ত চুক্তি বা আপসমতে আজ্ঞপ্তি প্রদান করিতে অস্বীকার করেন সেস্থলে, ন্যায় পঞ্চায়েতকে ঐরূপ করার কারণসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

টীকা :—ভারতীয় তামাদি আইন অনুসারে তামাদির বিচার হইবে। বিচারের ক্ষমতা না থাকিলে ক্ষমতাপন্ন আদালতে যাইবার নির্দেশ দিতে হইবে। ১০০৲ টাকার উপরে দাবী থাকিলেই এই নির্দেশ দিতে হইবে।

আপোষ হইলে তদনুযায়ী ডিক্রী দিতে হইবে না দিবার কারণ থাকিলে তাহা লিখিতে হইবে।

৮৬। ত্রুটির জন্য মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করা।—ন্যায় পঞ্চায়তের সমক্ষে কোন মোকদ্দমায় বাদী নির্দিষ্ট দিনে হাজির না হইলে, কিংবা ন্যায় পঞ্চায়তের মতে, তিনি তাঁহার মোকদ্দমা চালাইতে অবহেলা প্রদর্শন করিলে, ন্যায় পঞ্চায়ত উক্ত ত্রুটির জন্য ঐ মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন ঃ

পরন্তু, ন্যায় পঞ্চায়ত ত্রুটির জন্য অগ্রাহ্য-করা কোন মোকদ্দমা পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন, যদি ঐরূপ অগ্রাহ্য করার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে বাদী ন্যায় পঞ্চায়ত যাহাতে সন্তুষ্ট হন এরূপভাবে দেখাইতে পারেন যে, শুনানীর জন্য মোকদ্দমাটি যখন ডাকা হয় তখন পর্য্যন্ত কারণবশতঃ তিনি হাজির হইতে পারেন নাই।

টীকা ঃ—ইহা সাধারণ দেওয়ানী আইন।

৮৭। প্রতিবাদীকে উপস্থিত হইবার জন্য সমন জারি।—আরজি পাইবার পর যদি ন্যায় পঞ্চায়তের প্রতীতি হয় যে, মোকদ্দমার বিচার চলিতে পারে তাহা হইলে ন্যায় পঞ্চায়ত সমন জারি করিয়া প্রতিবাদীকে উপস্থিত হইতে এবং মৌখিক বা লিখিতভাবে মোকদ্দমার জবাব দিতে বলিতে পারিবেন।

৮৮। একতরফা বিচার নিষ্পত্তি। যদি প্রতিবাদী উপস্থিত না হয় এবং ন্যায় পঞ্চায়তের প্রতীতি জন্মে যে, যথাযথরূপে সমন জারি করা হইয়াছিল, তাহা হইলে ন্যায় পঞ্চায়ত মোকদ্দমার একতরফা বিচার-নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ঃ

পরন্তু, যে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমার একতরফা বিচার-নিষ্পত্তি করা হইয়াছে, তিনি উক্ত বিচার-নিষ্পত্তি বলবৎ করিবার পরোয়ানা জারির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐ আদেশ বাতিল করিবার জন্য, ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট মৌখিক অথবা

লিখিতভাবে দরখাস্ত করিতে পারিবেন; এবং ন্যায় পঞ্চায়তের যদি প্রতীতি হয় যে, প্রতিবাদীর উপর যথাযথরূপে সমন জারি করা হয় নাই, অথবা প্রতিবাদী মোকদ্দমার শুনানীর সময় পর্যাপ্ত কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই তাহা হইলে ন্যায় পঞ্চায়ত উক্ত বিচার-নিষ্পত্তি বাতিল করিবেন এবং মোকদ্দমা চালাইয়া যাইবার জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করিবেন।

৮৯। **বিরোধীপক্ষের উপর নোটিস জারি না করিয়া কোন আদেশ বাতিল করা যাইবে না।**—বিরোধীপক্ষের উপর ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক লিখিতভাবে নোটিস জারি না হইলে, ৮৬ অথবা ৮৮ ধারার অনুবিধিমতে ন্যায় পঞ্চায়তের কোন বিচার-নিষ্পত্তি বা আদেশ বাতিল করা যাইবে না।

৯০। **পক্ষ নির্ধারণের ক্ষমতা।**—(১) ৮১ ধারার (৩) এবং (৪) প্রকরণের বিধানসমূহ বজায় রাখিয়া, ন্যায় পঞ্চায়ত, কোন মোকদ্দমার বিচার-নিষ্পত্তির জন্য পক্ষ হিসাবে যেসব ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন সেরূপ ব্যক্তিদিগকে পক্ষভুক্ত করিবেন এবং মোকদ্দমার নিবন্ধপুস্তকে (রেজিষ্টরী বহিতে) ঐ ব্যক্তিদিগের নাম লিপিবদ্ধ করিবেন এবং যাঁহাদের নাম ঐরূপ নিবন্ধপুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইবে তাঁহাদের মধ্যেই মোকদ্দমার বিচার হইবে:

পরন্তু, কোন ব্যক্তিকে পক্ষভুক্ত করা হইলে তাঁহাকে নোটিস দিতে হইবে এবং মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইবার সুযোগ দিতে হইবে।

(২) মোকদ্দমার বিচারের সময় (১) উপধারার অনুবিধিমতে কোন নূতন পক্ষ উপস্থিত হইলে সকল ক্ষেত্রেই তিনি ঐ মোকদ্দমার বিচার প্রথম হইতে পুনরায় আরম্ভ করিবার জন্য বলিতে পারিবেন।

টীকা :—পক্ষগণ না চাহিলেও, ন্যায় পঞ্চায়ত আবশ্যক ব্যক্তিদিগকে পক্ষভুক্ত করিতে পারেন, তবে তাঁহারা বিচার পুনরায় গোড়া হইতে দাবী করিতে পারেন।

৯১। **মোকদ্দমার নিষ্পত্তি** ।—(১) পক্ষগণের ও তাঁহাদের নিযুক্তকদের (এজেণ্টদের) বক্তব্য শুনিবার পর এবং উভয়পক্ষের সাক্ষ্য বিবেচনার পর, ন্যায় পঞ্চায়ত লিখিত আদেশ দ্বারা, যেরূপ আজ্ঞপ্তি (ডিক্রী) বিচার-সঙ্গত, ন্যায্য ও বিবেকসম্মত বলিয়া মনে হইবে, সেরূপ আজ্ঞপ্তি দিবেন। ঐ আজ্ঞপ্তিতে ন্যায় পঞ্চায়ত নির্ধারিত ফী-র পরিমাণ এবং ১০১ ধারার (৩) উপধারামতে সাক্ষীদিগকে কোন অর্থ প্রদান করা হইলে তাহার পরিমাণ এবং কাঁহারা ঐ অর্থ দিবেন তাহাও উল্লেখ করিবেন ঃ

পরন্তু, মোকদ্দমার বিচারের সময় উপস্থিত ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্যগণ যদি সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে না পারেন—তবে অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্তই ন্যায় পঞ্চায়তের সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

অপিচ, মামলার বিচারের সময় উপস্থিত ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্যগণের ভোটের সংখ্যা কোন সিদ্ধান্তের পক্ষেও বিপক্ষে সমান হইলে, প্রধান বিচারকের অথবা ঐ বৈঠকের জন্য নির্বাচিত প্রধান বিচারকের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট (কাস্টিং ভোট) থাকিবে এবং ন্যায় পঞ্চায়তের সিদ্ধান্ত উক্ত দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোটের অনুযায়ী হইবে।

(২) নির্ধারিত সর্ত ও পরিসীমা এবং তৎসময় বলবৎ কোন বিধির অন্তর্গত বিধানাবলী বজায় রাখিয়া কোন মোকদ্দমার এবং তদানুষঙ্গিক খরচা ন্যায় পঞ্চায়তের বিবেচনানুযায়ী স্থিরীকৃত হইবে এবং ঐরূপ খরচা কে দিবেন এবং কি পরিমাণে দিবেন তাহাও স্থির করিবার এবং পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্যে আবশ্যক সমুদয় নির্দেশ দিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যায় পঞ্চায়তের থাকিবে ঃ

পরন্তু, যে স্থলে বিজয়ী পক্ষ মোকদ্দমার খরচা পাইবেন না বলিয়া ন্যায় পঞ্চায়ত নির্দেশ দেন—সেস্থলে ন্যায় পঞ্চায়তকে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) যদি কোন ন্যায় পঞ্চায়তের প্রতীতি জন্মে যে, উঁহার সম্মুখে দায়ের করা কোন মোকদ্দমা মিথ্যা, বিরক্তিকর অথবা তুচ্ছ তাহা হইলে ন্যায় পঞ্চায়ত প্রতিবাদীকে ২৫ টাকার অনধিক যেরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত মনে করেন সেরূপ ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য বাদীকে লিখিত আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৯২। **কিস্তির কথা।**—ন্যায় পঞ্চায়ত কোন অর্থ প্রদানের অথবা কোন অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণের জন্য আদেশ দিবার সময় উক্ত অর্থ বা অস্থাবর সম্পত্তি কিস্তিবন্দী হিসাবে দিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

টীকা :—ইহা ফৌজদারীব্যাপারে ৭৮ ধারার একটি দেওয়ানী ব্যাপারে পুনরাবৃত্তি। দেওয়ানী কার্য্যবিধি বা সাক্ষ্য আইনের দ্বারা ন্যায় পঞ্চায়ত বাধ্য নহেন। সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা বাধ্যতামূলক নয়। শুধু ডিক্রী লিখিতে হইবে। আইনের কচকচি ছাড়িয়া বিবেক, সুবুদ্ধি ও যে কোন সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির বিবেচনা সম্মত ডিক্রী দিতে হইবে। একমত হইলে ভাল, নচেৎ অধিকাংশের মত অনুযায়ী ডিক্রী হইবে। বিজয়ী পক্ষ সাধারণতঃ খরচা পাইবেন। অন্যথায়, না দিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৯৩। **বিচার-নিষ্পত্তি চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে; তবে মুন্সেফের পুনর্বিচারের ক্ষমতা থাকিবে।**—প্রত্যেক মোকদ্দমায় ন্যায় পঞ্চায়তের বিচার-নিষ্পত্তিই পক্ষগণের মধ্যে চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে ঃ

পরন্তু, এই আইনের বিধান না থাকিলে মোকদ্দমা যে মুন্সেফের ক্ষেত্রাধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইত, সেই মুন্সেফের নিকট পক্ষগণের মধ্যে কেহ ন্যায় পঞ্চায়তের আজ্ঞপ্তি বা আদেশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে দরখাস্ত করিলে যদি তাঁহার প্রতীতি জন্মে যে ঐ

মোকদ্দমার ন্যায়বিচার হয় নাই—তাহা হইলে তিনি ন্যায় পঞ্চায়তের আজ্ঞপ্তি বা আদেশ বাতিল বা সংপরিবর্তিত করিতে পারিবেন অথবা ঐ একই বা অন্য কোন ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক উক্ত মোকদ্দমার পুনর্বিচারের আদেশ দিতে পারিবেন।

টীকা:—ইহা ফৌজদারী ব্যাপারে ৭৭ ধারার একটি দেওয়ানী ব্যাপারে পুনরাবৃত্তি। তবে বেশ পার্থক্য আছে। মুন্সেফ স্বেচ্ছায় ছানি করিতে পারিবেন না, পক্ষের দরখাস্ত চাই এবং মুন্সেফ সাধারণ দেওয়ানী আদালতে পুনর্বিচারের জন্য মোকদ্দমা পাঠাইতে পারেন না। এ বিষয়ে ৯৩ ধারাই শ্রেষ্ঠ মনে হয়।

৯৪। **পক্ষগণের মধ্যে কাহারও মৃত্যু।**—কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তির পূর্বেই যদি বাদী বা প্রতিবাদীর মৃত্যু হয়, তবে ঐ মোকদ্দমা, ৮১ ধারার (৪) প্রকরণের বিধানাবলীর অধীনে, উক্ত মৃত বাদী বা প্রতিবাদীর অনুরোধে অথবা স্থলবিশেষে, তাঁহাদের বিধিসম্মত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে চালাইতে পারা যাইবে।

৯৫। **হক (টাইটেল) প্রভৃতি সম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসার ফল।**—ন্যায় পঞ্চায়ত, হক, বৈধতা, চুক্তি অথবা বাধ্যবাধকতা সম্পর্কিত প্রশ্নের যে মীমাংসা করেন তাহা, কেবল যে মোকদ্দমায় ঐরূপ মীমাংসা করা হয় সেই মোকদ্দমার বিষয় ব্যতীত অন্যত্র মানিয়া লইতে পক্ষগণ বাধ্য থাকিবেন না।

টীকা:—দেওয়ানী কার্য্যবিধি যেমন পঞ্চায়তকে বাধ্য করে না তেমনই উহা পঞ্চায়তের রায় দ্বারা সর্ব্বদাই আকৃষ্টও হয় না। দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ ধারায় যে Res Judicata নিয়ম আছে তার অর্থ, একবার দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত বিচারে যেসব প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয় সেসব প্রশ্নের পুনর্বিচার পরে কোথাও আর হইতে পারে না। কিন্তু পঞ্চায়তের বিচারে এই ধারায় বর্ণিত ৪টি বিষয়ে যেসব প্রশ্নের বিচার হয়, অন্য কোন মোকদ্দমায় সেসব প্রশ্ন উঠিলে সেগুলির পুনর্বিচার হইতে পারে। অর্থাৎ দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ ধারা তখন আকৃষ্ট হয় না। অতএব পক্ষগণ পঞ্চায়ত বিচারে যেমন দেওয়ানী কার্যবিধির সুবিধা পান না, তেমনই অসুবিধাও পান না।

সাধারণ বিধানসমূহ

৯৬। ন্যায় পঞ্চায়তের প্রক্রিয়া।—(১) ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট কোন বিচারে—

(ক) বিচার-দেয়ক (কোর্ট-ফী) আইন, ১৮৭০ (৭ আইন, ১৮৭০), (খ) ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (৫ আইন, ১৮৯৮), (গ) দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা. ১৯০৮ (৫ আইন, ১৯০৮) এবং (ঘ) ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১ আইন, ১৮৭২), এর বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।

(২) কোন বিচারে ন্যায় পঞ্চায়ত নিজের নিষ্পত্তি ও আদেশ বলবৎ করিবার জন্য এবং অপেক্ষ-সংখ্যা (কোরাম) পূরণের পদ্ধতি সম্পর্কে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন তাহা, এই আইনের বিধান-সমূহের অধীনে, নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুযায়ী হইবে।

টীকা:—ন্যায় পঞ্চায়ত কার্যবিধি দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যবিধি হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র হইবে। কোর্টফির নিয়মও বিভিন্ন হইবে।

৯৭। কোন পঞ্চায়ত বা উঁহার কোন সদস্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মামলা বা মোকদ্দমার বিচারে বাধা।—কোন ন্যায় পঞ্চায়তই এমন কোন মামলা, মোকদ্দমা বা অন্য কোন কার্যবাহের বিচার করিবেন না যাহাতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত বা উঁহার অন্তর্ভুক্ত কোন গ্রাম পঞ্চায়ত বা উক্ত ন্যায় পঞ্চায়তের কোন সদস্য পক্ষভুক্ত বা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন।

টীকা:—এই ধারা লইয়া ভবিষ্যতে বহু বাদ বিসম্বাদ হইতে পারে। ধারার তাৎপর্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকিলে ন্যায় পঞ্চায়ত কাজ করিতেই পারিবেন না, পদে পদে বাধা পাইবেন। এসম্বন্ধে পাটনা হাইকোর্টের উমেশ বনাম মধুসূদন মামলার রায়টিও এই ধারার সঙ্গে মিলেনা, কারণ সাক্ষী ও পক্ষ এক কথা নয়।

এই ধারায় আছে যে, কোন ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্য যদি মামলায় পক্ষভুক্ত বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকেন, তবে সে মামলা ন্যায় পঞ্চায়ত বিচার করিতেই

পারিবেন না। ঐরূপ আরও পারিবেন না যদি সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা অন্তর্ভুক্ত কোন গ্রাম পঞ্চায়ত (সদস্য নহে, লক্ষ্য করিবার বিষয়) ঐভাবে পক্ষভুক্ত বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকেন। অতএব দেখা যাইতেছে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত ও অন্তর্ভুক্ত কোন গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য যদি পক্ষভুক্ত বা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট হন তাহা হইলে শুধু সেজন্য সে মামলা পরিচালনায় ন্যায় পঞ্চায়তের কোন বাধা নাই। বাস্তবিক পক্ষে, সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়ত ও অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য সংখ্যা বিচার করিলে তাঁহাদের যে কোন একজনের পক্ষভুক্ত বা অন্ততঃ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট না হওয়ার মত মামলার সংখ্যা বেশী হইবে না। অতএব ৯৭ ধারা যথাযৎ মানাই ভাল, টানিয়া ব্যাপক অর্থ করিতে গেলে ন্যায় পঞ্চায়তের কাজ তেমন কিছু থাকিবে না। এবং এসকল ব্যক্তি শুধু নির্বাচনে দাঁড়াইবার জন্য ন্যায় পঞ্চায়তের বিচারের সুখ-সুবিধা হইতে ব্যক্তিগত ভাবে বঞ্চিত হইবেন, এ চিন্তাও নিশ্চয়ই ক্লেশ-দায়ক।

৯৮। কোন মামলা বা মোকদ্দমা প্রত্যাহার বা হস্তান্তর-করণ।—(১) যে জেলা অথবা মহকুমা শাসকের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত অবস্থিত সেই জেলা অথবা মহকুমা-শাসক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা মামলায় সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের দরখাস্ত পাইয়া বা সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়তের প্রস্তাব-ক্রমে, ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট হইতে উক্ত ন্যায় পঞ্চায়তের বিচারাধীন মামলাটি তুলিয়া লইতে পারিবেন—যদি তিনি মনে করেন যে, ঐ মামলার শুনানী বা বিচার উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া উচিত নহে এবং তৎপর তিনি নিজে ঐ মামলায় পক্ষগণের বক্তব্য শুনিতে বা উহার বিচার করিতে পারিবেন কিংবা এই আইনের বিধান না থাকিলে যে শাসকের উক্ত মামলা বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিত সেই শাসকের নিকট মামলাটি বিচারার্থ হস্তান্তর করিতে পারিবেন। যে কারণে তিনি মনে করেন যে মামলার শুনানী বা বিচার ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া উচিত নহে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(২) যে জেলা-বিচারকের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন ন্যায় পঞ্চায়ত অবস্থিত তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা মোকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের দরখাস্ত পাইয়া কিংবা সংশ্লিষ্ট ন্যায় পঞ্চায়তের প্রস্তাবক্রমে ন্যায় পঞ্চায়তের সম্মুখে বিচারাধীন মোকদ্দমাটি উক্ত ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট হইতে তুলিয়া লইতে পারিবেন—যদি তিনি মনে করেন যে, ঐ মোকদ্দমার শুনানী বা বিচার উক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া উচিত নহে এবং তৎপর তিনি নিজে উক্ত মোকদ্দমায় পক্ষগণের বক্তব্য শুনিতে অথবা উহার বিচার করিতে পারিবেন কিংবা এই আইনের বিধানাবলী না থাকিলে, যে মুন্সেফের উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষেত্রাধিকার থাকিত সেই মুন্সেফের নিকট উহা বিচারার্থ হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন। যে কারণে তিনি মনে করেন যে, মোকদ্দমার শুনানী বা বিচার ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক সম্পন্ন হওয়া উচিত নহে তাহা তাঁহাকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) যদি ঐ মামলা বা মোকদ্দমার বিচারের কোন স্তরে—কোন পক্ষ ন্যায় পঞ্চায়তকে জানান যে—তিনি, (১) উপধারা অথবা, স্থলবিশেষে, (২) উপধারামতে, ঐ মামলা বা মোকদ্দমা তুলিয়া লইবার জন্য বা হস্তান্তরের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন বা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ন্যায় পঞ্চায়ত যে সময় পর্যন্ত উচিত মনে করেন সেই সময় পর্যন্ত ঐ মামলা বা মোকদ্দমা সম্পর্কিত আরও কার্যবাহ স্থগিত রাখিবেন।

টিকা :- কোন কারণে কোন পক্ষ ন্যায় পঞ্চায়তের বিচারে সন্দিগ্ধ হইয়া জেলা-শাসক বা জেলা-জজের কাছে মামলা হস্তান্তরিত করার দরখাস্ত দিলে বা ঐ কারণে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও ঐ দুই কর্তৃপক্ষ মামলা উপযুক্ত সাধারণ আদালতে বদলী করিতে পারেন। ইহা সাধারণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী কার্যবিধি। তবে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে কোন পক্ষ এরূপ করিতে পারেন বিধায়, আইনে পক্ষের মুচলেকা দিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৯৯। কোন কোন মোকদ্দমা ও মামলা বিচার্য নহে।—(১) কোন ন্যায় পঞ্চায়তই এমন কোন মোকদ্দমার বিচার করিবেন না যে মোকদ্দমার প্রত্যক্ষ এবং প্রধান বিবাদের বিষয় সম্পর্কে পূর্বে আনীত কোন মোকদ্দমায় কোন উপযুক্ত ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন বিচারালয় কর্তৃক শুনানী হইবার পর ঐ একই পক্ষগণের মধ্যে অথবা তাঁহারা বা তাঁহাদের কেহ যে পক্ষগণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করেন সেই পক্ষগণের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে।

(২) কোন ন্যায় পঞ্চায়তই এমন-কোন মোকদ্দমার বিচারে অগ্রসর হইবেন না যে মোকদ্দমার প্রত্যক্ষ এবং প্রধান বিবাদের বিষয়টি ঐ ন্যায় পঞ্চায়তেরই বিচারাধীন কিংবা উহা পূর্বে আনীত কোন মোকদ্দমায় ঐ একই পক্ষগণের মধ্যে অথবা তাঁহারা বা তাঁহাদের কেহ যে পক্ষগণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করেন সেই পক্ষগণের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য অন্য কোন বিচারালয়ের বিচারাধীন।

(৩) উপযুক্ত ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন বিচারালয় অথবা ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক বিচারে যে ব্যক্তিকে কোন অপরাধের জন্য একবার দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে অথবা মুক্তি দেওয়া হইয়াছে ঐ দোষ-সিদ্ধি বা মুক্তির আদেশ বলবৎ থাকা কালে কোন ন্যায় পঞ্চায়তই সেই ব্যক্তির বিচার করিবেন না।

টীকা— ৩) উপধারার ভিত্তি ফৌজদারী কার্যবিধির ৪০৩ ধারা ও ভারতীয় সংবিধানের ২০ ধারার উপরে। একই অপরাধে দুইবার সাজা হইতে পারে না। (১) উপধারার ভিত্তি দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ ধারার উপরে। একই বিষয়ে বিচার দুইবার হইতে পারে না। (২) উপধারার ভিত্তি দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারার উপরে। একই বিষয়ে বিচার দুই আদালতে এককালীন চলিতে পারে না। (১) উপ-ধারা ৯৫ ধারার সঙ্গে মিলাইয়া পড়িতে হইবে ও তাহার অধীন। অর্থাৎ, ৯৫ ধারায় বর্নিত বিষয়গুলির বিচার ন্যায় পঞ্চায়তে হইবার পরও

অন্য আদালতে অন্য মোকর্দমা প্রসঙ্গে হইতে পারে। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারে পার্থক্য বেশ লক্ষ্য হয়।

১০০। **পরিদর্শন**।—(১) যে জেলা-বিচারক, জেলা-শাসক এবং মহকুমা-শাসকের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে ন্যায় পঞ্চায়েত অবস্থিত সেই জেলা-বিচারক, জেলা-শাসক ও মহকুমা-শাসকের সকল সময়েই যে-কোন মামলার কার্যবাহ এবং ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক রক্ষিত মামলার নথিপত্র পরিদর্শনের ক্ষমতা থাকিবে।

(২) যে জেলা-বিচারক এবং মুন্সেফের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে ন্যায় পঞ্চায়েত অবস্থিত সেই জেলা-বিচারক ও মুন্সেফের সকল সময়েই যে-কোন মোকদ্দমার কার্যবাহ এবং ন্যায় পঞ্চায়েত কর্তৃক রক্ষিত মোকদ্দমার নথিপত্র পরিদর্শনের ক্ষমতা থাকিবে।

টীকা—দেওয়ানী মোকর্দমায় জেলাজজ ও মুন্সেফ ও ফৌজদারী মামলায় জেলা ও মহকুমা শাসক ন্যায়পঞ্চায়েতের নথীপত্র পরিদর্শন করিতে পারিবেন। ইহা মামুলী ব্যবস্থা মাত্র। পরির্দর্শনের বেশী সময় ঐসব কর্তৃপক্ষ পাইবেন না। ১৯৬০ অন্ধ্র ৩৭১ মোকর্দমায় হাইকোর্ট বলিয়াছেন যে পরিদর্শনে ভুল সংশোধন হইতে পারে। কিন্তু এইমত ঠিক হইলে ছানির (৭৭।৯৩ ধারা) অর্থ থাকে না। পরিদর্শনকালে বিচার সংক্রান্ত কাজে বিচারকের ভুল সংশোধন করা বিচারের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে। অন্যান্য আদালতে, পরিদর্শনে এভাবে ভুল সংশোধনের আইন বা ব্যবস্থা নাই।

১০১। **সাক্ষিগণের উপস্থিতি**।—(১) ১০৪ ধারার বিধান-সমূহ বজায় রাখিয়া, ন্যায় পঞ্চায়ত সমন জারি করিয়া যে-কোন ব্যক্তিকে, উপস্থিত হইবার জন্য এবং সাক্ষ্য দিবার জন্য অথবা কোন দস্তাবেজ হাজির করিবার বা হাজির করাইবার জন্য, ডাকিয়া পাঠাইতে পারিবেন ঃ

পরন্তু, দেওয়ানী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৯০৮ (৫ আইন, ১৯০৮) এর ১৩৩ ধারার (১) উপধারামতে যে ব্যক্তি বিচারালয়ে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিতির দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন—ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট তাঁহার ব্যক্তিগত উপস্থিতি আবশ্যক হইবে না।

(২) যদি ন্যায় পঞ্চায়ত মনে করেন যে, অযথা কালক্ষেপ অর্থব্যয় এবং অসুবিধা ব্যতীত কোন সাক্ষীকে উপস্থিত করান যাইবে না এবং মামলার অবস্থা বিবেচনায় তাহা অযৌক্তিক, তাহা হইলে ন্যায় পঞ্চায়ত ঐ সাক্ষীকে সমন দিতে অথবা তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্বে যে সমন জারি করা হইয়াছে তাহা বলবৎ করিতে অস্বীকার করিবেন।

(৩) কোন পক্ষ সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তের সীমার বাহিরে বসবাসকারী কোন ব্যক্তিকে সাক্ষিরূপে উল্লেখ করিলে উক্ত পক্ষ, ঐ ব্যক্তির বাসস্থান হইতে ন্যায় পঞ্চায়ত পর্যন্ত যাতায়াত এবং অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য এবং একদিনের উপস্থিতির জন্য ন্যায় পঞ্চায়ত যে খরচা পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করেন সেই খরচা ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট জমা না দিলে, ন্যায় পঞ্চায়ত ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দিবার জন্য আদেশ দিবেন না।

(৪) ন্যায় পঞ্চায়ত লিখিত আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে হাজির হইবার বা সাক্ষ্য দিবার অথবা কোন দস্তাবেজ উপস্থাপিত করিবার জন্য সমন দেওয়া সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি বৈধ কারণ ব্যতীত যদি ঐ সমন অমান্য করেন তাহা হইলে ন্যায় পঞ্চায়ত উক্ত অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত অপরাধে যে ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হন তাঁহাকে অনধিক পঁচিশ টাকা জরিমানা করিতে পারিবেন।

টীকা—ন্যায়পঞ্চায়তের এলাকার অধিবাসীদের সমন করিলে যাহা খরচ ইত্যাদি না লাগিতে পারে কিন্তু এলাকার বাহিরে সাক্ষী সমন করিলে ঐরূপ খরচ দিতে হইবে, অন্যথায় সাক্ষী সমন হইবেনা। স্ত্রীলোক

সাক্ষী সমন করা চলিবে না (১০৪ ধারা)। স্ত্রীলোক সাক্ষী স্বেচ্ছায় হাজির হইতে পারেন। যে সব সাক্ষীকে আনিতে গেলে খুব বেশী অসুবিধা, দেরী বা অর্থ ব্যয় হইবে তাহাদিগকে সমন করা চলিবে না। সমনে হাজির না হইলে সাক্ষীকে সাজা দেবার অধিকার ন্যায়পঞ্চায়তের আছে।

১০২। **পক্ষগণের উপস্থিতি**।—(১) ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক বিচার্য মামলার পক্ষগণ ঐ ন্যায় পঞ্চায়তের সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হইবেন:

পরন্তু, পঞ্চায়ত সঙ্গত মনে করিলে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার ব্যক্তিগত উপস্থিতির দায় হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবেন এবং তাঁহাকে নিযুক্তকের (এজেণ্টের) দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।—(১) এবং (২) উপধারায় "নিযুক্তক" বলিতে, কোন পক্ষের জন্য উপস্থিত হইবার এবং তাঁহাকে সমর্থন করিবার জন্য লিখিতভাবে প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(৩) উপধারা (১) বা উপধারা (২)-এ যাহাই থাকুক না কেন, যে ব্যক্তির নাম, ভারতীয় নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ (১৬ আইন, ১৯০৮) ৮০ক ধারামতে মহকুমা শাসক কর্তৃক প্রণীত এবং প্রকাশিত দালালদের তালিকাভুক্ত হইয়াছে, সেরূপ কোন ব্যক্তিই ন্যায় পঞ্চায়তের সম্মুখে কোন পক্ষের নিযুক্তক হিসাবে উপস্থিত হইতে পারিবেন না।

টীকা—ফৌজদারী মামলায় দরখাস্তকারীকে থাকিতেই হইবে, প্রতিনিধি দেওয়া চলিবেনা, কিন্তু আসামী ন্যায়পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া প্রতিনিধি দিতে পারেন। দেওয়ানী মোকর্দমায় উভয় পক্ষ প্রতিনিধি দিতে পারেন। উকীল "প্রতিনিধি" হইতে পারিবেন না। প্রতিনিধিকে লিখিতভাবে ক্ষমতাপন্ন করিতে হইবে তবে ন্যায়পঞ্চায়তের অনুমতির কোন প্রশ্ন নাই।

১০৩। **আইনব্যবসায়িগণ পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন না**।—আইনব্যবসায়ী আইন, ১৮৭৯ (১৮ আইন, ১৮৭৯) এ

যাহাই থাকুক না কেন, আইনব্যবসায়িগণ ন্যায় পঞ্চায়তের সম্মুখে ওকালতি করিতে পারিবেন না।

টীকা—উকীল ন্যায়পঞ্চায়তে ওকালতি করিতে পারিবেন না। উকীল অর্থে মোক্তার, রেভেনিউ এজেণ্টও বুঝাইবে। সাক্ষ্য আইন, দেওয়ানী বা ফৌজদারী কার্যবিধি ইত্যাদি (৯৬ ধারা) তুলিয়া দেওয়ার পরে ন্যায়-পঞ্চায়তে ওকালতির প্রশ্ন উঠে না।

১০৪। **নারীদের উপস্থিতি**।—কোন নারীকে ন্যায় পঞ্চায়তের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি অথবা সাক্ষী হিসাবে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা যাইবে না।

টীকা—স্ত্রীলোককে আসামী বা সাক্ষী হিসাবে সমন করা চলিবেনা। দেওয়ানী মোকর্দমায় বিবাদী হিসাবে স্ত্রীলোককে সমন করা যায়, কারণ তাহার প্রতিনিধি দেবার ক্ষমতা আছে (১০২ ধারা), এবং তাহার আসা বাধ্যতামূলক নয়।

১০৫। **কমিশন নিয়োগের ক্ষমতা**।—নিয়মাবলী বজায় রাখিয়া, ন্যায় পঞ্চায়ত নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসারে কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিবার জন্য কমিশন নিয়োগ করিতে পারিবেন।

টীকা—দূরের সাক্ষীকে, বা যে সাক্ষীকে সমনে আনার অসুবিধা আছে, তাহাকে কমিশন দ্বারা পরীক্ষা করানোর ক্ষমতা ন্যায়পঞ্চায়তের অন্যান্য আদালতের মত আছে। কিন্তু রাজ্য সরকার এসম্বন্ধে বিস্তৃত নিয়মাবলী প্রস্তুত না করা পর্যন্ত এই ধারার প্রয়োগ হইবে না।

১০৬। **একাধিক ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক বিচার্য মোকদ্দমার বিচার**।—কোন মোকদ্দমা একাধিক ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক গ্রহণ-যোগ্য হইলে বাদী ঐরূপ যে-কোন একটি ন্যায় পঞ্চায়তের নিকট মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন; ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক কোন মোকদ্দমা গ্রহণের ক্ষেত্রাধিকার সম্পর্কে কোন বিরোধ দেখা দিলে, এই আইনের বিধান না থাকিলে, যে মুন্সেফের ঐ মোকদ্দমা

বিচারের অধিকার থাকিত সেই মুন্সেফ ঐ বিরোধের মীমাংসা করিবেন এবং এ বিষয়ে মুন্সেফের মীমাংসাই চূড়ান্ত হইবে।

টীকা—৯৯(২) ধারার বাধা না হইলে, তখন এই ব্যবস্থা। অর্থাৎ মোকর্দমা রুজু হওয়ার সময়েই ক্ষেত্রাধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে কোন ন্যায়পঞ্চায়তের ক্ষেত্রাধিকার আছে মুন্সেফ তাহা ঠিক করিয়া দিবেন। কিন্তু যদি কোন ন্যায়পঞ্চায়তে মোকর্দমার বিচার আরম্ভ হইয়া গিয়া থাকে তখন ৯৯(২) ধারামতে বাধা থাকিবে এবং মুন্সেফও সেই বাধা মানিতে বাধ্য। এই যুক্তি 'এই আইনের বিধান না থাকিলে" কথাটির উপর নির্ভরশীল।

১০৭। **ফী আদায় এবং আজ্ঞপ্তি জারি করা।**—(১) এই আইনমতে ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক ধার্য সমস্ত ফী এবং ঋণপত্র বাবদ প্রাপ্য সমুদয় টাকা ও আজ্ঞপ্তির সমুদয় টাকা—এই আইনমতে ধার্য বকেয়া অভিকর বা কর যে রীতিতে আদায় করা হয়—সেই রীতিতে ন্যায় পঞ্চায়তের আদেশানুসারে আদায় করা যাইবে এবং উক্ত আদেশানুযায়ী আদায়ীকৃত যে-কোন টাকা যে ব্যক্তি উহা পাইবার অধিকারী, তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে।

(২) ন্যায় পঞ্চায়ত আজ্ঞপ্তি প্রদানের পর আজ্ঞপ্তির টাকা আদায় করিয়া দিতে অসমর্থ হইলে আজ্ঞপ্তিধারককে তাঁহার প্রাপ্য টাকার এবং মকদ্দমার খরচা বাবদ যেটাকা তাঁহার প্রাপ্য হইয়াছে সেই টাকার কথা উল্লেখ করিয়া ঐ মর্মে একটি প্রমাণপত্র দিবেন।

(৩) উপধারা (২)এ উল্লিখিত প্রমাণপত্র যাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে সেই আজ্ঞপ্তিধারক ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক প্রদত্ত আজ্ঞপ্তি জারির জন্য উক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করিয়া যে মুন্সেফের অধিকার-ক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে প্রতিবাদী কার্যতঃ বা স্বেচ্ছায় বসবাস করেন অথবা কারবার চালান কিংবা লাভজনক কার্যে স্বয়ং লিপ্ত থাকেন—সেই মুন্সেফের বিচারালয়ে দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(৪) যে মুন্সেফের বিচারালয়ে (৩) উপধারায় উল্লিখিত দরখাস্ত করা হইবে সেই বিচারালয় ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক প্রদত্ত আজ্ঞপ্তি

জারি করিবেন এবং উক্ত আজ্ঞপ্তি জারি করিতে বিচারালয় যেন নিজেরই প্রদত্ত আজ্ঞপ্তি জারি করিতেছেন সেই হিসাবে তাঁহার সমান ক্ষমতা থাকিবে এবং তিনি একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন।

(৫) ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে অথবা ৯৩ ধারার অনুবিধিমতে যে আদেশের দ্বারা এরূপ কোন আজ্ঞপ্তির সংপরিবর্তন করা হয় সেই আদেশের তারিখ হইতে ৩ বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর উক্ত আজ্ঞপ্তি জারির জন্য কোন দরখাস্ত করিলে—উহা তামাদি দোষে দুষ্ট এই যুক্তি প্রদর্শন না করা হইলেও—ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে:

পরন্তু, আজ্ঞপ্তিতে কোন নির্দিষ্ট দিনে কোন টাকা দিবার জন্য অথবা কোন অস্থাবর সম্পত্তি অর্পণের নিমিত্ত নির্দেশ থাকিলে উক্ত তারিখ হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে আজ্ঞপ্তি জারির দরখাস্ত করা চলিবে।

টীকা—ন্যায়পঞ্চায়ত ডিক্রীর টাকা আদায় না হইলে সার্টিফিকেট দিবেন, ঐ সার্টিফিকেট মুন্সেফ আদালতে দেখাইলে মুন্সেফ তাহা নিজের ডিক্রীবৎ মনে করিয়া জারীর ব্যবস্থা করিবেন। ডিক্রীজারীর মেয়াদ ৩ বৎসর। যদি কোন নির্দিষ্ট তারিখে দিতে হইবে, ডিক্রীতে এমন কথা থাকে, তবে মেয়াদ ঐ তারিখ হইতে ৩ বৎসর। ডিক্রী ৯৩ ধারায় সংশোধন হইলে মেয়াদ সংশোধনের তারিখ হইতে ৩ বৎসর।

১০৮। **নিবন্ধ-পুস্তক এবং লেখ্য।**—প্রত্যেক ন্যায় পঞ্চায়তকে নির্ধারিত নিবন্ধ-পুস্তক এবং নথিপত্র রক্ষা করিতে এবং নির্ধারিত রিটার্ণ দাখিল করিতে হইবে।

১০৯। **ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্যগণের পদত্যাগ।**—ন্যায় পঞ্চায়তের কোন সদস্য তাঁহার পদকালে, নির্ধারিত প্রাধিকারীকে লিখিতভাবে তাঁহার পদত্যাগের ইচ্ছা জানাইয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন এবং উক্ত নির্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক পদত্যাগপত্র

গৃহীত হইলে, ঐ সদস্য তাঁহার পদ রিক্ত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১১০। **নৈমিত্তিক রিক্তি পূরণ**।—ন্যায় পঞ্চায়তের কোন সদস্যের পদ তাঁহার পদত্যাগহেতু বা অন্য কারণে রিক্ত হইলে অঞ্চল পঞ্চায়ত উক্ত পদে নূতন সদস্য নির্বাচন করিবেন। উক্ত সদস্য যাঁহার স্থলে নির্বাচিত হইবেন তিনি উক্তপদ রিক্ত না হইলে যতদিনের জন্য ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিতেন—নূতন সদস্যও ততদিনের জন্য ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন ঃ

পরন্তু ন্যায় পঞ্চায়ত কর্তৃক কোন কার্যসম্পাদনকালে ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্য-সংখ্যা নির্ধারিত সংখ্যার কম ছিল মাত্র এই কারণে ন্যায় পঞ্চায়তের ঐ কার্য অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

১১১। **ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্যদের অপসারণ**।—(১) রাজ্য-সরকার যে-কোন সময় লিখিত আদেশ দ্বারা এবং উক্ত আদেশে উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত কারণের উল্লেখ করিয়া ন্যায় পঞ্চায়তের কোন সদস্যকে অপসারিত করিতে পারিবেন।

(২) কোন সদস্যকে (১) উপধারামতে অপসারণের পূর্বে, রাজ্যসরকার নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুযায়ী, উক্ত সদস্যকে তাঁহার বক্তব্য বলিবার সুযোগ দিবেন।

টীকা—১১৬ ধারা দ্রষ্টব্য।

ভাগ ৩

অধ্যায় ১২

বিবিধ

১১২। **জেলা-শাসক এবং অন্যান্য আধিকারিককে সাহায্য।** জেলা-শাসক, মহকুমা-শাসক অথবা রাজ্যসরকার কর্তৃক এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত অন্য যে-কোন আধিকারিক—কোন অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তকে উহার অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার মধ্যে কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করিবার জন্য বলিতে পারিবেন এবং তৎপর ঐ পঞ্চায়তের পক্ষে সাধ্যমত ঐরূপ সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য হইবে।

টীকা—ন্যায়পঞ্চায়তকে কিছু বলা চলিবে না। বিচারের স্বাধীনতা মানিতে হইবে।

১১৩। **অবহেলাজনিত ক্ষতির দরুণ সদস্য, প্রধান প্রভৃতির দায়িতা।**—অঞ্চল পঞ্চায়ত অথবা গ্রাম পঞ্চায়তের প্রত্যেক সদস্য, মায় প্রধান, উপ-প্রধান, অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ সংযুক্তভাবে এবং পৃথগভাবে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়তে ন্যস্ত বা উঁহার অধিকারভুক্ত কোন অর্থ বা সম্পত্তির ক্ষতি, অপব্যয় বা অপপ্রয়োগের জন্য দায়ী হইবেন—যদি উক্ত ক্ষতি, অপব্যয় অথবা অপপ্রয়োগ, যখন তিনি পঞ্চায়তের প্রধান, উপ-প্রধান, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ অথবা সদস্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার অবহেলা বা দুশ্চারিত্রের জন্য ঘটিয়া থাকে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়ত পূর্বে মহাকুমাশাসকের অনুমোদন লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা বা বিশ্বাসভঙ্গের মামলা রুজু করিতে পারিবেন ঃ

পরন্তু, যদি মহকুমা-শাসক এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা বা মামলা রুজু করা মঞ্জুর করেন বা ঐরূপ মামলা রুজু করার পক্ষে

মঞ্জুরি দিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্য বা পঞ্চায়েত, ঐ আদেশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, জেলা-শাসকের নিকট উক্ত মঞ্জুরি বা স্থলবিশেষে, অস্বীকৃতির বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং এই বিষয়ে জেলা-শাসকের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে ;

অপিচ, জেলাশাসক অথবা মহকুমা-শাসক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতকে এই ধারামতে মোকদ্দমা বা মামলা রুজু করিতে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

টীকা—একাকী বা যৌথভাবে, কোন ব্যক্তিবিশেষ সদস্যের বিরুদ্ধে, অঞ্চল বা গ্রামপঞ্চায়েত, মহকুমা শাসকের মঞ্জুরী লইয়া, ক্ষতি, অপব্যয় বা পঞ্চায়েতের সম্পত্তি অপপ্রয়োগের জন্য, ক্ষতিপূরণ বা বিশ্বাসভঙ্গের মামলা আনিতে পারেন। মহকুমা শাসকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উভয়পক্ষই (প্রয়োজন মত) জেলাশাসকের কাছে আপীল করিতে পারিবেন। আবার মহকুমা বা জেলাশাসক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও এরূপ মামলা আনার নির্দেশ দিতে পারেন। মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে নথীতে থাকা চাই যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সম্মুখে সকল বিষয় বলা হইয়াছিল অর্থাৎ বিচার করিয়াই মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে। অন্যথায় (52CWN325) ঐ মঞ্জুরী আইনে টিকিবে না। এ বিষয়ে মোকর্দমাকারীর বিশেষ সজাগ থাকা আবশ্যক। ১১৫(১) ধারাও দ্রষ্টব্য। অযথা হায়রানি চলিবে না।

১১৪। **অঞ্চল পঞ্চায়ত প্রভৃতির সদস্যগণ সরকারী কর্মচারী হইবেন।**—অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তের প্রত্যেক সদস্য, মায় প্রধান উপপ্রধান, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অথবা প্রধান বিচারকসহ ন্যায় পঞ্চায়তের প্রত্যেক সদস্য অথবা এই আইনমতে গঠিত কোন সংযুক্ত সমিতির প্রত্যেক সদস্য এবং কোন পঞ্চায়ত ও ন্যায় পঞ্চায়তের প্রত্যেক কর্মচারী—ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ২১ ধারার অর্থ অনুসারে সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

টীকা—অঞ্চল গ্রাম ও ন্যায়পঞ্চায়তের সদস্যগণ সকলেই সরকারী কর্মচারী, ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১ ধারামতে। অর্থাৎ তাঁহাদের কাজের মধ্যে কেহ

তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অপরাধ করিলে অপেক্ষাকৃত কঠোর সাজা পাইবে এবং তাঁহারাও ঐ অবস্থায় কোন অপরাধ করিলে অপেক্ষাকৃত কঠোর সাজা পাইবেন। অপেক্ষাকৃত অর্থে অন্যান্য জনসাধারণের তুলনায়। যেহেতু ন্যায়পঞ্চায়ত সদস্য ১১১ ধারামতে সরকার কর্তৃক বরখাস্ত হইতে পারেন অতএব তাঁহার পূর্বোক্ত ঐরূপ অপরাধের বিচার সরকারী মঞ্জুরী ছাড়া হইবে না (ভারতীয় ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৯৭ ধারা)।

১১৫। **দণ্ড-নিষ্কৃতি**।—(১) ১১৩ ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, এই আইনমতে অথবা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীমতে কৃত বা করিবার জন্য অভিপ্রেত কোন কার্য সম্পর্কে অথবা এই আইনমতে বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়ম বা প্রদত্ত কোন আদেশমতে কর্তব্য পালনে কোন আরোপিত অবহেলা বা ক্রুটি সম্পর্কে কোন অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যের ন্যায় প্রধান, উপ-প্রধান, অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ অথবা কোন ন্যায় পঞ্চায়ত বা এই আইন-মতে সংযুক্ত সমিতির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা বা অন্যান্য বৈধ কার্যবাহ আনয়ন করা চলিবে না, যদি সরল বিশ্বাসবশে ঐ কার্য করা হইয়া থাকে অথবা উক্ত অবহেলা বা ক্রুটি ঘটিয়া থাকে।

(২) গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত, বা ন্যায় পঞ্চায়তের বিরুদ্ধে অথবা উঁহার কোনও সদস্য বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে অথবা উঁহার নির্দেশে কার্যরত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইন অনুসারে কৃত কোন কার্যের জন্য কোন মোকদ্দমা বা অন্যপ্রকার বৈধ কার্যবাহ আনয়ন করা যাইবে না, যে পর্যন্ত না উক্ত গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত বা ন্যায় পঞ্চায়তের অফিসে মামলার কারণ এবং যে ব্যক্তি মামলা আনয়ন করিতে চাহেন তাঁহার নাম এবং বাসস্থানের বিবরণ সম্বলিত একটি লিখিত নোটিস অর্পণ করার বা রাখিয়া আসিবার পর, এবং (উক্ত গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত বা ন্যায় পঞ্চায়তের কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বা উঁহার নির্দেশে কার্যরত

কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনয়ন করা অভিপ্রেত হইলে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনয়ন করা অভিপ্রেত সেই ব্যক্তির বাসস্থানে উক্ত প্রকার একটি লিখিত নোটিস রাখিয়া আসিবার পর এক মাস উত্তীর্ণ হয়; এবং নোটিস দেওয়া হইয়াছে বলিয়া প্রমাণিত না হইলে, বিচারালয় প্রতিবাদীর পক্ষে রায় দিবেন।

(৩) উপধারা (২) এ উল্লিখিত প্রত্যেক মামলা, মামলার কারণ ঘটিবার ৩ মাসের মধ্যে আরম্ভ করিতে হইবে—পরে নহে।

(৪) যাঁহার উপর (২) উপধারা অনুসারে নোটিস জারি হইয়াছে এরূপ কোন গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত, ন্যায় পঞ্চায়ত অথবা কোন ব্যক্তি যদি মোকদ্দমা আনয়নের পূর্বে সেরূপ বাদীকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেন তাহা হইলে বাদী আর ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।

টীকা—ইউনিয়নবোর্ড আমলেও এরূপ রক্ষাকবচ ছিল। মিউনিসিপ্যালিটিতেও আছে। পল্লীস্বায়ত্তশাসন আইনের ৬৩।৬৪ ধারা ও মিউঃ আইনের ৩৬৩ ধারা দ্রষ্টব্য। "সরল বিশ্বাস" আছে কিনা, ইহাই বিচার্য। থাকিলে কোন মোকদ্দমা টিকিবে না। সরকারী কর্মচারী হিসাবে ইঁহাদের কাজে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন নাই, সুতরাং সরল বিশ্বাসে কাজে ভুলচুকের জন্যও যদি কাহারও কোন ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার জন্য ইঁহারা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নন। যথারীতি ১ মাসের নোটিশ দিয়া মোট ৩ মাসের মধ্যে মোকদ্দমা আনিতে হইবে। নোটিশ প্রমাণ না হইলে মোকদ্দমা টিকিবে না। নোটিশ পাইয়া ক্ষতিপূরণ দিলে মোকদ্দমা আনা যাইবে না বা ক্ষতিপূরণ আর পাওয়া যাইবে না। বাদীকে দেখাইতে হইবে যে "সরল বিশ্বাস" ছিল না, নচেৎ মোকদ্দমা চলিবে না। তৎপর বিবাদী দেখাইতে পারিবেন যে "সরল বিশ্বাস" ছিল। ক্ষতিপূরণ ব্যতীত অন্য কোন মোকদ্দমা এই ধারায় পড়ে না। অর্থাৎ, অন্য মোকদ্দমায় এ রক্ষাকবচ অচল।

১১৬। **কার্যবাহ সিদ্ধকরণ**।—কোন গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত ন্যায় পঞ্চায়ত বা সংযুক্ত সমিতির অথবা ঐরূপ কোন পঞ্চায়ত বা সমিতির প্রধান, উপ-প্রধান, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা সদস্য

হিসাবে কার্যরত কোন ব্যক্তির কোন কার্যই, উক্ত পঞ্চায়ত বা সমিতির গঠনে কোন ত্রুটি আছে মাত্র এই কারণে অথবা উক্ত পঞ্চায়ত বা সমিতির প্রধান, উপ-প্রধান, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা কোন সদস্যের, অযোগ্যতার দরুন বা তাঁহার নির্বাচনে কোনরূপ অনিয়মিততার বা অবৈধতার দরুন, ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইবার বা অধিষ্ঠিত থাকিবার হক ছিল না এই কারণে অথবা ঐরূপ কার্য— উক্ত পঞ্চায়ত বা সমিতির প্রধান, উপ-প্রধান, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ বা সদস্যের পদ রিক্ত থাকাকালে করা হইয়াছে এই কারণে অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

টীকা :—১১০ ধারা দ্রষ্টব্য। এই ধারায় ত্রুটি বিচ্যুতির সিদ্ধকরণ আরও সম্প্রসারিত হইয়াছে। কারণ, তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ এই সব ত্রুটি বিচ্যুতির সহিত জড়িত এবং বিনাদোষে তৃতীয় পক্ষের ভূতাপেক্ষ (retrospecive) স্বার্থহানি করা যায় না। সেজন্য এসব ত্রুটি বিচ্যুতি, যাহা পূর্বেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল এবং করা হয় নাই, সেগুলি উল্লিখিত কর্তৃপক্ষের কাজকে অসিদ্ধ করিতে পারিবে না।

১১৭। **নির্বাচনী বিবাদ**।—(১) কোন ব্যক্তি কোন গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ বা সদস্য হিসাবে অথবা অঞ্চল পঞ্চায়তেব প্রধান, উপ-প্রধান বা সদস্য হিসাবে কিংবা ন্যায় পঞ্চায়তের প্রধান বিচারক বা সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইলে— ঐসকল নির্বাচনের বিরুদ্ধে কোন বিচারালয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না :

পরন্তু, ঐ নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়া নির্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং নির্ধারিত রীতিতে দরখাস্ত পেশ করিতে পারা যাইবে।

(২) ঐরূপ দরখাস্তের শুনানী, ঐ শুনানীর সময় যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হইবে তাহা এবং দরখাস্তের নিষ্পত্তি নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুযায়ী হইবে।

(৩) কোন আদালতই—

(/০) (ক) গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন সদস্যের নির্বাচন স্থগিত রাখিবার জন্য, বা

(খ) ন্যায় পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান, উপ-প্রধান, বিচারক বা প্রধান বিচারকের নির্বাচন স্থগিত রাখিবার জন্য ; অথবা

. (৵০) এই আইনমতে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত কোন ব্যক্তির, তিনি যে গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত বা স্থলবিশেষে ন্যায় পঞ্চায়তের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান. উপ-প্রধান, বিচারক, বা সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন তাহার কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করিবার জন্য ; অথবা

(৶০) এই আইনমতে যে সমস্ত সদস্য কোন গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত বা স্থলবিশেষে, কোন ন্যায় পঞ্চায়তে যথাবিধি নির্বাচিত বা নিযুক্ত হইয়াছেন সেই সমস্ত সদস্যের পক্ষে কর্তব্যভার গ্রহণ নিষিদ্ধ করিবার জন্য—

কোন আসেধাজ্ঞা (ইনজংশন) প্রদান করিবেন না।

টীকা ঃ—নির্বাচনের মামলা দেওয়ানী আদালতে বা হাইকোর্টেও হইবে না। ৩০ নিয়মানুযায়ী মহকুমা শাসকের নিকট হইবে। কোন দেওয়ানী আদালত বা হাইকোর্ট "ইনজংশন" দ্বারা কোন নির্বাচিত সদস্যের কার্য্যভার গ্রহণ, বা কার্য্যরত অবস্থা, নিষিদ্ধ করিতে বা ঐ প্রকার নির্বাচন স্থগিত রাখিতে পারিবেন না। তবে হাইকোর্টের ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপের ক্ষমতা সব সময়েই আছে। সংবিধান সকল আইনের উর্দ্ধে। তদনুযায়ী বিভিন্ন হাইকোর্ট ভোটার তালিকার বৈধতা. মনোনয়ন, প্রার্থীর যোগ্যতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে রায় দিয়াছেন।

অন্তবর্তিকালীন বিধানসমূহ

১১৮। **মামলা ও মোকদ্দমা সম্পর্কে অন্তবর্তিকালীন বিধানসমূহ**।—৪ ধারামতে বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন আইন,

১৯১৯, (৫আইন, ১৯১৯) বা বিহার পঞ্চায়তরাজ আইন, ১৯৪৭ (৭ আইন, ১৯৪৮) কোন স্থানিক সীমার মধ্যে নিরসিত হইলে পর, যদি উক্ত যে-কোন আইনমতে গঠিত কোন বিচারপীঠ (বেঞ্চ) ,বা বিচারালয় বা গ্রামকাছারির বিচারাধীন কোন মামলা বা মোকদ্দমা, ঐরূপ বিচারপীঠ (বেঞ্চ), বিচারালয় বা গ্রামকাছারির কোন ক্ষেত্রাধিকার আর না থাকার দরুন সেখানে না চালান যায় তবে ঐরূপ নিরসনের পর ঐ মামলা বা মোকদ্দমা যে নিম্নতম দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিচারালয়ের উহা বিচার করিবার ক্ষমতা আছে সেই নিম্নতম দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিচারালয়ের নিকট হস্তান্তরিত হইবে।

অসুবিধা দূরীকরণ

১১৯। **অসুবিধা দূরীকরণ** ঃ—যদি কোন স্থানীয় অঞ্চলে, কোন অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তের সংস্থাপন গঠন বা কার্যকালে, এই আইনের কোন বিধানের ব্যাখ্যায় বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়মের ব্যাখ্যায় বা ঐরূপ ব্যাখ্যা হইতে উদ্ভূত বা ঐরূপ ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কোন বিষয়ে বা এই আইনে যে সম্পর্কে কোন বিধান নাই এমন কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন বিবাদ বা অসুবিধা উপস্থিত হয় তবে, বাজ্য-সরকার, আদেশ দ্বারা, তাহার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন এবং উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে যে বিষয় বা কার্য সম্পাদন করা প্রয়োজন বোধ করিবেন তাহার সম্পাদন অনুমোদিত করিতে পারিবেন, এবং এ বিষয়ে রাজ্যসরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

টীকা :—এই ধারাটি কল্পতরু বিশেষ। সরকারের যখন যা আবশ্যক হইবে এখানে পাইবেন। "এই আইনে যে সম্পর্কে কোন বিধান নাই এমন কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন বিবাদ বা অসুবিধা" স্থলে সরকার "আদেশ দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।" অর্থাৎ সরকার আইন সভার সম্পূর্ণ স্বাধীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হইবেন। এ প্রকার আইন পঞ্চায়ত সৃষ্টির

প্রথমে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু চিরস্থায়ী ভাবে ইহাকে সমর্থন করা যায় না।

আদৌ সমর্থন করা যায় কিনা সেবিষয়েও সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ আছে। কাথনী রাওয়াট বনাম সৌরাষ্ট্র রাজ্য, হরিশঙ্কর বাগলা বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এবং আরও কয়েকটি মামলায় সুপ্রীমকোর্ট যে রায় দিয়াছেন তাহাতে এই সন্দেহ দৃঢ়মূল হয়।পূর্বোক্ত প্রকরণের পরিধি অতি বিস্তীর্ণ, কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের মতে প্রত্যভিযুক্ত আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা বা ক্ষেত্র খুবই সংকীর্ণ।

তুলনামুলক আলোচনার জন্য ন্যায় পঞ্চায়ত নির্বাচন নিয়মাবলীর ১৭ নিয়মের টীকা দ্রষ্টব্য। কোন্ মাপকাঠিতে সরকার আদেশ দিবেন তাহার সংজ্ঞা না থাকায় ১১৯ ধারার সংশ্লিষ্ট প্রকরণটি বিসম্বিত হইতে পারে।

এই ধারায় আমলাতন্ত্রেব বিশেষ সুবিধা হইবে, তবে আশা করা যায় ইহার অপব্যবহার হইবে না। আইন সভার এ বিষয়ে সজাগ থাকা কর্তব্য। সরকারের ও এই আদেশগুলি আইন সভায় উপস্থাপিত করা কর্তব্য।

অধ্যায় ১৩

নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা

১২০। **নিয়মাবলী**:—(ক) এই আইনের উদ্দেশ্যসমূহ কার্যে পরিণত করিবার জন্য রাজ্যসরকার, পূর্বে প্রকাশিত করিয়া, নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষভাবে এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার ব্যাপকতার হানি না করিয়া ঐরূপ নিয়মাবলীতে নিম্নোক্ত সকল বা যে-কোন বিষয়ের জন্য ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে, যথা:—

(ক) এই আইন দ্বারা ব্যক্তভাবে বা বিবক্ষিতভাবে রাজ্য-সরকারকে যে বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

(খ) এই আইন দ্বারা রাজ্যসরকারের অধীনে যে-কোন প্রাধিকার সংস্থাপন এবং রাজ্যসরকারকে প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালন এবং রাজ্যসরকারের উপর আরোপিত কর্তব্য সম্পাদন;

(গ) অঞ্চল পঞ্চায়ত এবং গ্রাম পঞ্চায়তসমূহের সংস্থাপন ;

(ঘ) অঞ্চল পঞ্চায়ত, গ্রাম পঞ্চায়ত এবং ন্যায় পঞ্চায়তকে যেসকল নথিপত্র ও নিবন্ধপুস্তক রাখিতে হইবে ;

(ঙ) ৮ ধারার (৪) উপধারায় উল্লিখিত গ্রামসভার অধিবেশন অনুষ্ঠানের সময়, ঐরূপ অধিবেশনসমূহের এবং অঞ্চল পঞ্চায়ত ও গ্রাম পঞ্চায়তের অধিবেশনসমূহের সময় ও স্থল প্রজ্ঞাপিত করিবার রীতি, অধিবেশনে কার্য পরিচালনের রীতি, অধিবেশন মূলতুবি রাখার এবং অধিবেশনের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করার রীতি ;

(চ) অঞ্চল পঞ্চায়ত, গ্রাম পঞ্চায়ত এবং ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচনের সময় ও রীতি ; গ্রাম পঞ্চায়তের নির্বাচনে নির্বাচনপ্রার্থিগণকে যে টাকা আমানত রাখিতে হইবে তাহা, যে সর্তে ঐরূপ আমানতী টাকা বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে তাহা এবং নির্বাচনী বিবাদের নিষ্পত্তি ;

(ছ) অঞ্চল পঞ্চায়ত এবং গ্রাম পঞ্চায়তের কর্মিবর্গ সংগ্রহের রীতি এবং তাঁহাদের পদচ্যুতি, কার্যমুক্তি, অপসারণ, বার্ধক-বয়স সম্পর্কিত রীতি এবং আপীল করিবার অধিকার ;

(জ) অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান এবং উপ প্রধানের অপসারণের উদ্দেশ্যে অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের রীতি ;

(ঝ) যে রীতিতে এবং যেসকল সর্তাধীনে অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তকে রাজ্যসরকার বা জেলা পর্ষদের নিযুক্তকরূপে (এজেণ্টরূপে) কার্য করিতে হইবে ;

(ঞ) একটি সংযুক্ত সমিতি নিযুক্ত করিবার জন্য দুই বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়ত যে রীতিতে একত্র মিলিত হইতে পারিবেন ;

(ট) এই আইনমতে যেসকল নিদর্শ ব্যবহার করিতে হইবে ;

অনুসূচী ১

নিরসিত বা সংশোধিত আইনসমূহ

(৪ ধারা)

সাল।	সংক্ষিপ্ত নাম।	নিরসন বা সংশোধনের ব্যাপ্তি।
১		৪
১৮৭০	গ্রাম চৌকিদারী আইন, ১৮৭০	প্রস্তাবনা এবং ১ ধারা, ৪৮ ধারা হইতে ৬১ ধারা (দ্বিতীয় ভাগ) ৬৬, ৬৭ ও ৬৯ ধারা এবং গ ও ঘ অনুসূচী ব্যতীত সম্পূর্ণ আইনটি নিরসিত হইবে।
১৮৭১	বঙ্গীয় গ্রাম্য চৌকিদারী আইন, ১৮৭১।	আইনটি পুরাপুরি নিরসিত হইবে।
১৮৮৫	বঙ্গীয় খেয়াঘাট আইন, ১৮৮৫।	৩৫ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারাটি বসাইতে হইবে যথা :— "৩৫। কোন অঞ্চল বা অঞ্চলের অংশ, যেখানে জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন খেয়াঘাট অবস্থিত সেই অঞ্চল বা উহার অংশ যে স্থানীয় প্রাধিকারীর ক্ষেত্রাধিকারের অধীনে উক্ত খেয়াঘাট সেই স্থানীয় প্রাধিকারী কর্তৃক পরিচালিত হইবে এই মর্মে রাজ্যসরকারের পক্ষে আদেশ প্রদান করা বিধিসম্মত হইবে, এবং উক্ত স্থানীয় প্রাধিকারীর ৭, ১৭ এবং ৩২ ধারায় বিনির্দিষ্ট ক্ষমতা ব্যতীত এই আইনমতে জেলা শাসকের উপর যে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত আছে, সেই সকল ক্ষমতা থাকিবে, এবং ইহার পর তদনুসারে খেয়াঘাট-গুলি পরিচালিত হইবে। রাজ্যসরকার সময় সময় এই ধারামতে প্রদত্ত কোন আদেশ পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবেন।"
১৮৮৫	বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইন, ১৮৮৫।	১। ৫ ধারায় "স্থানীয় প্রাধিকারী"র সংজ্ঞার পরিবর্তে নিম্নলিখিত সংজ্ঞাটি বসাইতে হইবে, যথা :—'স্থানীয় প্রাধিকারী' বলিতে এই আইনমতে গঠিত কোন জেলা-পরিষদ্, স্থানীয় পরিষদ্ বা সংযুক্ত সমিতি, অথবা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ মতে গঠিত কোন অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়ত বুঝাইবে।"

সাল।	নং	সংক্ষিপ্ত নাম।	নিরসন বা সংশোধনের ব্যাপ্তি.
১	২	৩	

২। ৭ক ধারার (১) উপধারার (৵) প্রকরণে "অথবা চৌকিদারী কর হিসাবে, বা" এই শব্দগুলির পর "পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭" মতে অভিকর বা কর হিসাবে অথবা" এই শব্দগুলি বসিবে।

৩। ১৮ এবং ১৮ক ধারায় "স্থানীয় পর্ষদ্ বা ইউনিয়ন সমিতি" এই শব্দগুলির পরিবর্তে "অথবা স্থানীয় পর্ষদ্" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে।

৪। ৩৬ ধারা এবং ১ম ভাগের সমগ্র ২য় অধ্যায়টি (৩৭ ধারা হইতে ৪৪ ধারা) নিরসিত হইবে।

৫। ৫৩ ধারার পঞ্চম প্রকরণের (ঘ) উপ-প্রকরণের পরিবর্তে নিম্নলিখিত উপ-প্রকরণটি বসাইতে হইতে, যথা :--

"(ঘ) জেলা-পর্ষদ কর্তৃক কোন স্থানীয় পর্ষদ্‌কে অথবা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ মতে গঠিত কোন অঞ্চল পঞ্চায়তকে প্রদত্ত কোন অর্থ।"

৬। ২য় ভাগের সমগ্র ৩য় অধ্যায়টি (৫৬ ধারা হইতে ৫৮ ধারা) নিরসিত হইবে।

৭। ৭৩ ধারা হইতে নিম্নলিখিত শব্দ ও সংখ্যাগুলি বাদ দিতে হইবে ; যথা :—
"কিন্তু তাহার ৩য় ভাগের ৩য় অধ্যায়ে বিধান-সমূহ বজায় রাখিয়া।"

৮। ৮৯ ধারার আরম্ভে নিম্নলিখিত শব্দগুলি বসাইতে হইবে, যথা :--
"পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭-এর বিধানসমূহ বজায় রাখিয়া।"

৯। ৩য় ভাগের সমগ্র ৩য় অধ্যায়টি (১০৪ ধারা হইতে ১১৯ ধারা) নিরসিত হইবে।

১০। ১৩০ ধারা হইতে নিম্নলিখিতরূপ বিষয়-বস্তুসমূহ বাদ দিতে হইবে, যথা :—

(/০) প্রথম অনুচ্ছেদের নিম্নলিখিত বিষয়টি :—

সাল।	নং	সংক্ষিপ্ত নাম	নিরসন বা সংশোধনের ব্যাপ্তি।
১			৪

"১১৯ ধারামতে প্রদত্ত আদেশ দ্বারা এই ধারার উদ্দেশ্যে কোন ইউনিয়ন সমিতি জেলাপর্ষদ্ বা স্থানীয় পর্ষদের অধীন বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকিলে সেই ইউনিয়ন সমিতি সম্পর্কে উক্ত জেলা বা স্থানীয় পর্ষদ্ কর্তৃক ;" এবং

(৵৪) "সমগ্র দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অনুচ্ছেদ, যথা :—"কোন স্থানীয় পর্ষদ্ যখন এই ধারামতে কোন আদেশ প্রদান করেন তখন অবিলম্বে উক্ত পর্ষদ্, জেলা পর্ষদের নিকট ঐ আদেশ প্রদানের হেতুর বিবরণ এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমিতি কোন ব্যাখ্যা প্রদানে ইচ্ছুক হইলে সেই ব্যাখ্যাসমেত উক্ত আদেশের একটি প্রতিলিপি পেশ করিবেন।

তৎপর জেলা-পর্ষদ্ ঐ আদেশ বহাল রাখিতে, সংপরিবর্তন করিতে অথবা প্রত্যাহরণ করিতে পারিবেন," এবং

(৩) উপান্ত্য অনুচ্ছেদের. "বা ইউনিয়ন সমিতি" এই শব্দগুলি

১১। ১৩১ ধারায় দুইটি স্থানে উল্লিখিত "বা ইউনিয়ন সমিতি" এই শব্দগুলি ঐ ধারা হইতে বাদ দিতে হইবে।

১২। ১৩২ ধারা হইতে নিম্নলিখিত শব্দগুলি বাদ দিতে হইবে, যথা :—

(/০) প্রথম অনুচ্ছেদের চারি স্থানে উল্লিখিত "বা ইউনিয়ন সমিতি", এই শব্দগুলি,

(৵০) দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে "বা সমিতি" এই শব্দগুলি।

১৩। ১১৩ধারা নিরসিত হইবে।

১৪। ১৩৮ ধারা হইতে—

(১) নিম্নলিখিত শব্দগুলি বাদ দিতে হইবে যথা :—

(/০) প্রথম অনুচ্ছেদে "অথবা ইউনিয়ন সমিতি"

সাল।	নং	সংক্ষিপ্ত নাম।	নিরসন বা সংশোধনের ব্যাপ্তি।
১	২		৪
			(৵০) (থ) এবং (থ১) প্রকরণ; (৶০) শেষ অনুচ্ছেদটি পুরাপুরি (২) (ন) প্রকরণে "জেলা-পর্ষদ, স্থানীয় পর্ষদ এবং ইউনিয়ন সমিতিসমূহ" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে। ১৫। ১৪২ ধারায় "স্থানীয় পর্ষদ বা ইউনিয়ন সমিতি" এই শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা-পর্ষদ বা স্থানীয় পর্ষদ" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে। ১৬। ১৪৪ ধারায়' "স্থানীয় প্রাধিকারী" এই শব্দগুলি যেথানেই থাকিবে সেইখানেই তৎপরিবর্তে 'জেলা পর্ষদ বা স্থানীয় পর্ষদ" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে। ১৭। ১৪৫ ধারায়, "প্রত্যেক স্থানীয় প্রাধিকারী" এইশব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা-পর্ষদ" এই শব্দগুলি এবং "যথাক্রমে জেলা বা ইউনিয়ন তহবিল" এই শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা তহবিল" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে। ১৮। ১৪৬ ধারায় প্রথম অনুচ্ছেদে "অথবা ইউনিয়ন সমিতি" এই শব্দগুলি এবং দুই স্থানে উল্লিখিত "অথবা সমিতি" এই শব্দগুলি নিরসিত হইবে এবং "জেলা পর্ষদ" এই শব্দগুলি পরে "অথবা" এই শব্দটি বসিবে।
১৯১৯	৫	বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন আইন, ১৯১৯।	পুরাপুরি নিরসিত হইবে।
১৯৩০		বঙ্গদেশের (গ্রাম্য) প্রার্থমিক শিক্ষা-বিষয়ক ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের আইন।	১। ২ ধারায়.— (১) (১) প্রকরণের পূর্বে নিম্নলিখিত প্রকরণটি সন্নিবেশিত হইবে, যথা :— (ক১) "অঞ্চল পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ (পঃ বঃ ১ আইন, ১৯৫৭) মতে গঠিত অঞ্চল পঞ্চায়ত বুঝাইবে ;' ; (২) (৯) প্রকরণের পর নিম্নলিখিত প্রকরণটি সন্নিবেশিত হইবে, যথা :— '(৯ক) "গ্রাম পঞ্চায়ত' বলিতে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ মতে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়ত বুঝাইবে ; (৩) (১৬) প্রকরণে, "বা পঞ্চায়তের" এই শব্দগুলির পরিবর্তে, "কোন পঞ্চায়ত গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে। ২। ৬ ধারার (ছ) প্রকরণে, "ও পঞ্চায়তগুলির" এই শব্দগুলির পরিবর্তে "পঞ্চায়ত ও অঞ্চল পঞ্চায়তগুলির" এই শব্দগুলী বসাইতে হইবে।

সাল।	নং	সংক্ষিপ্ত নাম।	নিরসন বা সংশোধনের ব্যাপ্তি।
১	২	৩	৪

৩। ৭ ধারার যে দুই জায়গায় "ও পঞ্চায়তগুলির" এই শব্দগুলি আছে সেই দুই জায়গায় ঐ শব্দগুলির পরিবর্তে, "পঞ্চায়ত ও অঞ্চল পঞ্চায়তগুলির" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে।

৪। ২৩ ধারায়,—

(১) (১) উপধারায়—

(/) (গ) প্রকরণে, "বা পঞ্চায়তের" এই শব্দগুলিব পরিবর্তে ",পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তের" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে।

(৵) (চ) প্রকরণে, "এবং পঞ্চায়তগণের" এই শব্দগুলির পরিবর্তে "পঞ্চায়ত, গ্রাম পঞ্চায়ত ও অঞ্চল পঞ্চায়তগণের" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে;

(২) (২) উপধারায়, "বা পঞ্চায়তের" এই শব্দগুলির পরিবর্তে "পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তের" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে।

৫। ৩৪ ধারার পরিবর্তে নিম্নলিখিত ধারাটি বসাইতে হইবে:—

৩৪। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কর।—(১) জেলাশাসক বা তাঁহার অধীন কোন কর্মচারী সময়ে সময়ে গ্রাম্য চৌকিদারী আইন, ১৮৭০; ৬ আইন, ১৮৭০ এর ১৬ ধারা অনুসারে প্রস্তুত কর-নির্ধারণের তালিকা পরীক্ষা করিবেন এবং বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন আইন, ১৯১৯ বঃ ৫ আইন. ১৯১৯এর ৩৮ ধারানুসারে ও পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ পঃ বঃ ১ আইন, ১৯৫৭ এর ৫৭ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুসারে নির্ধারিত করের বিষয় বিবেচনা করিবেন, এবং যেরূপ তদন্ত তিনি আবশ্যক মনে করেন তাহা করিয়া যাহাদের উপর চৌকিদারী বা ইউনিয়ন অভিকর (রেট) বা স্থলবিশেষে পঞ্চায়ত-কর ধার্য করা হইয়াছে এবং যাহাদের ব্যাপার, কারবার, পেশা, চাকরি, বৃত্তি বা উপজীবিকা ঘটিত অবস্থা বিবেচনা করিয়াই সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে ঐ কর ধার্য করা হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন তাঁহাদের সকলের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(২) জেলাশাসক এই সকল ব্যক্তির প্রত্যেকের উপর বৎসরে একশত টাকার অনধিক একটি কর ধার্য করিবেন।

সাল।	নং	সংক্ষিপ্ত নাম।	নিরসন বা সংশোধনের ব্যাপ্তি।
১	২		৪

(৩) এইরূপ নির্ধারিত করের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বোর্ড পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তকে জানান হইবে এবং ইউনিয়ন বোর্ড, পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়ত উহা আদায় করিবেন এবং যে রীতিতে ইউনিয়ন অভিকর (রেট) বা চৌকিদারী অভিকর (রেট) কিংবা পঞ্চায়ত কর আদায় করা হয় সেই একই রীতিতে উঁহার ঐ কর আদায় করিবার ক্ষমতা থাকিবে:

পরন্তু, যে তারিখে ঐ কর প্রদেয় হয় সেই তারিখ হইতে তিন বৎসর কালের মধ্যে উহা আদায় করিতে পারা যাইবে।

(৪) বকেয়া ইউনিয়ন বা চৌকিদারী অভিকর (রেট্) কিংবা পঞ্চায়ত কর যে প্রণালীতে আদায় করা হয় সেইরূপ যে-কোন প্রণালীতে উক্ত করের বকেয়া আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৫) ইউনিয়ন বোর্ড, পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়ত এই ধারামতে যে কর আদায় করা হয় তাহার শতকরা দশ টাকা আদায়ের খরচা বাবত কাটিয়া রাখিয়া বাকি টাকা জেলাশাসকের নিকট পাঠাইবেন:

পরন্তু, কোন আর্থিক বৎসরে ঐ আর্থিক বৎসরের জন্য (২) উপধারামতে নির্ধারিত করের মধ্যে মোট যে কর আদায় করা হয় সেই করের শতকরা আরও দশ টাকা, ইউনিয়ন বোর্ডের, পঞ্চায়তের বা অঞ্চল পঞ্চায়তের দাবি করিবার ও রাখিবার হক থাকিবে, যদি ঐরূপ মোট আদায় ঐ আর্থিক বংসরের জন্য উক্ত উপধারামতে নির্ধারিত মোট করের শতকবা অন্তত আশি টাকা হয়।

(৬) প্রত্যেক জেলায় উক্ত কর বাবত যে টাকা আদায় হয় তাহা জেলাশাসক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা-তহবিলে প্রদান করিবেন।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "পঞ্চায়ত কর" বলিতে—

(ক) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭-এর ৫৭ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণমতে নির্ধারিত করা বা

(খ) ঐরূপ কোন কর নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত গ্রাম চৌকিদারী আইন, ১৮৭০, বা বঙ্গীয় গ্রাম স্বায়ত্ত-শাসন আইন, ১৯১৯ মতে নির্ধারিত এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ এর ৪ ধারার

(১) উপধারাব অনুবিধিমতে প্রচলিত চৌকিদার অভিকর বা ইউনিয়ম অভিকর বুঝাইবে।

সাল।	নং	সংক্ষিপ্ত নাম।	নিরসন বা সংশোধনের ব্যাপ্তি
১	২		
			৬। অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনামায় "এবং পঞ্চায়তসমূহ এই শব্দগুলির পরিবর্তে "পঞ্চায়ত, গ্রাম পঞ্চায়ত এবং অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহ" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে। ৭। ৫১ ধারার যে দুইটি স্থানে যথাক্রমে "বা পঞ্চায়তের" এবং "বা পঞ্চায়ত" এই শব্দগুলি আছে সেই শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "পঞ্চায়ত, গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়ত" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে। ৮। ৫৩ ধারায়,— (১) "বঙ্গদেশের গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের আইনের (৫ আইন, ১৯১৯) ১৮ ধারায়" এই শব্দগুলির পর "অথবা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ পঃ বঃ ১ আইন, ১৯৫৭ এর ১১ ধারার (৪) উপধারার বা ৩০ ধারায়" এই শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; (২) "প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের" এই শব্দগুলির পর "গ্রাম পঞ্চায়তের বা অঞ্চল পঞ্চায়তের" এই শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে। ৯। ৫৬, ৬০, ৬০ক ও ৬১ ধারায় যেখানে "বা পঞ্চায়ত" এই শব্দগুলি আছে সেখানে উহার পরিবর্তে "পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়ত" এবং যেখানে "বা পঞ্চায়তের" এই শব্দগুলি আছে সেখানেই উহার পরিবর্তে "পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তের" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে। ১০। ৬৬ ধারার (২) উপধারায়,— (ক) (ঠ) প্রকরণে, "ইউনিয়ন বোর্ড" এই শব্দগুলির পর "গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়ত" এই শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; (খ) (ঘ৫) প্রকরণে, "এবং পঞ্চায়ত সমূহকে" এই শব্দগুলির পরিবর্তে "পঞ্চায়ত গ্রাম পঞ্চায়ত এবং অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহকে" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে।
			কোচবিহারীয় আইন।
১৮৯৩	৩	কোচবিহার গ্রাম্য চৌকিদারী আইন ১৮৯৩।	পুরাপুরি নিরসিত হইবে।
			বিহারীয় আইন।
১৯৪৮	৭	বিহার পঞ্চায়ত রাজ আইন, ১৯৪৭।	পুরাপুরি নিরসিত হইবে।

সাল।	নং	সংক্ষিপ্ত নাম। ৩	নিরসন বা সংশোধনের ব্যাপ্তি।
১৮৭১		গবাদি পশুর অবৈধ প্রবেশ আইন, ১৮৭১।	কেন্দ্রীয় আইন। গবাদিপশুর অবৈধ প্রবেশ "বঙ্গীয় সংশোধন" আইন, ১৯৪৭, (বঙ্গীয় ৪ আইন, ১৯৪৭) এর ৩ ধারা দ্বারা পূর্ববর্তী ৩২ ধারার পরিবর্তে সন্নিবেশিত ৩২ ধারায়,— (১) (১) উপধারায়,— (ক) "বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন আইন, ১৯১৯ মতে গঠিত ইউনিয়ান বোর্ডের কোন প্রেসিডেণ্টকে" এই শব্দ ও সংখ্যাগুলির পর নিম্নলিখিত শব্দ ও সংখ্যাগুলি সন্নিবেশিত হইবে, যথা:— "অথবা পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ পঃ বঃ ১ আইন ১৯৫৭ মতে গঠিত গ্রাম পঞ্চায়তের কোন অধ্যক্ষকে"; (খ) "সেই ইউনিয়ন বোর্ডের" এই শব্দগুলির পর "বা গ্রাম পঞ্চায়তের" এই শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; (গ) অনুবিধিতে,— (/) "বা প্রেসিডেণ্ট" এই শব্দগুলি যে দুই স্থানে আছে সেই দুই স্থানেই উহার পরিবর্তে "প্রেসিডেণ্ট বা অধ্যক্ষ" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে; (৵) "ইউনিয়ন বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেণ্টকে" এই শব্দগুলির পর 'বা সেই গ্রাম পঞ্চায়তের উপাধ্যক্ষকে" এই শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; (২) (২) উপধারায়,— (ক) "বা প্রেসিডেণ্ট" এই শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রেসিডেণ্ট বা অধ্যক্ষ" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে; (খ) "বা ভাইস প্রেসিডেণ্ট" এই শব্দগুলির পরিবর্তে "ভাইস-প্রেসিডেণ্ট বা উপাধ্যক্ষ" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে; (গ) "বা প্রেসিডেণ্ট" এই শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রেসিডেণ্ট বা অধ্যক্ষ" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে।

অনুসূচী ২

চৌকিদার এবং দফাদারকে যে যে অপরাধ রিপোর্ট করিতে হইবে

(৫৩ ধারা দ্রষ্টব্য)

খুন, দূষণীয়, নরহত্যা, ধর্ষণ (যখন অপরাধী ধর্ষিতা নারীর স্বামী নহে), ডাকাতি, দস্যুতা, চুরি, অগ্নিকাণ্ড দ্বারা অপকার, সিঁধ কাটা পত্রমুদ্রা, মুদ্রা বা ডাকডিকেট জালকরা, ঐরূপ জাল করিবার দ্রব্যাদি দখলে রাখা, গুরুতর আঘাতকরণ, দাঙ্গা, সংজ্ঞা হানিকর ঔষধপত্র প্রয়োগ, অপবাহন (কিড্ন্যাপিং) সরকারী কর্মচারী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় প্রদান, বিনা অনুজ্ঞাপত্রে (লাইসেন্স) অস্ত্রাদি নির্মাণ করা, বিক্রয় করা বা দখলে রাখা এবং অনুজ্ঞাপত্র (লাইসেন্স) ছাড়াই অস্ত্র সজ্জিত হইয়া চলাফেরা করা এবং ঐ সকল অপরাধ অনুষ্ঠান করিবার জন্য বা অনুষ্ঠানে অপসহায়তা-সকল প্রচেষ্টা, প্রস্তুতি এবং যড়যন্ত্র।

অনুসূচী ৩

ন্যায় পঞ্চায়তের বিচার্য অপরাধসমূহ

(৭০ এবং ৭১ ধারা দ্রষ্টব্য)

ভাগ—ক

১। গবাদিপশুর অবৈধ প্রবেশ আইন, ১৮৭১ (১ আইন, ১৮৭১)এর ২৬ এবং ২৮ ধারামতে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ।

২। (ভারতীয় দণ্ডসংহিতা (৪৫ আইন, ১৮৬০) এবং এই আইন ব্যতীত) অন্যান্য আইনমতে বা তদধীনে প্রণীত কোন নিয়মাবলী বা উপবিধিমতে যেসকল অপরাধের জন্য মাত্র পঁচিশ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড হইয়া থাকে।

৩। আরক্ষা (পুলিস) আইন, ১৮৬১ (৫ আইন, ১৮৬১) এর ৩৪ ধারামতে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ।

৪। বঙ্গীয় খেয়াঘাট আইন, ১৮৮৫ (বঃ ১ আইন, ৮৫) মতে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ। উহার ভিতর ২৮ এবং ৩০ ধারামতে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ পড়িবে না।

৫। ভারতীয় দণ্ডসংহিতার (পেনাল কোডের) নিম্নলিখিত ধারামতে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ, যথা :—১৬০, ২৬৯, ২৭৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯৪, ৩২৩, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৫২, ৩৫৮, ৪২৬, ৪৩৭, ৪৪৮, ৫০৪ এবং ৫১০ ধারা এবং ন্যায় পঞ্চায়তের মতে সম্পত্তির মুল্য কুড়ি টাকার অধিক না হইলে ৩৭৯ এবং ৪১১ ধারা।

ভাগ—খ

ভারতীয় দণ্ডসংহিতার নিম্নলিখিত ধারামতে অনুষ্ঠিত অপরাধসমূহ, যথা :—২৮৩, ৪২৮, ৪৩০, ৪৩১, ৫০৬ এবং ৫০৯ ; এবং শাসকের মতে সম্পত্তির মূল্য কুড়ি টাকার অধিক না হইলে ৪০৩ ধারা।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়ত বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

নং ১৮৭০ এল সি-জি। ৩আর—১৫।৫৭।—৩রা মার্চ ১৯৫৮।—পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ (পশ্চিমবঙ্গীয় ১ আইন, ১৯৫৭)-এর ১২০ ধারার (১) উপধারার দ্বারা এবং বিশেষভাবে (২) উপধারার দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে রাজ্যপাল, উক্ত ধারার (১) উপধারার আবশ্যকমত পূর্বে প্রকাশিত করিয়া, নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিলেন, যথা :

নিয়মাবলী

১। **সংক্ষিপ্ত নাম**।—এই নিয়মাবলী পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী, ১৯৫৮, এই নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

২। **সংজ্ঞার্থ**।—এই নিয়মাবলীতে,—

(ক) "উক্ত আইন" বলিতে, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ (পশ্চিমবঙ্গীয় ১ আইন, ১৯৫৭) বুঝাইবে ; এবং

(খ) "ধারা" বলিতে, উক্ত আইনের ধারা বুঝাইবে।

৩। **গ্রাম সভার অধিবেশন**।—(১) ৮ ধারার (৪) উপধারায় উল্লিখিত গ্রামসভার অধিবেশন সমূহ, অধ্যক্ষ গ্রামসভার অঞ্চলভুক্ত যে স্থান এতৎপক্ষে নির্ধারিত করিবেন সেই স্থানে, হইবে।

(২) প্রতি বৎসর বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন সাধারণত জানুয়ারি মাসে এবং ষাণ্মাসিক সাধারণ অধিবেশন অক্টোবর মাসের মধ্যে হইবে।

(৩) অধিবেশনের তারিখের অন্তত পনর দিন পূর্বে, অধ্যক্ষ অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ যে অঞ্চলের জন্য গ্রামসভা গঠিত হইয়াছে সেই অঞ্চলের মধ্যে যথাসম্ভব ব্যাপকভাবে ঢোল-শোহরতের দ্বারা অধিবেশনের স্থান, তারিখ ও সময় এবং গ্রামসভার ঐ অধিবেশনে যে কার্য করা হইবে তাহার বিষয় ঘোষণা করিয়া উক্ত অধিবেশন সম্পর্কে সরকারী নোটিস দিবেন।

গ্রাম পঞ্চায়তের কোন অফিস থাকিলে সেখানেও উক্ত অধিবেশনের একটি নোটিস টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে।

(৪) গ্রামসভার বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে যে আয়-ব্যয়ক (বাজেট) এবং রিপোর্ট বিবেচিত হইবে সেই আয়-ব্যয়ক (বাজেট) এবং রিপোর্ট পরিদর্শন করিবার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিরই থাকিবে এবং যে স্থানে ও যে সময়ের মধ্যে ঐ আয়-ব্যয়ক (বাজেট) রিপোর্ট পরিদর্শন করা যাইবে তাহা অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের নির্দেশমতে ঢোল-শোহরত এবং নোটিস প্রদর্শনের দ্বারা ঘোষণা করিতে হইবে।

(৫) গ্রামসভার কোন সদস্য, আয়-ব্যয়ক (বাজেট) সম্বন্ধে কোন সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিলে, অধিবেশনের তারিখের অন্তত সাত দিন পূর্বে অধ্যক্ষকে ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে লিখিতভাবে নোটিস দিবেন।

(৬) গ্রামসভার কোন সদস্য, গ্রামসভার বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে গ্রাম পঞ্চায়তের রিপোর্ট সম্বন্ধে কোন সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহিলে, বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনের তারিখের অন্তত সাত দিন পূর্বে অধ্যক্ষকে তৎসম্পর্কে একটি সংকল্পের আকারে লিখিতভাবে নোটিস দিবেন।

(৭) কোন সংশোধন-প্রস্তাব বা সংকল্প গ্রাহ্য হইবে কিনা তৎসম্পর্কে অধ্যক্ষ বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষই মীমাংসা করিবেন এবং তাঁহার মতে কোন সংশোধন প্রস্তাব বা সংকল্প অবৈধ কিংবা অনিয়মিত হইলে তিনি তাহা নামঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৮) অধিবেশনে যেসকল সংশোধন-প্রস্তাব ও সংকল্প উত্থাপিত হয় তাহা গ্রহণ করা বা না করা হস্ত-প্রদর্শনের দ্বারা অধিকাংশের ভোটের সাহায্যে মীমাংসা করিতে হইবে। ভোটের সংখ্যা সমান-সমান হইলে, সভাপতিত্বকারী সদস্য দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক (কাস্টিং) একটি ভোট দিতে পারিবেন।

(৯) গ্রামসভার সমস্ত অধিবেশনের কার্যবাহের বিবরণ এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিতব্য পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং অধিবেশনে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তিকে উহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে। সভাপতিত্বকারী ব্যক্তি অধিবেশনের প্রত্যেক কার্যবাহ বিবরণের একটি করিয়া প্রতিলিপি, অধিবেশন হওয়ার তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে, অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবের এবং পঞ্চায়ত সমূহের অবেক্ষকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

৪। সাধারণ অধিবেশনে, ৯ ধারার (১) উপধারার (ক) প্রকরণের (৶০) উপপ্রকরণে উল্লিখিত যে অতিরিক্ত কার্য করিতে হইবে।— বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে গ্রামসভা, উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে অধিকাংশের মতৈক্যে গ্রামসভার ব্যাপারে অন্যান্য যেরূপ কার্য স্থির হয় সেরূপ কার্য করিতে পারিবেন।

৫। যাণ্মাসিক সাধারণ অধিবেশনে যে কার্য করা হইবে।— (১) ৯ ধারার (১) উপধারার (খ) প্রকরণে উল্লিখিত ষাণ্মাসিক সাধারণ অধিবেশনে গ্রামসভা, পূর্ববর্তী কোন বৎসরের হিসাব-নিরীক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ রিপোর্ট এবং পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাবের বিবরণ এবং চলতি বৎসরের অনুপূরক আয়-ব্যয়ক (সাপ্লিমেণ্টারি বাজেট) সম্পর্কে কোন প্রাক্‌কলন (এস্টিমেট) থাকিলে তাহাও বিবেচনা করিবেন।

(২) ষাণ্মাসিক সাধারণ অধিবেশনে হিসাব-নিরীক্ষা সংক্রান্ত যে রিপোর্ট, হিসাবের যে বিবরণ, অনুপূরক আয়-ব্যয়ক সম্পর্কে যে প্রাক্‌কলন এবং কার্য্যের যে বিবরণ বিবেচিত হইবে তাহা, অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের নির্দেশমতে ঢোল-শোহরত এবং নোটিস প্রদর্শনের দ্বারা এতৎপক্ষে যে স্থান এবং যে সময় ঘোষণা করা হয় সেই স্থানে এবং সেই সময়ের মধ্যে, পরিদর্শন করিবার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির থাকিবে।

(৩) গ্রামসভা ৪ নিয়মে উল্লিখিত যে কোন কার্যও সম্পাদন করিতে পারিবেন।

৬। গ্রাম সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য সদস্য নির্বাচন।— অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে গ্রাম পঞ্চায়তের যেসকল সদস্য উপস্থিত থাকিবেন তাঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনিই গ্রামসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন। বয়োজ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যগণের নামের একটি তালিকা অধ্যক্ষ কর্তৃক রক্ষিত হইবে এবং প্রত্যেক সদস্যকেই উক্ত তালিকায় তাঁহার যে স্থান তাহা জানাইয়া দিতে হইবে।

৭। যে অধিবেশন স্থগিত রাখা হয় তাহার সম্পর্কে নোটিস দিবার রীতি।—১০ ধারার (২) উপাধারায় উল্লিখিত স্থগিত অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত সাত দিন পূর্বে, অধ্যক্ষ অথবা তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ ৩ নিয়মের (৩) উপ-নিয়মে বিহিত রীতিতে সরকারী নোটিস দিবেন।

গ্রাম পঞ্চায়ত এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচন

৮। নির্বাচন-আধিকারিক নিয়োগ।—(১) জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিক গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্যদের নির্বাচন পরিচালনার জন্য এবং গ্রাম পঞ্চায়ত অথবা স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্যপদের নৈমিত্তিক রিক্তিপূরণের নিমিত্ত উপ-নির্বাচন পরিচালনার জন্য একজন নির্বাচন-আধিকারিক নিযুক্ত করিবেন।

(২) নির্বাচন-আধিকারিক (রিটার্নিং অফিসার) (১) উপ-নিয়মে উল্লিখিত নির্বাচন কিংবা উপ-নির্বাচন পরিচালনার জন্য অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) এবং ভোটগ্রাহী-আধিকারিক্ (পোলিং অফিসার) -গণকে নিযুক্ত করিবেন। নির্বাচনের অব্যবহিত পর অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার)-গণ ভোট গণনা করিবেন।

৮ক। সহনির্বাচন আধিকারিক।—(১) জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিক যে-কোন নির্বাচন-আধিকারিকের কৃত্য সম্পাদনে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) নির্বাচন-আধিকারিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে, প্রত্যেক সহ-নির্বাচন-আধি কারিকেরই 'নর্বাচন-আধিকারিকের যাবতীয় বা যে-কোনো কৃত্য সম্পাদনে ক্ষমতা থাকিবে:

পরন্তু, নির্বাচন-আধিকারিক, তাঁহার যে কৃত্য মনোনয়নপত্র পরীক্ষার সহিত সম্পর্কিত সেরূপ কোন কৃত্য সম্পাদনে অনিবার্যরূপে বিরত না থাকিলে, কোন সহ-নির্বাচন-আধিকারিকই উক্ত কৃত্য সম্পাদন করিবেন না।

৮খ। নির্বাচন-আধিকারিক বলিতে, নির্বাচন-আধিকারিকের কৃত্য সম্পাদনকারী সহ-নির্বাচন-আধিকারিককেও বুঝাইবে।—প্রসঙ্গ বশত অন্য অর্থ আবশ্যক না হইলে এই নিয়মাবলীতে নির্বাচন-আধিকারিক সম্বন্ধে যে উল্লেখ থাকে তাহার দ্বারা, ৮(ক) নিয়মের (২) উপ-নিয়মমতে কোন সহ-নির্বাচন-আধিকারিক যে কৃত্য সম্পাদনের জন্য প্রাধিকৃত হন সেরূপ কোন কৃত্য সম্পাদনকারী ঐ সহ-নির্বাচন-আধিকারিককেও বুঝাইবে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।]*

*[৮ক এবং ৮খ প্রজ্ঞাপন নং ৫১৬২।এল এস-জি, ২৮এমে ১৯৫৮ অনুযায়ী বসানো হইয়াছে।]

৯। নির্বাচনে তারিখ ইত্যাদি ঘোষণা করিয়া নোটিস প্রচার।—গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্যগণের নির্বাচন কিংবা উপ-নির্বাচন যে তারিখে অনুষ্ঠিত হইবে তাহার অন্যূন ৬০† দিন পূর্বে, নির্বাচন-আধিকারিক, (রিটার্নিংঅফিসার) উক্ত গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন অফিস থাকিলে সেই অফিসে কিংবা সংশ্লিষ্ট গ্রামসভা বা অঞ্চল পঞ্চায়তের ক্ষেত্রান্তর্গত কোন প্রকাশ্য স্থানে নোটিস জারি করিয়া—

(ক) গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্যগণের নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য (অতঃপর নির্বাচন-দিবস বলিয়া উল্লিখিত) একটি তারিখ ঘোষণা করিবেন, এবং উক্ত তারিখ স্থানীয় ভাষায় প্রকাশিত করিবেন;

(খ) যে নির্বাচনক্ষেত্র হইতে গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন সেরূপ প্রত্যেক নির্বাচনক্ষেত্রের ক্রমিক সংখ্যা, নাম এবং স্থানীয় সীমা ঘোষণা করিবেন;

(গ) গ্রামসভার প্রত্যেক নির্বাচনক্ষেত্র হইতে গ্রাম পঞ্চায়তের যে সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন তাঁহাদের সংখ্যা এবং, স্থলবিশেষে, প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়ত অঞ্চল পঞ্চায়তের যে সদস্যগণকে নির্বাচিত করিবেন তাঁহাদের সংখ্যা ঘোষণা কবিবেন।

(ঘ) গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, স্থলবিশেষে অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনপ্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের নিমিত্ত একটি তারিখ ঘোষণা করিবেন— এরূপ তারিখ নির্বাচন-দিবসের অন্যূন ৪২ দিন পূর্ববর্তী হওয়া চাই; এবং

(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনপ্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যে সময়ে ও যে তারিখে এবং যে স্থানে তৎকর্তৃক পরীক্ষিত হইবে সেই সময় ও সেই তারিখে এবং সেই স্থানে ঘোষণা করিবেন—উক্ত তারিখ নির্বাচন-দিবসের অন্যূন ৩৮ দিন পূর্ববর্তী হওয়া চাই।

†প্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৬।এল এস-জি।৩আর—১৫।৫৭-২, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ ক্রমে সংশোধিত।

১০। নির্বাচনপ্রার্থিগণকে মনোনয়ন ও তাঁহাদিগকে নিবন্ধভুক্ত করণ।—(১) গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য

হিসাবে নির্বাচনের জন্য যাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট গ্রাম-সভার নির্বাচনক্ষেত্র বা অঞ্চল সম্পর্কিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় সেরূপ প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থীকে এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ক-নিদর্শমতে আবশ্যক বিশেষ বিবরণসমূহ, নির্বাচনপ্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য ৯ নিয়মের (ঘ) প্রকরণমতে যে তারিখ ঘোষিত হয় সেই তারিখ বা তৎপূর্বে, নির্বাচন-আধি কারিকের নিকট অর্পণ করাইতে হইবে। অধিকন্তু, গ্রাম পঞ্চায়তের নির্বা চনের জন্য নির্বাচনপ্রার্থীকে এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ক-অনুসূচীতে প্রদত্ত প্রতীক গুলির মধ্যে একটি প্রতীক বাছিয়া লইতে হইবে।

*[(২)]

*[প্রজ্ঞাপন নং ১৩২২।ডি পি।৩ আর—৮।৫৯, ১৪ই মে ১৯৫৯ ক্রমে বাদ দেওয়া হইয়াছে।]

(৩) ৯ নিয়মের (ঙ) প্রকরণমতে মনোনয়নপত্র পরীক্ষার জন্য যে সময় ও যে তারিখ ধার্য্য করা হয় সেই সময়ে ও সেই তারিখে, নির্বাচন-আধিকারিক— নির্বাচনপ্রার্থিগণ অথবা তাঁহাদের যে নিযুক্তকগণকে এই নিয়মাবলী-সংলগ্ন ক১-নিদর্শে যথাযথভাবে নিযুক্ত করা হইয়াছে সেই নিযুক্তকগণ উপস্থিত থাকিলে, তাঁহাদের সমক্ষে সমস্ত মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করিবেন [ওকোন মনো নয়ন সম্পর্কে যেসমস্ত আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহার নিষ্পত্তি করিবেন]† এবং যে যে নির্বাচনপ্রার্থীর মনোনয়নপত্র সিদ্ধ বলিয়া দেখা যায় কেবল তাঁহাদের নামই নির্বাচনপ্রার্থী হিসাবে নিবন্ধভুক্ত করিবেন।

†[প্রজ্ঞাপন নং ১৩২২।ডি পি।৩আর—৮।৫৯, ১৪ই মে ১৯৫৯ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

§[পরন্তু, নির্বাচন-আধিকারিকের মতে যে ত্রুটি বস্তুত গুরুত্বপূর্ণ নহে সেরূপ কোন ত্রুটির দরুন তিনি কোন মনোনয়নপত্র অগ্রাহ্য করিবেন না।]

§[প্রজ্ঞাপন নং ১৩২২।ডি পি ৩আর—৮।৫৯, ১৪ই মে ১৯৫৯ ক্রমে যোগ করা হইয়াছে।]

(৪) গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য হিসাবে কোন নির্বাচনপ্রার্থীর বেলা, নির্বাচন-আধিকারিক, মনোনয়নপত্র পরীক্ষা সমাপ্ত হইবামাত্র, নির্বাচনপ্রার্থিগণ যে সকল প্রতীক বাছিয়া লইয়াছেন সেগুলি পরীক্ষা করিবেন এবং, উক্ত প্রতীকগুলির পারস্পরিক মিলের দরুন কোন গোলযোগ দেখা দিলে, তিনি যতদুর সম্ভব

সংশ্লিষ্ট নির্বাচনপ্রার্থিগণের ইচ্ছানুসারে এবং প্রয়োজন হইলে ভাগ্য পরীক্ষা-মূলকভাবে প্রতীকগুলি নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে। প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থীকে যে প্রতীক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় তাহা সেই নির্বাচনপ্রার্থী বা তাঁহার নিযুক্তককে জানাইতে হইবে। তাহার পর নির্বাচন আধিকারিক সিদ্ধ মনোনয়ন সম্পর্কিত একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন—ঐ তালিকাটিতে প্রত্যেক নির্বাচনপ্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট প্রতীকের উল্লেখ থাকিবে।

(৫) [(২) উপ-নিয়মমতে সিদ্ধ না হইলে. কোন মনোনয়নপত্রই গ্রাহ্য হইবে না।]**কাঁহারও উত্থাপিত কোন আপত্তির বিষয় শুনিবার পর কোন মনোনয়নপত্র অগ্রাহ্য করা হইলে, নির্বাচন-আধিকারিক উক্ত মনোনয়ন পত্র অগ্রাহ্য করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন। নির্বাচন-আধিকারিক সিদ্ধ মনোনয়ন সম্পর্কিত একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত তালিকার একটি প্রতিলিপি অবিলম্বে জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

**[প্রজ্ঞাপন নং ১৩২২। ডি পি।৩ আর—৮।৫৯, ১৪ই মে ১৯৫৯ ক্রমে বাদ দেওয়া হইয়াছে।]

(৬) নির্বাচন-আধিকারিক যে নির্বাচনপ্রার্থিগণের মনোনয়ন সিদ্ধ হইয়াছে তাঁহাদের নামের একটি তালিকা গ্রাম পঞ্চায়ত অথবা অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন অফিস থাকিলে, সেই অফিসে এবং অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানেও, নির্বাচন-দিবসের অন্যূন ৩৪ দিন পূর্বে, প্রকাশ করিবেন। তালিকা প্রকাশের তারিখ হইতে এই নির্বাচনপ্রার্থিগণকে ঐরূপে নিবন্ধভুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১১। **প্রার্থিতা প্রত্যাহার।**—গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, স্থলবিশেষে অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য যে-কোন নির্বাচনপ্রার্থী নির্বাচন-দিবসের অন্যূন ২৮ দিন পূর্বে নির্বাচন-আধিকারিকের নিকট লিখিতভাবে একটি নোটিস দিয়া তাঁহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। যে নির্বাচনপ্রাথা তাঁহার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করিয়াছেন, তিনি ঐ প্রার্থিতা-প্রত্যাহার নাকচ করিতে পারিবেন না কিংবা ঐ একই নির্বাচনে সদস্য হিসাবে পুনর্মনোনীত হইতে পারিবেন না।

১২। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নোটিস প্রকাশ করা।—১১ নিয়মমতে প্রদত্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহারের নোটিস প্রাপ্তির পর যত শীঘ্র সম্ভব. নির্বাচন-আধিকারিক জেলা পঞ্চায়ত আধিকারিকের নিকট লিখিতভাবে ঐ সংবাদ প্রেরণ করাইবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন অফিস থাকিলে, সেই অফিসে এবং অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানেও প্রার্থিতা-প্রত্যাহার সম্পর্কিত উক্ত নোটিস প্রকাশ করিবেন।

১৩। জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের নিকট আপীল।—(১) ১০ নিয়মের (১) উপ-নিয়মমতে মনোনয়নপত্র দাখিলকারী কোন ব্যক্তি যদি দেখিতে পান যে, নির্বাচন-আধিকারিক কর্তৃক ১০ নিয়মের ৬ উপ-নিয়মমতে প্রকাশিত নির্বাচনপ্রার্থীদের তালিকায় তাঁহার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই কিংবা * [মনোনয়নপত্র দাখিলকারী] কোন ব্যক্তি যদি ঐ তালিকায় অন্য কোন নির্বাচনপ্রার্থীর নাম থাকার অধিকার সম্পর্কে আপত্তি উপস্থাপিত করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি নির্বাচন-দিবসের অন্যূন ২৬ দিন পূর্বে জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের নিকট লিখিতভাবে আপীল করিতে পারিবেন। জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিক আপীল সম্পর্কে তৎকর্তৃক প্রদত্ত আদেশের একটি প্রতিলিপি, সংশ্লিষ্ট নির্বাচন-আধিকারিক যাহাতে নির্বাচন-দিবসের অন্যূন ১৬ দিন পূর্বে পাইতে পারেন সেইভাবে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিবেন এবং জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিক নির্বাচন-আধিকারিককে নির্দেশ দিলে নির্বাচন-আধিকারিক, ঐ আদেশ পাইয়া, তালিকাটি সংশোধন করিবেন, উহাতে ঐরূপ সংশোধন করার তারিখ লিখিয়া রাখিবেন এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন অফিস থাকিলে, সেই অফিসে অথবা অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে, ঐ তালিকায় যে সংশোধন করা হইয়াছে তাহা অবিলম্বে প্রকাশ করিবেন।

* [প্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৬। এল এস-জি ।৩আর—১৫।৫৭-২, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

(২) এইভাবে যে ব্যক্তির নাম নূতন করিয়া তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে তিনি ঐরূপ তালিকাভুক্তির তারিখ হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হিসাবে নিবন্ধভুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য হিসাবে নির্বাচনের জন্য কোন নির্বাচনপ্রার্থার বেলা, নির্বাচন-আধিকারিক ১০ নিয়মের

(২) উপ-নিয়মে বিহিত রীতিতে উক্ত নির্বাচনপ্রার্থীর জন্য একটি প্রতীক নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং তাঁহাকে ঐ নির্দিষ্ট প্রতীকের বিষয় জানাইবেন।

(৩) জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিক (১) উপ-নিয়মমতে যে আদেশ দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

১৪। **নির্বাচনপ্রার্থিগণের চূড়ান্ত তালিকা**।—নির্বাচন-আধিকারিক, ১৩ নিয়মমতে প্রদত্ত জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের আদেশক্রমে অথবা ১১ নিয়মমতে প্রার্থিতা-প্রত্যাহারের ফলে মূল তালিকায় যেসকল সংশোধন করা হয় তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিয়া নির্বাচনপ্রার্থীদের নামের একটি সংশোধিত তালিকা, সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন অফিস থাকিলে সেই অফিসে এবং ঐ গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের ক্ষেত্রান্তর্গত কোন প্রকাশ্য স্থানে, নির্বাচন-দিবসের অন্যূন ১২ দিন পূর্বে, প্রকাশ করিবেন। এইভাবে প্রকাশিত সংশোধিত তালিকাটি নির্বাচন প্রার্থীদের নামের চূড়ান্ত তালিকা হইবে।

১৫। **নির্বাচনপ্রার্থীদের নির্বাচন**।—(১) ১৪ নিয়মমতে নির্বাচন-প্রার্থীদের নামের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর, নিবন্ধভুক্ত নির্বাচনপ্রার্থিগণের সংখ্যা যদি সংশ্লিষ্ট গ্রামসভা অথবা, স্থলবিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়ত নির্বাচনক্ষেত্র হইতে যেসকল নির্বাচনপ্রার্থীকে নির্বাচিত করিবেন তাঁহাদের সংখ্যার সমান বা তদপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে নির্বাচন-আধিকারিক অবিলম্বে ঐরূপ সমস্ত নির্বাচনপ্রার্থীকেই যথাযথভাবে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন। যেস্থলে ঐরূপ নির্বাচনপ্রার্থীদের সংখ্যা পূরণীয় আসনের সংখ্যা হইতে কম হইবে সেস্থলে, অবশিষ্ট রিক্ত আসনগুলি পূরণের নিমিত্ত নির্বাচন-আধিকারিক ৯ নিয়মে যে রীতি নির্ধারিত হইয়াছে সেই রীতিতেই, নির্বাচনের অন্য তারিখ বা তারিখসমূহ ধার্য করিবেন।

(২) ঐরূপ নিবন্ধভুক্ত নির্বাচনপ্রার্থীদের সংখ্যা যদি নির্বাচনক্ষেত্র হইতে অথবা, স্থলবিশেষে, গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক যেসকল নির্বাচনপ্রার্থী নির্বাচিত হইবেন তাঁহাদের সংখ্যা হইতে অধিক হয় তাহা হইলে, ভোট গ্রহণ করা হইবে। নির্বাচন-আধিকারিক ভোটস্থানগুলির অবস্থিতি এবং ভোট গ্রহণের সময় সম্পর্কে একটি নোটিস সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন অফিস থাকিলে সেই অফিসে, এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের

ক্ষেত্রান্তর্গত অন্য কোন প্রকাশ্য স্থানে, নির্বাচন-দিবসের অন্তত ১২ দিন পূর্বে, প্রকাশ করিবেন।

১৬। **ভোটগ্রহণের প্রারম্ভ**।—(১) ৮ নিয়মের (২) উপ-নিয়মে উল্লিখিত অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটস্থানে ভোট গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট গ্রামসভার প্রত্যেক সদস্যেরই গ্রাম পঞ্চায়তের যে নির্বাচনক্ষেত্র সম্পর্কে তাঁহার নাম সংশ্লিষ্ট অঞ্চল সম্বন্ধীয় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় সেই নির্বাচনক্ষেত্রে ভোট দিবার এবং ঐ নির্বাচনক্ষেত্রে যতগুলি রিক্ত আসন আছে ততগুলি ভোটই দিবার অধিকার থাকিবে :

পরন্তু, কোন সদস্যেরই যে-কোন একজন নির্বাচনপ্রার্থীকে একটির বেশি ভোট দিবার অধিকার থাকিবে না।

(৩) যাঁহারা ভোট দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা সকলেই ভোটস্থানে উপস্থিত থাকিবেন এবং যে ভোট প্রতিনিধি মারফত বা লিখিত পত্র দ্বারা দেওয়া হয় তাহা সিদ্ধ হইবে না। ১৫ নিয়মের (২) উপ-নিয়মমতে প্রজ্ঞাপিত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর কোন ভোটারকেই ভোটস্থানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

১৭। **ভোটদানের গোপনতা**।—ভোটারগণ যাহাতে গুপ্তভাবে ভোট দিতে পারেন তজ্জন্য নির্বাচন-আধিকারিক যেরূপ স্থান উপযুক্ত মনে করিবেন সেরূপ স্থানই হইবে গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটদানের স্থান।

১৮। **ভোটারগণকে সনাক্ত করা**।—(১) অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার), গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচন-দিবসে ভোটারগণকে সনাক্ত করিবার জন্য নির্বাচনপ্রার্থীদিগকে এবং তাঁহাদের কোন নিযুক্তক থাকিলে সেই নিযুক্তকদিগকে ভোটস্থানের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবেন :

পরন্তু, প্রত্যেক ভোটস্থানে প্রতি নির্বাচনপ্রার্থীর জন্য একজনের বেশি নিযুক্তক থাকিবেন না।

(২) নির্বাচন পরিচালনার জন্য যাহাদের সাহায্য প্রয়োজন হইতে পারে সেরূপ অন্যান্য ব্যক্তিকে অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) ভোটস্থানের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিতে পারিবেন।

(৩) নিজের ভোটদানের জন্য ছাড়া, কোন নির্বাচনপ্রার্থীকে বা তাঁহার নিযুক্তককে ভোট দিবার স্থানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

১৯। ভোট গ্রহণের পূর্বে ব্যালট-বাক্স দেখাইতে হইবে।—গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্বে অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) ব্যালট-বাক্সটি যে খালি আছে তদ্বিষয়ে উপস্থিত নির্বাচনপ্রার্থীদের বা তাঁহাদের নিযুক্তকদের প্রতীতি জন্মাইবেন এবং তাহার পর বাক্সটি তালাবদ্ধ করিবেন। ব্যালট-বাক্সটি এমনভাবে স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে উহা অগ্রাধিকারিকের (প্রিসাইডিং অফিসারের) দৃষ্টিপথে থাকে।

২০। গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যগণের নির্বাচন সম্পর্কে আপত্তি।—(১) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে কোন ভোটারের ভোট দিবার উপযুক্ততা সম্পর্কে নির্বাচন প্রার্থী বা তাঁহার নিযুক্তক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন না এবং এরূপ আপত্তি কেবল অগ্রাধিকারিকের (প্রিসাইডিং অফিসারের) নিকটই করা যাইবে। অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) উক্ত আপত্তি সম্পর্কে সরাসরি নিষ্পত্তি করিবেন। কোন ভোটারের ভোট দিবার অধিকার আছে এ বিষয়ে অগ্রাধিকারিকের (প্রিসাইডিং অফিসারের) প্রতীতি জন্মিবামাত্র তিনি এই নিয়মাবলীসংলগ্ন যে নিদর্শানুযায়ী ভোটপত্রের যে অংশটি (ফয়েল) ভোটদানের জন্য ব্যবহার্য তাহা ঐ ভোটারের হস্তে অর্পণ করিবেন এবং তাঁহাকে ভোট দিতে দিবেন।

(২) কোন ভোটারকে ভোটপত্র অর্পণ করিবার অব্যবহিত পূর্বে, ঐ ভোটপত্রের পৃষ্ঠদেশে সরকারী চিহ্ন [অথবা অগ্রাধিকারিকের বা ভোটগ্রাহী আধিকারিকের নামের আদ্যক্ষরে সহি]* দিতে হইবে এবং উক্ত ভোটার যে ভোটপত্র পাইয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্য নির্বাচক-তালিকার প্রতিলিপিতে তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার পার্শ্বে একটি নির্দেশ-চিহ্ন বসাইতে হইবে, কিন্তু তাঁহাকে যে বিশেষ ভোটপত্রটি দেওয়া হইয়াছে তৎসম্পর্কে কোন মন্তব্য লিখিয়া রাখা যাইবে না।

(৩) নির্বাচক-তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটারের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যাটি তাঁহার ভোটপত্রের প্রতিপত্র অংশে (কাউণ্টারফয়েলে) লিখিয়া রাখিতে হইবে।

(৪) যে ভোটারকে ভোটপত্র দেওয়া হইয়াছে অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) সেই ভোটারকে অতঃপর ভোট দিবার জন্য ভোট দেওয়ার স্থানে যাইবার নির্দেশ দিবেন। ভোটপত্রের চিহ্ন দিবার স্থানে চিহ্ন বসাইবার পর, ভোটারকে ভোটপত্রখানি এমনভাবে ভাঁজ করিতে হইবে যাহাতে ঐ চিহ্নটি দেখা না যায় এবং তাহার পর ঐ পত্রটি ব্যালট-বাক্সের মধ্যে ফেলিতে হইবে এবং অবিলম্বে ভোটস্থান ত্যাগ করিতে হইবে।

(৫) শারীরিক কোনরূপ অসামর্থ্যবশত কোন ভোটার যদি ভোটপত্রে প্রদর্শিত প্রতীক বুঝিতে না পারেন অথবা ভোটপত্রে চিহ্ন বসাইতে না পারেন তাহা হইলে, অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) উক্ত ভোটারের অনুরোধক্রমে ভোটপত্রে তাঁহার ভোট চিহ্নিত করিয়া দিবেন। তাহার পর সংশ্লিষ্ট ভোটার উক্ত ভোটপত্রটি ভাঁজ করিয়া ব্যালট-বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিবেন।

* [প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৮ ।এল এস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

টীকা :—অন্যভাবে সনাক্ত হইলে তালিকার ছাপা ভুল অগ্রাহ্য হইবে।

২১। গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য-নির্বাচন সম্পর্কে ভোটগণনা।—(১) ভোটগ্রহণ শেষ হইবার পর, অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) ব্যালট-বাক্স খুলিবেন এবং নির্বাচন-প্রার্থিগণ বা তাঁহাদের নিযুক্তকগণের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ ভোটগণনা করিতে হইবে।

(২) অগ্রাধিকারিকের বিবেচনায় কোন ভোটপত্র দেখিয়া ভোটার কাঁহাকে ভোট দিয়াছেন তৎসম্পর্কে যুক্তিযুক্ত সন্দেহের উদ্রেক হইলে, তিনি ঐ ভোটপত্র অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। যে ভোটপত্র এভাবে অগ্রাহ্য করা হয় তাহার উপর অগ্রাধিকারিককে এই মর্মে একটি মন্তব্য লিখিয়া দিতে হইবে এবং ঐ ভোটপত্র গণনার মধ্যে ধরা হইবে না।

†[প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৮ ।এল এস-জি, ১০ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

২২। গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচনের ফল ঘোষণা।—যেদিন ভোট গ্রহণ করা হয় সেই দিনই অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) যে নির্বাচনপ্রার্থিগণ সর্বাধিকসংখ্যক ভোট পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম যথাযথভাবে

নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সমান সমান হইলে, অগ্রাধিকারিক যেরূপ রীতি উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেরূপ রীতিতে ভাগ্য পরীক্ষা (লটারি) করিয়া ঐরূপ নির্বাচনপ্রার্থীদের মধ্য হইতে নির্দিষ্টসংখ্যক সদস্য বাছাই করিয়া লইবেন। অগ্রাধিকারিককে (প্রিসাইডিং অফিসারকে) এরূপে নির্বাচিত সদস্যদের নাম জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের নিকট [এবং নাম তালিকার একটি প্রতিলিপি নির্বাচন-আধিকারিকের নিকট]* পাঠাইতে হইবে। [নির্বাচন-আধিকারিক ঐ নাম তালিকাটি, তিনি যেরূপ উচিত মনে করেন সেরূপ রীতিতে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রকাশ করিবেন।]†

২৩। অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটদানের প্রক্রিয়া।—(১) অগ্রাধিকারিককে (প্রিসাইডিং অফিসারকে) সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যদের নামের একটি তালিকা রাখিতে হইবে। ভোটদানেচ্ছু প্রত্যেক ভোটার ভোটস্থানে প্রবেশ করিলেই, অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) খ-১ নিদর্শানুযায়ী ভোটপত্রের যে অংশটি (ফয়েল) ভোটদানের জন্য ব্যবহার্য তাহা ঐ ভোটারের হস্তে অর্পণ করিবেন এবং তাঁহাকে ভোট দিতে দিবেন।

(২) কোন ভোটারকে ভোটপত্র অর্পণ করিবার অব্যবহিত পূর্বে, ঐ ভোট পত্রের পৃষ্ঠদেশে সরকারী চিহ্ন [অথবা অগ্রাধিকারিকের বা ভোটগ্রাহী আধিকারিকের নামের আন্তক্ষরে সহি]§ দিতে হইবে এবং গ্রাম পঞ্চায়তের উক্ত সদস্য যে ভোটপত্র পাইয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্য, অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) কর্তৃক রক্ষিত গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্যগণের নামের তালিকার প্রতিলিপিটিতে তাঁহার নামের পার্শ্বে একটি নির্দেশ চিহ্ন বসাইতে হইবে, কিন্তু তাঁহাকে যে বিশেষ ভোটপত্রটি দেওয়া হইয়াছে তৎসম্পর্কে কোন মন্তব্য লিখিয়া রাখা যাইবে না।

* [প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৯ এল এস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

† [প্রজ্ঞাপন নং ৬৮৫৮।এল এস-জি ২৫এ জুলাই ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

§ [প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৮।এল এস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।

(৩) (১) উপ-নিয়মিত অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) কর্তৃক রক্ষিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যগনের নামের তালিকায় সংশ্লিষ্ট ভোটারের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যাটি ভোটপত্রের প্রতিপত্র অংশে (কাউণ্টারফয়েলে) লিখিয়া দিতে হইবে।

(৪) যে ভোটারকে ভোটপত্র দেওয়া হইয়াছে, অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) সেই ভোটারকে অতঃপর ভোট দিবার জন্য ভোট দেওয়ার স্থানে যাইবার নির্দেশ দিবেন। ভোটপত্রটিতে চিহ্ন বসাইবার পর ভোটার ভোটপত্রটি এমনভাবে ভাঁজ করিবেন যাহাতে ঐ চিহ্নটি দেখা না যায় এবং তাহার পর ঐরূপ ভাঁজ করা ভোটপত্রটি অগ্রাধিকারিকের (প্রিসাইডিং অফিসারের) হস্তে অর্পণ করিবেন এবং অবিলম্বে ভোটস্থান ত্যাগ করিবেন।

**[(৪ক) নিরক্ষরতা অথবা শারীরিক্ কোনরূপ অসামর্থের দরুণ কোন ভোটার যদি ভোটপত্রে নির্বাচন-প্রার্থীদের নামগুলি পড়িতে না পারেন, বা ভোটপত্রে চিহ্ন বসাইতে না পারেন, তাহা হইলে অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) উক্ত ভোটারের অনুরোধক্রমে ভোটপত্রে তাঁহার ভোট চিহ্নিত করিয়া দিবেন। তাহার পর সংশ্লিষ্ট ভোটার উক্ত ভোটপত্রটি ভাঁজ করিয়া অগ্রাধিকারিকের হস্তে প্রদান করিবেন]

**[৪(ক) প্রজ্ঞাপন নং ১৩২২।ডি পি।৩আর—৮।৫৯, ১৫ই মে ১৯৫৯ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

*[(৫) অগ্রাধিকারিকের বিবেচনায় কোন ভোটপত্র দেখিয়া ভোটার কাঁহাকে ভোটটি দিয়াছেন তৎসম্পর্কে যুক্তিযুক্ত সন্দেহের উদ্রেক হইলে, তিনি ঐ ভোটপত্র অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। যে ভোটপত্রটি এমন ভাবে অগ্রাহ্য করা হয়, তাহার উপর অগ্রাধিকারিককে এই মর্মে একটি মন্তব্য লিখিয়া দিতে হইবে এবং ঐ ভোটপত্র গণনার মধ্যে ধরা হইবে না।]

*[প্রজ্ঞাপন নং ৩৫।৩৮।এল এস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

(৬) তাহার পর সেখানেই ভোট গণনা করিবার পর অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) যে নির্বাচনপ্রার্থীগণ সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম যথাযথভাবে নির্বাচিত বলিয়া ঐ দিনই ঘোষণা করিবেন। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা সমান হইলে অগ্রাধিকারিক

যেরূপ রীতি উপযুক্ত মনে করেন, সেরূপ রীতিতে ভাগ্যপরীক্ষা (লটারি) করিয়া ঐরূপ নির্বাচনপ্রার্থীদের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া লইবেন। অগ্রাধিকারিককে এরূপ নির্বাচিত সদস্যদের নাম জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের নিকট [এবং নাম-তালিকার একটি প্রতিলিপি নির্বাচন আধিকারিকের নিকট]† পাঠাইতে হইবে। নির্বাচন-আধিকারিক ঐ নাম তালিকাটি তিনি যেরূপ উচিত বিবেচনা করেন সেরূপ রীতিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রকাশ করিবেন।]§

†[প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৯ ।এলএস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে ।]

[প্রজ্ঞাপন নং ৬৮৫৮ ।এল এস-জি, ২৫এ জুলাই ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে ।]

২৪। ঘোষপত্রে নির্বাচিত সদস্যদের নাম প্রকাশ ।—জেলা পঞ্চায়ত আধিকারিক [অঞ্চল পঞ্চায়তের]** যে সদস্যগণ যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাদের নামের একটি তালিকা অবগত্যর্থে পঞ্চায়ত-অধিকর্তার নিকট এবং কলিকাতা ঘোষপত্রে প্রকাশার্থ পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মুদ্রণের অধিক্ষকের নিকটও পাঠাইয়া দিবেন।

**[প্রজ্ঞাপন নং ৬৮৫৮ ।এল এস-জি, ২৫এ জুলাই ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে ।]

টীকা :—এই গেজেট হইবার আগেই প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন হইতে পারে। কারণ, গেজেটে বিলম্ব হইতে পারে কিন্তু নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট।

২৫। অগ্রাধিকারিক কর্তৃক নির্বাচন আধিকারিকের নিকট নির্বাচন সম্পর্কিত কাগজ পত্র দাখিল ।—অগ্রাধিকারিক গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্যগণের নির্বাচন-সম্পর্কিত কাগজপত্র নিরাপদ হেপাজতের জন্য নির্বাচন-আধিকারিকের নিকট পাঠাইবেন।]††

†† প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৮ ।এল এস-জি,১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।

††[**২৬। গ্রাম এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের নির্বাচন সম্পর্কিত কাগজ পত্রের হেপাজত** ।—নির্বাচন-আধিকারিক ২৫ নিয়মে উল্লিখিত কাগজপত্র এক বৎসর পর্য্যন্ত নিরাপদ হেপাজতে রাখিবেন। ঐ সময়ের পর উক্ত কাগজপত্র নষ্ট করিয়া ফেলা হইবে।]

††[প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৮।এল এস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

২৭। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং প্রধান ও উপ-প্রধান নির্বাচন।— (১) ১১ ধারার (৬) উপ-ধারার বিধানসমূহ বজায় রাখিয়া গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচনের তারিখ হইতে ৪৫ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট কোন দিনে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করিতে হইবে এবং ২৭ ধারার (১) উপধারার বিধানসমূহ বজায় রাখিয়া, অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য নির্বাচনের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে প্রধান ও উপ-প্রধান নির্বাচন করিতে হইবে। অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ অথবা স্থল-বিশেষে, প্রধান বা উপ-প্রধানের পদের নৈমিত্তিক রিক্তি পুরণার্থ যে-কোন উপ-নির্বাচন ঐ পদরিক্তির তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) পঞ্চায়ত-পরিদর্শক, অন্তত দশ দিন পূর্বে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং স্থলবিশেষে, প্রধান ও উপ-প্রধান নির্বাচনের তারিখ ও স্থান প্রজ্ঞাপিত করিবেন, এবং নির্বাচন-সম্পর্কিত সভার কার্যবাহ পরিচালনের জন্য একজন অগ্রাধিকারিক নিযুক্ত কবিবেন।

(৩) অগ্রাধিকারিক অধ্যক্ষ বা স্থলবিশেষে প্রধান হিসাবে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনপ্রার্থীদের নাম প্রস্তাব ও সমর্থন করিবার নিমিত্ত সদস্যদিগকে আমন্ত্রণ জানাইবেন। নির্বাচনপ্রার্থিগণ স্বয়ং ঐরূপ প্রস্তাবক ও সমর্থক হইতে পারিবেন না।

(৪) অধ্যক্ষ বা স্থলবিশেষে, প্রধান হিসাবে নির্বাচনের জন্য কেবল একজনের নামই প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হইলে, ঐ ব্যক্তি যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) কর্তৃক ঘোষিত হইবেন। একাধিক নির্বাচনপ্রার্থী থাকিলে, ভোট গ্রহণ করা হইবে, কিন্তু অধ্যক্ষ বা স্থলবিশেষে, প্রধান হিসাবে নির্বাচনপ্রার্থিগণ ভোটদানে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।]* অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) প্রত্যেক ভোটারের হাতে একটি সাদা কাগজ দিয়া, উক্ত ভোটার যে নির্বাচনপ্রার্থীর পক্ষে ভোট দিতে ইচ্ছা করেন সেই নির্বাচনপ্রার্থীর নাম লিখিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ভোটার তখন অন্য কাহাকেও দেখিবার কোন সুযোগ না দিয়া গোপনভাবে বিশেষ নির্বাচনপ্রার্থীর নামটি লিখিয়া কাগজটি ভাজ

করিয়া ফেলিবেন এবং উহা অগ্রাধিকারিকের (প্রিসাইডিং অফিসারের) হস্তে অর্পণ করিবেন। ভোটার ভোটপত্রে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন না। কোন ভোটার যে নির্বাচনপ্রার্থীর পক্ষে তিনি ভোট দিতে ইচ্ছা করেন সেই নির্বাচনপ্রার্থীর নাম লিখিতে অসমর্থ হইলে, তিনি অন্য কাহাকেও ঐ নামটি শুনিবার কোন সুযোগ না দিয়া তাঁহার পক্ষে ঐ নামটি লিখিয়া দিবার জন্য অগ্রাধিকারিককে (প্রিসাইডিং অফিসারকে) অনুরোধ করিবেন। তদনুসারে অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) অতঃপর সংশ্লিষ্ট নির্বাচনপ্রার্থীর নাম লিখিয়া ভোটপত্রটি ভাঁজ করিয়া ফেলিবেন এবং উহা অন্যান্য ভোটপত্রের সহিত রাখিয়া দিবেন। অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) তাহার পর সেখানেই ভোট গণনা করিবেন এবং যে নির্বাচনপ্রার্থী সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন তাঁহাকে যথাযথভাবে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা করিবেন। দুই বা ততোধিক নির্বাচনপ্রার্থীর পক্ষে সমসংখ্যক ভোট দেওয়া হইয়াছে বলিয়া দেখা গেলে, অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) যেরূপ রীতি উপযুক্ত বিবেচনা করেন তদনুযায়ী ভাগ্যপরীক্ষা (লটারি) করিয়া ঐরূপ প্রার্থীদের মধ্য হইতে একজনকে বাছাই করিয়া লইবেন। এভাবে যে নির্বাচনপ্রার্থীকে বাছাই করিয়া লওয়া হইবে তিনি অধ্যক্ষ বা স্থলবিশেষে প্রধান বলিয়া যথাযথভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া অগ্রাবিকারিক কর্তৃক ঘোষিত হইবেন। অগ্রাধিকারিককে অধ্যক্ষ বা স্থলবিশেষে, প্রধানের নামগুলি জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের নিকট পাঠাইতে হইবে [এবং উহার একটি প্রতিলিপিপঞ্চায়ত-পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে ; পঞ্চায়ত পরিদর্শক ঐ নামগুলি তিনি যেরূপ উচিত মনে করেন সেরূপ রীতিতে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রকাশ করিবেন।]‡

*[প্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৬ ।এল এস-জি। ৩ আর-১৫।৫৭-২, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ ক্রমে বাদ দেওয়া হইয়াছে।]

‡[প্রজ্ঞাপন নং ৬৮৫৮ ।এল এস-জি, ২৫এ জুলাই ১৯৫৮ ক্রমে যোগ করা হইয়াছে।]

(৫) অধ্যক্ষ বা স্থলবিশেষে, প্রধান নির্বাচিত হইলে পর, উপাধ্যক্ষ, বা স্থলবিশেষে, উপপ্রধান পূর্বোক্ত রীতিতে নির্বাচিত হইবেন। অগ্রাধিকারিককে (প্রিসাইডিং অফিসারকে) উপাধ্যক্ষ বা স্থলবিশেষে উপপ্রধানের নামগুলিও

জেলা পঞ্চায়ত আধিকারিকের নিকট পাঠাইতে হইবে [এবং ইহার একটি প্রতিলিপি পঞ্চায়ত পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, পঞ্চায়ত পরিদর্শক ঐ নামগুলি, তিনি যেরূপ উচিত মনে করেন, সেরূপ রীতিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রকাশ করিবেন।]

[প্রজ্ঞাপন নং ৬৮৫৮ এল এস-জি, ২৫ জুলাই, ১৯৫৮ ক্রমে যোগ করা হইয়াছে।]

**[(৫ক) অগ্রাধিকারিককে, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান বা উপ-প্রধানের নির্বাচন সম্পর্কিত কাগজপত্র নিরাপদ হেপাজতের জন্য নির্বাচন-আধিকারিকের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে। নির্বাচন-আধিকারিক ঐ কাগজপত্র এক বৎসর পর্যন্ত নিরাপদ হেপাজতে রাখিবেন। তাহার পর উক্ত কাগজপত্রগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা যাইবে।]

**[প্রজ্ঞাপন নং ৯৯৫।ডি পি।৩ আর—৫ ৫৮, ৭ই এপ্রিল ১৯৫৯ ক্রমে যোগ করা হইয়াছে।]

(৬) জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিককে [নির্বাচিত প্রধান বা উপ-প্রধানের]* নামগুলি অবগত্যর্থে পঞ্চায়ত-অধিকর্তার নিকট এবং কলিকাতা ঘোষপত্রে প্রকাশার্থ পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মুদ্রণের অধীক্ষকের নিকটও পাঠাইতে হইবে।

*[প্রজ্ঞাপন নং ৬৮৫৮।এল এস-জি, ২৫এ জুলাই ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

২৮। নির্বাচনসংক্রান্ত খরচা যেভাবে প্রদান করিতে হইবে।—
গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য এবং অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের নির্বাচন-সংক্রান্ত সমুদয় খরচা গ্রাম পঞ্চায়ত তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইবে, এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য এবং প্রধানের ও উপ-প্রধানের নির্বাচন-সংক্রান্ত সমুদয় খরচা অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইবে :

পরন্তু, উক্ত আইনের প্রারম্ভের পর প্রথমবার ঐরূপ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিমিত্ত, রাজ্য-সরকারই ঐ খরচা মঞ্জুর করিবেন এবং উক্ত খরচার টাকা জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের অথবা রাজ্যসরকার অন্য যে আধিকারিককে নির্দেশ করেন সেরূপ আধিকারিকের কর্তৃত্বাধীনে গচ্ছিত রাখিবেন।

২৯। তারিখ বাড়াইয়া দেওয়া।—[নির্বাচন-আধিকারিক]† গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য কিংবা, স্থলবিশেষে, অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ

অথবা প্রধান বা উপ-প্রধানের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে এই নিয়মাবলীতে উল্লিখিত যে-কোন তারিখ, তিনি যদবধি উচিত বিবেচনা করেন তদবধি, বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

†[প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৯।এল এস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

টীকা:—যদিও নিয়মে তারিখ পরিবর্তনের কারণগুলি সন্নিবেশিত হয় নাই, তথাপি সাধারণ বুদ্ধিতে সেগুলি এভাবে ধরা যাইতে পারে, যথা :—(১) দাঙ্গা-হাঙ্গামা ; (২) প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ; (৩) অগ্নিকাণ্ড ; (৪) মড়ক ; (৫) সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ ; (৬) নিম্ন নির্বাচনের ব্যর্থতা।

নিম্ন নির্বাচন, যথা গ্রাম পঞ্চায়তের কোন একটি নির্বাচন কোন কারণে সম্পূর্ণ না হইলে উর্দ্ধতন অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের তারিখ পিছাইতে হইবে। গ্রাম পঞ্চায়তনির্বাচন সম্পূর্ণ হইবার ৪৫ দিনের মধ্যে অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ নির্বাচনের তারিখ ধার্য্য করিতে হইবে। তারিখের পরিবর্তনের হিসাব এভাবেই করিতে হইবে।

৩০। **নির্বাচন সংক্রান্ত বিবাদ।**—যে নির্বাচনপ্রার্থী যথাযথভাবে মনোনীত হইয়াছিলেন তিনিই জেলা-শাসকের নিকট এতৎপক্ষে কোন নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ না করিলে অন্যান্য কাহারও গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্যগণের অথবা, স্থলবিশেষে, অধ্যক্ষের বা উপাধ্যক্ষের কিংবা প্রধানের বা উপ-প্রধানের কোন নির্বাচন সম্পর্কে আপত্তি করা চলিবে না। দরখাস্তকারী যে নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনপ্রার্থী ছিলেন সেই নির্বাচন সম্পর্কেই মাত্র ঐরূপ দরখাস্ত করা চলিবে এবং উহা অগ্রাধিকারিক (প্রিসাইডিং অফিসার) কর্ত্তৃক নির্বাচনের ফল ঘোষণার তারিখ হইতে [ত্রিশ]§ দিনের মধ্যে পেশ করিতে হইবে। দরখাস্ত পেশ করার সময়, দরখাস্তকারীকে জেলা-শাসকের নিকট ফী বাবত পনের টাকা প্রদান করিতে হইবে। এভাবে প্রদত্ত ফী ফেরত দেওয়া হইবে না। জেলা-শাসক, সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিস দিবার পর এবং যেরূপ সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত হয় তাহা গ্রহণ করার পর, ঐ দরখাস্ত সম্পর্কে নিষ্পত্তি করিবেন। জেলা-শাসকের আদেশই চূড়ান্ত হইবে।

§[প্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৬।এল এস-জি, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

টীকা:—যে কোন ভোটদাতা নির্বাচনী-বিবাদ করিতে পারিবেন না। একমাত্র বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীরাই এই বিবাদ করিতে পারিবেন। এই মামলায় উকীল দেওয়া যাইবে।

[১৭--৭.৫৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা জেলা শাসকের ক্ষমতা মহকুমাশাসককে প্রত্যভিযুক্ত করা হইয়াছে।

[৩১।]*

*[প্রজ্ঞাপন নং ৫৪৮।ডিপি।৩ আর-৪।৬০, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ ক্রমে বাদ দেওয়া হইয়াছে।]

গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধিবেশন পরিচালন প্রনিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নিয়মাবলী

৩২। অধ্যক্ষ বা প্রধান অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন।—অধ্যক্ষ অথবা, স্থলবিশেষে, প্রধান যে-কোন সময় অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন এবং ঐ অধিবেশনে, অধ্যক্ষ অথবা, স্থলবিশেষে, প্রধান যেরূপ কার্য নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন সেরূপ কার্য করা যাইবে।

৩৩। গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিবেশনের নোটিস।—(১) ২২ ধারার (১) উপ-ধারার অনুবিধিতে উল্লিখিত অথবা ২৮ ধারার সহিত পঠিত ২২ ধারার (১) উপধারার অনুবিধিতে উল্লিখিত অধিবেশন ব্যতীত অন্য সমস্ত অধিবেশনের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করিয়া গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রত্যেক সদস্যকে অন্তত সাত দিনের নোটিস দিতে হইবে :

পরন্তু, জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন জরুরী বিষয় আলোচনা করিবার জন্য তিন দিনের নোটিস দিয়াই অধিবেশন আহ্ব'ন করা যাইবে।

(২) অধ্যক্ষ বাপ্রধান কর্তৃক কৃত্যসূচী (অ্যাজেণ্ডা) সংক্রান্ত একটি পুস্তক রক্ষিত হইবে। গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা স্থলবিশেষে অঞ্চলপঞ্চায়তের অধিবেশনে যে কার্য করা হইবে তাহা ঐ পুস্তকে লিখিয়া রাখিতে হইবে। যে পুস্তকে সংশ্লিষ্ট কার্যের বিষয় ঐভাবে লিখিত হইয়াছে সেই পুস্তকখানি অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের অন্তত ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা, স্থলবিশেষে অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রতেক সদস্যর নিকট পাঠাইয়া দিয়া কৃত্যসূচী সম্পর্কে নোটিস দিতে হইবে এবং উক্ত পুস্তকে সদস্যগণের স্বাক্ষর লইতে হইবে।

(৩) দৈবাৎ কোন সদস্যকে নোটিস দেওয়া না হইয়া থাকিলে, তদ্বারা গ্রাম পঞ্চায়তের অথবা স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন অধিবেশনের কার্যবাহ অসিদ্ধ হইবে না।

৩৪। অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের কিংবা প্রধান বা উপ-প্রধানের অপসারণ সম্পর্কিত অধিবেশন।—অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ কিংবা স্থলবিশেষে

প্রধান বা উপ-প্রধান যে অধিবেশনে তাঁহার অপসারণের বিষয় বিবেচনা করা হইবে সেই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন না এবং অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজনকে ঐরূপ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য নির্বাচন করিবেন।

৩৫। **নোটিসে অনুল্লিখিত যে কার্য করা যাইবে।**—উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যই সম্মত হইলে, গ্রাম পঞ্চায়ত বা স্থলবিশেষে অঞ্চল পঞ্চায়ত কোন অধিবেশনে কৃত্যসূচী-পত্রে উল্লিখিত কার্য ছাড়া যে-কোন কার্য করিতে পারিবেন।

টীকা:—ইহা ২৩ ধারার বিরোধী ও অবৈধ।

৩৬। **ভোটের দ্বারা মত নির্ধারণ।**—যে সংকল্পের প্রস্তাব করা হয় এবং যাহার উপর ভোট-গ্রহণের দাবি করা হয় সেরূপ প্রত্যেকটি সংকল্প ভোট লওয়ার পূর্বে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং প্রস্তাবককে উহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে। পক্ষে অথবা বিপক্ষে ভোটদানকারী সদস্যগণের সংখ্যার উল্লেখ সহ ঐরূপ প্রত্যেকটি সংকল্প কার্যবাহ-সম্পর্কিত পুস্তকে পুরাপুরিভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৩৭। **প্রতিনিধির দ্বারা ভোট দেওয়া নিষিদ্ধ।**—প্রতিনিধির দ্বারা ভোট দেওয়া নিষিদ্ধ এবং কোন সংকল্প সম্পর্কে ভোট লওয়ার সময় স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে কোন সদস্যই তৎ সম্বন্ধে ভোট দিতে পারিবেন না।

৩৮। **নূতনভাবে নোটিস দেওয়া।**—সদস্যগণকে কোন স্থগিত অধিবেশনের তারিখ নূতনভাবে নোটিস দিয়া জানাইয়া দিতে হইবে।

৩৯। **কার্য্যবিবরণ সম্পর্কিত পুস্তক।**—অধিবেশনসমূহের কার্যবাহের বিবরণ এতদুদ্দেশ্যে রক্ষিতব্য পুস্তকে লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং উক্ত কার্যবিবরণ যে অধিবেশন সম্পর্কিত সেই অধিবেশনে যিনি সভাপতিত্ব করিয়াছেন তাঁহাকে উহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং জনসাধারণ এরূপ পুস্তক অবাধে পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৪০। **কার্যসম্পর্কে রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং ২৪ ধারায় উল্লিখিত রিপোর্ট পেশ করবার সময়।**—(১) কার্যের ধরন- বিভিন্ন সংস্থান হইতে লব্ধ আয় এবং প্রত্যেক রকম কার্যের জন্য নির্বাহিত ব্যয় অনুসারে বিভিন্ন দফায় যে কার্য করা হইয়াছে তাহা দেখাইয়া গ্রাম পঞ্চায়ত রিপোর্ট প্রস্তুত

করিবেন। একটি দফায় শ্রেণীনির্দেশ করিয়া দেখানো যায় না এরূপ কোন কার্য করা হইয়া থাকিলে তাহা "বিবিধ কাজ", এই দফায় দেখাইতে হইবে। ৩৪ ধারায় উল্লিখিত যে তহবিল গ্রাম পঞ্চায়ত লাভ করেন সেই তহবিলের পরিমাণ এবং সংশ্লিষ্ট কার্যের জন্য যে পরিমাণ টাকা খরচ করা হইয়াছে তাহা রিপোর্টে দেখাইতে হইবে। ৩১ ধারা মতে কৃত কার্যের জন্য এবং বিবিধ কার্যের জন্য যে পরিমাণে টাকা খরচ করা হইয়াছে তাহা রিপোর্টে আলাদাভাবে দেখাইতে হইবে।

(২) গ্রাম পঞ্চায়ত পূর্ববর্তী বৎসর যে কার্য করা হইয়াছে তাহার একটি রিপোর্ট গ্রাম সভার ষাণ্মাসিক সাধারণ অধিবেশনে পেশ করিবেন এবং গ্রামসভার ষাণ্মাসিক সাধারণ অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে অঞ্চল পঞ্চায়ত ও পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের নিকটও একটি করিয়া রিপোর্ট পেশ করিবেন।

৪১। **৪২ ধারায় উল্লিখিত সংযুক্ত সমিতি গঠন**।—(১) সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তসমুহের অনুমোদন লইবার পর দুই বা ততোধিক গ্রাম পঞ্চায়ত নির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য ৪২ ধারার উল্লিখিত কোন সংযুক্ত সমিতি নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত একত্র মিলিত হইতে পারিবেন।

(২) প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়ত হইতে সমসংখ্যক মনোনীত সদস্যদের লইয়া উক্ত সমিতি গঠিত হইবে। সমিতিকে তাঁহাদের কার্যের প্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তসমুহের নিকট রিপোর্ট দিতে হইবে।

(৩) সম্মিলিত গ্রাম পঞ্চায়তসমুহের মধ্যে ৪২ ধারায় (২) উপধারায় যে মতভেদের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে সেরূপ কোন মতভেদ ঘটিলে ঐ বিষয়টি জেলা পঞ্চায়ত আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং তৎসম্পর্কে জেলা পঞ্চায়ত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৪২। **৪৩(১) ধারায় গ্রাম পঞ্চায়তকে জেলা পর্যদের কৃত্যসমুহ যেরূপ প্রত্যভিযোজন করিয়া দেওয়ার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহার রীতি**।—(১) জেলা পর্ষদের যেসমস্ত কৃত্য কোন গ্রাম পঞ্চায়তকে প্রত্যভিযোজন করিয়া দিতে হইবে তাহা সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তের অঞ্চল সম্পর্কে হইবে।

(২) জেলা পর্ষদ্ তৎকর্তৃক প্রত্যভিযোজিত কৃত্য সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তকে আবশ্যক তহবিল আবণ্টন করিয়া দিবেন।

(৩) কোন গ্রাম পঞ্চায়তকে কৃত্যসমূহ প্রত্যভিযোজন করিয়া দিবার পূর্ব্বে, জেলা পর্যদ্ এতৎপক্ষে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তকে জানাইবেন এবং উহার একটি করিয়া প্রতিলিপি জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিক ও পঞ্চায়ত-অধিকর্তার নিকট পাঠাইবেন।

(৪) (১) উপনিয়মে উল্লিখিত কৃত্য সম্পাদনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়ত যে কার্য করেন তাহা অবেক্ষণ করার ক্ষমতা জেলা পর্যদ্ এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তের থাকিবে।

(৫) ৪৩ ধারায় (১) উপধারায় উল্লিখিত প্রত্যভিযোজন সংক্রান্ত সর্ত ও কড়ারসমূহ অধ্যক্ষ এবং জেলা পর্যদের সভাপতিই প্রথমে স্থির করিবেন এবং তাহার পর জেলা পর্যদ্ ও গ্রাম পঞ্চায়তের একটি অধিবেশনে বিষয়টি চূড়ান্তভাবে স্থির করা হইবে।

(৬) জেলা পর্যদের সভাপতি গ্রাম পঞ্চায়তের অধ্যক্ষকে প্রত্যভিযোজনের আদেশ জানাইবেন এবং উহার একটি করিয়া প্রতিলিপি জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিক ও পঞ্চায়ত-অধিকর্তার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

৪৮ (৫) ধারামতে অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবদের জন্য লোকসংগ্রহের পদ্ধতি

৪৩। অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিব নিয়োগ।—(১) অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহের সচিবের পদ পূরণ করিবার নিমিত্ত [মহকুমা-শাসক]* প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করিবেন। [মহকুমা-শাসক] প্রত্যেকটি পদ নিয়োগের জন্য চারিজন প্রার্থীর নাম পঞ্চায়ত-অধিকর্তার নিকট সুপারিশ করিবেন।

*[প্রজ্ঞাপন নং ৩৫৩৯ ।এল এস-জি, ১৭ই এপ্রিল ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

(২) রাজ্যসরকার অথবা রাজ্যসরকারের নিকট হইতে এতৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আধি-কারিক বা প্রাধিকারী (১) উপ-নিয়মে উল্লিখিত প্রার্থিগণের মধ্য হইতে প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তের জন্য একজন করিয়া সচিব নিযুক্ত করিবেন ঃ

[পরন্তু—

(/০) কোন প্রার্থী যদি নির্ধারিত প্রশিক্ষা সাফল্যের সহিত সম্পূর্ণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবরূপে স্থায়িভাবে নিযুক্ত করা হইবে না ;

(৵০) (১) উপ-নিয়মে উল্লিখিতরূপে অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবপদে নিয়োগপ্রার্থীদের নাম সম্পর্কে সুপারিশ না হওয়া পর্যন্ত অথবা (৴০) প্রকরণে উল্লিখিত প্রার্থীর প্রশিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কিংবা অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবের সাময়িক অনুপস্থিতির কালে, রাজ্যসরকার অথবা রাজ্যসরকারের নিকট হইতে এতৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন আধিকারিক বা প্রাধিকারী কোন অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবরূপে যে-কোন ব্যক্তিকে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।††

† প্রজ্ঞাপন নং ৯৯৫।ডি পি।৩আর-৫।৫৮, ৭ই এপ্রিল ১৯৫৯ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

টীকা:—Training শেষ হইলে সম্পাদকের বেতন ৫০৲—৮০৲ স্কেলে হইবে। ৪৫ নিয়মে সরকার সম্পাদক নিযুক্ত না করা পর্য্যন্ত জেলা পঞ্চায়ত অফিসার অস্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। সম্পাদক সরকারী কর্মচারী নহেন যদিও ১১৪। ধারার বিশেষ অর্থে তিনি সরকারী কর্মচারী। অস্থায়ী সম্পাদকের মোট বেতন ৫০৲ টাকার মধ্যে হইবে।

৪৪। **যোগ্যতা**।—বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় (স্কুল ফাইন্যাল এগজামিনেশনে) বা সমতুল্য অন্য কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, সাধারণত কোন ব্যক্তিকেই নৈমিত্তিক রিক্ত পদ পূরণের জন্য ৪৩ নিয়মের (১) উপ-নিয়মে উল্লিখিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত বা প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত করা যাইবে না :

পরন্তু, যেসকল প্রার্থীকে [মহকুমা-শাসক]§ অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবপদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের বেলা, রাজ্যসরকার শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্ত শিথিল করিতে পারিবেন।

†[প্রজ্ঞাপন নং ৯৯৫। ডি পি।৩ আর-৫।৫৮, ৭ই এপ্রিল ১৯৫৯ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

৪৫। **অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিবের চাকরির সর্তাবলী**।—(১) মহকুমা-শাসকের অফিসের অথবা যেস্থলে মহকুমা-শাসকের কোন পৃথক অফিস না থাকে সেস্থলে জেলা শাসকের অফিসের নিম্নতম পর্যায়ের কর্মচারিগণের ছুটি ও শাস্তি সম্পর্কে চাকরির যেরূপ সর্ত নিধারিত হয়, অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহের সচিবগণের ছুটি ও শাস্তি সম্পর্কে চাকুরির সর্তও ঠিক সেইরূপই হইবে। প্রধান সচিবকে বৎসরে অনধিক ১৫ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন কিন্তু এককালে সাত দিনের বেশী নৈমিত্তিক ছুটি সাধারণ ত

মঞ্জুর করা যাইবে না। প্রধানের সুপারিশক্রমে পঞ্চায়ত-পরিদর্শক নৈমিত্তিক ছুটি ব্যতীত অন্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(২) যখনই প্রধানের এই বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, সচিব তাঁহার কার্য সম্বন্ধে অনবহিত বা অবহেলাকারী অথবা তিনি শৃঙ্খলাভঙ্গ করিয়াছেন বা অন্য কোন অসদাচরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, তখনই তিনি ঐ বিষয়ে জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের নিকট রিপোর্ট করিবেন। জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিক (১) উপ-নিয়মের উল্লিখিত বিধানাবলী অনুসারে যেরূপ ব্যবস্থা উপযুক্ত মনে করেন সচিবের বিরুদ্ধে সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

(৩) (২) উপ-নিয়মমতে জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিক কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে জেলাশাসকের নিকট আপীল করা চলিবে এবং জেলাশাসকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

[৪৬।]*

*[প্রজ্ঞাপন নং ৯৯৫।ডি পি-৩আর-৫।৫৮, ৭ই এপ্রিল ১৯৫৯ ক্রমে বাদ দেওয়া হইয়াছে।]

৪৪ ধারায় উল্লিখিত গ্রাম পঞ্চায়তের কর্মিবর্গ এবং ৪৮ (৭) ধারায় উল্লিখিত অঞ্চল পঞ্চায়তের অতিরিক্ত কর্মিবর্গ

৪৭। **অঞ্চল পঞ্চায়তের কর্মিবর্গ**।—পূর্বে জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের অনুমোদন লইয়া অঞ্চল পঞ্চায়ত, তাঁহাদের কার্যনির্বাহের জন্য অতিরিক্ত যেরূপ কর্মিবর্গের প্রয়োজন হয়, সেরূপ কর্মিবর্গকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ কর্মিবর্গের বেতন ও ভাতা স্থির করিয়া দিতে পারিবেন।

৪৮। **গ্রাম পঞ্চায়তে কর্মিবর্গের নিয়োগ**।—পূর্বে জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের অনুমোদন লইয়া, গ্রাম পঞ্চায়ত, ৪৪ ধারার বিধানাবলী অনুসারে যেরূপ কর্মিবর্গ প্রয়োজন মনে করেন সেরূপ কর্মিবর্গকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৪৯। **অবসরণের বয়স**।—৪৩নিয়মের (২) উপ-নিয়ম মতে অথবা ৪৭ বা ৪৮ নিয়মমতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকেই তাঁহার ৬০ বৎসরের পর, সাধারণত চাকরিতে রাখা হইবে না।ঃ

পরন্তু উপযুক্ত কারণ থাকিলে, জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের অনুমোদন লইয়া, কোন কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ এককালে অনধিক একবৎসরের জন্ত বাড়াইয়া দেওয়া যাইবে কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই কোন কর্মচারীকে তাঁহার ৬৫ বৎসর বয়সের পর চাকরিতে রাখা হইবে না।

৫০। **কর্মিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।**—(১) গ্রাম পঞ্চায়ত অথবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিব ব্যতীত অন্যান্য কর্মচারীকে কার্যমুক্ত বা বরখাস্ত করিয়া বা নিম্নপদে নামাইয়া দিয়া অথবা সাময়িকভাবে কর্মচ্যুত করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন।

(২) কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে (১) উপ-নিয়মে উল্লিখিত কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পূর্বে, গ্রাম পঞ্চায়ত, অথবা স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ বা অভিযোগসমূহ গঠন করিবেন এবং তাঁহাকে উহার একটি প্রতিলিপি দিয়া ঐ অভিযোগ বা অভিযোগসমূহের সম্পর্কে তাঁহার কোন কৈফিয়ত দেওয়ার থাকিলে তাহা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পেশ করিতে বলিবেন। গ্রাম পঞ্চায়ত অথবা, স্থলবিশেষে, অঞ্চলপঞ্চায়ত ঐ কৈফিয়তের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে আরও কৈফিয়ত দিবার জন্য বলিতে পারিবেন। শাস্তির কোন আদেশ দিবার পূর্বে, উক্ত কর্মচারী ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে নিজের বক্তব্য বলিতে দিতে হইবে এবং তিনি বা তাঁহার সাক্ষী কোন সাক্ষ্য প্রদান করিলে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫১। **আপীল।**—৫০ নিয়মমতে প্রদত্ত শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের নিকট আপীল করা চলিবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৫২। **বিনা অনুমতিতে গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের কর্মচারিগণের অনুপস্থিতি।**—অধ্যক্ষ বা, স্থলবিশেষে. প্রধানের নিকট হইতে আগে অনুমতি না লইয়া, গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন কর্মচারীই কার্যে অনুপস্থিত থাকিতে পারিবেন না।

৫৩। **নৈমিত্তিক ছুটি।**—অধ্যক্ষ অথবা প্রধান যথাক্রমে, গ্রাম পঞ্চায়ত অথবা অঞ্চল পঞ্চায়তের কর্মচারিগণের এককালে সাধারণত অনধিক সাত

দিনের এবং এক বৎসরে সাধারণত অনধিক পনর দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

৫৪। **অসুস্থতা নিবন্ধন ছুটি এবং ব্যক্তিগত জরুরী কাজের জন্য ছুটি**।—অধ্যক্ষ অথবা প্রধান যথাক্রমে গ্রাম পঞ্চায়ত অথবা অঞ্চল পঞ্চায়তের কর্মচারিগণকে অসুস্থতার বা ব্যক্তিগত জরুরী কাজের জন্য বেতন সহ বা বিনা বেতনে অনধিক এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

৫৫। **এক মাসের অধিক ছুটি**।—পঞ্চায়তসমূহের অবেক্ষকের অনুমোদনাধীনে, গ্রাম পঞ্চায়ত, অথবা স্থলবিশেষে, অঞ্চল পঞ্চায়ত তাঁহাদের যে-কোন কর্মচারীকে অসুস্থতা বা ব্যক্তিগত জরুরী কাজের জন্য এক মাসের অধিক ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবেন :

পরন্তু কোন ক্ষেত্রেই ঐরূপ ছুটি পাঁচ বৎসরে ছয় মাসের বেশী এবং বেতনসহ এক মাসের বেশী হইবে না।

৫৬। **কৃত্যক-বহি ইত্যাদি**।—মহকুমা-শাসকের অফিসের অথবা যেস্থলে মহকুমা-শাসকের কোন পৃথক অফিস না থাকে সেস্থলে জেলা শাসকের অফিসের নিম্নতম পর্যায়ের কর্মচারিগণের জন্য এতদুদ্দেশ্যে যে নিদর্শ নির্ধারিত আছে সেই নিদর্শে গ্রাম পঞ্চায়ত বা অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রত্যেক স্থায়ী কর্মাচারীর জন্য একটি কৃত্যক-বহি ও সীল-পরিচয়পত্র রাখিতে হইবে। ঐ কৃত্যক-বহি ও সীল-পরিচয়পত্র উপযুক্তভাবে এবং হাল নাগাত করিয়া রাখিবার জন্য অধ্যক্ষ বা, স্থলবিশেষে, প্রধান দায়ী থাকিবেন।

***৫৬ক**। জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিক কোন গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়তের অধীনে কার্যকরী যে-কোন কর্মচারীকে একই মহকুমার মধ্যে ঐরূপ কোন পঞ্চায়তে বদলী করিতে পারিবেন।

*[প্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৬।এল এস-জি।৩আর-১৫ ৫৭—২, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ ক্রমে বসানা হইয়াছে।]

দফাদার ও চৌকিদারগণ

৫৭। **৫১ ধারার (১) উপধারামতে দফাদার ও চৌকিদারগণের সংখ্যা নির্ধারণ**।— (১) কোন বিশেষ অঞ্চলের জন্য অঞ্চল পঞ্চায়ত প্রথম গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন আইন, ১৯১৯ (বঙ্গীয়

৫ আইন, ১৯১৯) কিংবা গ্রাম্য চৌকিদারী আইন, ১৮৭০ (বঙ্গীয় ৬ আইন, ১৮৭০) মতে যে দফাদার ও চৌকিদারগণ উক্ত অঞ্চলে কার্য করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে অঞ্চল পঞ্চায়ত, জেলা শাসক অনুরূপ আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত, উক্ত পঞ্চায়তের প্রথম গঠিত হওয়ার তারিখ হইতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য বহাল রাখিবেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বর্তমান দফাদার ও চৌকিদারগণের সম্পর্কে জেলা শাসক যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) অঞ্চল পঞ্চায়ত প্রথম গঠিত হওয়ার পর অঞ্চল পঞ্চায়ত যদি কখনও অতিরিক্তসংখ্যক দফাদার ও চৌকীদার রাখা অথবা সংশ্লিষ্ট পদধারীদের পক্ষে অযথা কষ্টের সৃষ্টি না করিয়া তাঁহাদের বর্তমান সংখ্যা কমানো প্রয়োজন মনে করেন তাহা হইলে অঞ্চল পঞ্চায়ত পঞ্চায়ত পরিদর্শকের মারফত জেলা শাসকের নিকট ঐ মর্মে একটি প্রস্তাব পেশ করিবেন এবং জেলা শাসকের আদেশই চূড়ান্ত হইবে।

৫৮। **দফাদার ও চৌকিদারগণের বেতন**।—পূর্বে জেলা-শাসকের অনুমোদন লইয়া অঞ্চল পঞ্চায়ত সময় সময় যেরূপ স্থির করেন দফাদার ও চৌকিদারগণের বেতন সেইরূপ হইবে এবং এভাবে স্থির না হওয়া পর্যন্ত, বেতন, অঞ্চল পঞ্চায়ত প্রথম গঠিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে ৫৭ নিয়মের (১) উপ-নিয়মে উল্লিখিত দফাদার ও চৌকিদারগণকে যেরূপ বেতন প্রদেয় ছিল সেরূপ হইবে।

৫৯। **দফাদার ও চৌকিদারগণকে বেতন প্রদানের সময়**।—জেলা-শাসক অথবা তৎকর্তৃক এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত কোন আধিকারিক যেরূপ নিয়মিত সময়-ব্যবধান স্থির করিবেন সেইরূপ সময়-ব্যবধানে দফাদার ও চৌকিদারগণকে বেতন দেওয়া হইবে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তের সহিত পরামর্শক্রমে জেলা-শাসক অথবা তৎকর্তৃক এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত কোন আধিকারিক বেতন প্রদানের তারিখ স্থির করিবেন।

৬০। **যেসমস্ত দফাদার ও চৌকিদারকে বেতন দিতে হইবে তাঁহাদের নামের নিবন্ধপুস্তক**।—দফাদার ও চৌকিদারগণকে বেতন দিবার জন্য নির্দিষ্ট প্রত্যেক তারিখের পূর্বে প্রধান, যে দফাদার ও চৌদিদার-গণকে বেতন দিতে হইবে তাঁহাদের নাম, তাঁহাদের প্রত্যেককে প্রদেয়

বেতনের হার ও পরিমাণ এবং অন্যান্য টাকা, যে কাল সম্পর্কে বেতন দিতে হইবে সেই কাল এবং প্রত্যেকের বেতন হইতে যদি কোন টাকা কাটিয়া লইতে হয়, তবে তাহার পরিমাণ উল্লেখ করিয়া এই নিয়মাবলী সংলগ্ন গ-নিদর্শে একখানি নিবন্ধপুস্তক প্রস্তুত করাইবেন।

৬১। **বেতন লইবার জন্য দফাদার ও চৌকিদারগণের হাজিরা।**—বেতন প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট তারিখে সমস্ত দফাদার ও চৌকিদার অঞ্চল পঞ্চায়তের অফিসে হাজির থাকিবেন এবং প্রধান সেখানে তাঁহাদের বেতনের টাকা বিলির বন্দোবস্ত করিবেন।

৬২। **প্রধান বেতন লইবার জন্য সারি বাঁধিয়া যাওয়ার সময় দফাদার ও চৌকিদারগণকে পরিচালন করিবেন।**—প্রধান বেতন লইবার জন্য সারি বাঁধিয়া যাওয়ার সময় দফাদার ও চৌকিদারগণকে পরিচালন করিবেন কিংবা তিনি উহা করিতে অসমর্থ হইলে, প্রধান কর্তৃক এতৎপক্ষে নিযুক্ত এবং অতঃপর অগ্রসদস্য বলিয়া উল্লিখিত অঞ্চল পঞ্চায়তের অন্য কোন সদস্য তাঁহাদিগকে পরিচালন করিবেন।

৬৩। **বকেয়া বেতন এবং বর্তমান বেতন প্রদান।**—পূর্ববর্তী কোন সময়ের জন্য কোন দফাদার বা চৌকিদারের কোন বেতন পাওনা আছে কিনা তাহা প্রধানকে অথবা, স্থলবিশেষে, অগ্রসদস্যকে প্রথমত নিরূপণ করিতে হইবে এবং তাহা পাওনা আছে দেখিলে তিনি প্রথমে ঐ বকেয়া বেতন দিয়া দিবেন। তাহার পর বর্তমান সময়ের বেতন দিতে হইবে।

৬৪। **বেতন পুরাপুরি দিতে হইবে।**—সব বেতনই নগদ এবং পুরাপুরি দিতে হইবে এবং কোন ক্ষেত্রেই মাত্র আংশিকভাবে বেতন দেওয়া চলিবে না। অথবা অগ্রিম কোন বেতন দেওয়া যাইবে না।

৬৫। **জরিমানা আদায়।**—কোন দফাদার বা চৌকিদারের পাওনা বেতন পূর্বে সমন্বয়ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাওনা জরিমানার টাকা আদায় করিতে হইবে।

৬৬। **যে টাকা দেওয়া হইবে এবং যে জরিমানা আদায় করা হইবে তাহা অভিমুক্তি-লেখে (একুইটেন্স রোলে) লিখিয়া রাখিতে হইবে।**—সমস্ত টাকা দেওয়া এবং জরিমানা আদায়ের কথা অভিমুক্তি-লেখে লিখিয়া রাখিতে হইবে। ঐ অভিমুক্তি-লেখ এই নিয়মাবলী সংলগ্ন

ঘ-নিদর্শে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে এবং প্রধান বা, স্থলবিশেষে, অগ্রসদস্য উহাতে তথনই স্বাক্ষর করিবেন ও তারিখ দিবেন।

৬৭। **টাকা দেওয়ার ও টাকা আদায়ের বিষয় গ-নিদর্শেও লিখিয়া রাখিতে হইবে।**—অনুরূপ ভাবে, ঐরূপে সমস্ত টাকা দেওয়ার এবং টাকা আদায়ের বিষয় প্রধান বা, স্থলবিশেষে, অগ্রসদস্য তথনই গ-নিদর্শানুযায়ী নিবন্ধ-পুস্তকে লিখিয়া রাখিবেন।

৬৮। **বেতন না দেওয়ার বিষয় বেতন-প্রদান সংক্রান্ত নিবন্ধ-পুস্তকে লিখিয়া রাখিতে হইবে।**—কোন দফাদার বা চৌকিদারকে বেতন দেওয়া না হইলে সেই বিষয় এবং বেতন না দেওয়ার কারণ গ-নিদর্শানুযায়ী নিবন্ধ-পুস্তকের মন্তব্যের ঘরে তাঁহার নাম বরাবর লিখিয়া রাখিতে হইবে।

৬৯। **বেতন লওয়ার জন্য সারিতে অনুপস্থিত দফাদার ও চৌকিদারকে বেতন না দেওয়া।**—কোন দফাদার বা চৌকিদার বেতন লওয়ার জন্য সারিতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাঁহার পাওনা টাকা অঞ্চলপঞ্চায়তের অফিসে জমা রাখা হইবে এবং সর্বপ্রথমে যে সুযোগ পাওয়া যাইবে সেই সুযোগে অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন সদস্যের উপস্থিতিতে ঐ টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইবে। উক্ত সদস্য ঘ-নিদর্শানুযায়ী অভিমুক্তি-লেখে এবং গ-নিদর্শানুযায়ী বেতন-সংক্রান্ত নিবন্ধ-পুস্তকে ঐ বেতন প্রদানের বিষয় প্রত্যয়িত করিবেন।

৭০। **দফাদার ও চৌকিদারগণের পুরস্কার।**—উপস্থিত দফাদার ও চৌকিদারগণকে বেতন প্রদানের পর, প্রধান বা, স্থলবিশেষে, অগ্রসদস্য বিতরণের নিমিত্ত অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট কোন পুরস্কার প্রেরিত হইয়া থাকিলে তাহা বিতরণ করিয়া দিবেন।

৭১। **আদায়ীকৃত জরিমানার টাকা কোষাগারে পাঠাইতে হইবে।**—দফাদার ও চৌকিদারগণ সারি বাঁধিয়া বেতন লইয়া গেলে পর, যত সত্বর সুবিধা হয়, অঞ্চল পঞ্চায়ত আদায়ীকৃত জরিমানার মোট টাকার জন্য চালানে ঐ আদায়ের বিষয় বিস্তারিতভাবে পৃষ্ঠাঙ্কিত করিয়া ঐরূপ তিনপ্রস্ত চালান সহ জরিমানা হিসাবে আদায়ীকৃত মোট টাকা জেলা চৌকিদারী পুরস্কার-তহবিলে জমা দিবার জন্য নিকটতম কোষাগারে পাঠাইয়া দিবেন। কোষাগার চালানের যে দুইটি প্রতিলিপি ফেরত দিবেন তাহার একটি পঞ্চায়ত-অবেক্ষকের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং আর একটি অঞ্চল-পঞ্চায়তের অফিসে

নথিভুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। বিকল্পে, অঞ্চল পঞ্চায়ত জরিমানা হিসাবে আদায়ীকৃত টাকা, মনি-অর্ডার কমিশন কাটিয়া রাখিয়া মনি-অর্ডারযোগে সোজাসুজি কোষাগারে পাঠাইতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পত্র দ্বারা জেলা-শাসককে অথবা জেলা-শাসক অন্য যে আধিকারিককে এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত করেন সেই আধিকারিককে এই বিষয়ে জানাইবেন। কোষাগার মনি-অর্ডার কুপনটি চৌকিদারী বিভাগকে দেখাইবেন এবং চৌকিদারী বিভাগ ঐ টাকা দেওয়ার বিষয় লিখিয়া রাখিয়া পঞ্চায়ত অবেক্ষককে উহা জানাইবেন।

৭২। **দফাদার ও চৌকিদারগণকে বেতন প্রদান করা সম্পর্কে কার্যবাহ।**—(১) দফাদার ও চৌকিদারগণ সারি বাঁধিয়া বেতন লইয়া যাওয়া মাত্র অঞ্চল পঞ্চায়ত বেতন প্রদান সম্পর্কিত কার্যবাহের একটি রিপোর্ট এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ঙ-নিদর্শে প্রস্তুত করিয়া তাহা পঞ্চায়ত-অবেক্ষকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

(২) দফাদার ও চৌকিদারগণ যে মাসে সারি বাঁধিয়া বেতন লইয়া যান সেই মাস শেষ হওয়ার পূর্বে পঞ্চায়ত-অবেক্ষক তাঁহার অধিকার-ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত চৌকিদারগণের সংখ্যা (দফাদারগণ সমেত) ঐ মাসে যত জনকে পুরা বেতন দেওয়া হইয়াছে এবং যত জনকে পুরা বেতন দেওয়া হয় নাই—এসমস্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া দুই প্রস্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ মহকুমা-শাসকের নিকট পাঠাইবেন। ব্যতিক্রমী অঞ্চল-পঞ্চায়তসমূহের সম্পর্কে তিনি এই নিয়মাবলী সংলগ্ন চ-নিদর্শে দুই প্রস্ত বিবরণ দাখিল করিবেন।

(৩) মহকুমা-শাসক (২) উপ-নিয়মে উল্লিখিত বিবরণ সম্পর্কে যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন সেরূপ আদেশ প্রদানের পর, ঐ বিবরণের দুইটি প্রতিলিপি জেলা-শাসকের নিকট পাঠাইবেন। জেলা-শাসক একটি প্রতিলিপি তাঁহার অফিসে রাখিয়া দিবেন এবং অন্যটি প্রয়োজনীয় আদেশ সহ মহকুমা-শাসকের নিকট ফেরত দিবেন।

দফাদার ও চৌকিদারগণের সাজ-পোশাকের খরচা

৭৩। **দফাদার ও চৌকিদারগণের সাজ-পোশাকের বাৎসরিক খরচা।**—অঞ্চল পঞ্চায়তের অভিমত বিবেচনার পর জেলা-শাসক অথবা তিনি অন্য যে আধিকারিককে এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত করেন সেই

আধিকারিক দফাদার ও চৌকিদারগণের সাজ-পোশাকের বাৎসরিক খরচা (তৎসংক্রান্ত যানবাহন-খরচা সমেত) ধার্য করিবেন।

৭৪। **পঞ্চায়ত-পরিদর্শক অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট সাজ-পোশাকের খরচার দাবি সম্পর্কে নোটিস পাঠাইবেন।**—প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখের মধ্যে পঞ্চায়ত-পরিদর্শক আগামী বৎসরের জন্য সাজ-পোশাকের খরচার দাবি সম্পর্কে একটি নোটিস এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ছ-নিদর্শে প্রস্তুত করিয়া অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পাঠাইবেন।

৭৫। **সাজ-পোশাকের খরচা প্রদান।**—অঞ্চল পঞ্চায়ত ত্রৈমাসিক কিস্তিতে দফাদার ও চৌকিদারগণের সাজ-পোশাকের খরচা দিবেন। প্রত্যেক দফাদার বা চৌকিদার সম্পর্কেই ঐরূপ খরচা পুরাপুরি দিতে হইবে। প্রতি তৃতীয় মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অঞ্চল পঞ্চায়ত ঐ খরচার টাকা তিন প্রস্ত চালান-সহ কোষাগারে পাঠাইবেন। কোষাগার হইতে চালানের যে দুইটি প্রতিলিপি ফেরত দেওয়া হইবে তাহার একটি পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং আর একটি অঞ্চল পঞ্চায়তের অফিসে নথিভুক্ত করিয়া রাখিতে হইবে। বিকল্পে অঞ্চল পঞ্চায়ত ঐ টাকা, মনি-অর্ডার কমিশন কাটিয়া, মনি-অর্ডারযোগে সোজাসুজি কোষাগারে পাঠাইতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পত্র দ্বারা জেলা-শাসককে অথবা জেলা-শাসক অন্য যে আধিকারিককে এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত করেন সেই আধিকারিককে, এ বিষয় জানাইবেন। কোষাগার মনি-অর্ডার কুপনটি চৌকিদারী বিভাগকে দেখাইবেন এবং চৌকিদারী বিভাগ ঐ টাকা দেওয়ার বিষয় লিখিয়া রাখিয়া পঞ্চায়ত-পরিদর্শককে উহা জানাইবেন।

৭৬। **পঞ্চায়ত-পরিদর্শককে সাজ-পোশাক সরবরাহ করা।**—পঞ্চায়ত-পরিদর্শক যখন সাজ-পোশাক প্রেষিতক (কনসাইনমেণ্ট) পাইবেন তখন তিনি এই নিয়মাবলী সংলগ্ন জ-নিদর্শে উহা অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পাঠাইবেন। পঞ্চায়ত-পরিদর্শক উক্ত নিদর্শের প্রথম অংশটি পূরণ করিয়া উহাতে স্বাক্ষর করিবেন। দফাদার ও চৌকিদারগণ অতঃপর বেতন লইবার জন্য সারি বাঁধিয়া আসিলে অঞ্চল পঞ্চায়তকে ঐ সাজ-পোশাক বিতরণ করিয়া দিতে হইবে। বিতরণ শেষ হইলে, অঞ্চল পঞ্চায়ত দ্বিতীয় অংশটি পূরণ করিবেন এবং প্রেষিতকসূচী (জ-নিদর্শ) পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

পঞ্চায়ত-পরিদর্শক বিতরণের বিস্তারিত বিবরণের লেখ্য স্বরূপ দ্বিতীয় অংশের একটি প্রতিলিপি রাখিবেন।

দফাদার ও চৌকিদারগণের কর্তব্য, ক্ষমতা ও কৃত্য

৭৭। **চৌকিদারগণের পাহারার এলাকা।**—জেলা-শাসকের অথবা তিনি অন্য যে আধিকারিককে এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত করেন সেই আধিকারিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে অঞ্চল পঞ্চায়ত প্রত্যেক চৌকিদারের জন্য পাহারার একটি যুক্তিসঙ্গত এলাকা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং যদি একাধিক দফাদার থাকে তাহা হইলে কোন্ দফাদারের অধীনে ঐ চৌকিদার কাজ করিবেন তাহা স্থির করিয়া দিবেন।

৭৮। **বদমাশদের নামের তালিকা।**—অঞ্চল পঞ্চায়ত তদীয় অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে নিবাসকারী বদমাশদের নামের একটি তালিকা রাখিবেন। থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অঞ্চল পঞ্চায়তকে এতৎপক্ষে যে সংবাদ জানাইবেন তদনুসারে ঐ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়ত দফাদার ও চৌকিদারগণের দ্বারা ঐরূপ ব্যক্তিদের উপর নিয়মিতভাবে নজর রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন, এবং দফাদার ও চৌকিদারগণ ঐরূপ ব্যক্তিদের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও ফলাফল অঞ্চলপঞ্চায়তকে জানাইবেন। অঞ্চল পঞ্চায়ত নিম্নলিখিত নিদর্শানুযায়ী একটি নিবন্ধ-পুস্তকে ঐ সংবাদ লিখিয়া রাখিবেন। ঐ নিবন্ধ-পুস্তকটি অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট থাকিবে এবং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক, আবশ্যক মনে করিলে, উহা অবাধে পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

নিদর্শ

সন্দেহভাজন ব্যক্তির নাম..........., মহল্লা........, পিতার নাম............ চৌকিদার........., গ্রাম.........

সাক্ষাৎকারের তারিখ ও সময়	যিনি সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন	উপস্থিত বা অনুপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছেন	মন্তব্য

দ্রষ্টব্য ১।—যাহাতে প্রত্যেক সন্দেহভাজন ব্যক্তির বা বদমাশের সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি লেখ্য থাকে তজ্জন্য ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্ত একটি পৃথক পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য ২।—মন্তব্যের ঘরে প্রধান অনুপস্থিতির কারণ লিখিবেন না।

৭৯। **ভ্রমণকারী দলগুলির সম্পর্কে রিপোর্ট।**—অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকার ক্ষেত্রের মধ্যে কোন ভ্রমণকারী দলের আগমন সংবাদ পাইলে, অঞ্চল পঞ্চায়ত দেখিবেন, যেন দফাদার ও চৌকিদারগণ স্থানীয় আরক্ষীদিগকে (পুলিশ) সত্বর ঐ সংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং থানার আধিকারিক অন্য প্রকার পরামর্শ না দিলে দফাদার ও চৌকিদারগণ যাহাতে উক্ত দলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তাহার জন্যও বন্দোবস্ত করিবেন।

৮০। **সমবেত কুচকাওয়াজ।**—জেলা-শাসকের অথবা তিনি অন্য যে ব্যক্তিকে এতৎ-পক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত করেন সেই আধিকারিকের মঞ্জুরি লইয়া অঞ্চল পঞ্চায়ত দফাদার ও চৌকিদারগণকে নিয়মিত সময়-ব্যবধানে উক্ত অঞ্চল পঞ্চায়তের অফিসে সমবেত কুচকাওয়াজে হাজির থাকিবার জন্য আদেশ দিতে পারিবেন। ঐরূপ কুচকাওয়াজ পনর দিনে একবারের বেশি হইবে না। অঞ্চল পঞ্চায়ত ঐরূপ কুচকাওয়াজে হাজিরা সম্পর্কে একটি লেখ্য রাখিবেন।

৮১। **চৌকিদারগণের কর্তব্য।**—চৌকিদারগণের কর্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়িবে:

(ক) অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্র মধ্যে অন্য কোথাও পাহারা দিবার জন্য অঞ্চল পঞ্চায়ত আদেশ না দিলে, তিনি অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া এলাকায় নিয়মিতভাবে পাহারা দিবেন এবং সমস্ত রাত্রি ঐ এলাকায় উপস্থিত থাকিবেন।

(খ) যেসমস্ত অঞ্চলে ৮০ নিয়মমতে পাক্ষিক কুচকাওয়াজ হয় সেসমস্ত অঞ্চলে তিনি থানাতে সমবেত কুচকাওয়াজে মাসে একবার হাজির থাকিবেন; থানার ঐ সমবেত কুচকাওয়াজ ৮০ নিয়মমতে কুচকাওয়াজের জন্য নির্দিষ্ট দিনগুলি ছাড়া অন্য দিনে অনুষ্ঠিত হইবে। যে-সমস্ত অঞ্চলে অঞ্চল পঞ্চায়তের অফিসে সমবেত কুচকাওয়াজ আদৌ অনুষ্ঠিত হয় না, সে-সমস্ত অঞ্চলে তিনি তাঁহার পাহারার এলাকা থানা হইতে ১০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে হইলে, সপ্তাহে

একবার অথবা তাঁহার পাহারার এলাকা ঐরূপ ব্যাসার্ধের বাহিরে হইলে পনর দিনে একবার থানাতে সমবেত কুচাকওয়াজে হাজির থাকিবেন।

দ্রষ্টব্য।—সংবিধিবদ্ধ অন্য কোন বাধ্যবাধকতা পালনের জন্য অন্যান্য সময়ে থানায় হাজির হইবার জন্য তাঁহার যে দায়িত্বা থাকে, ইহার দ্বারা সেই দায়িত্বার কোন ইতরবিশেষ ঘটিবে না।

(গ) যে দফাদারের অধীনে তিনি কাজ করেন তাঁহার বিধিসঙ্গত সমস্ত আদেশই তাঁহাকে পালন করিতে হইবে।

(ঘ) তিনি আরক্ষীদিগকে তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদনে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন, এবং ঐরূপ কর্তব্য সম্পাদনকালে আরক্ষা কর্তৃপক্ষ বিধিসম্মত যেসমস্ত আদেশ প্রচার করেন তাহা পালন করিবেন।

(ঙ) সাধারণত পরোয়ানা জারি এবং কার্যকরী করার ব্যাপারে এবং বিশেষভাবে যেসমস্ত ব্যক্তির উপর পরোয়ানা জারি করিতে হইবে তাঁহাদের সনাক্তকরণের ব্যাপারে, তিনি দেওয়ানী বা রাজস্ব আদালতে সকল পরোয়ানা বাহককেই তাঁহার যেসমস্ত সংবাদ জানা আছে তাহা জানাইবেন এবং তাঁহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিলে তাহা করিবেন এবং পরোয়ানা জারি বা কার্যকরী করার সময় উপস্থিত থাকিলে জারিকরণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত নিদর্শে একটি সত্যাখ্যানপত্র দাখিল করিবেন:

পরোয়ানাজারীকারী..................আমার সাক্ষাতে তাঁহার রিপোর্টে বর্ণিত রীতিতে..................এর পরোয়ানা ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত, ...নিবাসী............এর পুত্র.........এর উপর জারি/বিরুদ্ধে কার্যকরী করিয়াছেন।

(স্বাক্ষর)......

পিতা......

নিবাস......

দ্রষ্টব্য।—চৌকিদার নিরক্ষর হইলে তাঁহার বামহস্তের বুড়া আঙ্গুলের টিপসহি লইতে হইবে।

(চ) অসুস্থতা-নিবন্ধন বা অন্য কোন পর্যাপ্ত কারণে তিনি তাঁহার কোন কর্তব্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইলে, ঐ বিষয় যে দফাদারের অধীনে কাজ করেন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ জানাইয়া দিবেন।

৮২। চৌকিদারকে তাঁহার পাহারার এলাকা হইতে সরাইয়া লওয়া যাইবে না।—বিশেষ জরুরী কাজের বেলা ছাড়া অথবা যখন কোন বন্দীর উপর নজর রাখিতে হইবে বা কোন বন্দীররক্ষীর কার্য করিতে হইবে সেই সময় ছাড়া অন্য সময়ে বিবিধ বা অন্য প্রকার কার্যের জন্য কোন চৌকিদারকে তাঁহার পাহারার এলাকা হইতে সরাইয়া লওয়া যাইবে না। আরক্ষা কর্তৃপক্ষ, অঞ্চল পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন সদস্য কিংবা অন্য কোন প্রাধিকারী কর্তৃক গৃহভৃত্য বা পরিচর হিসাবে কোন চৌকিদারকে কাজে লাগানো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

৮৩। দফাদারগণের কর্তব্য।—দফাদারগণের কর্তব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পড়িবে :

(ক) তিনি অপরাধ নিবারণে এবং আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার কার্যে আরক্ষীদিগকে সাধ্যমত সাহায্য করিবেন এবং জেল-শাসক অথবা তিনি অন্য যে আধিকারিককে এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত করেন সেই আধিকারিক যেরূপ নির্ধারিত করেন সেরূপ কর্তব্য সম্পাদন করিবেন।

(খ) তিনি তাঁহাকে দেওয়া একখানি বাঁধানো নোট-বহি রাখিবেন এবং জেলা-শাসক অথবা তিনি অন্য যে আধিকারিককে এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত করেন সেই আধিকারিক যেরূপ নির্ধারিত করেন সেরূপ সংবাদ উহাতে লিখিয়া রাখিবেন।

(গ) জেলা-শাসক অথবা তিনি অন্য যে আধিকারিককে এতৎপক্ষে প্রাধিকৃত করেন সেরূপ আধিকারিক আদেশ দিলে, তিনি নিম্নলিখিত নিদর্শে একখানি দিনপঞ্জী (ডায়েরী) রাখিবেন এবং থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক যখনই চাহিবেন তখনই তাঁহার নিকট এই দিনপঞ্জীটি দাখিল করিবেন।

নিদর্শ

তারিখ	যে গ্রাম পরিদর্শন করা হইল	মন্তব্য	আগন্তুক বদমাস ইত্যাদির গতিবিধি

(ঘ) অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্বর্তী যে গ্রামগুলি তাঁহার পাহারার এলাকার অন্তরভুক্ত সেই গ্রামগুলি তিনি নির্দিষ্ট সময়ান্তে দিবাভাগে এবং রাত্রিকালেও পাহারা দিবেন এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে নজর রাখা সম্পর্কে তিনি অঞ্চল পঞ্চায়তের আদেশ মানিয়া চলিবেন।

(ঙ) অধীন চৌকিদারগণ যেন তাঁহাদের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করেন, এ বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখিবেন।

(চ) পূর্ব হইতে কোন খবর না দিয়া তিনি সপ্তাহে অন্তত চার রাত্রি অন্তত দুইজন চৌকিদারের পাহারার এলাকা হঠাৎ পরিদর্শন করিবেন এবং চৌকিদারগণ যেন সতর্ক থাকেন ও তাঁহাদের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করেন এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন।

(ছ) তিনি সপ্তাহে একবার থানাতে কুচকাওয়াজ করিবেন এবং ৮০ নিয়ম অনুসারে অঞ্চল পঞ্চায়তের অফিসে অনুষ্ঠিত সমবেত কুচকাওয়াজেও যোগদান করিবেন। সংবিধিবদ্ধ অন্য কোনরূপ বাধ্যবাধকতা পালনের জন্য তাঁহাকে অন্যান্য দিন থানায় হাজির হইতে বলা যাইতে পারে। সেখানে তিনি তাঁহার অধীন চৌকিদারগণের অনদাচরণ সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারেই রিপোর্ট করিবেন, কোন চৌকিদার অনুপস্থিত থাকিলে তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে কৈফিয়ত দিবেন এবং দেখিবেন যাঁহাবা উপস্থিত আছেন তাঁহারা সকলেই যেন যথোপযুক্ত ইউনিফর্মে সজ্জিত থাকেন। অপরিহার্য অবস্থাধীনে অথবা অন্য কোন কারণে থানায় উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইলে তিনি তাঁহার অধীনে কোন চৌকিদারের মারফত কিংবা অন্য কোন দফাদারের মারফত, যেরূপ সংবাদ তাঁহার দেওয়া থাকে অথবা আরক্ষা-কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে দিতে বলেন সেরূপ সংবাদ প্রেরণ করিবেন।

(জ) তাঁহার অধীনে কোন চৌকিদার অসুস্থতা-নিবন্ধন অথবা পর্যাপ্ত অন্য কোন কারণ-বশত কর্তব্য সম্পাদনে অসমর্থ হইলে, তিনি তাহা সত্বর অঞ্চল পঞ্চায়তকে জানাইবেন এবং উক্ত চৌকিদারের পরিবর্তে যেন কোন লোক নিযুক্ত করা হয় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন।

(ঝ) তিনি আরক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং প্রধানের নিকট উক্ত আইনের ৫৩ ধারার (১) উপধারার (।০), (।/০), (।৵০) ও (॥/০) প্রকরণে উল্লিখিত সংবাদ যথা :—

(৵০) বেসরকারী ব্যক্তিগণ কর্তৃক গ্রেপ্তার ;

(৶০) অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে সমস্ত বদমাশের গতিবিধি ;

(৶৵০) নিকটবর্তী স্থানে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের উপস্থিতি ;

(।০) কোন আরক্ষাধিকারিক স্থানীয় যে সংবাদ চাহেন সেরূপ কোন সংবাদ রিপোর্ট করিবার জন্য ; এবং

(১) অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে আগন্তুক ও ভ্রমণকারী দলের গতিবিধি সম্পর্কে ;

(২) শান্তিভঙ্গের ঘটনা বা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা সম্পর্কে যথাসময়ে সংবাদ দিবার জন্যও বিশেষভাবে দায়ী থাকিবেন।

অঞ্চল পঞ্চায়ত যখনই নির্দেশ দিবেন তখনই তিনি এইসব বিষয়ে চৌকিদার অথবা তিনি নিজে যেসমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট রিপোর্ট করিবেন।

(ঞ) পলাতকগণের গ্রেপ্তার করিতে এবং তাহাদের সম্বন্ধে যেসমস্ত সংবাদ পাওয়া যায় তাহা আরক্ষা-কর্তৃপক্ষের জন্য সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে বিশেষভাবে উদ্যোগী হইতে হইবে।

(ট) অঞ্চল পঞ্চায়ত যে কর এবং অন্যান্য প্রাপ্য ধার্য করেন তাহা যিনি সংগ্রহ করেন সেই ব্যক্তিকে তিনি সাহায্য করিবেন।

(ঠ) সাধারণত পরোয়ানা জারি এবং কার্যকরী করার ব্যাপারে এবং বিশেষভাবে যেসমস্ত ব্যক্তির উপর ঐরূপ পরোয়ানা জারি করিতে হইবে তাহাদের সনাক্তকরণের ব্যাপারে, তিনি দেওয়ানী বা রাজস্ব আদালতের সকল পরোয়ানা-বাহককেই তাঁহার যেসমস্ত সংবাদ জানা আছে তাহা জানাইবেন এবং তাঁহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারিলে তাহা করিবেন এবং পরোয়ানা জারি বা কার্যকরী করার সময় উপস্থিত থাকিলে জারিকরণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত নিদর্শে একটি সত্যাখ্যানপত্র দাখিল করিবেন :

পরোয়ানাজারিকারী............আমার সাক্ষাতে, তাঁহার রিপোর্টে বর্ণিত রীতিতে ....এর পরোয়ানা ব্যক্তিগতভাবে আমার পরিচিত............ নিবাসী............এর পুত্র.........এর উপর জারি/বিরুদ্ধে কার্যকরী করিয়াছেন।

(স্বাক্ষর)………
পিতা………
নিবাস………

দ্রষ্টব্য।—দফাদার নিরক্ষর হইলে, তাঁহার বাম হাতের বুড়া আঙ্গুলের টিপসহি লইতে হইবে।

৮৪। **দফাদারকে তাঁহার পাহারার এলাকা হইতে সরাইয়া লওয়া যাইবে না**।—কোন দফাদার যে অঞ্চল পঞ্চায়তভুক্ত সেই অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের বাহিরে অথবা, তিনি কতিপয় দফাদারের মধ্যে একজন হইলে, তাঁহার জন্য পাহারায় যে এলাকা নির্দিষ্ট হইয়াছে সেই এলাকার বাহিরে তাঁহাকে সাধারণত সরাইয়া লওয়া যাইবে না।

দফাদার ও চৌকিদার কর্তৃক পরোয়ানা জারি

৮৫। **দফাদার ও চৌকিদারগণ কর্তৃক পরোয়ানা জারি**।—দফাদার ও চৌকিদারগণ ন্যায় পঞ্চায়ত যে পরোয়ানা বাহির করেন তাহা জারি করিবেন। দফাদার বা চৌকিদারের দ্বারা জারি করাইবার জন্য আদালত কর্তৃক প্রেরিত নিম্নলিখিত পরোয়ানাগুলিও তাঁহারা জারি করিবেন :

(ক) রাজস্ব।—গ্রেপ্তারের কিংবা সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের ওয়ারেণ্ট ব্যতীত অন্য সমস্ত পরোয়ানা ;

(খ) ফৌজদারী।—গ্রেপ্তারের অথবা থানা তল্লাশের কিংবা সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের ওয়ারেণ্ট ব্যতীত অন্য সমস্ত পরোয়ানা।

৮৬। **প্রধানের নিকট প্রেরিতব্য পরোয়ানা**।—দফাদার বা চৌকিদারগণ যে পরোয়ানা জারি করিবেন তাহা সোজাসুজি প্রধানের নিকট পাঠাইতে হইবে। প্রত্যেকটি পরোয়ানা কোন্ দফাদার বা চৌকিদার জারি করিবেন তাহা প্রধানই স্থির করিবেন এবং যে দফাদার বা চৌকিদার জারি করিবেন তাঁহার নাম তিনি প্রত্যেকটি পরোয়ানায় পৃষ্ঠাঙ্কিত করিয়া দিবেন। দফাদার যে পরোয়ানা জারি করিবেন সেইটি এবং তাঁহার অধীন চৌকিদারগণ যে পরোয়ানাগুলি জারি করিবেন সেইগুলি প্রধান দফাদারের নিকট অর্পণ করিবেন, এবং চৌকিদারগণকে যেসমস্ত পরোয়ানা জারি করিতে হইবে সেই পরোয়ানাগুলি দফাদার ঐ চৌকিদারগণের নিকট অর্পণ করিবেন। অনুরূপভাবে,

জারি করার পর, সমস্ত পরোয়ানাই দফাদার প্রধানের নিকট অর্পণ করিবেন এবং প্রধান ঐগুলিকে যে প্রাধিকারী পরোয়ানা বাহির করিয়াছেন তাঁহার নিকট ফেরত পাঠাইবেন।

৮৭। পরোয়ানা সম্পর্কিত নিবন্ধপুস্তক।—প্রাপ্ত পরোয়ানা সম্পর্কে প্রধান এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ঝ-নিদর্শে একটি নিবন্ধপুস্তক রাখিবেন।

৮৮। দফাদারগণের নিকট পরোয়ানা অর্পন।—পরোয়ানা লইবার উদ্দেশ্যে যে সময় নির্দিষ্ট করা হয় সেই সময় প্রত্যেক দফাদারই প্রধানের নিকট উপস্থিত হইবেন এবং যে পরোয়ানাগুলিতে চৌকিদারগণের নাম পৃষ্ঠাঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেইগুলি অবিলম্বে জারি করার জন্য সংশ্লিষ্ট চৌকিদারগনের নিকট অর্পণ করিবেন। সমস্ত পরোয়ানাই যত শীঘ্র সম্ভব জারি করিতে এবং ফেরত দিতে হইবে।

৮৯। পরোয়ানা জারির ফী।—(১) যথাযথভাবে জারি করা প্রত্যেকটি মূল পরোয়ানার জন্য, অঞ্চল পঞ্চায়তের তহবিলে বার নয়া পয়সা ফী প্রদান করিতে হইবে; উহার খরচা সংশ্লিষ্ট সমাহর্তা অথবা জেলা-শাসকের আয়-ব্যয়ক (বাজেট) হইতে মিটাইতে হইবে। ঐ বারো নয়া পয়সা ফী-এর মধ্যে দশ নয়া পয়সা যে ব্যক্তি কার্যত পরোয়ানা জারি করিয়া থাকেন তাঁহাকে এবং অবশিষ্ট দুই নয়া পয়সা যিনি সম্পর্কিত নিবন্ধপুস্তক রক্ষা করেন তাঁহাকে দিতে হইবে। [যেসমস্ত অঞ্চলে নৌকা ভাড়া করার জন্য অতিরিক্ত কোন ফী লওয়া হয় সেসমস্ত অঞ্চলে, বৎসরের যে সময়ে নৌকা ভাড়ার জন্য অতিরিক্ত ফী লওয়া হয় সেই সময়ে জারির নিমিত্ত অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট প্রেরিত প্রত্যেকটি পরোয়ানা বাবত আরও ৬ নয়া পয়সা অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিলে প্রদান করিতে হইবে। যে দফাদার বা চৌকিদার পরোয়ানাটি কার্যত জারি করেন তাঁহাকে ঐ অতিরিক্ত ফীর ৬ নয়া পয়সা দেওয়া হইবে।]*

*[প্রজ্ঞাপন নং ৯৯৫ডি পি—৩ আর ৫।৫৮।—৭ই এপ্রিল ১৯৫৯ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

(২) পরোয়ানা জারি-করা সম্পর্কে অসন্তোষজনক কার্যের জন্য দফাদার ও চৌকিদারগণকে কম পারিশ্রমিক দেওয়া যাইবে অথবা আদৌ কোন পারিশ্রমিক দেওয়া যাইবে না এরূপ ক্ষেত্রে প্রতি পরোয়ানার জন্য সাধারণত অনধিক ছয় নয়া পয়সা কাটিয়া রাখা হইবে। ঐরূপ কিছু কাটা হইয়া

থাকিলে তাহা বাদে পরোয়ানা বাবত প্রাপ্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তকে প্রদান করিয়া যে পয়সা কাটিয়া রাখা হয় তাহা আদায় করা হইবে।

(৩) প্রতি তিন মাস অন্তে জেলা-শাসক প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়ত সম্পর্কে পৃথকভাবে বিল প্রস্তুত করিবেন এবং সেইগুলি ভাঙাইয়া লইয়া ঐ টাকা যেসমস্ত পরোয়ানা জারি করা হইয়াছে সেগুলির একটি তালিকা সহ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পাঠাইবেন। উক্ত তালিকায়, যেসকল পরোয়ানার জন্য পুরাপুরি পারিশ্রমিক দেওয়া হইয়াছে সেগুলির এবং অঞ্চল পঞ্চায়তসমূহ যাহাতে জানিতে পারেন কোন দফাদার এবং কোন চৌকিদার কম পারিশ্রমিক পাইবেন অথবা আদৌ কোন পারিশ্রমিক পাইবেন না সেজন্য সেসকল পরোয়ানা সম্পর্কে পারিশ্রমিকের অংশবিশেষ দেওয়া হয় নাই সেগুলির উল্লেখ থাকিবে।

৯০। **পরোয়ানা জারি-করণ সম্পর্কে নির্দেশ।**—অঞ্চল পঞ্চায়ত সকল দফাদার ও চৌকিদারকেই দেশীয় ভাষায় লিখিত একখানি নির্দেশ-পুস্তিকা দিবেন। ঐ পুস্তিকায়, পরোয়ানা কিভাবে জারি করিতে হইবে তাহার ব্যাখ্যা থাকিবে।

৯১। **দফাদার ও চৌকিদারগণ সরকারী কর্মচারী হইবেন।**—ফৌজদারী প্রক্রিয়া সংহিতা, ১৮৯৮ (৫ আইন, ১৮৯৮)-এর ৬৮ ধারার (২) উপধারার উদ্দেশ্যে সকল দফাদার ও চৌকিদারকেই সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য করা হইবে।

দফাদার ও চৌকিদারের পদে লোকসংগ্রহ, তাঁহাদের চাকরির সর্তাবলী, বার্ধক, নিয়মানুবর্তিতা, শাস্তি এবং পদচ্যুতি

৯২। **পদে লোকসংগ্রহ।**—(১) যখনই কোন দফাদার বা চৌকিদারের পদ রিক্ত হয় বা রিক্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটে, তখনই অঞ্চল পঞ্চায়ত তাহা পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের মারফত জেলা-শাসকের অথবা তৎকর্তৃক এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত অন্য কোন আধিকারিকের নিকট এবং সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিকটও রিপোর্ট করিবেন এবং যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের মারফত জেলা-শাসকের অথবা তিনি অন্য যে আধিকারিককে এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত করেন সেই আধিকারিকের নিকট এই নিয়মাবলী-সংলগ্ন এ-নিদর্শে একটি মনোনয়ন-তালিকা পেশ

করিবেন। সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত কোন অধিবেশনে ঐ মনোনয়ন সম্পন্ন করিবেন।

(২) যে ব্যক্তির সম্পর্কে ঐরূপ সুপারিশ করা হইয়াছে তাঁহাকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে বলিয়া জেলা-শাসকের অথবা তৎকর্তৃক প্রাধিকৃত আধিকারিকের প্রতীতি হইলে, জেলা-শাসক অথবা ঐরূপে প্রাধিকৃত আধিকারিক তাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট দফাদারকে বা চৌকিদারকে দিবার জন্ত এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ট-নিদর্শে একটি সনদ পাঠাইয়া দিবেন। ট-নিদর্শানুযায়ী ঐ সনদটি (ঘ-নিদর্শের) অভিমুক্তি-লেখের (অ্যাকুইটেন্স রোলের) একটি প্রতিলিপির সহিত বাঁধানো থাকিবে।

৯৩। **তিরস্কার বা ভৎ´সনা।**—অঞ্চল পঞ্চায়ত কোন দফাদার বা চৌকিদারের শাস্তি হিসাবে কোন অধিবেশনে তাঁহাকে যথাবিধি তিরস্কার বা ভৎ´সনা করিতে পারিবেন।

৯৪। **দফাদার ও চৌকিদারগণকে জরিমানা করার ক্ষমতা।**—কোন দফাদার বা চৌকিদার যদি তাঁহার অফিসে স্বেচ্ছাকৃত কোন অসদাচরণের জন্ত অথবা তাঁহার কর্তব্যে অবহেলার জন্ত অপরাধী হন এবং ঐরূপ অসদাচরণ বা অবহেলা যদি এমন গুরুতর না হয় যাহার জন্ত তাঁহার পদচ্যুতি আবশ্যক হইতে পারে, তবে তিনি জেলা-শাসক অথবা তৎকর্তৃক এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত অন্ত কোন আধিকারিক কর্তৃক এক মাসের বেতনের অনধিক জরিমানায় বা অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক এক মাসের বেতনের এক চতুর্থাংশের অনধিক জরিমানায় দণ্ডিত হইবেন।

৯৫। **জরিমানা কোন অধিবেশনে ধার্য করিতে হইবে।**—কোন দফাদার বা চৌকিদারকে জরিমানা করিতে হইলে অঞ্চল পঞ্চায়ত তাহা কোন অধিবেশনে করিবেন এবং যে অসদাচরণ বা অবহেলা সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়া দফাদার বা চৌকিদারের কৈফিয়ত ও ধার্য জরিমানার পরিমাণ উল্লেখ করিয়া ঐ জরিমানা সংক্রান্ত কার্যবাহ ঠ-নিদর্শানুযায়ী তিন প্রস্তে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ঐরূপ অধিবেশনের এক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত কার্যবাহের প্রতিলিপির দুই প্রস্ত পঞ্চায়ত-অবেক্ষকের মারফত জেলা-শাসক অথবা তিনি যে আধিকারিককে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত করেন সেই আধিকারিকের নিকট অবগতির জন্ত পাঠাইবেন।

৯৬। জরিমানা সম্পর্কে কার্যবাহ।—যখন কোন জেলা-শাসক অথবা ৯৪ নিয়মে উল্লিখিত আধিকারিক কোন দফাদার বা চৌকিদারকে জরিমানা করিবেন, তখন তিনি উক্ত জরিমানা সংক্রান্ত কার্যবাহ এই নিয়মাবলী-সংলগ্ন ঠ-নিদর্শানুযায়ী লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং উহার একটি প্রতিলিপি পঞ্চায়ত-অবেক্ষকের মারফত সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

৯৭। এক মাসের বেতনের এক-চতুর্থাংশের অধিক জরিমানা ধার্য করা।—কোন অধিবেশনে অঞ্চল পঞ্চায়ত যখন মনে করিবেন যে, কোন দফাদার বা চৌকিদারকে তাঁহার এক মাসের বেতনের এক-চতুর্থাংশের অধিক জরিমানা করা উচিত, তখন অঞ্চল পঞ্চায়ত ১০১ নিয়মে উল্লিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিবেন এবং কার্যবাহের বিষয় ঠ-নিদর্শানুযায়ী প্রস্তুত করিয়া তাহা পঞ্চায়ত-অবেক্ষকের নিকট দাখিল করিবেন। পঞ্চায়ত-অবেক্ষক উহা স্বীয় মন্তব্য সহ জেলা-শাসকের নিকট অথবা ৩৪ নিয়মে উল্লিখিত যে আধিকারিককে প্রাধিকৃত করা হয়, সেই প্রাধিকারিকের নিকট পাঠাইবেন।

৯৮। সদাচরণের তকমা ফিরাইয়া লওয়া।—কোন অধিবেশনের সময় অঞ্চল পঞ্চায়ত কোন দফাদার বা চৌকিদারের সদাচরণের তকমা বা পট্টী ফিরাইয়া লওয়ার জন্য জেলা-শাসক অথবা তৎকর্তৃক এতৎপক্ষে লিখিত-ভাবে প্রাধিকৃত অন্য কোন আধিকারিকের নিকট সুপারিশ করিতে পারিবেন। ঐরূপ সুপারিশের সহিত ৯৭ নিয়মে উল্লিখিত সম্পূর্ণ রিপোর্টটি দিতে হইবে এবং উহা পঞ্চায়ত-অবেক্ষকের নিকট দাখিল করিতে হইবে। পঞ্চায়ত-অবেক্ষক তাঁহার মন্তব্য সহ ঐ সুপারিশ ও রিপোর্ট জেলা-শাসকের অথবা তৎকর্তৃক প্রাধিকৃত উপরিলিখিত আধিকারিকের নিকট আদেশ প্রদানের জন্য প্রেরণ করিবেন।

৯৯। দফাদার বা চৌকিদারের সাময়িক পদচ্যুতি।—জেলা-শাসক অথবা তৎকর্তৃক এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত অন্য কোন আধিকারিক যে দফাদার বা চৌকিদারের বিরুদ্ধে অঞ্চল পঞ্চায়ত কার্যবাহ অবলম্বন করিয়াছেন অথবা যে দফাদার বা চৌকিদারের সম্পর্কে স্বয়ং জেলা-শাসক কিংবা এই নিয়মে উল্লিখিত আধিকারিক কার্যবাহের সূত্রপাত করিয়াছেন সেই দফাদার বা চৌকিদারকে সাময়িকভাবে পদচ্যুত করিতে পারিবেন। ঐরূপ সাময়িক পদচ্যুতির বিষয় অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট রিপোর্ট করিতে

হইবে এবং অতঃপর অঞ্চল পঞ্চায়ত উক্ত দফাদার বা চৌকিদারের পরিবর্তে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন।

১০০। **বার্ধক্য।**—৬০ বৎসর বয়সের পর কোন দফাদার বা চৌকিদারকে চাকরিতে রাখা হইবে না।

১০১। **দফাদার ও চৌকিদারগণের পদচ্যুতি।**—কোন অধিবেশনে অঞ্চল পঞ্চায়ত কোন দফাদার বা চৌকিদারকে পদচ্যুত করা উচিত বলিয়া মনে করিলে উক্ত অঞ্চল পঞ্চায়ত ঐ বিষয়ের একটি বিবরণ ঠ-নিদর্শানুযায়ী প্রস্তুত করিয়া তাহা পঞ্চায়ত-অবেক্ষকের নিকট দাখিল করিবেন। পঞ্চায়ত-অবেক্ষক উহা স্বীয় মন্তব্য সহ জেলা-শাসকের অথবা তৎকর্তৃক এতৎ পক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত অন্য কোন অধিকারিকের নিকট প্রেরণ করিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়তের দাখিল-করা ঐ বিবরণটিতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি সম্পূর্ণ ও বিশদভাবে জানাইয়া দিতে হইবে :

(ক) যে অসদাচরণ বা অবহেলা সম্পর্কে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহার ধরন এবং বিশেষ বিবরণ ;

(খ) দফাদার বা চৌকিদারের কোন কৈফিয়ত থাকিলে তাহা ;

(গ) তিনি পূর্বে যে শাস্তি বা পুরস্কার পাইয়াছেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ ; এবং

(ঘ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অঞ্চল পঞ্চায়তের তদন্তের ফল, তৎসহ অঞ্চল পঞ্চায়তের সুপারিশ।

১০২। **পদচ্যুতি সম্পর্কিত কার্যবাহ।**—জেলা শাসক বা ১০১ নিয়মে উল্লিখিত আধিকারিক যখন কোন দফাদার বা চৌকিদারকে পদচ্যুত করিবেন অথবা তাঁহার পদচ্যুতি মঞ্জুর করিবেন, তখন তিনি ঐ পদচ্যুতি-সংক্রান্ত কার্যবাহ ঠ-নিদর্শানুযায়ী লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহার একটি প্রতিলিপি অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

১০৩। **দফাদার বা চৌকিদার নোটিস না দিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন না।**—কোন দফাদার বা চৌকিদার তাঁহার পদত্যাগের অথবা অফিসের কর্তব্য হইতে অপসরণের অভিপ্রায় সম্পর্কে প্রধানকে লিখিতভাবে এক মাসের নোটিস না দিয়া ঐরূপ পদত্যাগ করিবেন না এবং কর্তব্য হইতে অপসরণ করিবেন না।

১০৪। **পুরস্কার**।—অঞ্চল পঞ্চায়ত কোন অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রকারের পুরস্কারের সম্পর্কে সুপারিশ করিতে পারিবেন।

(ক) নগদ টাকা পুরস্কার ;

(খ) সদাচরণের পট্টী বা তকমা পুরস্কার ; এবং

(গ) অবসরগ্রহণের পর আনুতোষিক (গ্র্যাচুয়িটি)।

১০৫। **পুরস্কার প্রদানের প্রক্রিয়া**।—কোন অধিবেশনে অঞ্চল পঞ্চায়ত কোন দফাদার বা চৌকিদারকে পুরস্কৃত করা উচিত বলিয়া মনে করিলে অঞ্চল পঞ্চায়ত ঐ বিষয়ের একটি বিবরণ পঞ্চায়ত-অবেক্ষকের নিকট দাখিল করিবেন। পঞ্চায়ত-অবেক্ষক উহা স্বীয় মন্তব্য সহ জেলা-শাসকের অথবা তৎকর্তৃক এতৎপক্ষে লিখিতভাবে প্রাধিকৃত অন্য কোন আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়তের দাখিল-করা ঐ বিবরণটিতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি সম্পূর্ণ ও বিশদভাবে জানাইয়া দিতে হইবে :

(ক) যেসমস্ত কার্যের জন্য পুরস্কারের সুপারিশ করা হয় তাহার বিশেষ বিবরণ ;

(খ) যে পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করা হয় তাহার বিশেষ বিবরণ ; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট দফাদার বা চৌকিদার পূর্বে যে পুরস্কার বা শাস্তি পাইয়াছেন তাহা।

১০৬। **পুরস্কার মঞ্জুরি**।—জেলা-শাসক অথবা ১০৫ নিয়মে উল্লিখিত আধিকারিক যখন কোন দফাদার বা চৌকিদারের জন্য কোন পুরস্কার মঞ্জুর করিবেন, তখন তিনি একটি আদেশ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহার একটি প্রতিলিপি অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। উক্ত পুরস্কার মঞ্জুরির পর দফাদার ও চৌকিদারগণ বেতন লইবার জন্য সারি বাঁধিয়া আসিলে পুরস্কার প্রদানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এবং এরূপ বন্দোবস্ত যত শীঘ্র সম্ভব করিতে হইবে।

১০৭। **নগদ টাকার পুরস্কার প্রদান**।—নগদ যে টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে তাহা এবং সদাচরণের পট্টী বা তকমার খরচা জেলা চৌকিদারী পুরস্কার তহবিল হইতে প্রদান করিতে হইবে।

১০৮। **ইউনিয়ন বোর্ড সম্পর্কিত বর্তমান নিয়মাবলী ইত্যাদি চলিতে থাকিবে**।—দফাদার ও চৌকিদারগণের ব্যাপার সম্পর্কে এই

নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট কোন বিধান না থাকিলে, ইউনিয়ন বোর্ড সম্পর্কিত বর্তমান নিয়মাবলী আদেশ ও নির্দেশাবলীর বিধানসমূহ, আবশ্যক পরিবর্তন সহ, পঃ বঃ পঞ্চায়ত আইনের অধীন দফাদার ও চৌকিদারগণের প্রতি প্রযুক্ত হইতে থাকিবে, পরন্তু ঐরূপ নিয়মাবলী উক্ত আইনের এবং তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর বিধানসমূহের বিরোধী হইবে না।

১০৯। ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদির সম্পর্কে বর্তমান নিবন্ধ-পুস্তকাদি ব্যবহৃত হইতে থাকিবে।—ইউনিয়ন বোর্ডগুলিতে কিংব বিহার পঞ্চায়ত রাজ আইন, ১৯৪৭ (বিহারীয় ৭ আইন, ১৯৪৮) মতে প্রতিষ্ঠিত গ্রাম পঞ্চায়তগুলিতে যেসকল নিবন্ধ-পুস্তক, রিটার্ন ও নিদর্শ ব্যবহৃত হয় সেইগুলি, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭-মতে প্রণীত নিয়মাবলী অনুসারে তৎস্থানীয় নিবন্ধ-পুস্তক, রিটার্ন ও নিদর্শ নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সংপরিবর্তন সহ অঞ্চল পঞ্চায়তগুলিতে ব্যবহৃত হইতে থাকিবে।

কর, ফী এবং অভিকর ধার্যকরণ

১১০। কর ইত্যাদি ধার্যকরণ। —যে সকল ব্যক্তি ভূমি ব ইমারতাদির মালিক বা দখলিকার তাঁহাদের উপর কর।—যেসকল ব্যক্তি ভূমির বা ইমারতাদির অথবা ভূমি এবং ইমারতাদির উভয়েরই মালিক বা দখলিকার অথবা মালিক এবং দখলিকার তাঁহাদের মোট বাৎসরিক আয়ের আনুমানিক হিসাব অনুসারে তাঁহাদের উপর ধার্য করের সর্বোচ্চ হা নিম্নলিখিতরূপ হইবে :

(ক) আয়ের প্রথম ১৫০ টাকা বা তাহার কম টাকার জন্য…৭৫ নয়া পয়স

(খ) আয়ের পরবর্তী ৭৫০ টাকা বা তাহার কম টাকার জন্য … শতকরা ½ টাক

(গ) আয়ের তৎপরবর্তী ৫০০ টাকা বা তাহার কম টাকার জন্য … শতকরা ১ টাক

(ঘ) আয়ের তৎপরবর্তী ১,০০০ টাকা বা তাহার কম টাকার জন্য … শতকরা ১½ টাক

(ঙ) আয়ের তৎপরবর্তী ২,০০০ টাকা বা তাহার কম টাকার জন্য … শতকরা ১¾ টাক

(চ) আয়ের বাকী টাকার জন্য … শতকরা ২ টাক

ব্যাখ্যা ১।—"বাৎসরিক আয়" এই কথার দ্বারা—

(ক) কৃষিভূমির বেলা চাষের খরচা এবং ঐরূপ ভূমির জন্য প্রদেয় খাজনা ও উপকর বাবত শতকরা পঞ্চাশ টাকা বাদ দিয়া নির্ধারের বৎসরে ঐরূপ ভূমির ফসলের আনুমানিক বাজার দর বুঝাইবে ;

(খ) পুষ্করিণী, মীনক্ষেত্র, বন, ফলের বাগান এবং উদ্যানের বেলা, নির্ধারের বৎসরে ঐগুলি হইতে উপজাত আনুমানিক আয়ের আনুষঙ্গিক খরচা এবং ঐগুলির জন্য কোন খাজনা ও উপকর প্রদেয় হইলে সেই খাজনা ও উপকর বাবত অঞ্চল পঞ্চায়ত যে টাকা কাটিয়া রাখিয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন সেই টাকা বাদ দিয়া, নির্ধারের বৎসরে ঐ পুষ্করিণা, মীনক্ষেত্র বন, ফলের বাগান এবং উদ্যান হইতে উপজাত আনুমানিক আয় বুঝাইবে ;

(গ) যে অ-কৃষিভূমি প্রজাদের নিকট ইজারা দেওয়া না হয় তাহার বেলা, নির্ধারের বৎসরে ঐরূপ ভূমি হইতে লব্ধ আনুমানিক আয়ের আনুষঙ্গিক খরচা এবং ঐ ভূমির জন্য প্রদেয় খাজনা ও উপকার বাবত অঞ্চল পঞ্চায়ত যে টাকা কাটিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন সেই টাকা বাদ দিয়া নির্ধারের বৎসরে ঐরূপ ভূমি হইতে লব্ধ আনুমানিক আয় বুঝাইবে, এবং যে অ-কৃষিভূমি প্রজাদের নিকট ইজারা দেওয়া হয় তাহার বেলা নির্ধারের বৎসরে ঐরূপ ভূমি থোক যে খাজনায় ইজারা দেওয়া হইয়াছে সেই থোক খাজনা বুঝাইবে ;

(ঘ) যে ইমারত ভাড়া দেওয়া হয় তাহার বেলা, নির্ধারের বৎসরে ঐরূপ ইমারত থোক যে টাকায় ভাড়া দেওয়া হইয়াছে সেই থোক ভাড়ার টাকা বুঝাইবে, এবং যে ইমারত ভাড়া দেওয়া না হয় তাহার বেলা, ঐ ইমারতে কোন আসবাবপত্র থাকিলে, সেই আসবাবপত্রের মূল্য বাদে, যে পরিমাণ টাকা নির্ধারের সময় ভূমির ও ইমারতের মূল্যের শতকরা সাড়ে সাতভাগের অনধিক হইবে সেই পরিমাণ টাকা বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা।—যে ইমারত কোন সার্থ (ফার্ম) বা কোম্পানি অথবা কোন মিলের বা অন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক বা দখলিকার, তাঁহাদের কর্মচারিগণের পক্ষে যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বসবাসের নিমিত্ত আবশ্যক বলিয়া উক্ত কর্মচারিগণের বাসের সংস্থানের জন্য, নিজ মালিকানাধীনে রাখিয়াছেন বা ভাড়া দিয়াছেন সেই ইমারতের বেলা, উক্ত সার্থ (ফার্ম) বা

কোম্পানি অথবা সংশ্লিষ্ট মিল বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বা দখলিকারকেই দখলিকার বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং উক্ত ইমারতে বাসকারী ঐরূপ কোন কর্মচারীকেই ঐ তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

খ।—বৃত্তি, ব্যাপার বা পেশার উপর কর।—(১) নিম্নলিখিত সারণীর দ্বিতীয় ঘরে উল্লিখিত যে-কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যিনি অঞ্চল পঞ্চায়তের স্থানীয় সীমার মধ্যে হয় নিজে কোন বৃত্তি, ব্যবসায় বা পেশা পরিচালনা করেন কিংবা কোন নিযুক্তক (এজেণ্ট) বা প্রতিনিধির দ্বারা উহা পরিচালনা করান—এই নিয়মাবলী-সংলগ্ন ১ নিদর্শে একটি বাৎসরিক অনুজ্ঞাপত্র লইবেন এবং সারণীর তৃতীয় ঘরের প্রাতিষাঙ্গিক লিখনে বিনির্দিষ্ট পরিমাণের অনধিক পরিমাণ কর প্রদান করিবেন।

সারণী

ক্রমিক সংখ্যা	শ্রেণী	বাৎসরিক কর
১	২	৩
	বণিক, উত্তমর্ণ, পাইকারী বা খুচরা ব্যাপারী, দস্তুরীগ্রাহী নিযুক্তক, মধ্যবর্তী বিপণি মালিক, শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক	(ক) যাহারা আয়কর প্রদান করেন—১২৲ টাকা (খ) যাহারা আয়কর প্রদান করেন না—৬৲ টাকা

(২) "খ—বৃত্তি, ব্যাপার, এবং পেশার উপর কর" এই শীর্ষকে (১) উপনিয়মমতে যে ব্যক্তিকে কর প্রদান করিতে হয় তাহাকে [উক্ত আর্থিক বৎসরের]* ১লা এপ্রিল তারিখে বা তৎপূর্বে ১ নিদর্শানুযায়ী অনুজ্ঞাপত্র লইতে হইবে।

[*প্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৬।এল এস-জি।৩ আর—১৫।৫৭-২, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

গ।—যান নিবন্ধীকরণ সম্পর্কে ফী।—(১) নিম্নলিখিত সারণীর প্রথম ঘরে বিনির্দিষ্ট যানের প্রত্যেক মালিকই—যাঁহার হাতে অঞ্চল পঞ্চায়তের স্থানীয় সীমার মধ্যে কোন যান থাকে—ঐরূপ যান নিবন্ধীকরণের জন্য সারণীর দ্বিতীয় ঘরের প্রাতিষঙ্গিক লিখনে প্রদর্শিত পরিমাণের অনধিক হারে ফী প্রদান করিয়া প্রতি বৎসর একটি অনুজ্ঞাপত্র লইবেন।

সারণী

যান	অনুজ্ঞাপত্রের জন্য বাৎসরিক ফী
১	২
	টাকা
রিকশা, সাইকেল-রিকশা বা ঠেলাগাড়ি	৪
রবারের টায়ারযুক্ত গোরুর গাড়ি	৪
রবারের টায়ারবিহীন গোরুর গাড়ি	৬
পশুবাহিত অন্যান্য যান	৬

(২) "গ-যান নিবন্ধীকরণ সম্পর্কে ফী" এই শীর্ষকে (১) উপ-নিয়মমতে যে ব্যক্তিকে ফী প্রদান করিতে হয় তাঁহাকে ১লা এপ্রিল তারিখে বা তৎপূর্বে ১-নিদর্শানুযায়ী অনুজ্ঞাপত্র লইতে হইবে :

পরন্তু, যে যানের জন্য নিবন্ধীকরণ ফী অন্য কোন স্থানীয় প্রাধিকারীকে প্রদান করা হইয়াছে সেরূপ কোন যান সম্পর্কে কোন ফী প্রদেয় হইবে না।

(৩) এই নিয়মাবলীমতে নিবন্ধীকৃত যানের জন্য একটি নিবন্ধীকরণ সংখ্যা দেওয়া হইবে। ঐ সংখ্যাটি সংশ্লিষ্ট যানের উপর চিহ্নিত করিয়া দেখাইতে হইবে।

(৪) যে যানের জন্য নিবন্ধীকরণ সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে সেই যান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিশেষ বিবরণ এই নিয়মাবলীর সংলগ্ন ২-নিদর্শে একটি নিব-ন্ধ পুস্তকে লিখিয়া রাখিতে হইবে।

ঘ। উপাসনাস্থান বা তীর্থস্থানে অনাময়-ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ফী।— উপাসনাস্থান বা তীর্থস্থানে অনাময়-ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অন্যূন ২১ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর পিছু অনধিক ৫নয়া পয়সা ফী আদায় করা যাইবে।

৬। জল, আলো এবং মলবহন বা ব্যবহার জন্য অভিকর।— "ক—যে সকল ব্যক্তি ভূমি বা ইমারতাদির মালিক বা দখলিকার তাঁহাদের উপর কর" এই শীর্ষকে যে ব্যক্তিকে কর প্রদান করিতে হয় তাঁহার নিকট হইতে প্রতি বৎসর নিম্নলিখিত অভিকর আদায় করা যাইবে—

(ক) ঐ শীর্ষকে প্রদেয় করের শতকরা ৭½ ভাগের অনধিক জল-অভিকর ;

(খ) ঐ শীর্ষকে প্রদেয় করের শতকরা ৭½ ভাগের অনধিক আলো অভিকর ;

(গ) ঐ শীর্ষকে প্রদেয়করের শতকরা ৮ ভাগের অনধিক মলবহনকর; পরন্তু, যে ব্যক্তি তাঁহার নিজের ব্যবহারের জন্য স্যানিটারী পায়খানার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহার উপর কোন মালবাহন অভিকর ধার্য্য করা যাইবে না।

টীকা:—এ সম্বন্ধে ৫৭ ধারার টিকা দ্রষ্টব্য কেননা এই নিয়ম ঐ ধারার অধীন। নিয়মাবলীর মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। ঠিকমত প্রয়োগ না হইলে বহু বাদ বিসম্বাদ ঘটিবে। অকৃষি জমির আয় প্রজা-বিলি না হইয়া থাকিলে কি হইবে তাহার উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ পার্শ্ববর্তী প্রজা-বিলি করা অকৃষি-জমির আয় লক্ষ্য করিয়া এই আয় ধার্য হইবে।

অবস্থা, জমি ও বাড়ীর নামে অসাক্ষাৎ আয় কর ধার্য্য করার দৃষ্টান্ত এই নিয়মে দেখা যায়। আয়-কর বিভাগের মত ৩টি স্তরের কার্য্য পদ্ধতিও হওয়া উচিত ছিল। এত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে এই নিয়মের প্রয়োগ সন্তোষজনক হইতে পারে না। এই বিষয়টি সরকারের বিবেচনা করা বিশেষ আবশ্যক।

বৃত্তি, ব্যবসায় বা আজীবিকার মধ্যে চাকুরী, ডাক্তারী কৃষি ইত্যাদি যেসব পেশার উল্লেখ সারনীর ২য় ঘরে বর্ণিত হয় নাই সে সব পেশার উপর ট্যাক্স ধার্য্য হইবে না। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। গাড়ীর ও তীর্থযাত্রীর উপরে ফী পল্লী অঞ্চলে এই প্রথম ধার্য হইল।

আনুমানিক বাৎসরিক আয়ের উপরে ক্রমিক হারে কর ধার্য হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের খাস এলাকাভুক্ত আয়করের সঙ্গে স্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য হয়। অতএব প্রশ্ন উঠে ভারতীয় সংবিধানের লঙ্ঘন ঘটিয়াছে কিনা এবং ১১০ (ক) নিয়ম বা ৫৭ (১) (ক) ধারা অবৈধ কিনা। উচ্চ আদালতে এই প্রশ্ন গড়াইতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে ১৮৮৫ সনের বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইনে সামর্থ বা অবস্থার উপরে কর ধার্য্যের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু বর্তমান মিউনিসিপাল আইনে তাহা নাই এবং উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন রাজ্যে সামর্থ্য বা অবস্থার উপরে পঞ্চায়েত কর ধার্য্য করার নজীর নাই। সে যাহোক আপাততঃ ১১০ (ক) নিয়মের তথা ৫৭ (১) (ক) ধারার পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতেছে।

কৃষ্ণ বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (A 1957 S. C. 297/303) মোকদ্দমায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দিয়াছেন তাহার (এবং অন্যান্য বহু) নজীরে সুবিখ্যাত pith and substance Rule অনুযায়ী এ প্রকার সংবিধানগত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। অর্থাৎ ৫৭ (১) (ক) ধারা ও ১১০ (ক) নিয়মের আসল পদার্থ বা সারমর্ম কি, এবং উহা সংবিধান অনুসারে রাজ্য তালিকাভুক্ত না কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত? যদি রাজ্য তালিকাভুক্ত হয় তবে উহার যে কোন অংশ প্রসঙ্গতঃ কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়ের সঙ্গে এক হইলেও সমগ্রভাবে উহা রাজ্য তালিকাভুক্ত গণ্য হইবে এবং সংবিধান-বিরুদ্ধ বিবেচিত হইবে না। সুপ্রীম কোর্টের রায়ে আরও বলা হইয়াছে যে কোন আইনের আসল বস্তু বা সারমর্ম বুঝিতে হইলে তাহাকে সামগ্রিকভাবে বিচার করিতে হইবে এবং তাহার কোন্ খণ্ড বৈধ কোন্ খণ্ড অবৈধ তাহা হিসাব করিয়া বিচার করা চলিবে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে ৫৭ (১) (ক) ধারা বা ১০০ (ক) নিয়মের আসলবস্তু সংবিধান-বিরুদ্ধ নয়। কেননা প্রথমতঃ সংবিধান অনুযায়ী কৃষি আয়ের উপরে যে কর তাহা কেন্দ্রীয় কর নয়, রাজ্য কর, এবং ৫৭ (১) (ক) ধারা ও ১১০ (ক) নিয়মের প্রধান ভিত্তি হইতেছে গ্রাম্য কৃষি আয় ; দ্বিতীয়তঃ ৫৭ (১) (ক) ধারা ও ১১০ (ক) নিয়মে শুধু আয়ের কথা নাই অবস্থা বা সামর্থ্যের কথা আছে যাহা সংবিধানে কেন্দ্রীয় আয়করের ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয় নাই ; তৃতীয়তঃ, সম্পত্তির মূল্য অনুযায়ী কর, পেশাকর, যানবাহনকর, জল, আলোক ও মলবহনকর ইত্যাদির আইন প্রণয়নক্ষমতা সংবিধানে রাজ্যকে দেওয়া হইয়াছে, কেন্দ্রকে দেওয়া হয় নাই, এবং ৫৭ ধারা ও ১১০ নিয়মের সম্পূর্ণ অবয়বে এ সব করই বিশেষতঃ ধার্য্য হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাধারণতঃ গ্রামবাসীর আয় এত কম যে ইহা কেন্দ্রীয় আয়করের রেহাইযোগ্য বিবেচিত হয়। এই আয়ের উপরেই প্রধানতঃ ৫৭ (১) (ক) ধারা ও ১১০ (ক) নিয়মে অবস্থা বা সামর্থ্য অনুযায়ী কর ধার্য্য হয়। সুতরাং বিরোধ কোথায় ?

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ৫৭ (১) (ক) ধারা ও ১১০ (ক) নিয়মের আসলবস্তু সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং গ্রামবাসীর আয়ের সম্ভাব্য ক্ষুদ্র এক অংশ প্রসঙ্গতঃ কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইলেও একথা ঠিক যে, গ্রামবাসীর আয়ের মোটা অংশ এবং অন্যান্য যে সব বিবেচনার উপরে ৫৭ ধারা ও ১১০ নিয়মে কর ধার্য্য হয় সে সবই কেন্দ্রীয় তালিকার বহির্ভূত এবং রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ pith and substance Rule এবং পূর্বোক্ত সুপ্রীমকোর্টের রায়ের মানদণ্ডে, করাধীন আয়ের একটি অংশ প্রসঙ্গতঃ কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত হইলেও ৫৭ (১) (ক) ধারা ও ১১০ (ক) নিয়মের ধার্য্যকর মোটের উপর কেন্দ্রীয় আয়কর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং বৈধ।

কোন কোন মহলের মত এই যে, সংবিধানে ২৭৬ ধারা অনুযায়ী বার্ষিক আয়ের উপরে মাত্র ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত কর ধার্য করিলে ৫৭ (১) (ক) ধারা ও ১১০(ক) নিয়মে কোন সংবিধান বিরোধ থাকিবে না। ইহাও ভ্রান্ত মত, কারণ সংবিধানের ২৭৬ ধারায় পেশাকরের কথা বলা হইয়াছে এবং ৫৭ (১) (খ) ধারা ও ১১০ (খ) নিয়মে ঐকর সম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা আছে, অতএব উহাকে ৫৭ (১) (ক) ধারা ও ১১০ (ক) নিয়মে বার্ষিক আয়ের উপর ধার্য্যকরের সঙ্গে পুনরায় জড়ানো চলে না। ইহা সুস্পষ্ট যে পেশাকর ও আয়কর একজিনিষ নয় এবং পেশা করের পরিধি অনেক সঙ্কীর্ণ।

পরিশেষে বলা যায় যে ইউনিয়নবোর্ড আইনেও "অবস্থায়" উপরে ভিত্তি করিয়া কর ধার্য হয়। যদি বিগত ৪০ বৎসরে কেন্দ্রীয় আয়করের সংঘর্ষে এই করের অবৈধতা প্রতিপন্ন না হইয়া থাকে তবে পঞ্চায়ত আইনেও বিপরীত ব্যাখ্যার আশঙ্কার কোণ কারণ নাই।

কোন কোন মহলে এরূপ অভিমত আছে যে, ইউনিয়নবোর্ড আইনে slab system ছিল না, অর্থাৎ পঞ্চায়ত আইনে আয়ের ক্রমঅনুযায়ী করের হার যেরকম বর্দ্ধিত করা হইয়াছে সেরূপ কোন ব্যবস্থা ছিল না, এজন্য পঞ্চায়ত আইনের বৈধতা বিসম্বিত হইতে পারে। এই অভিমত

ও গ্রাহ্য হইতে পারে না, কারণ, প্রথমতঃ রাজ্য তালিকাভুক্ত কৃষি আয়করে ক্রম ধার্য্য আছে এবং তাহাতে কোন অসঙ্গতি হয় নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ, পঞ্চায়ত আইনে আসলে অবস্থার ক্রমই ধার্য্য করা হইয়াছে, আয়ক্রমের উল্লেখ প্রাসঙ্গিকমাত্র। ইহাতে কেন্দ্রীয় আয়করের সহিত প্রকাশ্য বিরোধ নাই এবং থাকিতে পারে না।

১৪১ নিয়মে বিহিত আছে যে পঞ্চায়ত নিয়মাবলীতে কোন বিষয় স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলে যদি ইউনিয়নবোর্ড নিয়মাবলীতে তাহা থাকে তবে পঞ্চায়ত আইন বা নিয়মাবলীর বিরুদ্ধে না হইলে উহা যথাযোগ্যভাবে পঞ্চায়ত নিয়মাবলীতে গৃহীত হইবে। ইউনিয়নবোর্ড নিয়মাবলীতে [Assesoment Rule 1 (8)] জীবন যাত্রার মান অনুযায়ী ইউনিয়নবোর্ড কর ধার্য্যের ব্যবস্থা আছে কিন্তু পঞ্চায়ত নিয়মাবলীতে তাহা নাই। জীবনযাত্রার মান যে অবস্থা বা সামর্থের একটি নিদর্শন ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই মাপ কাঠিতে কর ধার্য্য হইলে পঞ্চায়ত আইন বা নিয়মাবলীর কোন বিরোধিতা ঘটিবে না। অতএব পঞ্চায়ত নিয়মাবলীর ১১০ (ক) নিয়মে জীবনযাত্রার মান অনুযায়ী করধার্য্য হইবে। ইহা অতিরিক্ত ব্যবস্থা মাত্র। বার্ষিক আয় যেমন দেখিতে হইবে জীবন যাত্রার মানও তেমনই দেখিতে হইবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় আয়কর নির্দ্ধারণে এরূপভাবে জীবনযাত্রার মানকে মাপকাঠি করা যায় না। এখানেই কেন্দ্রীয় আয়করের সহিত পঞ্চায়তকরের বিরাট পার্থক্য। ইহার পরে পঞ্চায়ত করের বৈধতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কোন কোন মহলের ধারণা এই যে, ১১০ (খ) নিয়মে পেশাকর ধার্য্য করিলে আর পেশার আয়ের উপরে ১১০ (ক) নিয়মানুযায়ী কর ধার্য্য করা চলে না। ইহাও ভুল। কারণ, ভারতীয় সংবিধানের ২৭৬ (১) ধারানুযায়ী পেশাকর আয়কর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং পাশাপাশি উভয়করই ধার্য্য হইতে পারে।

সংবিধানে কর প্রসঙ্গে পেশার সঙ্গে চাকুরীর কথা বলা আছে। রাজ্য তালিকার ৬০ নং দফা দ্রষ্টব্য। কিন্তু দেখা যায়, ৫৭ (১) (খ) ধারা ও ১১০ (খ) নিয়মে চাকুরীর কথা বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় চাকুরীজীবিদের উপরে ৫৭ (১) (খ) ধারা ও ১১০ (খ) নিয়মের কর ধার্য্য হইবে না। সম্ভবতঃ এইকারণেই ১১০ (খ) নিয়মের সংলগ্ন সারণীর দ্বিতীয় ঘরে চাকুরীজীবিদের কোন উল্লেখ নাই। সকল পেশার উল্লেখও নাই, যেমন ডাক্তারী, ওকালতী, ওভারসেয়ারী, ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। পরিশেষে ১৪১ নিয়মের টীকা দ্রষ্টব্য।

এবারে অন্যান্য রাজ্যে যেভাবে পঞ্চায়তী কর ধার্য্য হয় তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কর ব্যতীত ইহাদের অন্যপ্রকার আয়ও আছে। তবে কর প্রসঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে ভারতের প্রায় সর্বত্র সরকারী ভূমি কর বা ভূমি

রাজস্বের অংশ পঞ্চায়তকে দেওয়া হইলেও পশ্চিমবঙ্গে তাহা দেওয়া হয় নাই। : ১১০ নিয়মের এবিষয়ে আশু সংশোধন আবশ্যক। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশ ব্যতীত ভারতের কোথাও "সম্পত্তি ও সামর্থ্য" অনুযায়ী পঞ্চায়ত কর ধার্য্য হয় নাই।

অন্ধ্র প্রদেশ

সরকারের ভূমিরাজস্বের আয়ের অংশ; জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর; পেশাকর; গাড়ীর উপরে কর; অন্যান্য সরকারীকরের অংশ; স্থানীয় কর।

আসাম

সরকারের ভূমিরাজস্বের অংশ; স্থানীয় কর; জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর; জল সরবরাহ, মলবাহন ইত্যাদি বাবদ কর; অন্যান্য স্থানীয় কর।

বিহার

জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর; সরকারের ভূমিরাজস্বের অংশ; অন্যান্য স্থানীয় কর।

গুজরাট

জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর; পণ্য ও ভোগ্য আমদানীর স্থানীয় শুল্ক; তীর্থ যাত্রীর উপরে কর; মেলা বা প্রদর্শনীর উপরে কর; গাড়ীর উপরে কর; পেশাকর; জলসরবরাহ, মলবাহন ইত্যাদি বাবদ কর; হাট বাজারের উপরে কর; গাড়ীরাখার জায়গার উপরে কর; গোচারণ ভূমির উপরে কর; সরকারের ভূমি রাজস্বের অংশ; ষ্টাম্পকরের অংশ।

জম্মু ও কাশ্মীর

জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর; পেশাকর; গাড়ীর উপরে কর।

কেরালা

জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর; পেশাকর; গাড়ীর উপরে কর; সরকারের ভূমিরাজস্বের অংশ; সম্পত্তি হস্তান্তরের উপরে কর; অন্যান্য স্থানীয় কর; কয়েকটি মৌলিক করের অংশ।

মধ্যপ্রদেশ

জমির উপরে ধার্য্য সেসের অংশ ; জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর ; জলসরবরাহ, মলবাহন ইত্যাদি বাবদ কর ; পেশাকর ; হাট বাজারে মাল বা পশু বিক্রয়ের উপরে কর ; গাড়ীর উপরে কর ; কুকুর, শূকর, গাধা, বলদ ও ঘোড়ার উপরে কর ; গোযান, সাইকেল ও রিকসার উপরে কর ; গাড়ীরাখার জায়গার উপরে কর ; গোচারণ ভূমির উপরে কর ; নূতন সেতু ব্যবহারের উপরে কর ; প্রমোদ কর ; মেলা বা প্রদর্শনীর উপরে কর ; ষ্টাম্পকরের অংশ ; সরকারের ভূমিরাজস্বের অংশ ; অন্যান্য সরকারীকরের অংশ।

মাদ্রাজ

জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর ; পেশাকর ; গাড়ীর উপরে কর ; সরকারের ভূমিরাজস্বের ও সেসের অংশ।

মহারাষ্ট্র

সরকারের ভূমিরাজস্বের অংশ ; জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর ; পেশাকর ; গাড়ীর উপরে কর : প্রমোদকর ; জলকরের অংশ ; তীর্থযাত্রীর উপরে কর ; হাট বাজারে মাল বা পশুবিক্রয়ের উপরে কর ; জমি বিক্রয় বাবদ ষ্টাম্পকরের অংশ।

মহীশূর

সরকারের ভূমিরাজস্বের অংশ ; জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর ; পেশাকর ; অন্যান্য স্থানীয় কর।

উড়িষ্যা

জমি সেসের অংশ ; জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর ; পেশাকর ; অন্যান্য সরকারী করের অংশ।

পাঞ্জাব

জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ীকর ; পেশাকর ; সম্পত্তি হস্তান্তরের উপরে কর ; সরকারের ভূমি রাজস্বের অংশ ; স্থানীয় ভূমিকর ; অন্যান্য স্থানীয় কর ; অন্যান্য সরকারীকরের অংশ।

রাজস্থান

জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর; গাড়ীর উপরে কর; পণ্য ও ভোগ্য আমদানীর স্থানীয় শুল্ক; তীর্থযাত্রীর উপরে কর; লাভ জনক ফশলের উপরে কর; সরকারের মঞ্জুরীপ্রাপ্ত অন্যান্য ধার্য্য কর; সরকারের ভূমিরাজস্বের অংশ।

উত্তর প্রদেশ

স্থানীয় কর, পেশাকর, গাড়ীর উপরে কর, বিক্রয়কর, "সম্পত্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী" কর, সরকারের মঞ্জুরীপ্রাপ্ত অন্যান্য ধার্য্য কর।

দিল্লী

জমি ও গৃহভাড়ার উপরে কর, সরকারের ভূমিরাজস্বের ভিত্তিতে ধার্য্য কর।

হিমাচল প্রদেশ

জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ীকর, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপরে কর, জমির ভাড়ার উপরে কর, সরকারের ভূমিরাজস্বের এক-চতুর্থাংশ।

আন্দামান ও নিকোবর

সরকারের ভূমিরাজস্বের অংশ, জমি ও বাড়ীর মূল্য অনুযায়ী কর, পেশাকর গাড়ীর উপরে কর, মাল ও পশুবিক্রয়ের উপরে কর, প্রমোদকর, জলসরবরাহ, মলবাহন ইত্যাদি বাবদ কর, গোচারণ জমির উপরে কর; পণ্য ও ভোগ্য আমদানীর স্থানীয় শুল্ক।

১১১। **নির্ধার তালিকা।**—(১) প্রত্যেক বৎসরের তৃতীয় পাদের (অক্টোবর-ডিসেম্বরের) মধ্যে অঞ্চল পঞ্চায়ত, নির্ধারের বৎসরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নির্ধার-যোগ্য মোট যে আয়ের উপর তাঁহাকে পরবর্তী বৎসরে কর দিতে হইবে সেই আয় নির্ধারণ করিবেন।

ব্যাখ্যা ১।—"নির্ধারযোগ্য মোট আয়" এই কথার দ্বারা, কোন ব্যক্তি অঞ্চল পঞ্চায়তের সীমার মধ্যে তাঁহার ভূমি বা ইমারত, ব্যাপার বা কারবার হইতে অথবা অন্য কোন উপজীবিকা হইতে যে আয় করেন সেই আয় বুঝাইবে।

ব্যাখ্যা ২।—যে ব্যক্তি অঞ্চল পঞ্চায়তের সীমার মধ্যে, ভূমি কিংবা ইমারত মালিকানাধীনে বা দখলে রাখেন না সেই ব্যক্তির সম্পর্কে আয় নির্ধার করা হইবে না।

(২) নির্ধার-তালিকা এই নিয়মাবলী-সংলগ্ন ৩-নিদর্শে প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ তালিকায় উক্ত নিদর্শে যেরূপ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে সেইরূপ চারিটি ভাগ থাকিবে।

টীকাঃ—১১১ নিয়মের প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী অঞ্চল পঞ্চায়তের এলাকার বাহিরে আয় বা সামর্থ্য পঞ্চায়তকরের আওতার বাহিরে পড়ে, কিন্তু ইহা ঠিক নয়। এই ব্যাখ্যা ৫৭ (ক) (১) ধারার সামর্থ্য বা অবস্থার যে ব্যাখ্যা হাইকোর্ট ইতিপূর্ব্বে করিয়াছেন তাহার বিরোধী। অতএব ১১১ নিয়মের সংশোধন আবশ্যক। ৫৭ ধারার টীকা দ্রষ্টব্য।

১১২। নির্ধার-তালিকার অনুমোদন ইত্যাদি।—(১) ১১১ নিয়মমতে যে নির্ধার-তালিকাটি প্রস্তুত হয় তাহা অঞ্চল পঞ্চায়ত কোন অধিবেশনে অনুমোদন করিবেন।

(২) ঐরূপে অনুমোদিত নির্ধার-তালিকার একটি অনুলিপি আয়-ব্যয়কের (বাজেটের) একটি প্রতিলিপি সহ, প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারির মধ্যে পঞ্চায়ত-অবেক্ষকের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং পঞ্চায়ত-অবেক্ষক যদি মনে করেন যে, যাহা নির্ধার করা হইয়াছে তাহা অন্যায় অত্যধিক কিংবা সংশ্লিষ্ট বৎসরের আর্থিক প্রয়োজনের তুলনায় কম, তাহা হইলে সেই বৎসরেরই ১৫ই জানুয়ারির মধ্যে তিনি ঐ তালিকাটি সংশোধন করার জন্য অঞ্চল পঞ্চায়তকে নির্দেশ দিবেন এবং অঞ্চল পঞ্চায়ত তদনুসারে একটি সংশোধিত তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

(৩) সংশোধিত তালিকার যতটা অংশ অঞ্চল পঞ্চায়তের স্থানীয় সীমার অন্তবর্তী প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত সংশ্লিষ্ট, ততটা অংশ (২) উপ-নিয়মে উল্লিখিত বৎসরের ২৫এ জানুয়ারির মধ্যে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকার-ক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হইবে। উহাতে এই উল্লেখ থাকিবে যে, সংশোধিত তালিকা সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে, তাহা সংশোধিত তালিকাটি যে তারিখে ঐরূপে প্রদর্শিত হয় সেই তারিখ হইতে ১০ দিনের মধ্যে অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পেশ করিতে হইবে।

(৪) (২) উপ-নিয়মে উল্লিখিত বৎসরের ২০এ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অঞ্চল পঞ্চায়ত উক্ত আপত্তির বিষয় শুনিবেন ও তৎসম্পর্কে নিষ্পত্তি করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে তালিকাটি সংশোধন করিবেন।

(৫) সংশোধিত হইলে তালিকাটি যে গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত ইহা সম্পর্কিত সেই গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন প্রকাশ্য স্থানে (২) উপ-নিয়মে উল্লিখিত বৎসরের ২৫এ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রদর্শিত হইবে। উহাতে এই উল্লেখ থাকিবে যে কোন আপীল করিতে হইলে তাহা যে তারিখে ঐ তালিকাটি ঐরূপে প্রদর্শিত হয় সেই, তারিখ হইতে ১০ দিনের মধ্যে জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের নিকট করা চলিবে।

(৬) জেলা পঞ্চায়ত আধিকারিকের নিকট কৃত আপীলগুলির নিষ্পত্তি (২) উপ-নিয়মে উল্লিখিত বৎসরের ২৫এ মার্চের মধ্যে করিতে হইবে।

(৭) আপীলের ফলে কোন সংশোধন করা হইলে, ঐরূপে সংশোধিত তালিকাটি যে গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত উহা সম্পর্কিত সেই গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন প্রকাশ্য স্থানে (২) উপ-নিয়মে উল্লিখিত বৎসরের ১লা এপ্রিল তারিখের পূর্বে চূড়ান্তভাবে প্রদর্শিত হইবে।

১১৩। **নির্ধার-তালিকার সংশোধন।**—যে ব্যক্তিকে ১১০ নিয়মের "ক—যেসকল ব্যক্তি ভূমি বা ইমারতাদির মালিক বা দখলিকার তাঁহাদের উপর কর" এই শীর্ষকে কর প্রদান করিতে হয়, নির্ধার-তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশের পর সেই ব্যক্তির মালিকানাধীনে বা দখলে যদি কোন ভূমি বা ইমারতাদি আর না থাকে কিংবা তাঁহার অবস্থা যদি অসচ্ছল হইয়া পড়ে, তবে উক্ত ব্যক্তি অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট দরখাস্ত করিলে অঞ্চল পঞ্চায়ত নির্ধার-তালিকাটি সংশোধন করিতে পারিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়তের আদেশে ক্ষুব্ধ যে-কোন ব্যক্তি জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং সে সম্পর্কে জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবে।

১১৪। **কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্নির্ধার।**—(১) যেস্থলে প্রাধিকার অভাবে কর, অভিকর বা ফী ধার্য করা হয় নাই অথবা নির্ধার-তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশের পর কর, অভিকর অথবা ফী প্রদানের পক্ষে দায়িতা জন্মিয়াছিল সেস্থলে, নির্ধার-তালিকার চূড়ান্ত প্রকাশের পর যে-কোন সময়ে

অঞ্চল পঞ্চায়ত, প্রস্তাবিত হার সম্পর্কে পূর্বে নোটিস দিয়া, যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রদেয়কর বা অভিকর নির্ধার করিতে পারিবেন কিংবা যে কোন ব্যক্তির উপর নিবন্ধীকরণ-ফী ধার্য করিতে পারিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়ত যদি মনে করেন যে, পূর্ব নির্ধার পর্যাপ্ত নহে এবং তাহা ভ্রম বা মিথ্যা বর্ণনাবশত করা হইয়াছে, তবে অঞ্চল পঞ্চায়ত অনুরূপভাবে ঐ কর, অভিকর বা ফী বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

(২) (১) উপ-নিয়মে উল্লিখিত পুনর্নির্ধার সম্পর্কে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা নির্ধারপাত্র যে তারিখে নোটিস পান সেই তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট দাখিল করিতে হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়ত ঐ আপত্তির বিষয় শুনিবেন ও উহার নিষ্পত্তি করিবেন এবং তৎসম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেরূপ আদেশ দিবেন। আদেশ দিবার সময় অঞ্চল পঞ্চায়ত এই কথা বলিয়া দিবেন যে, কোন আপত্তি থাকিলে তাহা ঐ আদেশের তারিখ হইতে দশ দিনের মধ্যে জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিকের নিকট পেশ করা যাইবে। ঐরূপ আপীল সম্পর্কে জেলা পঞ্চায়ত-আধিকারিক যে আদেশ দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

(৩) এই নিয়মমতে নূতনভাবে কর, অভিকর বা ফী নির্ধার করা হইলে অথবা বাড়াইয়া দেওয়া হইলে তাহা বৎসরের যে পাদে ঐরূপ নির্ধার অথবা বৃদ্ধি সাধিত হয় সেই পাদের আরম্ভ কিংবা যে তারিখ হইতে ঐ কর ইত্যাদি প্রদানের পক্ষে দায়িতা জন্মিয়াছিল সেই তারিখ—এতদুভয়ের মধ্যে যে সময় পরবর্তী হয় সেই সময় হইতে কার্যকরী হইবে।]*

*[প্রজ্ঞাপন নং ৯৯৫ ।ডি পি ।৩আর—৫ ।৫৮, ৭ই এপ্রিল ১৯৫৯ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

১১৫। কর, অভিকর বা ফী প্রদানের পদ্ধতি এবং সময়।—(১)১১০ নিয়মের "ক—যেসকল ব্যক্তি ভূমি বা ইমারতাদির মালিক বা দখলিকার তাঁহাদের উপর কর" এই শীর্ষকে অথবা ঐ নিয়মেরই "জল, আলো এবং যানবাহন—ব্যবস্থার জন্য অভিকর" এই শীর্ষকে প্রদেয় কর সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে প্রদান করিতে হইবে। প্রতি তিন মাসের কিস্তির টাকা ঐরূপ তিন মাসের প্রথম দিনে দিতে হইবে :

পরন্তু, ১১৩ নিয়মমতে সংশোধিত নির্ধারের বেলা অথবা ১১৪ নিয়মমতে পুনর্নির্ধারের বেলা, ঐরূপ সংশোধিত নির্ধার বা পুনর্নির্ধারের বিষয় যে তারিখে নির্ধারের পাত্রকে জানানো হয় সেই তারিখেই প্রথম কিস্তির টাকা দিতে হইবে।

(২) ১১০ নিয়মের "খ—বৃত্তি, ব্যাপার, এবং পেশার উপর কর" এই শীর্ষকে (১) উপ-নিয়মমতে প্রদেয় কর এবং ঐ নিয়মেরই "গ—যান নিবন্ধীকরণ সম্পর্কে ফী" এই শীর্ষকে (১) উপ-নিয়মমতে প্রদেয় নিবন্ধীকরণ-ফী প্রতি বৎসর ১লা এপ্রিল তারিখে প্রদান করিতে হইবে।

১১৬। কর বা অন্যান্য প্রাপ্য প্রদান।—কর, অভিকর বা ফী হিসাবে নির্ধারিত কোন টাকা প্রদানের জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি যে তারিখে উক্ত টাকা প্রাপ্য হয় সেই তারিখ হইতে পনর দিনের মধ্যে, উহা অঞ্চল পঞ্চায়তের অফিসে প্রদান করিবেন বা প্রদানার্থ জমা দিবেন।

১১৭। কর বা অন্যান্য প্রাপ্য প্রদানের জন্য রসিদ।—১১৬ নিয়মমতে প্রদত্ত সেসমস্ত টাকার জন্যই এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ৪ নিদর্শে একটি রসিদ দিতে হইবে।

১১৮। বকেয়া কর বা অন্যান্য প্রাপ্য আদায়ের পদ্ধতি।—১১৫ নিয়মের (১) উপ-নিয়মে উল্লিখিত কিস্তির টাকা অথবা ঐ নিয়মের (২) উপ-নিয়মে উল্লিখিত অনুজ্ঞাপত্র বা নিবন্ধীকরণ সম্পর্কিত ফী যে তারিখে প্রাপ্য হয় সেই তারিখ হইতে পঞ্চদশ দিবস অতিক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই, অঞ্চল পঞ্চায়ত, যেসমস্ত ব্যক্তি তাঁহাদের দেয় টাকা প্রদান করেন নাই তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকার পরিমাণ দর্শাইয়া তাঁহাদের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত তালিকায় যতটা অংশ প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তের সহিত সম্পর্কিত ততটা অংশ ঐ গ্রাম পঞ্চায়তের অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত কোন প্রকাশ্য স্থানে প্রকাশিত করিতে হইবে। তালিকা প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে যদি কোন খেলাপকারী তাঁহার দেয় টাকা না দেন কিংবা ঐ টাকা না দেওয়ার জন্য অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট যথেষ্ট কারণ না দর্শান, তবে ঐ বকেয়া আদায়ের জন্য ১১৯ হইতে ১২৬ পর্যন্ত নিয়মসমূহে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে হইবে।

১১৯। খেলাপকারিগণের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং নিলাম।—উক্ত কর, অভিকর বা নিবন্ধীকরণ ফীর কোন কিস্তি যদি বাকি পড়ে, তবে প্রধান কিংবা প্রধানের নিকট হইতে নির্দেশ পাইলে উপ-প্রধান, ১২৬ নিয়মের বিধানসমূহ বজায় রাখিয়া, খেলাপকারীর লাঙল, গবাদি পশু এবং ব্যাপার ও কৃষিকর্মে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ব্যতীত তাঁহার অন্য অস্থাবর সম্পত্তির পর্যাপ্ত অংশ ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা ঐরূপ বাকি টাকা এবং তৎসহ ঐ বাকি টাকার [শতকরা পঁচিশ ভাগের]† সমপরিমাণ অর্থ দণ্ডস্বরূপ আদায়ের জন্য চৌকিদার বা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রাধিকৃত করিয়া ওয়ারেণ্ট বাহির করিবেন:

পরন্তু, অঞ্চল পঞ্চায়তের যাহাতে প্রতীতি হয় সেইভাবে যদি দেখানো যায় যে এই ক্রোককরা অস্থাবর সম্পত্তি খেলাপকারীর নহে অন্য কোন ব্যক্তির তাহা হইলে ঐ সম্পত্তি ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

*[প্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৬ এল এস-জি—৩আর।১৫।৫৭-২, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

১২০। কিভাবে ক্রোক করা হইবে।—[কেবল দিবাভাগেই]* অস্থাবর সম্পত্তি কার্যত আটক করিয়া ক্রোক করা হইবে এবং যে ব্যক্তিকে ক্রোক ও বিক্রয় করার ভার দেওয়া হয় তিনি উহার উপযুক্ত হেপাজতের জন্য দায়ী থাকিবেন।

*[প্রজ্ঞাপন নং ১০৯৬৬।এল এস-জি, ৩ আর।১৫।৫৭-২, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

১২১। বিক্রয়ের পূর্বে নোটিস।—যে ব্যক্তিকে ক্রোকের ওয়ারেণ্ট কার্যে পরিণত করার ভার দেওয়া হয় তিনি বিক্রয় এবং উহার সময় ও স্থান সম্পর্কে অন্যূন দশদিন পূর্বে ঢোল-শোহরতের দ্বারা নোটিস দিবেন:

পরন্তু, ক্রোক-করা সম্পত্তি যদি নশ্বর প্রকৃতির হয়, তবে খেলাপকারীর সম্পত্তি লইয়া তৎক্ষণাৎ অথবা ঐরূপ সম্পত্তি পাওয়া না গেলে আটক করার ছয় ঘণ্টা পর যে-কোন সময়ে উহা বিক্রয় করা যাইবে।

১২২। ক্রোক-করা অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়।—(১) ১১৯ নিয়মে দণ্ডস্বরূপে উল্লিখিত টাকা সহ দেয় টাকা বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে দেওয়া না হইলে, আটক-করা অস্থাবর সম্পত্তি যে সময় ও যে স্থান বিনির্দিষ্ট

হয় সেই সময় ও সেই স্থানে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় করা হইবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রথমে দণ্ড স্বরূপ নির্দিষ্ট টাকা সহ প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য কাজে লাগাইতে হইবে। অঞ্চল পঞ্চায়তের যে দুইজন সদস্য প্রধান অথবা, স্থল-বিশেষে, উপ-প্রধান কর্তৃক প্রাধিকৃত হন তাঁহারা ঐরূপ প্রত্যেক নিলামে উপস্থিত থাকিবেন।

(২) বিক্রয়লব্ধ বাড়তি টাকা খেলাপকারীকে ফেরত দেওয়া হইবে অথবা, তাঁহার অনুপস্থিতিতে উহা অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিলে জমা দেওয়া হইবে; অতপরঃ যে ব্যক্তি ঐ জমা দেওয়া টাকায় নিজের অধিকার অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রতীতিযোগ্যভাবে প্রমাণ করিবেন সেরূপ কোন ব্যক্তি দাবি করিলে ঐ টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইবে।

১২৩। **অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন সদস্য বা কর্মচারীর নিকট সম্পত্তি বিক্রয়ে বাধা।**—অঞ্চল পঞ্চায়তের কোন সদস্য বা কর্মচারীর নিকট কোন সম্পত্তি বিক্রয় করা যাইবে না।

১২৪। **কার্যবাহের লেখ্য।**—১১৮ নিয়মমতে অবলম্বিত সমস্ত কার্যবাহের একটি লেখ্য প্রস্তুত করিতে হইবে এবং তাহা অঞ্চল পঞ্চায়তের কার্যবিবরণ সম্পর্কিত পুস্তকে সংরক্ষিত থাকিবে।

১২৫। **ক্রোক সম্পর্কে হিসাব রাখিতে হইবে।**—বাকি টাকা আদায়ের জন্য যেসমস্ত ক্রোকী ওয়ারেণ্ট জারি করা হয় এবং বিক্রয়ানুষ্ঠান হয় তৎসম্পর্কে অঞ্চল পঞ্চায়ত এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ৫ নিদর্শে নিয়মিত হিসাব রাখিবেন।

১২৬। **এক বৎসরের পর ক্রোকের দ্বারা কোন টাকা আদায় করা যাইবে না।**—কর, অভিকর, বা নিবন্ধীকরণ-ফীর কোন কিস্তির টাকা যে তারিখে দেয় সেই তারিখ হইতে এক বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর তাহা আর ক্রোকের দ্বারা আদায় করা হইবে না।

১২৭। **অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিকার ক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার বাহিরে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়।**—(১) অঞ্চল পঞ্চায়ত যদি ১১৯ নিয়মমতে দণ্ডস্বরূপ প্রদেয় টাকা সমেত প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে অসমর্থ হন, তবে অঞ্চল পঞ্চায়তের আবেদনক্রমে জেলা-শাসক, মহকুমা-শাসক অথবা প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রয়োগকারী কোন শাসক, তাঁহার অধিকারক্ষেত্রের অন্তর্গত যে কোন

স্থানে খেলাপকারীর কোন অস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে তাহা ক্রোক ও বিক্রয় করার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে পারিবেন অথবা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী অন্য কোন শাসকের অধিকার-ক্ষেত্রের মধ্যে খেলাপকারীর কোন অস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে তাহা ক্রোক ও বিক্রয় করার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে পারিবেন। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেত্রাধিকার প্রয়োগকারী উক্ত শাসক ঐভাবে বাহির-করা পরোয়ানাটি পৃষ্ঠাঙ্কিত করিয়া তৎকর্তৃক প্রাধিকৃত কোন ব্যক্তির দ্বারা উহা কার্যে পরিণত করাইবেন।

(২) ১১৯ হইতে ১২৬ পর্যন্ত নিয়মাবলীর বিধানসমূহ এই নিয়মমতে ক্রোক ও বিক্রয় সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে।

(৩) দণ্ডস্বরূপ যে টাকা আদায় করা হয় তাহা দ্বারা ক্রোক ও বিক্রয়ের খরচা মিটানো না গেলে, জেলা-শাসক খেলাপকারীর নিকট হইতে বাকিটাকা ও দণ্ডস্বরূপ দেয় টাকা ছাড়াও ঐরূপ খরচা একই রীতিতে আদায় করিবেন।

(৪) এই নিয়মমতে বাহির-করা ওয়ারেণ্ট কার্যে পরিণত করা হইলে, আদায়ীকৃত টাকা অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে।

১২৮। খেলাপকারীর অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রয় করার জন্য ওয়ারেণ্ট।—১১৯ নিয়মমতে প্রধান বা উপ-প্রধান অথবা ১২৭ নিয়মমতে জেলা-শাসক যে ওয়ারেণ্ট বাহির করেন তাহা যথাক্রমে এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ৬ ও ৭ নির্দেশানুযায়ী হইবে। ১২৭ নিয়মমতে ওয়ারেণ্ট বাহির করার জন্য দরখাস্ত করিবার সময় অঞ্চল পঞ্চায়ত ৬ নির্দেশের একটি প্রতিলিপি যথাযথ-ভাবে পূরণ করিয়া জেলা-শাসকের নিকট পাঠাইবেন।

১২৯। অনিয়মের দরুণ ক্রোক রদ হইবে না।—এই নিয়মাবলীর বলে যে ক্রোক করা হয় তাহা অবৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না, কিংবা সংশ্লিষ্ট ওয়ারেণ্ট অথবা উহা কার্যে পরিণত করিবার প্রক্রিয়াতে কোন ত্রুটি বা অনিয়ম ঘটার দরুন যে ব্যক্তি ক্রোকের ওয়ারেণ্টটি কার্যে পরিণত করেন সেরূপ কোন ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া গণ্য হইবেন না। ক্রোকের কোন ওয়ারেণ্ট বাহির বা জারি করার ব্যাপারে কোন অনিয়মের দরুন ক্ষুব্ধ সকল ব্যক্তিই, ১১৫ ধারার বিধানাবলীর অধীনে, তাঁহাদের যে ক্ষতি হইয়াছে তজ্জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্রাধিকার সম্পন্ন যে-কোন আদালতে বিশেষ খেসারত আদায় করিতে পারিবেন।

অঞ্চল পঞ্চায়তের আনুমানিক আয়-ব্যয়ক

১৩০। অঞ্চল পঞ্চায়তের আনুমানিক আয়-ব্যয়ক প্রস্তুত করা। —প্রধানের নির্দেশ অনুসারে অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিব প্রতি বৎসর ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে, এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ৮ নিদর্শে. পরবর্তী বৎসরের আয় ও ব্যয়ন (ডিসবার্সমেণ্ট) সংক্রান্ত আনুমানিক আয়-ব্যয়ক প্রস্তুত করিবেন।

১৩১। অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক আনুমানিক আয়-ব্যয়ক পর্যালোচন। —আনুমানিক আয়-ব্যয়ক পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর ২০এ সেপ্টেম্বরের পূর্বে প্রধান কর্তৃক বিশেষভাবে আহূত অঞ্চল পঞ্চায়তের একটি অধিবেশনে অঞ্চল পঞ্চায়ত ঐরূপে প্রস্তুত আনুমানিক আয়-ব্যয়কের পর্যালোচনা করিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়তের সুপারিশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সচিব আনুমানিকআয়-ব্যয়কের সংশোধন করিবেন এবং প্রতি বৎসর ৩০এ সেপ্টেম্বর তারিখে বা তৎপূর্বে প্রধানের নিকট উহা পেশ করিবেন।

১৩২। অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক আয়-ব্যয়কের পুনঃপর্যালোচনা।— প্রতি বৎসর ১০ই অক্টোবরের মধ্যে প্রধান কর্তৃক আহূত অঞ্চল পঞ্চায়তের অধিবেশনে ঐরূপে সংশোধিত আয়-ব্যয়ক সম্পর্কে পুনরায় পর্যালোচনা এবং উহার সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হইবে। ঐরূপ চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার পর ঐ আনুমানিক আয়-ব্যয়ক প্রতি বৎসর ১৫ই অক্টোবর তারিখে অথবা তৎপূর্বে পঞ্চায়ত পরিদর্শকের নিকট পাঠাইতে হইবে।

১৩৩। পঞ্চায়ত পরিদর্শক কর্তৃক আয়-ব্যয়ক অনুমোদন।— প্রতি বৎসর ১৫ই নবেম্বর তারিখে অথবা তৎপূর্বে পঞ্চায়ত পরিদর্শক, যেরূপ সংপরিবর্তন তিনি উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ সংপরিবর্তন সহ আয়-ব্যয়ক সম্পর্কে তাঁহার অনুমোদন অঞ্চল পঞ্চায়তকে জানাইয়া দিবেন।

গ্রাম পঞ্চায়তের আনুমানিক আয়-ব্যয়ক

১৩৪। আনুমানিক আয়-ব্যয়ক প্রস্তুত করা।—প্রতি বৎসর ১লা ডিসেম্বর তারিখে অথবা তৎপূর্বে অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিব, ৫৫ ধারার (২) উপ-ধারার (ঘ) প্রকরণমতে প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়তকে পরবর্তী রাজস্ব বৎসরে আনুমানিক যে টাকা বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে, তাহা সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত গুলিকে জানাইয়া দিবেন এবং এই সংবাদ পাইলে, অধ্যক্ষ প্রতি বৎসর ১৫ই

ডিসেম্বরের মধ্যে, এই নিয়মাবলী সংলগ্ন ৯ নিদর্শে, পরবর্তী বৎসরে গ্রাম পঞ্চায়তের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত আনুমানিক আয়-ব্যয়ক প্রস্তুত করিবেন।

১৩৫। গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক আয়-ব্যয়ক পর্যালোচনা।—গ্রাম সভার বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট তারিখের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে, আয়-ব্যয়ক পর্যালোচনা ও অনুমোদনের উদ্দেশ্যে অধ্যক্ষ কর্তৃক বিশেষভাবে আহূত গ্রাম পঞ্চায়তের একটি অধিবেশনে আয়ব্যয় পর্যালোচিত এবং অনুমোদিত হইবে।

১৩৬। গ্রাম সভা কর্তৃক আনুমানিক আয়-ব্যয়ক পর্যালোচনা—গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক অনুমোদিত আনুমানিক আয়-ব্যয়ক গ্রাম সভার বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশনে পর্যালোচনার জন্য তৎসমক্ষে পেশ করা হইবে।

১৩৭। গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক আয়-ব্যয়কের পুনঃপর্যালোচনা।—গ্রামসভার অধিবেশনের পর সাত দিনের মধ্যে, গ্রামসভার সুপারিশগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আয়-ব্যয়কটি পুনরায় পর্যালোচনা করার জন্য অধ্যক্ষ কর্তৃক গ্রাম পঞ্চায়তের আর একটি অধিবেশন আহূত হইবে। ঐ অধিবেশনেই আয়-ব্যয়কটির সম্পর্কে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা হইবে।

১৩৮। অঞ্চল পঞ্চায়তের মারফত পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের নিকট আয়-ব্যয়ক পেশ করা।—পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য প্রতি বৎসর ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বা তৎপূর্বে অঞ্চল পঞ্চায়তের নিকট আয়-ব্যয়ক পেশ করিতে হইবে।

১৩৯। অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক আয়-ব্যয়ক পর্যালোচনা।—যেসকল গ্রাম পঞ্চায়ত লইয়া অঞ্চল পঞ্চায়ত গঠিত সেই সকল গ্রাম পঞ্চায়তের আয়-ব্যয়ক পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বা তৎপূর্বে প্রধান কর্তৃক বিশেষভাবে আহূত একটি অধিবেশনে অঞ্চল পঞ্চায়ত উক্ত গ্রাম পঞ্চায়তসমূহের আয়-ব্যয়ক পর্যালোচনা করিবেন। অঞ্চল পঞ্চায়তের মন্তব্য সহ ঐ সমস্ত আয়-ব্যয়ক অঞ্চল পঞ্চায়তের সচিব কর্তৃক প্রতি বৎসর ২৫এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বা তৎপূর্বে পঞ্চায়ত-পরিদর্শকের নিকট প্রেরিত হইবে।

১৪০। পঞ্চায়ত-পরিদর্শক কর্তৃক আয়-ব্যয়ক অনুমোদন।—প্রতি বৎসর ২৫এ মার্চ তারিখে বা তৎপূর্বে, পঞ্চায়ত-পরিদর্শক, যেরূপ সংগত্তি-

বর্তন তিনি উপযুক্ত মনে করেন সেরূপ সংপরিবর্তন সহ আয়-ব্যয়ক সম্পর্কে তাঁহার অনুমোদন অঞ্চল পঞ্চায়তের মারফত জানাইয়া দিবেন।

সাধারণ

১৪১। **পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭-অনুসারে প্রণীত নিয়মাবলীতে যেসমস্ত বিষয়ের বিধান করা হয় নাই তৎসম্পর্কে ইউনিয়ন বোর্ডের নিয়মাবলীর প্রয়োগ।**—পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ অনুসারে প্রণীত নিয়মাবলীতে কোন বিষয় সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোন বিধান না থাকিলে, ইউনিয়ন বোর্ড সম্পর্কিত বর্তমান নিয়ম, আদেশ ও নির্দেশাবলীর বিধানসমূহ, আবশ্যক পরিবর্তন সহ, পঞ্চায়তগুলির সম্পর্কে প্রযুক্ত হইতে থাকিবে, পরন্তু উক্ত বিধানসমূহ পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭, এবং তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর বিধানসমূহের বিরোধী হইবে না।

টীকাঃ—এই নিয়মটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। ইউনিয়ন বোর্ড Assessment Rules এর 8 নং Rule টি সমগ্রভাবে প্রযোজ্য হইবে, শুধু ৮৪৲ টাকা উর্দ্ধতন সীমা থাকিবেনা। সরকারীদালান, রেল বা মিলের সম্পত্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে পঞ্চায়তকরও এই ৪ নং Rule অনুযায়ী ধার্য্য হইবে। ৩নং Rule টিও প্রযোজ্য হইবে। ইহা একটি উদাহরণমাত্র। এভাবে ইউনিয়ন বোর্ড ম্যানুয়াল হইতে যথাযোগ্য ভাবে অন্যান্য নিয়মও সরকারী নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে। বিতর্ক স্থলে ১১৯ ধারায় প্রদত্ত সরকারী আদেশ দ্বারা যেকোন সমস্যার মীমাংসা করা হইবে।

ক-অনুসূচী

(১০ ও ১৩ নিয়ম দ্রষ্টব্য)

(১) নৌকা	(৮) কাঁঠাল	(১৫) কুঠার
(২) গাড়ি	(৯) মানুষের হাত	(১৬) চেয়ার
(৩) গাঁদাফুল	(১০) বাইসিকেল	(১৭) ঘোড়া
(৪) হারিকেন বাতি	(১১) তালা ও চাবি	(১৮) মাছ
(৫) পালকি	(১২) হুঁকা	(১৯) মোটরগাড়ি
(৬) দাঁড়িপাল্লা	(১৩) খেজুর (গাছ)	(২০) ঘড়ি
(৭) ছাতা	(১৪) কলসী	

ক-নিদর্শ

[১০(১) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

গ্রাম পঞ্চায়ত/অঞ্চল পঞ্চায়ত নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্রের নিদর্শ

..............গ্রামসভা/..............অঞ্চল পঞ্চায়ত..............থানা,

মহকুমা/......... ....জেলা।

১। যে গ্রাম পঞ্চায়তে/অঞ্চল পঞ্চায়তে প্রার্থী নির্বাচিত হইতে চাহেন তাহার নাম..................

২। গ্রাম পঞ্চায়তে/অঞ্চল পঞ্চায়তে নির্বাচনের জন্য যে নির্বাচনক্ষেত্র /গ্রামসভা হইতে নির্বাচনপ্রার্থী দাঁড়াইতে চাহেন সেই নির্বাচনক্ষেত্রের ক্রমিক সংখ্যা ও নাম। গ্রাম সভার নাম.........................

৩। নির্বাচনপ্রার্থীর পূরা নাম...

ঠিকানা..

৪। নির্বাচনক্ষেত্রের/গ্রামসভার অন্তর্গত অঞ্চল সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার যে নির্বাচক-তালিকা আছে তাহাতে নির্বাচনপ্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা...

*৫। গ্রাম পঞ্চায়তে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনপ্রার্থীকে ক-অনুসূচীতে বিনির্দিষ্ট যে প্রতীক বাছিয়া লইতে হইবে তাহার নাম।

তারিখ। নির্বাচনপ্রার্থীর স্বাক্ষর/[টিপসহি] ‡

*অঞ্চল পঞ্চায়তে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনপ্রার্থীর বেলা বাদ দিতে হইবে।

প্রস্তাবকের স্বাক্ষর/[টিপসহি]†

নির্বাচনক্ষেত্রের/গ্রামসভার অন্তর্গত অঞ্চল সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার যে নির্বাচক-তালিকা আছে তাহাতে তদীয় নির্দিষ্ট সংখ্যা)

তারিখ.................. সমর্থকের স্বাক্ষর/[টিপসহি]†

(উপরিউক্ত নির্বাচক-তালিকায় নির্দিষ্ট সংখ্যা)

†[প্রজ্ঞাপন নং ৪৫৮৭/এল এস-জি, ৯ই মে ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে।]

(নির্বাচন আধিকারিককে পূরণ করিতে হইবে)

..........গ্রাম পঞ্চায়তে। ....অঞ্চল পঞ্চায়তে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী ....এর মনোনয়নপত্র............তারিখে.........টার সময় আমার নিকট অর্পণ করা হইয়াছে।

তারিখ। নির্বাচন আধিকারিকের স্বাক্ষর

রন্ধ্ররেখা

(মনোনয়নপত্রের জন্য রসিদ)

..................গ্রাম পঞ্চায়তে ....অঞ্চল পঞ্চায়তে নির্বাচনের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী......................এর মনোনয়নপত্র... ....তারিখে ....টার সময় আমার নিকট অর্পণ করা হইয়াছে।

তারিখ। নির্বাচন-আধিকারিকের স্বাক্ষর

ক২-নিদর্শ

[১০ (৩) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

নির্বাচন নিযুক্তকের নিয়োগ

............গ্রাম পঞ্চায়তে/অঞ্চল পঞ্চায়তে নির্বাচন
(নাম)

নির্বাচন-আধিকারিক সমীপেষু,

উপরি-উক্ত নির্বাচনোপলক্ষে নির্বাচনপ্রার্থী আমি.......................... সাকিন..............এতদ্বারা শ্রী শ্রীমতী..............কে, সাকিন ....উপরি-উক্ত নির্বাচনে আমার নির্বাচন-নিযুক্তকরূপে নিয়োগ করিলাম।

(নির্বাচনপ্রার্থীর স্বাক্ষর[টিপসহি]*

আমি উপরি-উক্ত নিয়োগ স্বীকার করিলাম।

নির্বাচন-নিযুক্তকের স্বাক্ষর টিপসহি]*

স্থান....

তারিখ.

সাক্ষী-

১।....

২ .....

নির্ব্বাচন আধিকারিকের মন্তব্য।

দ্রষ্টব্য।—তিন প্রস্ত দাখিল করিতে হইবে।

*[প্রজ্ঞাপন নং ৪৫৮৭।এল এস-জি, ৯ই মে ১৯৫৮ ক্রমে বসানো হইয়াছে]

খ-নিদর্শ

[২০ (১) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচনের জন্য ভোটপত্রের নিদর্শ

ভোটপত্র নং............

রিক্ত আসনের সংখ্যা............

প্রতিপত্র (কাউন্টার ফয়েল)	ভোটের পত্র (ফয়েল)			
	সংখ্যা	নির্বাচনপ্রার্থীর নাম	প্রতীক	ভোটারের চিহ্ন
ভোটপত্র নং*				
নির্বাচক-তালিকায় ভোটারের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা	১			
	২			
*প্রতিপত্রের এবং	৩			
ভোটপত্রের উপর ক্রমিক সংখ্যা	৪			
মুদ্রিত থাকিবে	৫			
	৬			
	৭			

নির্দেশাবলী।—(১) যতগুলি রিক্ত আসন আছে ততগুলি ভোট দেওয়া যাইবে, কিন্তু যে-কোন একজন নির্বাচনপ্রার্থীকে একটির বেশি ভোট দেওয়া যাইবে না।

(২) যতগুলি রিক্ত আসন আছে তাহার অতিরিক্ত ভোট দেওয়া যাইবে না।

(৩) যে বা যে যে নির্বাচনপ্রার্থীকে ভোট দেওয়া অভিপ্রেত সেই বা সেই সেই নির্বাচনপ্রার্থীর নাম-বরাবর মুদ্রিত প্রতীকের পার্শ্বে (ভোটারের চিহ্নের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে) একটি ঢেরা চিহ্ন (×) দিতে হইবে। প্রত্যেক ভোটারের জন্য একটি করিয়া ঢেরা চিহ্ন দিতে হইবে।

খ-১ নিদর্শ

[২৩ (১) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

ভোটপত্র নং............

রিক্ত আসনের সংখ্যা............

প্রতিপত্র (কাউন্টার ফয়েল)		ভোটার পত্র (ফয়েল)		
		ক্রমিক সংখ্যা	নির্বাচনপ্রার্থীর নাম	ভোটারের চিহ্ন
ভোটপত্র নং*	**			
২৩ নিয়মে উল্লিখিত গ্রাম	**			
পঞ্চায়েতের সদস্য তালিকায়	**	১		
ভোটারের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা।	**	২		
*প্রতিপত্রের এবং ভোটপত্রের	**	৩		
উপর ক্রমিক সংখ্যা বসাইতে	**	৪		
হইবে।	**	৫		

নির্দেশাবলী।—যতগুলি রিক্ত আসন আছে ততগুলি ভোট দেওয়া যাইবে, কিন্তু যে-কোন একজন নির্বাচনপ্রার্থীকে একটির বেশি ভোট দেওয়া যাইবে না।

(২) যতগুলি রিক্ত আসন আছে তাহার অতিরিক্ত ভোট দেওয়া যাইবে না।

(৩) যে বা যে যে নির্বাচনপ্রার্থীকে ভোট দেওয়া অভিপ্রেত সেই বা সেই সেই নির্বাচনপ্রার্থীর নামের বিপরীত দিকে একটি ঢেরা চিহ্ন (×) দিতে হইবে। প্রত্যেক ভোটের জন্য একটি করিয়া ঢেরা চিহ্ন দিতে হইবে।

গ-নিদর্শ

(৬০, ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ নিয়ম দ্রষ্টব্য)

.................মাসে/তিন মাসে দফাদার ও চৌকিদারগণের বেতন প্রদান সম্পর্কে নিবন্ধপুস্তক

চৌকিদার ও দফাদারের নাম ও পাহারার এলাকা নং	মাসিক বেতনের হার	যে সময়ের বেতন পাওনা আছে	ধার্য জরিমানা	বেতন হিসাবে নীট যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়	পরোয়ানা জারির জন্য প্রদত্ত টাকা	নামের আদ্যক্ষরে প্রধান বা অগ্র-সদস্যের নাম সহি এবং বেতন প্রদানের তারিখ	মন্তব্য

দ্রষ্টব্য।—স্থানাপন্ন (অফিসিয়েটিং) কোন দফাদার বা চৌকিদারকে বেতন প্রদানের বেলা, আবশ্যক লিখন এই নিবন্ধ-পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং ঐ কর্মব্যবস্থার বিষয় "মন্তব্যের" ঘরে স্থায়িপদধারীর নাম বরাবর লিখিয়া রাখিতে হইবে।

ঘ-নিদর্শ

[৬৬, ৬৯ ও ৯২ (১) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

...........দফাদারের/চৌকিদারের অভিমুক্তি লেখ

বেতন প্রদানের তারিখ	যে সময়ের জন্য বেতন দেওয়া হয়	বেতন হিসাবে নীট যে পরিমাণ টাকা দেওয়া হয়	পরোয়ানা জারির জন্য প্রদত্ত টাকা	আদায়ীকৃত জরিমানা	যে সমস্ত পুরস্কার বিতরণ করা হয়	নামের আদ্যক্ষরে অগ্রসদস্যের নাম সহি এবং বেতন গ্রহীতার স্বাক্ষর বা বুড়া আঙ্গুলের টিপসহি	মন্তব্য

দ্রষ্টব্য।—স্থানাপন্ন (অফিসিয়েটিং) কোন দফাদার বা চৌকিদারকে বেতন প্রদানের বেলা, আবশ্যক লিখন এই নিবন্ধ-পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং ঐ কর্মব্যবস্থার বিবরণ "মন্তব্যের" ঘরে স্থায়িপদধারীর নাম বরাবর লিখিয়া রাখিতে হইবে।

ঙ-নিদর্শ

[৭২ (১) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

....মাসে/তিন মাসে...থানার অন্তর্গত

....অঞ্চল পঞ্চায়তের অধীন চৌকিদার ও দফাদারগণের বেতন।

বেতন প্রদানের তারিখ	প্রধান বা অগ্রসদস্যের নাম	তালিকায় চৌকিদার-গণের (দফাদার সহ) সংখ্যা	যাঁহাদিগকে পুরা বেতন দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের সংখ্যা	যাঁহাদিগকে বেতন দেওয়া হয় নাই তাঁহাদের নাম	যে সময়ের জন্য কোন বেতন দেওয়া হয় না	বেতন না দেওয়ার কারণ	দফাদার ও চৌকিদারগণের নিকট হইতে যে জরিমানা টাকা আদায় করা হইয়াছে ও কোষাগারে প্রেরিত হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ	যে সমস্ত পুরস্কার বিতরন করা হয়		দফাদার ও চৌকিদারগণ ইতঃপূর্বে সারি বাঁধিয়া বেতন লইয়া যাওয়ার পর হইতে তাহাদের নামের তালিকায় যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ
								নাম	পরিমাণ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

চ-নিদর্শ

[৭২ (২) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

ব্যতিক্রমী অঞ্চল পঞ্চায়েত সমূহ সম্পর্কে বিবরণ

অঞ্চল পঞ্চায়েত	চৌকিদার ও দফাদারগণের সংখ্যা	চলিত মাসে যাঁহাদিগকে পুরা বেতন দেওয়া হয় নাই তাঁহাদের সংখ্যা	অঞ্চল পঞ্চায়েত যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন	চৌকিদারী সাজ-পোশক বাবত যে টাকা অনেক দিন যাবৎ পাওনা হইয়াছে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬

ছ-নিদর্শ

(৭৪ নিয়ম দ্রষ্টব্য)

.........সালের জন্য চৌকিদারী সাজ-পোশাক বাবত খরচা দাবির নোটিস

____________________থানার অন্তর্গত

____________________অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান সমীপেষু,

মহাশয়,

১৯......সালের জন্য দফাদার ও চৌকিদারগণের সাজ-পোশাকের খরচা বাবত............অঞ্চল পঞ্চায়েতের নিকট হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ টাকা পাওনা আছে।

......................অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীন দফাদারের সংখ্যা....................

....................অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীন চৌকিদারের সংখ্যা....................

পুরা সাজ-পোশাকের জন্য যে টাকা আবশ্যক.........টাকা.........নয়া পয়সা

দফাদারগণ.................

চৌকিদারগণ...............

মোট.................

প্রতি তিনমাসে যে টাকা দিতে হইবে।

অপরিশোধিত বকেয়া, যথা............টাকা........ নয়া পয়সা অবিলম্বে প্রদেয়। দ্রষ্টব্য—কোন বকেয়া না থাকিলে এই বাক্যটি তুলিয়া দিতে হইবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

পঞ্চায়েত পরিদর্শক

জ-নিদর্শ

(৭৬ নিয়ম দ্রষ্টব্য)

১ম অংশ

.. ..অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধান সমীপেষু,

মহাশয়,

আপনার অধীন দফাদার ও চৌকিদারগণের মধ্যে বিতরণের জন্য নিম্নোক্ত সাজ-পোশাক এতৎসহ প্রেরিত হইল। বিবরণ সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ এই নিদর্শের ২য় অংশে অনুগ্রহপূর্বক লিখিয়া রাখিবেন এবং বিতরণের কার্য শেষ হইলে আপনার স্বাক্ষর সহ ২য় অংশটি আমার নিকট ফেরত পাঠাইবেন।

দফাদার	চৌকিদার
ক্যাম্বিসের থলিয়া।	ক্যাম্বিসের থলিয়া।
পাগড়ি।	পাগড়ি।
সুতী জাম্পার।	সুতী জাম্পার।
পশমী জাম্পার।	পশমী জাম্পার।
(প্রতি পাঁচবৎসর অন্তর দিতে হইবে)	(প্রতি পাঁচবৎসর অন্তর দিতে হইবে)
পশমী পায়জামা।	পশমী পায়জামা।
(প্রতি পাঁচবৎসর অন্তর দিতে হইবে)	(প্রতি পাঁচবৎসর অন্তর দিতে হইবে)
চামড়ার বেল্ট।	চামড়ার বেল্ট।
পিতলের তকমা।	পিতলের তকমা।
লণ্ঠন।	

আপনার বিশ্বস্ত,

পঞ্চায়ত পরিদর্শক

২য় অংশ

পঞ্চায়েত পরিদর্শক..সমীপেষু,

মহাশয়,

উপরের ১ম অংশে উল্লিখিত জিনিসগুলি বিতরণ করা হইয়াছে এবং তৎসম্পর্কে লিখিয়া রাখা হইয়াছে :—

চৌকিদারগণ

বিতরণের তারিখ	নাম ও পাহারার এলাকা নং	ক্যাম্বিসের থলিয়া	পাগড়ি	পশমী/ সুতী জাম্পার	পশমী পায়জামা	চামড়ার বেল্ট	পিতলের তকমা	চৌকিদার-গণের স্বাক্ষর বা বুড়া আঙ্গুলের টিপসহি

দফাদারগণ

বিতরণের তারিখ	নাম ও পাহারার এলাকা নং	ক্যাম্বিসের থলিয়া	পাগড়ি	পশমী/ সুতী জাম্পার	পশমী পায়জামা	চামড়ার বেল্ট	পিতলের তকমা	চাকু	দফাদার-গণের স্বাক্ষর বা বুড়া আঙ্গুলের টিপসহি

আপনার বিশ্বস্ত,

প্রধান,............অঞ্চল পঞ্চায়েত

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—সাজ-পোশাকের মোট সংখ্যা সম্পর্কে ১ম অংশের সহিত ২য় অংশের মিল থাকা চাই।

ঝ-নিদর্শ

(৮৭ নিয়ম দ্রষ্টব্য)

জারির জন্য প্রাপ্ত পরোয়ানা সম্পর্কিত নিবন্ধপুস্তক

ক্রমিক সংখ্যা	যে প্রাধিকারী পরোয়ানা বাহির করেন তিনি পরোয়ানার উপর যে সংখ্যা লিখিয়া দেন	পরোয়ানার ধরন	যে ব্যক্তির উপর এবং যে গ্রামে পরোয়ানা জারি করিতে হইবে সেই ব্যক্তির এবং সেই গ্রামের নাম	প্রধান যে তারিখে পরোয়ানা পান	জারির জন্য পরোয়ানাটি যে দফাদার বা চৌকিদারকে দেওয়া হয় তাঁহার নাম	দফাদারের নিকট যে তারিখে অর্পণ করা হয়	দফাদার যে তারিখে ফেরত দেন	যে প্রাধিকারী পরোয়ানা বাহির করেন তাঁহার নিকট পরোয়ানা ফেরত দিবার জন্য নির্দিষ্ট তারিখ	যে প্রাধিকারী পরোয়ানা বাহির করেন তাঁহার নিকট যে তারিখে উহা পাঠানো হয়	জারির পদ্ধতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

ঞ-নিদর্শ

[৯২ (১) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

.................................থানার অন্তর্গত.................................

অঞ্চল পঞ্চায়তের অধীন দফাদারের/চৌকিদারের জন্য মনোনয়ন তালিকা

১। মনোনীতের নাম..

২। পিতার নাম..

৩। নাগরিকাধিকার........... ....

৪। বয়স..

৫। সাবালকত্ব প্রাপ্তির পর কিরূপ কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন ?............

....

৬ দৈহিক অবস্থা..

*৭ নিবাস..

**৮ ভূতপূর্ব পদধারীর সহিত মনোনীতের সম্বন্ধ আছে কি না ?.........

৯ তিনি সচ্চরিত্র কি না ?..

১০ দৈহিক উচ্চতা..

১১ তিনি পড়িতে লিখিতে পারেন কি না ?..

১২ মনোনীতের স্বাক্ষর বা বুড়া আঙ্গুলের টিপসহি.......... ....

অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রধানের স্বাক্ষর

*মনোনীত তাঁহার পাহারার এলাকার মধ্যেই বাস করেন কিনা তাহা এখানে উল্লেখ করিতে হইবে।

ট-নিদর্শ

[৯২ (২) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

দফাদারের/চৌকিদারের নিয়োগ সম্পর্কিত সনদ

......................................পিতা......................................

নাগরিকাধিকার..............................গ্রাম......................................

থানা/ফাঁড়ি..জেলা.............................

হাল সাকিন...গ্রাম,

থানা/ফাঁড়ি..জেলা.............................

এতদ্বারা..অঞ্চল পঞ্চায়তের

অধীনে দফাদার/চৌকিদাররূপে নিযুক্ত হইলেন।

থানা/ফাঁড়ি.................................., জেলা... ... .

তারিখ............১৯.........

জেলাশাসক

(যে সাজ-পোশাক দেওয়া হয়)

বিতরণ		জিনিসপত্র	নূতন বা ব্যবহার-করা কিনা, এবং ব্যবহার করা হইলে, গ্রামে যে তারিখে বিতরণ করা হইয়াছিল	তারিখ	হৃত বা বর্জনীয়	নামের আদ্যক্ষরে প্রধানের নাম সহি
তারিখ	নামের আদ্যক্ষরে প্রধানের নাম সহি					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

ঠ-নিদর্শ

(৯৫, ৯৬, ৯৭, ১০১ ও ১০২ নিয়ম)

শাস্তি সম্পর্কিত কার্যবাহ

চৌকিদারের/ দফাদারের নাম	অভিযোগ	চৌকিদারের/ দফাদারের কৈফিয়ত	পূর্ববর্তী ১২ মাসে কোন শাস্তি বা পুরস্কার পাইয়া থাকিলে সেই শাস্তি বা পুরস্কার	যে প্রাধিকারী রিপোর্ট করেন তাঁহার মন্তব্য	অবেক্ষণ প্রাধিকারীর মন্তব্য	চূড়ান্ত আদেশ এবং উহার তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

১-নিদর্শ

[১১০ (২) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

বৃত্তি, ব্যাপার বা পেশা পরিচালনার জন্য/যানের মালিকানার জন্য অনুজ্ঞাপত্রের নিদর্শ

............................অঞ্চল পঞ্চায়ত

অনুজ্ঞাপত্র নং.................

৩১-এ মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হয় সেই বৎসরের জন্য বৃত্তি, ব্যাপার বা পেশার নিমিত্ত অথবা যানের মালিকানার নিমিত্তঅনুজ্ঞাপত্র।

১৯..

নাম..

ঠিকানা......................................

বৃত্তি,...

যানের মালিক (এস্থলে যানের বর্ণনা দিতে হইবে)।

অনুজ্ঞাপত্র সম্পর্কিত কর/ফী......টাকা

..................................নয়া পয়সা।

প্রধান।

তারিখ... ... ...১৯

............................অঞ্চল পঞ্চায়ত

অনুজ্ঞাপত্র নং...................

১৯......খ্রীষ্টাব্দের ৩১-এ মার্চ তারিখে যে বৎসর শেষ হয় সেই বৎসরের জন্য বৃত্তি, ব্যাপার বা পেশার/যান নিবন্ধীকরণের নিমিত্ত অনুজ্ঞাপত্র।

এতদ্দ্বারা...........অঞ্চল পঞ্চায়ত/ গ্রাম......................................এ ....বৃত্তি, ব্যাপার বা, পেশা পরিচালনাকারী/যানের (এখানে যানের বর্ণনা দিতে হইবে) মালিক......................................

..................কে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী, ১৯৫৮এর ১১০ (২) নিয়মমতে "খ—বৃত্তি, ব্যাপার ও পেশার উপর কর" এই শীর্ষকে/ ১১০ (২) নিয়মমতে "গ—যান নিবন্ধীকরণ সম্পর্কে ফী" এই শীর্ষকে এই অনুজ্ঞাপত্র প্রদান করেন এবং উহার প্রতিদানে কর/ফী স্বরূপ...... টাকা..............নয়া পয়সা প্রাপ্তি স্বীকার করিলেন।

এই অনুজ্ঞাপত্রটি ১৯...খ্রীষ্টাব্দের ৩১- মার্চ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

প্রধান।

তারিখ... ... ...১৯... ...

২-নিদর্শ

[১১০ (৪) নিয়ম দ্রষ্টব্য]

যান নিবন্ধীকরণ সম্পর্কিত নিবন্ধপুস্তক

যানের বর্ণনা	নিবন্ধীকরণের তারিখ	নিবন্ধীকরণ সংক্রান্ত সংখ্যা	যানের মালিক		নিবন্ধীকৃত যানসমূহের সংখ্যা	ফীর পরিমাণ
			নাম	নিবাস		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

৩-নিদর্শ

[১১১ (২) নিয়ম দ্রষ্টব্য] নির্ধার তালিকা—১ম ভাগ

যে সমস্ত ব্যক্তিকে ভূমি এবং/বা ইমারতাদি সম্পর্কে কর প্রদান করিতে হইবে তাঁহাদের নামের তালিকা

গ্রাম......... ... ...
গ্রামসভা... ... ...
অঞ্চল পঞ্চায়েত... ... .
থানা... ... ...
জেলা... ... ...

ক্রমিক সংখ্যা	ভূমি বা ইমারতের মালিক বা দখলিকারের নাম	পিতার নাম	উপজীবিকা (ব্যাপার, কারবার ইত্যাদি)	অধিকারভুক্ত সম্পত্তির বর্ণনা	আনুমানিক হিসাবে মোট বাৎসরিক আয়	ত্রৈমাসিক যে কর প্রদান করিতে হইবে তাহার পরিমাণ	রেহাই দেওয়ার কোন কারণ থাকিলে, সেই কারণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

২য় ভাগ

যে সমস্ত ব্যক্তিকে বৃত্তি, ব্যাপার ও পেশার উপর কর দিতে হইবে তাঁহাদের নামের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম	পিতার নাম	বৃত্তি, ব্যাপার বা পেশা	আয়কর		৫ (ক) বা ৫ (খ) ঘরে উল্লিখিত মত প্রদেয় করের পরিমাণ	মন্তব্য
				প্রদেয়	অপ্রদেয়		
১	২	৩	৪	৫ (ক)	৫ (খ)	৬	৭

৩য়-ভাগ

যান নিবন্ধীকরণের জন্য যে সমস্ত ব্যক্তিকে ফী দিতে হইবে তাঁহাদের নামের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম	ঠিকানা	পিতার নাম	কি ধরনের যান	প্রদেয় করের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৪	৪	৫	৬	৭

৪র্থ-ভাগ

যে সমস্ত ব্যক্তিকে জল-অভিকর আলো-অভিকর এবং মলবাহন-অভিকর প্রদান করিতে হইবে তাঁহাদের নামের তালিকা

ক্রমিক সংখ্যা	নির্ধার পাত্রের নাম	পিতার নাম	মালিকানাধীন বা দখলীকৃত জোতের অবস্থান	জল-অভিকরের পরিমাণ	আলো-অভিকরের পরিমাণ	মলবাহন-অভিকরের পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

৪-নিদর্শ

(১১৭ নিয়ম দ্রষ্টব্য)

কর এবং অন্যান্য প্রাপ্যের জন্য রসিদ

(কারবন-কাগজের সাহায্যে অনুলিপিটি পূরণ করিতে হইবে)

অঞ্চল পঞ্চায়তের নাম... ... ...

নির্ধার তালিকার ক্রমিক সংখ্যা... ... ...

নিধার পাত্রের নাম... ... ...

... ...তিন মাসের/বৎসরের জন্য—

(১) ভূমি বা ইমারতাদির উপর কর... ... ...

(২) বৃত্তি, ব্যাপার বা পেশার উপর কর... ... ...

(৩) যান নিবন্ধীকরণের দরুন ফী... ... ...

(৪) জল-অভিকর... ... ...

(৫) আলো-অভিকর... ... ...

(৬) মলবাহন-অভিকর... ... ...

মোট... ... ...টাকা... ... ...নয়া পয়সা

সচিব,

তারিখ... ... ...অঞ্চল পঞ্চায়ত

৫-নিদর্শ

১২৫ নিয়ম দ্রষ্টব্য

প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য প্রধান যে সমস্ত ক্রোকী ওয়ারেন্ট বাহির করেন তৎসম্পর্কিত নিবন্ধপুস্তক

ক্রমিক সংখ্যা	ওয়ারেন্ট বাহির করার তারিখ	নির্দিষ্ট পাত্রের নাম	যে টাকা আদায় করিতে হইবে		দফাদার বা চৌকিদারের নাম	ওয়ারেন্ট প্রাপ্তির নিদর্শন স্বরূপ দফাদার বা চৌকিদারের স্বাক্ষর	যে তারিখের মধ্যে ক্রোকের ওয়ারেন্ট কার্যে পরিণত করিতে হইবে	যে তারিখে উহা কার্যত জারি করা হয়	যে তারিখে উহা ফেরত দেওয়া হয়	আদায়ীকৃত টাকা			দ্রব্যবিক্রয়ের অথবা কোন দাবিদার থাকিলে তাঁহার নিকট উহা ফেরত দিবার তারিখ	বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ	উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিলে, তাহার ব্যবস্থা			প্রধানের স্বাক্ষর সহ রোকড়ে লিখিয়া রাখার তারিখ	মন্তব্য
			প্রাপ্য বকেয়া	দণ্ড						প্রাপ্য বকেয়া	দণ্ড	কোন দ্রব্য আটক করা হইলে সেই দ্রব্য			প্রত্যার্পণের তারিখ	যাঁহার নিকট প্রত্যর্পিত হয়	অর্থের পরিমাণ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০

৬-নিদর্শ

(১২৮ নিয়ম দ্রষ্টব্য)

... ...অঞ্চল পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমার মধ্যে খেলাপকারীর যে অস্থাবর সম্পত্তি আছে তাহা ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া কর এবং অন্যান্য প্রাপ্য আদায়ের জন্য ওয়ারেণ্ট... ... ...অঞ্চল পঞ্চায়েতের পক্ষে বাহির করা হইল।

যেহেতু নিম্নোক্ত তালিকায় উল্লিখিত ব্যক্তিগণ ঐ তালিকায় তাঁহাদের নাম-বরাবর লিখিত টাকা উক্ত অঞ্চল পঞ্চায়েতের নিকট প্রদান করিতে খেলাপ করিয়াছেন, অতএব উক্ত খেলাপকারিগণের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া উক্ত টাকা আদায়ের জন্য এতদ্বারা আপনাকে প্রাধিকার ও আদেশ দেওয়া হইল।

তালিকা

নাম ও বর্ণনা	টাকা	যে সময়ের জন্য দেয়	দণ্ড
		তিন মাস/বৎসর	

তারিখ... ... ...১৯... ... ...

প্রধান/উপপ্রধান

৭-নিদর্শ

(১২৮ নিয়ম দ্রষ্টব্য)

... ...অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধিকারক্ষেত্রের স্থানীয় সীমার বাহিরে খেলাপকারীর যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে তাহা ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য ওয়ারেণ্ট।

... ...সমীপেষু—

যেহেতু... ... ...গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিকারক্ষেত্রের মধ্যে ... ...হাল সাকিন... ... ... থানা... ... ...জেলা... ... ...এই জেলার... ... ...থানার অন্তর্গত... ... ...অঞ্চল পঞ্চায়েতের নিকট (অতঃপর উক্ত প্রাপ্য টাকা বলিয়া উল্লিখিত) নিম্নে বিশদভাবে উল্লিখিত

বকেয়া টাকা (এস্থলে দণ্ডস্বরূপ প্রদেয় টাকা সমেত ঐ বকেয়া টাকা কি প্রকারের তাহা উল্লেখ করিতে হইবে) দিবার জন্য দায়ী ;

এবং যেহেতু উক্ত... ... ...এখন পর্যন্ত উক্ত প্রাপ্য টাকা বা উহার কোন অংশ সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়তকে দেন নাই এবং অঞ্চল পঞ্চায়ত উক্ত প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে অসমর্থ হইয়াছেন ও উক্ত প্রাপ্য টাকা আদায়ের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়ত নিয়মাবলী, ১৯৫৮ এর ১২৭ নিয়মমতে আমার নিকট আবেদন করিয়াছেন ;

এবং যেহেতু আমাকে জানানো হইয়াছে যে... ... ...জেলার ... ...থানার অন্তর্গত... ... ...এ, উপরি-উক্ত ... ...এর অস্থাবর সম্পত্তি আছে ;

অতএব, এক্ষণে ১২৭ নিয়মমতে মদীয় ক্ষমতাপ্রয়োগক্রমে আমি এতদ্দ্বারা আপনাকে,... ... ...থানার... ... ...গ্রাম... ... ...এ, উক্ত... ... ... এর অধিকারভুক্ত কোন অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া গেলে তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবার জন্য, এবং যদি... ... ...মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিতে হইবে) উক্ত প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করা না হয় তবে, ক্রোককরা অস্থাবর সম্পত্তি অথবা উহার যতটা অংশ উক্ত প্রাপ্য টাকা পরিশোধের পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে ততটা অংশ বিক্রয় করিবার জন্য প্রাধিকৃত করিতেছি। ওয়ারেণ্টটি কার্যে পরিণত করার অব্যবহিত পরেই আপনাকে, ওয়ারেণ্ট অনুসারে আপনি যাহা করিয়াছেন তাহা প্রমাণিত করিয়া পৃষ্ঠাঙ্কন সহ উহা ফেরত দিতে হইবে।

... ...বাবত বকেয়া... ... ...টাকা... ...নয়া পয়সা
দণ্ড বাবত প্রদেয়... ... ...টাকা... ... ...নয়া পয়সা
মোট... ... ...টাকা......নয়া পয়সা

দ্রষ্টব্য।—আদায়ীকৃত টাকা মানিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করা হইলে ঐ আদায়ীকৃত টাকা হইতে মানিঅর্ডার কমিশন কাটিয়া রাখিতে হইবে।

১৯... ... ...খ্রীষ্টাব্দের... ... ...মাসের... ... ...তারিখে মৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরাঙ্কিত হইল।

প্রধান/উপপ্রধান

... ...জেলাশাসক।

৮-নিদর্শ

(১৩০ নিয়ম দ্রষ্টব্য)

১৯... ...১৯... ... ... এর জন্য... ... ...অঞ্চল-পঞ্চায়েতের আনুমানিক আয়-ব্যয়ক।

অঞ্চল-পঞ্চায়েতের নাম... ... ...

থানা... ... ... মহকুমা... ... ...জেলা... ...

আয়

আয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয়	বর্তমান বৎসরের জন্য মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দ	বর্তমান বৎসরের প্রথম ছয় মাসের প্রকৃত আয়	বর্তমান বৎসরের জন্য সংশোধিত বরাদ্দ	আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়-ব্যয়ক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(১) প্রারম্ভিক স্থিতি						
(২) দফাদার ও চৌকিদার রাখার জন্য, ৫২ ধারা মতে রাজ্যসরকার যে টাকা দেন।						
(৩) সাধারণ বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ৫৫(১) (ক) ধারামতে রাজ্যসরকার যে টাকা দেন।						
(৪) ৫৫(১) (খ) ধারামতে কর, উপশুল্ক, ফী, অভিকর ইত্যাদি হইতে যে আয় হয়।						

আয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয়	বর্তমান বৎসরের জন্য মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দ	বর্তমান বৎসরের প্রথম ছয় মাসের প্রকৃত আয়	বর্তমান বৎসরের জন্য সংশোধিত বরাদ্দ	আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়-ব্যয়ক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(৫) ৫৫ (১) (গ) ধারামতে জেলা পর্ষদ বা অন্য কোন স্থানীয় প্রাধিকারী যে টাকা দেন।						
(৬) ৫৫ (১) (ঘ) ধারামতে ঋণ, দান বা চাঁদা হইতে অথবা উৎসর্জ্জন (এনডাওমেণ্ট) বা ন্যাস হইতে আয়।						
(৭) ৫৫ (১) (ঙ) ধারামত্রে এবং এই নিয়মাবলীতে জরিমানা এবং দণ্ড বাবদ প্রাপ্ত টাকা।						
৮। বিবিধ আয়···						
৯। জমা এবং অগ্রিমক।						
মোট আয় ···						

৮ নিদর্শ

ব্যয়

ব্যয়নের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়	বর্তমান বৎসরের জন্য মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দ	বর্তমান বৎসরের প্রথম ছয় মাসের প্রকৃত ব্যয়	বর্তমান বৎসরের জন্য সংশোধিত বরাদ্দ	আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়-ব্যয়ক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(১) সাধারণ প্রশাসন						
(ক) বেতন ও ভাতা						
(/০) সচিবের						
(৵০) অন্যান্য সংস্থার।						
(খ) পাথেয় ...						
(গ) সম্ভাব্য ব্যয়...						
(ঘ) বিবিধ ...						
(ঙ) অভিকর, কর ইত্যাদি আদায়ের ব্যয়।						
(২) ন্যায়-পঞ্চায়ত পরিচালন।						
(ক) সংস্থাসমূহ...						
(খ) সম্ভাব্য ব্যয়...						
(গ) পাথেয় ...						
(ঘ) বিবিধ ...						
(৩) দফাদার ও চৌকিদার রাখা।						
(ক) বেতন ...						
(খ) ভাতা ...						
(গ) সাজপোশাক						
(ঘ) বিবিধ						
(৪) গ্রাম পঞ্চায়তের জন্য আবণ্টিত অর্থ।						
(৫) বিবিধ ...						
(৬) ঋণ ইত্যাদির পরিশোধ						
(৭) জমা এবং অগ্রিমক।						
মোট ব্যয় ...						

৯ নিদর্শ (১৩৪ নিয়ম)

১৯৬......১৯৬.........এর জন্য... ... ...গ্রাম-পঞ্চায়তের আনুমানিক আয়-ব্যয়ক

গ্রাম-পঞ্চায়তের নাম—

অঞ্চল-পঞ্চায়তের নাম—

থানা— মহকুমা— জেলা—

আয়

আয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত আয়	বর্তমান বৎসরের মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দ	বর্তমান বৎসরের প্রথম ছয় মাসের প্রকৃত আয়	বর্তমান বৎসরের জন্য সংশোধিত বরাদ্দ	আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়-ব্যয়ক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(১) প্রারম্ভিক স্থিতি						
(২) রাজ্যসরকার কর্তৃক ৩৪ ধারামতে গ্রাম-পঞ্চায়তের ব্যবস্থাপনাধীনে গচ্ছিত তহবিল।						
(৩) ৩৫ ধারামতে গ্রাম-পঞ্চায়তের ব্যবস্থাপনাধীনে গচ্ছিত তহবিল।						
(৪) ৫৫ (২) (ঘ) ধারামতে গ্রাম-পঞ্চায়তের জন্য যে টাকা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়।						
(৫) ৫৬ (১) (খ) ধারায় উল্লিখিত দান ও চাঁদা।						
(৬) ৫৬ (১) (গ) ধারায় উল্লিখিত উৎসর্জন এবং ন্যাস অথবা উদ্যম-মূলক কার্য হইতে আয়।						
(৭) বিবিধ আয়।						
(৮) আদায়, ইত্যাদি।						
(৯) জমা এবং অগ্রিমক।						
মোট আয় ...						

৯ নিদর্শ

ব্যয়

ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ব্যয়	বর্তমান বৎসরের জন্য মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দ	বর্তমান বৎসরের প্রথম ছয় মাসে যে টাকা প্রকৃত পক্ষে পাওয়া গিয়াছে	বর্তমান বৎসরের জন্য সংশোধিত বরাদ্দ	আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়-ব্যয়ক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	
(১) সাধারণ প্রশাসন						
(ক) সংস্থা ...						
(খ) সম্ভাব্য ব্যয়						
(২) ৩১ ধারায় বর্ণিত						
দফা ...						
দফা ...						
(৩) ৩২ ও ৩৩ ধরায় বর্ণিত দফাসমূহ—						
দফা ...						
দফা ...						
(৪) ৩৭ ও ৪০ ধারা মতে প্রত্যভিযোজিত কৃত্যসমূহ।						
(৫) ৩৭ ও ৪০ ধারামতে সম্পাদিত কার্য						
দফা ...						
দফা ...						
(৬) ৪১ ধারামতে সম্পাদিত কার্য।						
(৭) ৪৩ ধারামতে জেলা পর্ষদের যেসমস্ত কৃত্য প্রত্যভিযোজিত করিয়া দেওয়া হয় তাহা সম্পাদন।						
(৮) বিবিধ ব্যয়						
(৯) জমা ও অগ্রিমক।						
মোট ব্যয় ...						

নির্দ্ধারিত প্রাধিকারীদের তালিকা

সরকারী প্রজ্ঞাপন সংখ্যা ৩৩১/ডিপি/১এ-৩/৫৮—৩রা মার্চ্চ ১৯৫৮।

২ (ঢ়) ধারার ক্ষমতায় রাজ্যপাল স্ব স্ব অধিকার সীমানার মধ্যে নিম্নোক্ত প্রাধিকারীদের নিয়োগ করিয়াছেন।—

তপশীল (সারমর্ম্ম)।

(১) পঞ্চায়ত অধিকর্ত্তা।

প্রাধিকার—(ক) প্রথম গ্রাম পঞ্চায়ত গঠন এবং সদস্য নিয়োগ (১৩ ধারা)।

(খ) প্রথম অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ নিয়োগ (১৪ ধারা)।

(২) জেলাশাসক।

প্রাধিকার—(ক) ১/২—২/৩ অংশ অঞ্চল পঞ্চায়ত সদস্যের প্রস্তাবানুযায়ী প্রধান বা উপপ্রধানের অপসারণ (১৮/২৮ ধারা)।

(খ) অঞ্চল পঞ্চায়ত সদস্যের অপসারণ (২০/২৮ ধারা)।

(গ) প্রধান বা উপপ্রধানের অপসারণ (৬৫ ধারা)।

(ঘ) অঞ্চল পঞ্চায়ত পরিবর্ত্তনের সুপারিশ (৬৭ ধারা)।

(ঙ) ন্যায় পঞ্চায়ত সদস্যের নাম অনুমোদন [৭০ (১) ধারা]

(৩) জেলা পঞ্চায়ত অফিসার।

প্রাধিকার—(ক) ইউনিয়নবোর্ড ইত্যাদির অবসানে এবং অঞ্চল পঞ্চায়তের অভ্যুত্থানকালে পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ত্তৃপক্ষের দায় ও সম্পত্তি পরবর্ত্তী কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে বণ্টন [৪ (২) ধারা]।

(খ) গ্রামসভা ও মিউনিসিপালিটি ইত্যাদির মধ্যে দায় ও সম্পত্তি বণ্টন [৬ (২) ধারা]।

(গ)—(ঘ) * * * (পঞ্চায়ত পরিদর্শকে হস্তান্তরিত)।

(ঙ) গ্রামপঞ্চায়ত সদস্যের কার্যকাল বৃদ্ধি করণ [১২(১) ধারা]।

(চ) ১/২—২/৩ অংশ গ্রাম পঞ্চায়ত সদস্যের প্রস্তাবানুযায়ী অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের অপসারণ (১৮ ধারা)।

(ছ) গ্রাম পঞ্চায়ত সদস্যের অপসারণ [২০ (১) ধারা]।

(জ) গ্রাম পঞ্চায়তের ৩৬ ধারায় প্রকাশিত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তি এবং ঐ আদেশ স্থগিতকরণ।

(ঝ) ৩৮ ধারায় প্রকাশিত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তি ও ঐ আদেশ স্থগিত করণ।

(ঞ) ৩৯ ধারায় প্রকাশিত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তি ও ঐ আদেশ স্থগিত করণ।

(ট) গ্রামপঞ্চায়ত কর্তৃক অধ্যক্ষের ক্ষমতা প্রত্যভিযোজন অনুমোদন এবং ক্ষমতা প্রত্যাহারের সংবাদে অধিকার (৪৫ ধারা)।

(ঠ) অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্তৃক প্রধানের ক্ষমতা প্রত্যভিযোজন অনুমোদন এবং ক্ষমতা প্রত্যাহারের সংবাদে অধিকার (৪৯ ধারা)।

(ড) গ্রাম পঞ্চায়তগণের মধ্যে Endowment বা Trust আয়বণ্টন (৫৬ ধারা)।

(ঢ) অঞ্চল বা গ্রাম পঞ্চায়তের আদেশ বা প্রস্তাব স্থগিত বা বাতিল করণ এবং ঐ আদেশ বা প্রস্তাবানুযায়ী কোন কার্য্যের স্থগিত করণ (৬৪ ধারা)।

(ণ) অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের অপসারণ (৬৫ ধারা)।

(ত) গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়তের গাফিলীতে কর্ত্তব্য সম্পাদনের সময় নির্দ্ধারণ এবং পুনরায় গাফিলীতে ঐ কর্ত্তব্যসম্পাদনের জন্য ব্যক্তি বিশেষের নিয়োগ ও গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিল হইতে ব্যয়বহনের নির্দ্দেশ (৬৬ ধারা)।

(থ) গ্রাম পঞ্চায়ত পরিবর্ত্তনের সুপারিশ (৬৭ ধারা)।

(দ) ঐ পরিবর্ত্তিত গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়তে সদস্যের নির্ব্বাচন ব্যবস্থা ও পুনর্গঠন ঘোষণা (৬৮ ধারা)।

(ধ) বাতিল গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়তের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির নিয়োগ (৬৮ ধারা)।

(৪) জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, জেলা পঞ্চায়ত অফিসার, পঞ্চায়ত পরিদর্শক বা পঞ্চায়ত অবেক্ষক।

প্রাধিকার—(ক) পঞ্চায়েত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্য্যের পরিদর্শন বা কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে ঐরূপ পরিদর্শনের জন্য প্রেরণ (৬৪ ধারা)।

(খ) যে কোন পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট দলীল প্রদর্শনে বাধ্য-করণ এবং হিসাবাদি দিতে ও বিবরণী দিতে বা নিতে বাধ্য-করণ (৬৪ ধারা)।

(৫) মহকুমা শাসক।

প্রাধিকার—(পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতাসহ) ন্যায় পঞ্চায়েত বিচারক নির্ব্বাচনের অনুমোদন (৭০ ধারা)।

(৬) পঞ্চায়েত পরিদর্শক।

প্রাধিকার—(ক) সংশ্লিষ্ট ভোটার তালিকা রক্ষা করণ [৭ (২) ধারা]।

(খ) Requisiton করা গ্রাম পঞ্চায়েত সভা আহ্বান [৮ (৩) ধারা]। গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্ব্বাচনক্ষেত্র এবং সদস্য সংখ্যা নির্দ্ধারণ (১১ ধারা)।

(গ) অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের পদত্যাগ অনুমোদন (১৭ ধারা)।

(ঘ) প্রধান বা উপপ্রধানের পদত্যাগ অনুমোদন (১৭।২৮ ধারা)।

(ঙ) গ্রাম পঞ্চায়ত সদস্যের সভা Requisiton সংবাদে অধিকার [২২ (১) ধারা]।

(চ) অঞ্চল পঞ্চায়ত সদস্যের ঐরূপ সংবাদে অধিকার [২১ (১) ।২৮ ধারা]।

(ছ) গ্রাম পঞ্চায়তের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী সংবাদে অধিকার (২৪ ধারা)।

(জ) অঞ্চল সম্পাদকের ক্ষমতা প্রত্যভিযোজন অনুমোদন [৪৮ (৩) ধারা]।

(ঝ) গ্রাম সভার জন্য গ্রাম পঞ্চায়তের ব্যয় বরাদ্দের অনুমোদন [৫৬ (২) ধারা]।

(ঞ) গ্রাম পঞ্চায়তের বাজেট অনুমোদন [৫৯ (১) ধারা]।

(ট) গ্রাম পঞ্চায়তের অতিরিক্ত বজেট অনুমোদন [৫৯ (২) ধারা]।

(ঠ) অঞ্চল পঞ্চায়তের ঐরূপ বজেট ও অতিরিক্ত বজেট অনুমোদন [৬০ (১) ও ৬০ (২) ধারা]।

(ড) * * * (বাদ)।

(৭) পঞ্চায়ত পরিদর্শক বা অবেক্ষক।

প্রাধিকার—(পরিদর্শকের একার পূর্ব্বোক্ত ক্ষমতা সহ)

(ক) এই সকল বিষয়ে পরিদর্শন বা পরিদর্শন করাইবার ক্ষমতা :—অঞ্চল বা গ্রাম পঞ্চায়তের স্থাবর সম্পত্তি বা যে কোন পঞ্চায়তের যে কোন কাজ (৬৪ ধারা)।

(খ) যে কোন পঞ্চায়ত কর্ত্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট দলীল প্রদর্শনে বাধ্য করণ এবং হিসাবাদি দিতে ও বিবরণী দিতে বা নিতে বাধ্য করণ (৬৪ ধারা)।

(**টীকা:** এই ক্ষমতা উপরে ৪ (খ) দফায় বর্ণিত হইয়াছে ও পুনরুক্তি মাত্র)।

(৮) সহকারী পঞ্চায়ত অধিকর্ত্তা।

প্রাধিকার—[উপরে ৪ (খ) বা ৭ (খ) দফায় বর্ণিত ক্ষমতা]।

Audit নিয়মাবলী

সরকারী প্রজ্ঞাপন সংখ্যা ৩৫৬৬ এল, এস, জি ৩ আর—২৪-৪-৫৯। গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়ত আয় ব্যয় নিরীক্ষণ নিয়মাবলী (সারমর্ম্ম)।

১। "গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়তের আয় ব্যয়ের হিসাব ও নিরীক্ষণ" এই নামেই এই নিয়মাবলী পরিচিত হইবে।

২। সঙ্গত অর্থে, এই নিয়মাবলীতে "আইন" বলিতে পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ এবং "ফরম" বলিতে এই নিয়মাবলীর অধীন ফরম বুঝাইবে।

৩। তহবিলের হেপাজত বা রক্ষণ অধিকার—অধ্যক্ষ বা প্রধান স্ব স্ব তহবিলের টাকা নিকটস্থ ডাকঘরের "সেভিংস ব্যাঙ্কে" জমা দিবেন, গ্রাম বা অঞ্চলের নামে। তাঁহাদের কাছেই "পাশবহি" থাকিবে এবং তাঁহারাই জমা খরচ করিতে পারিবেন। অধ্যক্ষ ৫০৲ টাকার বেশী বা প্রধান ১০০৲

টাকার বেশী নগদ টাকা রাখিতে পারিবেন না। ব্যাঙ্কে জমা দিতে হইবে। (টীকা: ইহাই সাধারণ ব্যবস্থা, ইউনিয়ন বোর্ড আমলেও এইরূপ নিয়ম ছিল)।

৪। গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়ত ক্যাশবহি, অগ্রিম ব্যয়বহিও স্থাবর সম্পত্তির স্থায়ী রেজিষ্টার রাখিবেন—(ক) সমস্ত আয় ও ব্যয় ক্যাশবহিতে দৈনিক তোলা হইবে ও জের টানা হইবে। দিনের প্রথমে ও শেষে তহবিলের পরিমাণ দেখাইতে হইবে।

(খ) ২ নং ফরমে অধ্যক্ষ বা প্রধান স্ব স্ব স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন। স্থল বা জল পথ (সাধারণ ব্যবহার্য্য) মৌজা ও দাগ নম্বর সহ এই স্থায়ী রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। সাধারণের অধিকারের মেয়াদ, বা যদি গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়ত আইনানুযায়ী এ সব পথ acquire করিয়া থাকেন তাহা, এই বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে (টীকা: ইউনিয়ন বোর্ড আমলে ও এ ব্যবস্থা ছিল)।

(গ) ৩ নং ফরমে অগ্রিম ব্যয়ের হিসাব রাখিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রহীতার পৃথক হিসাব থাকিবে।

৫। অতিরিক্ত রেজিষ্টার—(১) অঞ্চল পঞ্চায়ত নিম্নোক্ত বহি রাখিবেন—

(ক) আদায়-কারী ৪ নং ফরমে দৈনিক আদায় লিপিবদ্ধ করিবেন।

(খ) ৫নং ফরমে এই সকল দাবীর হিসাব থাকিবে—(১) সম্পত্তির মালিক ও দখলিকারের উপর ধার্য্যকর। (২) জল অভিকর। (৩) আলোক অভিকর। (৪) মল বাহন অভিকর। (৫৭ ধারা ও ১১০ নিয়ম দ্রষ্টব্য)।

(গ) ৬নং ফরমে এইসকল দাবীর হিসাব থাকিবে—(১) পেশা, বৃত্তি, ব্যবসায়, (২) গাড়ীরেজেষ্ট্রী করণ। (৩) অন্যান্য আইনসঙ্গত দাবী। (৫৭ ধারা ও ১১০ নিয়ম দ্রষ্টব্য)।

(ঘ) ৭নং ফরমে দৈনিক আদায়বহি (৪নং ফরম) ও রসিদবহির বিবরণ লিখিয়া রাখিতে হইবে।

(ঙ) ৮নং ফরমের অন্তর্গত চৌকিদারী চাকরান জমি ও তাহার আয়ের বিবরণ লিখিতে হইবে।

(২) গ্রাম পঞ্চায়ত ৯নং ফরমে খোঁয়াড় ও ফেরী আয়ের হিসাব রাখিবেন।

৬। গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়তের তহবিল হিসাব—(১) মাসিক হিসাব—১০ নং ফরমে প্রতিমাসের শেষে উভয় পঞ্চায়তের হিসাব দুই প্রস্থ প্রস্তুত করিয়া পরবর্ত্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে একপ্রস্থ পঞ্চায়ত পরিদর্শকের কাছে পাঠাইতে হইবে এবং অধ্যক্ষ বা প্রধান স্ব স্ব পঞ্চায়তের দুইজন সদস্য সহ উভয় প্রস্থ স্বাক্ষরিত করিবেন।

(২) বাৎসরিক হিসাব—১১ নং ফরমে গ্রাম পঞ্চায়ত ও ১২ নং ফরমে অঞ্চল পঞ্চায়ত বাৎসরিক আয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব লিপিবদ্ধ করিবেন। ১৩ ও ১৪ নং ফরমে ঐরূপে বাৎসরিক ব্যয়ের হিসাব লিপিবদ্ধ হইবে। দুইপ্রস্থ হিসাব প্রস্তুত হইবে এবং পূর্ব্ববৎ প্রধান বা অধ্যক্ষ স্ব স্ব পঞ্চায়তের দুইজন সদস্য সহ উহা স্বাক্ষরিত করিবেন। একপ্রস্থ স্ব স্ব অফিসে টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবেন ও একপ্রস্থ পঞ্চায়ত পরিদর্শকের কাছে পাঠাইবেন। হিসাব প্রস্তুতির সময় বর্ষশেষে একমাসের মধ্যে।

আদায়, আদায়-পদ্ধতি ও ব্যয়।

৭। ১৫ নং ফরমে চেকে বা নগদ পাওয়া টাকার রসিদ দিতে হইবে এবং অধ্যক্ষ বা প্রধান ঐ রসিদে সহি করিবেন।

৮। ব্যয় পদ্ধতি—গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিলের টাকা "বিল" ছাড়া দেওয়া হইবেনা। বিলে পাওনার পূর্ণ বিবরণ দিতে হইবে, উহাতে পাওনাদারের স্বাক্ষর থাকিবে এবং অধ্যক্ষ বা প্রধানের সার্টিফিকেট থাকিবে যে বিলের বর্ণিত কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে। টাকা পাইবার সময়ে প্রাপক রসিদ দিবেন ও ২০৲ টাকার উপরে হইলে ষ্ট্যাম্প দিবেন। তখন অধ্যক্ষ বা প্রধান টাকা দেওয়া হইল এই মর্ম্মে বিলে অক্ষরে এবং সংখ্যায় টাকার অঙ্ক লিখিয়া সহি করিবেন ও তারিখ দিবেন। যে প্রাপক সহি করিতে পারেন না তিনি রসিদে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ দিবেন এবং কোন তৃতীয় ব্যক্তি টাকা প্রদানের সাক্ষী হিসাবে সহি করিবেন।

৯। অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রাপ্য আদায়—(১) আদায়কারী অঞ্চল পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। এই নিয়োগ নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এবং পরিশ্রমিকের হার পঞ্চায়ত পরিদর্শক নির্দ্দিষ্ট করিবেন। প্রধান, উপপ্রধান বা অঞ্চল পঞ্চায়ত সদস্য আদায়কারী নিযুক্ত হইলে পারিশ্রমিক পাইবেন না, অন্য যে কোন ব্যক্তি

আদায়কারী নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের নির্দ্ধারণ অনুযায়ী টাকা অগ্রিম জমানত (security) হিসাবে অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিলে জমা দিতে হইবে তবে তিনি ইহার সুদ সেভিংস ব্যাঙ্ক হিসাবে পাইবেন। আদায়কারীকে ৪নং ফরমে আদায় বহি ও ১১৭ নিয়মের অধীন ৪নং ফরমে রসিদ বহি দিতে হইবে। প্রত্যেক দিনের আদায় বহিতে সেইদিনই লিখিতে হইবে এবং রসিদ ও সেইদিনেই কাটিতে হইবে। ২৫৲ টাকার আদায় মাত্র সেইদিনেই, এবং মাসের প্রথম তারিখে আদায়কারী রসিদ বহি ও আদায় বহি সহ প্রধানের নিকটে উপস্থিত হইবেন, আদায়ী টাকা প্রধানকে পঞ্চায়ত তহবিলে জমার জন্য দিবেন এবং আদায় বহিতে প্রধানের টাকা প্রাপ্তির স্বীকার-যুক্ত সহি নিবেন। প্রধানও ঐদিনেই উপযুক্ত রেজিষ্টারে (যথা ক্যাশবুকে) ঐ আদায় লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) ৫০ (২) নিয়মে বর্ণিত পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া অঞ্চল পঞ্চায়ত আদায়কারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন, যথা পদচ্যুতি, অস্থায়ী পদচ্যুতি বা জমানত বাজেয়াপ্ত।

১০। খোঁয়াড় ও ফেরি ইজারা—(১) ইজারাদারগণ প্রারম্ভকালের ১৫ দিন পূর্ব্বে ৯নং ফরমে বহির ৯ নং ঘরে স্বাক্ষর করিবেন এবং গ্রাম পঞ্চায়তকে বাৎসরিক দাবীর অন্ততঃ তিনমাসের টাকা অগ্রিম দিবেন।

(২) ইজারাদাবীর টাকার অঙ্কের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ পরীক্ষার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার নামের আগুক্ষর যুক্ত সহি করিবেন ও তারিখ দিবেন। ৯ নং ঘরে এই সহি থাকিবে। মেয়াদ অনুয়ায়ী পরিশোধের পরে ১৫ নং ঘরে পুনরায় ঐরূপ স্বাক্ষর হইবে।

(৩) ইজারা বাতিল বা পুনঃ প্রবর্ত্তন করার সময়ে সেই তারিখ পর্য্যন্ত দাবী ও পরিশোধের পরিমাণ হিসাব করিয়া মিলাইতে হইবে।

১১। অগ্রিমব্যয়—(১) গ্রাম পঞ্চায়তের সদস্য কোন কার্য্যের জন্য গ্রাম পঞ্চায়ত তহবিল হইতে অগ্রিম টাকা নিতে পারেন বা তাঁহার তত্ত্বাবধানে কোন ঠিকাদারও ঐরূপ করিতে পারেন। তবে গ্রাম পঞ্চায়তসদস্য ঐরূপ টাকা নিতে পারেন না যদি তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঐকার্যের লাভে বা ঠিকাদারীতে কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট থাকেন। অগ্রিম-প্রাপক যথাযথ হিসাব রাখিবেন এবং তিন মাসের মধ্যে ভাউচার সহ অগ্রিম প্রাপ্ত টাকার ব্যয়ের

হিসাব অধ্যক্ষকে দিবেন। আগের অগ্রিম টাকা কার্য্যে সম্পূর্ণ ব্যয় বা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরায় অগ্রিম দেওয়া যাইবেনা।

(২) (অগ্রিম টাকা ভাউচার ছাড়াই দেওয়া হইবে এবং) অগ্রিম টাকা প্রদানের আদেশই ভাউচার হিসাবে গণ্য হইবে, একই ব্যক্তি একাধিক অগ্রিম পাইলে ক্যাশবুক ও অগ্রিম রেজিষ্টারে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

টীকাঃ—এই নিয়মটি আরও স্পষ্টভাবে বর্দ্ধিত করিতে হইবে। ইউনিয়ন বোর্ড ম্যানুয়ালে এই বিষয়ে আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। বর্তমানে ১৪১ নিয়মানুযায়ী ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে, ক্যাশবুকে দুইবার খরচ ও একবার জমা দ্বারা অগ্রিম ব্যয়ের হিসাব রাখিতে হইবে। প্রথম খরচ, যখন অগ্রিম দাদন হইল; জমা, যখন ভাউচারসহ অগ্রিম প্রাপ্ত টাকার ব্যয়ের হিসাব দাখিল বা টাকা ফেরত হইল; দ্বিতীয় খরচ, যখন ঐ ভাউচার বলেই, টাকা প্রদান না করিয়াই. ব্যয় দেখান হইল।

১২। Audit বা হিসাব নিরীক্ষণ—(১) এইকার্য্যের ভার পঞ্চায়ত অবেক্ষকের উপরে এবং তিনি গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়ত অফিসে ইহা করিবেন। এই অডিট রিপোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট বৎসরের কার্য্যবিবরণী পরবর্ত্তী ৩১ শে জুলাইয়ের মধ্যে পঞ্চায়ত পরিদর্শক ও জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের নিকটে পাঠাইতে হইবে। অধ্যক্ষ এবং প্রধান উহা পাঠাইবেন। অডিটের সময়ে অধ্যক্ষ এবং প্রধান স্ব স্ব যাবতীয় হিসাব ও মজুত টাকা পঞ্চায়ত অবেক্ষকের নিকট উপস্থিত করিবেন ও তিনি উহা গণনা করিবেন। পোষ্টঅফিসের পাশবহি দেখাইতে হইবে।

(২) ৬৯ ধারায় নিযুক্ত পরিদর্শকের প্রয়োজন অনুযায়ী মজুত টাকা, হিসাব পত্র ও বহি তাঁহার সম্মুখে অধ্যক্ষ বা প্রধানকে উপস্থিত করিতে হইবে।

১৩। কোন প্রকারের পাওনা হইতে মাপ বা রেহাই দিতে হইলে গ্রাম বা অঞ্চল পঞ্চায়তকে প্রকাশ্য অধিবেশনে উহা করিতে হইবে। অন্যভাবে উহা করা যাইবেনা।

[১ নং ফরম (৪ (ক) নিয়ম]

......গ্রাম/অঞ্চল পঞ্চায়েতের ক্যাশবুক

প্রাপ্তি								ব্যয়							
ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	কাহার নিকটপ্রাপ্তি	প্রাপ্তির ধরণ	রসিদ নং	কোন রেজিষ্টারে জমা	টাকার পরিমাণ	অধ্যক্ষ বা প্রধানের স্বাক্ষর	ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	কাহাকে দেওয়া হইল	কি বাবদে ব্যয়	ভাউচার নং	কোন রেজিষ্টারে খরচ	টাকার পরিমাণ	অধ্যক্ষ বা প্রধানের স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

২ নং ফরম [৪ (খ) নিয়ম]

.........গ্রাম/অঞ্চল পঞ্চায়েতের স্থাবর সম্পত্তি ও সাধারণ ব্যবহার্য্য পথস্বত্বের রেজিষ্টার

ক্রমিক সংখ্যা	জমির পরিমাণ (একরে)	বিবরণ ও স্থিতি	রক্ষার উদ্দেশ্য	কিভাবে প্রাপ্ত বা রক্ষিত, যথা—				যে তারিখ হইতে প্রাপ্ত বা রক্ষিত	বাৎসরিক করের পরিমাণ	Acquisition সর্ত্ত	স্বত্বের দলীল ও নকসার উল্লেখ	অধ্যক্ষ প্রধানের মন্তব্য ও স্বাক্ষর
				Acquired	সকর	নিষ্কর	পঞ্চায়েতের নিয়ন্ত্রনাধীন মাত্র					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

৩ নং ফরম [৪ (গ) নিয়ম]

অগ্রিম ব্যয় রেজিষ্টার

সদস্যের/ঠিকাদারের নাম……

অগ্রিম ব্যয়					অগ্রিম ব্যয়ের পরিশোধ					
তারিখ	উদ্দেশ্য	ভাউচার সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	মোট টাকা	তারিখ	নগদে বা কার্যের বিলে	কার্য্যবিলের ক্রম সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	মোট টাকা	পরিশোধ বাকী
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

৪ নং ফরম [৫ (ক) নিয়ম]

………অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রাপ্য আদায়ের দৈনিক আদায় বহি

তারিখ	কর তালিকা অনুযায়ী কর দাতার নাম ও নং	পেশা, বৃত্তি, ব্যবসায় দরুণ করদাতার নাম	রসিদের ক্রমিক সংখ্যা	প্রাপ্য টাকা ৫		আদায়ী টাকা ৬		আদায় তারিখ	আদায় বাকী	ক্যাশবুকে জমার তারিখ	প্রধানের রসিদ
				টাকা	নঃ পয়সা	টাকা	নঃ পয়সা				
১	২	৩	৪					৭	৮	৯	১০

৫ নং ফরম [৫ (খ) নিয়ম]

......সালের জন্য সম্পত্তির মালিক বা দখলদারের উপর দাবীকরের রেজিষ্টার

কর তালিকার ক্রমিক সংখ্যা	করদাতার নাম	কি ধরণের কর	দাবী			আদায়-বকেয়া			
			বকেয়া	হাল	মোট	তারিখ	টাকার পরিমাণ	মাফ বা রেহাই	বাকী বকেয়া

[৫ নং ফরম (খ) নিয়ম]

......সালের জন্য সম্পত্তির মালিক বা দখলদারের উপর দাবীকরের রেজিষ্টার

আদায় হাল ১ম ত্রিমাস				(ত্রৈমাসিক) ২য় ত্রিমাস				আদায়-হাল ৩য় ত্রিমাস				(ত্রৈমাসিক) ৪র্থ ত্রিমাস				মোট আদায়
তারিখ	টাকার পরিমাণ	রেহাই	বাকী	তারিখ	টাকার পরিমাণ	রেহাই	বাকী	তারিখ	টাকার পরিমাণ	রেহাই	বাকী	তারিখ	টাকার পরিমাণ	রেহাই	বাকী	

৬ নং ফরম [৫ (গ) নিয়ম]

পেশা, বৃত্তি, ব্যবসায় দরুণ কর ও অন্যান্য দাবীর মিশ্র বহি

ক্রমিক সংখ্যা	কি ধরণের দাবী	করদাতার নাম ও ঠিকানা	প্রাপ্য টাকার পরিমাণ		আদায়ী টাকার পরিমা		আদায় তারিখ	বাকীপ্রাপ্য	মন্তব্য
			টাকা	নঃ পয়সা	টাকা	নঃ পয়সা			

৭ নং ফরম [(ঘ) নিয়ম]

অঞ্চল পঞ্চায়ত আদায়কারীকে দেওয়া দৈনিক আয়বহি ও রসিদ বহির রেজিষ্টার

ক্রমিক সংখ্যা	আদায়কারীর নাম	দেওয়ার তারিখ	আদায় বহির সংখ্যা	রসিদ বহির সংখ্যা	আদায়কারীর স্বাক্ষর	প্রধানের স্বাক্ষর	ফেরতের তারিখ	প্রধানের স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

৮নং ফরম [৫ (৬) নিয়ম]

চৌকিদারী চাকরাণ রেজিষ্টার

চাকরান-জমির মৌজার নাম ও নং	Resumption মোকর্দ্দমার সন, নম্বর এবং Resumption এর তারিখ	সংশ্লিষ্ট মহলের নাম ও তৌজি নং	মোকর্দ্দমার জমির পরিমাণ	Settlement Record অনুযায়ী জমির পরিমাণ	ঐ রেকর্ড অনুযায়ী খতিয়ান ও দাগ নম্বর	চৌকিদারী আইন, ১৮৭০ অনুযায়ী জমি যাহাকে দেওয়া বা বিক্রয় করা হইয়াছে তাহার নাম, ঠিকানা	অঞ্চল পঞ্চায়তের প্রাপ্য বাৎসরিক কর				মন্তব্য
							করদাতার নাম ও ঠিকানা ও প্রাপ্যের পরিমাণ	কোন তারিখে প্রাপ্য	আদায়ী টাকার পরিমাণ	আদায় তারিখ	

৯নং ফরম [৫ (২) নিয়ম]

..........গ্রাম পঞ্চায়তের............সালের খোঁয়াড় ও ফেরি রেজিষ্টার

খোঁয়াড় বা ফেরির নাম	কোথায় অবস্থিত	ইজারার কাল		ইজার-দারের নাম	বকেয়া	কিস্তীবন্দী		ইজারদারের স্বাক্ষর ও তারিখ	অধ্যক্ষের স্বাক্ষর ও তারিখ	পরিশোধ		রেহাই	বাকী	অধ্যক্ষের স্বাক্ষর
		কোন তারিখ হইতে	কোন তারিখ পর্য্যন্ত:			টাকার পরিমাণ (প্রাপ্য)	তারিখ			টাকার পরিমাণ	তারিখ			

১০ নং ফরম

[৬ (১) নিয়ম]

…………গ্রাম/অঞ্চল পঞ্চায়েত

১৯……সনের… …………মাসের মাসিক হিসাব বহি

				টাকা …	নয়া পয়সা
(১) মোট আদায়	…	…	…		
(২) মোট ব্যয়	…	…	…		
(৩) শেষ মজুত তহবিল	…	…	…		
(৪) মজুতের হিসাব	…	…	…		
(ক) পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে		…	…		
(খ) অধ্যক্ষ/প্রধানের হাতে		…	…		

রসিদের মুড়ি, ব্যাঙ্কের পাশ বহি এবং হাতের তহবিল পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, উপরোক্ত হিসাব ঠিক আছে।

স্বাক্ষর
সদস্য………………………………
সদস্য………………………………
অধ্যক্ষ/প্রধান … ………………

তারিখ…………………………

১১ নং ফরম

[৬ (২) নিয়ম]

১৯······সনে·········গ্রাম পঞ্চায়ত কর্তৃক আয়

বর্ষারম্ভে মজুত তহবিল ও আয়ের দফা	টাকার পরিমাণ		মন্তব্য
	টাকা	নয়া পয়সা	
(১) বর্ষারম্ভে মজুত তহবিল ···			
(২) ৩৪ ধারায় রাজ্য সরকারের সাহায্য ···			
(৩) ৩৫ ধারায় সাহায্য ···			
(৪) ৫৫ (২) (ঘ) ধারামতে বন্টিত সাহায্য ···			
(৫) ৫৬ (১) (খ) ধারায় সাহায্য ও চাঁদা ···			
(৬) Endowment, Trust এবং ৫৬ (১) (গ) ধারায় উদ্যোগের আয় ···			
(৭) বিবিধ আয় ···			
(৮) পরিশোধ আয় ···			
(৯) আমানত এবং অগ্রিম সাহায্য ··			
মোট প্রাপ্তি ···			

স্বাক্ষর
অধ্যক্ষ·····································
সদস্য·····································
সদস্য·····································

১২ নং ফরম [৬ (২) নিয়ম]

১৯······সনে·········অঞ্চল পঞ্চায়েত কর্তৃক আয়

বর্ষারম্ভে মজুত তহবিল ও আয়ের দফা	টাকার পরিমাণ		মন্তব্য
	টাকা	নয়া পয়সা	
(১) বর্ষারম্ভে মজুত তহবিল ...			
(২) ৫২ ধারামতে দফাদার ও চৌকিদার বেতন বাবদ সরকারী সাহায্য ...			
(৩) ৫৫ (১) (ক) ধারামতে সরকারী সাধারণ বা বিশেষ উদ্দেশ্যে সাহায্য ...			
(৪) ৫৫ (১) (খ) ধারামতে কর, ফি, মাশুল ইত্যাদি আয় ...			
(৫) ৫৫ (১) (গ) ধারামতে জেলা বোর্ড বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাহায্য ...			
(৬) ৫৫ (১) (ঘ) ধারামতে ঋণ, দান, চাঁদা, Endowment, Trust ইত্যাদির আয় ...			
(৭) ৫৫ (১) (ঙ) ধারামতে জরিমানা, দণ্ড এবং পঞ্চায়েত নিয়মাবলী অনুযায়ী প্রাপ্য আয় ...			
(৮) বিবিধ আয় ...			
(৯) আমানত ও অগ্রিম সাহায্য ...			
মোট প্রাপ্তি			

স্বাক্ষর { প্রধান·································
সদস্য································ ··· ···
সদস্য································ ··· ···

১৩ নং ফরম

[৬ (২) নিয়ম]

১৯ ... সনে ... ... গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃক ব্যয়

কি ধরণের কাজ	যে টাকা ব্যয় করা হইয়াছে		মন্তব্য
	টাকা	নয়া পয়সা	
(১) ৩১/৩২/৩৩ ধারার কার্য্য			
(২) খোঁয়াড় খরচ			
(৩) ফেরি খরচ			
(৪) অফিসবেতন ও সরঞ্জাম			
(৫) বিবিধ			
মোট ব্যয়			

স্বাক্ষর
অধ্যক্ষ.................................
সদস্য.................................
সদস্য.................................

১৪ নং ফরম

[৬ (২) নিয়ম]

১৯ ... সনে ... ... অঞ্চল পঞ্চায়েত কর্তৃক ব্যয়

	যে টাকা ব্যয় হইয়াছে		মন্তব্য
	টাকা	নয়া পয়সা	
(১) চৌকিদার			
(২) দফাদার			
(৩) অফিসবেতন ও সরঞ্জাম			
(৪) বিবিধ			
মোট ব্যয়			

প্রধান.................................
সদস্য.................................
সদস্য.................................

১৫ নং ফরম

[৭ নিয়ম]

বিবিধ প্রাপ্তি রসিদ

.... গ্রাম/অঞ্চল পঞ্চায়েত

ক্রমিক সংখ্যা..................

....নিকট হইতে

....বাবদ

............টাকা.........নয়া পয়সা পাইলাম।

তারিখ..................

অধ্যক্ষের/প্রধানের স্বাক্ষর

বিবিধ প্রাপ্তি রসিদ

.... গ্রাম/অঞ্চল পঞ্চায়েত

ক্রমিক সংখ্যা..................

....নিকট হইতে

....বাবদ

............টাকা.........নয়া পয়সা পাইলাম।

তারিখ..................

অধ্যক্ষের/প্রধানের স্বাক্ষর

সরকারী প্রজ্ঞাপন নং ৩২২২।ডি পি।এল-১।৬০ ১লা, নভেম্বর ১৯৬০।

পশ্চিমবঙ্গ ন্যায় পঞ্চায়ত নির্বাচন নিয়মাবলী (সারমর্ম)।

১। পরবর্তী নিয়মগুলির নাম হইবে, পশ্চিমবঙ্গ ন্যায় পঞ্চায়ত নিয়মাবলী, ১৯৬০।

২। সঙ্গত অর্থে, ফরম বলিতে এই নিয়মাবলীর অধীন ফরম বুঝাইবে।

৩। নির্বাচন অফিসার নিয়োগ :—

(১) জেলা পঞ্চায়ত অফিসার ন্যায় পঞ্চায়তের সদস্য অর্থাৎ বিচারক নির্বাচনে এবং কোন শূন্যপদ পূরণার্থে উপনির্ব্বাচনে নির্বাচন অফিসার নিয়োগ করিবেন।

(২) নির্ব্বাচন অফিসার নির্ব্বাচন বা উপনির্ব্বাচন সম্পন্ন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ভোট গণনা করিবেন।

৪। নির্ব্বাচনক্ষেত্র বা মণ্ডলী নির্দ্ধারণ :—

(১) নির্ব্বাচন অফিসার অঞ্চল পঞ্চায়তকে পাঁচটি গ্রামসভা বা গ্রাম-সভাসমষ্টির নামের তালিকা দাখিলের জন্য আহ্বান জানাইবেন, উদ্দেশ্য ইহাদের প্রত্যেকটি হইতে একজন সদস্য অর্থাৎ বিচারক নির্ব্বাচিত হইবে। কোন অঞ্চল পঞ্চায়তের অধীন গ্রামসভার সংখ্যা পাঁচের কম হইলে সেখানে কতজন সদস্য হইবে তাহাও জানাইবার জন্য আহ্বান জানাইবেন।

(২) আহ্বান প্রাপ্তির ১০ দিনের মধ্যে অঞ্চল পঞ্চায়ত আবশ্যকীয় সংবাদ সরবরাহ করিবেন।

৫। নির্ব্বাচনের নোটিশ—নির্ব্বাচন অফিসার ন্যায় পঞ্চায়ত সদস্য নির্ব্বাচন বা উপনির্ব্বাচনের অন্ততঃ ৬০ দিন পূর্ব্বে অঞ্চল পঞ্চায়ত ও অধঃস্তন সকল গ্রাম পঞ্চায়ত অফিসে নোটিশ টাঙ্গাইয়া নিম্নোক্ত বিষয়গুলি ঘোষণা করিবেন :—

(ক) নির্ব্বাচনের তারিখ (ইহাকে পরে নির্ব্বাচন দিবস বলা হইবে)।

(খ) সদস্যগণ যে গ্রামসভা বা গ্রাম সভাসমষ্টি হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন তাহার নাম।

(গ) প্রত্যেক গ্রামসভা বা গ্রামসভাসমষ্টির ভাবী সদস্য সংখ্যা।

(ঘ) নির্ব্বাচন প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ যাহা নির্ব্বাচন দিবসের অন্ততঃ ৪২ দিন অগ্রবর্তী হইবে।

(ঙ) নির্ব্বাচন অফিসার কর্তৃক মনোনয়ন পত্র পরীক্ষার তারিখ, সময় ও স্থান। ঐ পরীক্ষা নির্ব্বাচন দিবসের অন্ততঃ ৩৮ দিন পূর্ব্বে হইবে।

৬। প্রার্থীগণের মনোনয়ন ও নাম রেজেষ্ট্রীকরণ :—

(১) ৫ (ঘ) নিয়মে প্রকাশিত মনোনয়ন পত্র দাখিলের তারিখে বা তৎপূর্ব্বে সদস্যপদ প্রার্থী, গ্রামসভা বা সভাসমূহের ভিত্তিতে প্রস্তুত পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার যে ভোটার তালিকায় তাঁহার নাম আছে তদনুযায়ী এই নিয়মাবলীর Form W যথারীতি পূরণ করিয়া নির্ব্বাচন অফিসারের নিকটে দাখিল করিবেন বা করাইবেন।

(২) ৫ (ঙ) নিয়ম অনুযায়ী ধার্য্য পরীক্ষার তারিখে, সময়ে ও স্থানে প্রার্থীগণ অথবা এই নিয়মাবলীর Form Y অনুযায়ী নিযুক্ত প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকিলে নির্ব্বাচন অফিসার তাহাদের সম্মুখে প্রত্যেক মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করিবেন, কোন আপত্তি হইলে তাহার বিচার করিবেন ও যেসকল প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র বৈধ বিবেচনা করিবেন কেবল তাহাদের নামই প্রার্থী হিসাবে রেজেষ্ট্রী করিবেন। যে সকল মনোনয়ন পত্র অবৈধ বিবেচিত হইবে সেগুলি বাতিল করিতে হইবে। কিন্তু নির্ব্বাচন অফিসার তাঁহার মতে গুরুত্বপূর্ণ নহে এইরূপ কোন ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য কোন মনোনয়ন পত্র বাতিল করিতে পারিবেন না।

(৩) মনোনয়ন পত্র বাতিল করিতে হইলে কারণ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) যাহাদের মনোনয়ন পত্র বৈধ গণ্য হইয়াছে তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া উহার নকল নির্ব্বাচন অফিসারকে জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের নিকট পাঠাইতে হইবে। নির্ব্বাচন দিবসের অন্ততঃ ৩৪ দিন পূর্ব্বে নির্ব্বাচন অফিসার অঞ্চল পঞ্চায়েত অফিস ও অধঃস্তন প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ঐ তালিকার নকল প্রকাশ করিবেন। ঐ প্রকাশের তারিখ হইতে তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের নাম যথারীতি রেজেষ্ট্রি হইয়াছে ধরা হইবে।

৭। প্রার্থীপদ প্রত্যাহার—সদস্যপদ প্রার্থী যে কোন ব্যক্তি নির্ব্বাচন দিবসের অন্ততঃ ২৮ দিন পূর্ব্বে নির্ব্বাচন অফিসারের নিকটে লিখিত নোটিশ দ্বারা তাঁহার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রত্যাহারের

প্রত্যাহার হইবে না এবং সেই নির্ব্বাচনে পুনরায় প্রার্থীর মনোনয়ন হইতে পারিবেনা।

৮। প্রত্যাহারের নোটিশ—৭ নিয়ম মতে প্রত্যাহারের নোটিশ প্রাপ্তির পরে নির্ব্বাচন অফিসার যথাশীঘ্র জেলা পঞ্চায়েত অফিসারকে লিখিয়া অবগত করাইবেন এবং নোটিশ অঞ্চল পঞ্চায়েত ও অধঃস্তন প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রকাশ করিবেন।

৯। জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের নিকটে আপীল :—

(১) যদি কোন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র দাখিলের পর দেখিতে পান যে তাঁহার নাম ৬ (৫) নিয়ম মতে নির্ব্বাচন অফিসার কর্ত্তৃক প্রকাশিত তালিকায় নাই, অথবা অপর কোন প্রার্থীর নাম আপত্তিজনকভাবে উক্ত তালিকাভুক্ত হইয়াছে, তবে তিনি নির্ব্বাচন দিবসের অন্ততঃ ২৬ দিন পূর্ব্বে লিখিতভাবে জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের নিকটে আপীল করিতে পারিবেন। ঐ অফিসার প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিয়া তাহার নকল যাহাতে নির্ব্বাচন অফিসারের নিকটে নির্ব্বাচন দিবসের অন্ততঃ ১৬ দিন পূর্ব্বে পৌছিতে পারে সেইরূপ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। নির্ব্বাচন অফিসার উক্ত আদেশ পাইয়া আবশ্যক মত তালিকা সংশোধন করিবেন ও তারিখ সহ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন এবং অবিলম্বে ঐ সংশোধন অঞ্চল পঞ্চায়েত ও অধঃস্তন প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রকাশ করিবেন।

(২) উপরোক্ত সংশোধনের পর যে ব্যক্তির নাম প্রথম তালিকাভুক্ত হইল, ভুক্তির তারিখ হইতে সেই নাম রেজেষ্ট্রীকরণ হইয়াছে, ইহাই ধরিতে হইবে।

(৩) (১) উপনিয়ম মতে প্রদত্ত জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের আদেশ চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

১০। প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা—নির্ব্বাচন অফিসার নির্ব্বাচন দিবসের অন্ততঃ ১২ দিন পূর্ব্বে ৯ নিয়ম মতে জেলা পঞ্চায়েত অফিসারের আদিষ্ট মূল-তালিকার সংশোধন, অথবা ৭ নিয়মানুযায়ী প্রত্যাহারজনিত সংশোধন মূল-তালিকাভুক্ত করিবেন এবং সম্পূর্ণ সংশোধিত তালিকা অঞ্চল পঞ্চায়েত ও অধঃস্তন প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে প্রকাশ করিবেন। এই প্রকাশিত সংশোধিত তালিকাই রেজেষ্ট্রীকৃত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা গণ্য হইবে।

১১। নির্ব্বাচন ঃ—

(১) উপরোক্ত চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হইবার পরে যদি দেখা যায় রেজেষ্ট্রীকৃত প্রার্থীদের সংখ্যা গ্রামসভা বা গ্রামসভাসমষ্টি হইতে নির্ব্বাচিত হইবার সদস্য সংখ্যা হইতে কম বা সমান, তাহা হইলে নির্ব্বাচন অফিসার তৎক্ষণাৎ রেজেষ্ট্রীকৃত প্রার্থীদিগকে যথারীতি নির্ব্বাচিত ঘোষণা করিবেন। প্রার্থীদের সংখ্যা কম হইলে নির্ব্বাচন অফিসার ৫ নিয়মানুযায়ী বাকী কয়টি সদস্যপদের জন্য পুনরায় নির্ব্বাচনের তারিখ ধার্য্য করিবেন।

(২) প্রার্থীদের সংখ্যা যদি বেশী হয় তাহা হইলে নির্ব্বাচন দিবসে নির্ব্বাচন অফিসার সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়েত অফিসে বা তাহার নিকটে নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করিবেন। নির্ব্বাচন দিবসের অন্ততঃ ১২ দিন পূর্ব্বে নির্ব্বাচন অফিসার সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়েত অফিসে ও অধঃস্তন প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ও ভোট গ্রহণের সময়ের নোটিশ প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন।

১২। তারিখ বাড়ানো—নির্ব্বাচন অফিসার উপরোক্ত নিয়মাবলীর যে কোন তারিখ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে পিছাইয়া দিতে পারিবেন।

১৩। ভোটের গোপনতা—গোপন ব্যালটে ভোট দিতে হইবে। নির্ব্বাচন অফিসার ভোটের গোপনতা রক্ষার জন্য যেরূপ বিবেচনা করেন সেইমত স্থানে, এবং তিনি যাহাতে দেখিতে পান সেইভাবে, ব্যালট বাক্সগুলি রাখা হইবে।

১৪। নির্ব্বাচন কেন্দ্রে প্রবেশ—অঞ্চল পঞ্চায়তের ভোটদাতা সদস্য, রেজেষ্ট্রীকৃত প্রার্থী এবং, প্রতি প্রার্থীর একটির বেশী নয় প্রতিনিধি এবং তাঁহার মতে উপযুক্ত অন্য ব্যক্তি বা নির্ব্বাচনের কাজে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন অফিসার নির্ব্বাচন কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে দিবেন।

১৫। ব্যালটবাক্স প্রদর্শন—ভোটের অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্ব্বাচন অফিসার উপস্থিত প্রার্থীদের বা তাঁহাদের প্রতিনিধিদের দেখাইবেন যে বাক্সগুলি খালি আছে এবং তৎপরে বাক্সগুলিতে তালা লাগাইবেন। যে কয়টি গ্রামসভা বা গ্রামসভাসমষ্টি হইতে নির্ব্বাচন হইবে ঠিক সেই কয়টি বাক্স ভোটের জায়গায় রাখা হইবে এবং প্রতি বাক্সের উপরে সংশ্লিষ্ট গ্রামসভা বা গ্রামসভাসমষ্টির নাম এভাবে দেখাইতে হইবে যাহাতে সহজেই ভোটদাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৬। ভোটদানের পদ্ধতি :—

(১) ১১(২) নিয়মে বর্ণিত ভোটগ্রহণের সময়ের মধ্যে ভোটদানেচ্ছু প্রত্যেক অঞ্চল পঞ্চায়ত সদস্য স্বয়ং নির্ব্বাচন অফিসারের সম্মুখে নির্ব্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হইবেন। পত্রদ্বারা বা প্রতিনিধি দ্বারা ভোট দেওয়া চলিবে না। ভোট গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হইলে কোন ভোটদাতাকে নির্ব্বাচন কেন্দ্রে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

(২) নির্ব্বাচন অফিসারের সম্মুখে ভোটদাতার তালিকা থাকিবে। উহাতে ভোটদাতা অঞ্চল পঞ্চায়ত সদস্যদের নাম থাকিবে। ভোটদাতা উপস্থিত হইলে নির্ব্বাচন অফিসার সনাক্তকরণে নিঃসন্দেহ হইলে ভোটদাতাকে ব্যালট কাগজ দিবেন এবং তাহার পশ্চাৎভাগে আদ্যাক্ষরের সহি করিবেন। যে কয়টি গ্রামসভা বা গ্রামসভাসমষ্টি হইতে ভোট হইবে ঠিক সেই কয়টি ব্যালট কাগজ ভোটদাতাকে দেওয়া হইবে। এই কাগজ এই নিয়মাবলীর অধীন Form Z অনুযায়ী হইবে। ঐ সঙ্গে নির্ব্বাচন অফিসার তাঁহার সম্মুখের ভোট তালিকায় ভোটদাতার নামের পার্শ্বে একটি চিহ্ন দিবেন যাহাতে বোঝা যায় যে ভোটদাতা ভোটের কাগজ ঠিক পাইয়াছে। কিন্তু ভোটদাতাকে যে কাগজ দেওয়া হইয়াছে সে সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া রাখা যাইবেনা।

(৩) ব্যালট কাগজের যে অংশ নির্ব্বাচন অফিসারের কাছে থাকিবে (মুড়ি) তাহাতে ভোটতালিকায় ভোটদাতার ক্রমিক সংখ্যা যাহা আছে তাহা লিখিয়া রাখিতে হইবে।

(৪) ভোটদাতাকে ব্যালট কাগজ দিয়া নির্ব্বাচন অফিসার তাঁহাকে তখন ভোট দিবার জায়গায় যাইতে নির্দ্দেশ দিবেন। ঐ নির্দিষ্ট জায়গায় ভোটদাতা ব্যালট কাগজে তাঁহার পছন্দ প্রার্থীর নামের পার্শ্বে চিহ্ন দিবেন এবং ইহা কেহ যাহাতে দেখিতে না পায় এভাবে কাগজটি ভাজ করিয়া সংশ্লিষ্ট গ্রামসভা বা গ্রামসভাসমষ্টির নাম যুক্ত বাক্সে ফেলিয়া দিবেন ও তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে প্রস্থান করিবেন। প্রকাশ থাকে যে, ভোটদাতা কোন প্রার্থীকে একের বেশী ভোট দিতে পারিবেন না।

১৭। নির্ব্বাচনের ফল ঘোষণা ও প্রচার :—

(১) ভোটদান সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই নির্ব্বাচন অফিসার উপস্থিত প্রার্থী বা প্রতিনিধিগণের সম্মুখে ব্যালটবাক্সগুলি খুলিয়া ফেলিবেন ও ভোট

গণনা করিবেন। যেসকল প্রার্থী সংশ্লিষ্ট পদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোট পাইয়াছেন তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন অফিসার তৎক্ষণাৎ যথারীতি নির্ব্বাচিত ঘোষণ. করিবেন। দুই বা ততোধিক প্রার্থী সমান ভোট পাইলে নির্ব্বাচন অফিসার যেভাবে উপযুক্ত মনে করেন সেভাবে লটারী করিয়া তাঁহাদের একজনকে নির্ব্বাচন করিবেন। পরন্তু, নির্ব্বাচন আধিকারিক যে কোন ভোটের কাগজ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন যদি ভোট কাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহা ভোটের কাগজ দেখিয়া তিনি নিঃসন্দেহ না হইতে পারেন এবং তিনি ভোটের কাগজে এই কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন। এই প্রকার ভোট বৈধ ভোটের মধ্যে গণ্য করা হইবে না।

(২) নির্ব্বাচন আধিকারিক (১) উপনিয়মের ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ৭০ (১) ধারায় নির্দ্ধারিত প্রাধিকারীর নিকটে অনুমোদনের জন্য নির্ব্বাচিত বিচারকগণের নাম পাঠাইবেন।

(৩) উপরোক্তভাবে নির্ব্বাচিত বিচারকগণের নাম পাইবার পর নির্দ্ধারিত প্রাধিকারী ৩০ দিনের মধ্যে নির্ব্বাচন আধিকারিককে তাঁহার অনুমোদনজ্ঞাপন করিবেন যদি তিনি মনে করেন যে ১৯৫৭ সনের পঃ বঃ পঞ্চায়েত আইন ও ১৯৫৯ সনের পঃ বঃ ন্যায়পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন নিয়মাবলী অনুযায়ী বিচারকদের নির্ব্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে।

(৪) নির্দ্ধারিত প্রাধিকারীর অনুমোদন প্রাপ্তির পর নির্ব্বাচন আধিকারিক অনুমোদিত নাম গুলি জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের নিকট পাঠাইবেন এবং অঞ্চল পঞ্চায়ত ও তদধীন প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়ত অফিসে নাম গুলি প্রকাশিত করিবেন। জেলা পঞ্চায়ত অফিসার নাম গুলির তালিকা পঞ্চায়ত অধিকর্ত্তাকে জ্ঞাপন করিবেন এবং সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য পঃ বঃ সরকারের মুদ্রণ অধীক্ষকের নিকট পাঠাইবেন।

(৫) যদি (২) উপনিয়মে নাম পাঠানোর ৩০ দিনের মধ্যে নির্দ্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট হইতে উত্তর না পাওয়া যায় তবে নির্ব্বাচন আধিকারিক অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে এইমনে করিয়াই (৪) উপনিয়ম অনুযায়ী কাজ করিবেন।

(৬) যদি নির্ব্বাচিত বিচারকদের নাম পাঠানোর ৩০ দিনের মধ্যে নির্দ্ধারিত প্রাধিকারীর নিকট হইতে কোন নাম অনুমোদিত হইলনা এই মর্ম্মে

অধ্যায় আসে তখন ঐ নামের আসন শূন্য বিবেচিত হইবে এবং নির্ব্বাচন আধিকারিক ৫ নিয়ম অনুযায়ী ঐ শূন্য পদ পূরণ করিবেন।

টীকা :—৭০ (১) ধারায় রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রাধিকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন অঞ্চল পঞ্চায়তই তাঁহাদের এলাকার জন্য ন্যায় পঞ্চায়ত নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন না। ইহাকে সর্ত্তাধীন আইন প্রণয়ন বলে। অর্থাৎ আইনেই কোথায়, কোন্ সময়ে, আইনের প্রয়োগ হইবে তাহার সিদ্ধান্ত সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এ প্রকার সর্ত্তাধীন আইন প্রণয়নে দোষ নাই। কিন্তু ৭০ (১) ধারায় আরও বলা হইয়াছে যে, ন্যায় পঞ্চায়তের পাঁচজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেও তাঁহাদের নাম নির্দ্ধারিত প্রাধিকারী কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তবেই ন্যায় পঞ্চায়ত গঠিত হইবে। এইরূপ বিধান প্রত্যুক্তিযুক্ত আইন প্রণয়নের একটি দৃষ্টান্ত, এবং কোন্ মাপকাঠিতে নির্দ্ধারিত প্রাধিকারী অনুমোদন করিবেন তাহার উল্লেখ না থাকায় বিষয়টি ঘোর বিলম্বিত হইতে পারে। সম্ভবতঃ এজন্য সরকার সময় থাকিতে ১৭ (৩) উপনিয়মে মাপকাঠির সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ১১৯ ধারায় অবস্থার বৈষম্য সহজেই লক্ষণীয়। প্রত্যুক্তিযুক্ত আইন প্রণয়নের বৈধতার সীমা সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনার জন্য ১১৯ ধারার টীকা দ্রষ্টব্য।

১৮। নির্ব্বাচন সংক্রান্ত কাগজের অভিরক্ষা বা হেপাজত—নির্ব্বাচন অফিসার উপরোক্ত ন্যায় পঞ্চায়ত সদস্য (বিচারক) নির্ব্বাচনের যাবতীয় কাগজ জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের কাছে পাঠাইবেন। সেখানে জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের হেপাজতে এক বৎসর থাকিবার পর কাগজগুলি ধ্বংস করা হইবে।

১৯। প্রধান বিচারকের নির্ব্বাচন—(১) ১৭ (৪) নিয়মানুযায়ী অঞ্চল পঞ্চায়ত অফিসে বিচারকগণের নাম প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে প্রধান বিচারকের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) অন্ততঃ ১০ দিন পূর্ব্বে পঞ্চায়ত পরিদর্শক বিচারকগণকে প্রধান বিচারকের নির্ব্বাচনের স্থান ও তারিখ জানাইবেন এবং এই প্রজ্ঞাপন সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত অফিসে প্রকাশ করা হইবে।

(৩) পঞ্চায়ত অবেক্ষক প্রধান বিচারকের নির্ব্বাচনে সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) ঐ কার্য্যে পঞ্চায়ত অবেক্ষক প্রধানবিচারকের পদে নির্ব্বাচিত হইতে রাজী একজন বিচারকের নাম সম্বন্ধে প্রস্তাব ও সমর্থন আহ্বান করিবেন। যে বিচারক উপস্থিত নাই তাঁহার নাম

প্রস্তাব বা সমর্থন করা যাইবে না। প্রস্তাবক বা সমর্থক নিজে প্রধান বিচারকের নির্ব্বাচনে পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(৫) যে বিচারকের নাম প্রস্তাবিত এবং সমর্থিত হইয়াছে এবং যিনি ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন তাঁহাকেই পঞ্চায়ত অবেক্ষক প্রধান বিচারক পদে যথারীতি নির্ব্বাচিত ঘোষণা করিবেন। পঞ্চায়ত অবেক্ষক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণীসহ নির্ব্বাচিত প্রধান বিচারকের নাম জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের কাছে পাঠাইবেন এবং নামটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চল পঞ্চায়ত অফিসে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন।

(৬) জেলা পঞ্চায়ত অফিসার নির্ব্বাচিত প্রধান বিচারকের নাম অবগতির জন্য পঞ্চায়ত অধিকর্ত্তার নিকটে এবং সরকারী গেজেটে প্রকাশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুদ্রন অধীক্ষকের নিকটে পাঠাইবেন। অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী জেলা পঞ্চায়ত অফিসারের হেপাজতে একবৎসর থাকিবার পর ধ্বংস করা হইবে।

টীকাঃ—প্রধান বিচারক নির্ব্বাচনে ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা দেখা যায়না। কারণ, যে কোন অবস্থায় ৫ জনের বেশী বিচারক হইবে না। গ্রামসভা বা গ্রামসভা সমষ্টি পাঁচটির বেশী হইবেনা, এবং প্রত্যেকটির একটির বেশী বিচারক হইবে না। গ্রামসভার সংখ্যা পাঁচের কম হইলেও মোটের উপরে পাঁচটির বেশী বিচারক হইবে না।

[৭০ (১) ধারা দ্রষ্টব্য]। অতএব, প্রার্থী, প্রস্তাবক ও সমর্থকের পর নির্ব্বাচন বা দ্বিতীয় প্রস্তাবের প্রশ্ন আর থাকেনা।

২০। **নির্ব্বাচন-ব্যয়**—ন্যায় পঞ্চায়ত বিচারক বা প্রধান বিচারকের নির্ব্বাচন-সংক্রান্ত ব্যয় অঞ্চল পঞ্চায়ত তহবিল বহন করিবে।

২১। **নির্বাচন-বিবাদ**—বিচারক বা প্রধান বিচারকের নির্বাচনের বিরুদ্ধে আপত্তি থাকিলে তাহা লিখিতভাবে জেলাশাসকের নিকট দিতে হইবে, অন্যভাবে আপত্তি করা চলিবে না; এবং জেলাশাসকের সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে চূড়ান্ত গণ্য হইবে। আপত্তির দরখাস্ত নির্বাচন দিবসের ১৫ দিনের মধ্যে করিতে হইবে এবং ঐ দরখাস্তের ফি ৫০৲ টাকা লাগিবে এবং ঐ টাকা ফেরত পাওয়া যাইবে না। এরূপ আপত্তি ঐ নির্বাচনে রেজেষ্ট্রীকৃত প্রার্থী ছাড়া অন্য কেহ করিতে পারিবে না। প্রধান বিচারকের নির্বাচনে আপত্তি ঐ নির্বাচনে উপস্থিত বিচারক ছাড়া অন্য কেহ করিতে পারিবে না।

Form W [৬(১) নিয়ম]

স্থায়পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচনে মনোনয়ন পত্রের ফরম।

থানা............মহকুমা.........জেলা.........

১। যে স্থায়পঞ্চায়তের নির্বাচন তাহার নাম.........

২। যে গ্রামসভা/গ্রামসভাসমষ্টি হইতে প্রার্থী দাঁড়াইতেছেন তাহার নাম...............

৩। প্রার্থীর পুরো নাম...........ঠিকানা............

৪। গ্রামসভা/গ্রামসভাসমষ্টিভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোটারতালিকায় প্রার্থীর নামের ক্রমিক সংখ্যা.........

তারিখ.........প্রার্থীর স্বাক্ষর.........

প্রস্তাবকের স্বাক্ষর......

উল্লিখিত ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকের নামের ক্রমিক সংখ্যা.........

সমর্থকের স্বাক্ষর............

উল্লিখিত ভোটারতালিকায় সমর্থকের নামের ক্রমিক সংখ্যা......

তারিখ ....

(নির্বাচন অফিসার কর্তৃক পুরণীয়)

.........স্থায় পঞ্চায়তে নির্বাচনপ্রার্থী... .....এর মনোনয়নপত্র......... তারিখে.........সময়ে আমার নিকটে দাখিল হইয়াছে।

তারিখ.........নির্বাচন অফিসারের স্বাক্ষর.........

(মনোনয়নপত্রের রসিদ)

.........স্থায়পঞ্চায়তের নির্বাচনপ্রার্থী.........এর মনোনয়নপত্র......... তারিখে.........সময়ে আমার নিকটে দাখিল হইয়াছে।

.... তারিখ.........নির্বাচন অফিসারের স্বাক্ষর.............

Form Y [৬ (৩) নিয়ম]

নির্ব্বাচন প্রতিনিধি নিয়োগপত্র

... ...গ্রামপঞ্চায়তে নির্ব্বাচন অফিসার বরাবরেষু—

আমি... ... .ঠিকানা... ... ... উপরোক্ত নির্ব্বাচনে একজন প্রার্থী বটি। উক্ত নির্ব্বাচনে... ... ...ঠিকানার শ্রী/শ্রীমতী... ... ...কে এতদ্বারা আমার নির্ব্বাচন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম।

প্রার্থীর স্বাক্ষর... ... ...

আমি উক্ত নিয়োগ গ্রহণ করিলাম।

নির্ব্বাচন প্রতিনিধির স্বাক্ষর... ... ...

স্থান... ... ...

তারিখ... ... ...

সাক্ষী—

১। ... ...

২। ... ...

নির্ব্বাচন অফিসারের মন্তব্য ও স্বাক্ষর... ... ...

... ...

Form Z [১৬ (২) নিয়ম]

ন্যায় পঞ্চায়তে নির্বাচনে ব্যালট কাগজের ফরম

ব্যালট কাগজের ক্রমিক সংখ্যা ....

শূন্য পদের সংখ্যা ....

মুড়ি	ব্যালট কাগজ		
	ক্রমিক সংখ্যা	প্রার্থীর নাম	ভোটদাতার চিহ্ন
ব্যালট কাগজের ক্রমিকসংখ্যা......	১	শ্রী	
	২	শ্রী	
অঞ্চল পঞ্চায়তের সদস্য তালিকায় ভোটদাতার নম্বর......	৩	শ্রী	
	৪	শ্রী	
	৫	শ্রী	
মুড়ি ও ব্যালট-কাগজের উপর (একই) ক্রমিক সংখ্যা দিতে হইবে।			

উপদেশ—(১) যতগুলি শূন্যপদ ততগুলি ভোট, কিন্তু একজন প্রার্থী একটির বেশী ভোট পাইবেন না।

(২) শূন্যপদের সংখ্যার বেশী ভোট দেওয়া চলিবে না।

(৩) ভোটদাতা তাঁহার পছন্দ প্রার্থীর বা প্রার্থীগণের নামের পার্শ্বে + চিহ্ন দিবেন। প্রতি ভোটে একটি + চিহ্ন দিতে হইবে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়তি রাজের প্রসার সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য

(ভারত সরকারের ১৯৬১, জুনমাসে প্রকাশিত "A Digest Panchayati Raj" হইতে গৃহীত)

তথ্য	রাজস্থান	অন্ধ্র প্রদেশ	আসাম	মাদ্রাজ	মহীশূর	উড়িষ্যা	পাঞ্জাব	বিহার	গুজরাট
১। গ্রামবাসীর সংখ্যা	১৩০·১৪ লক্ষ	২৫৮·২২ লক্ষ	৮৬·২৯ লক্ষ	২২৬·৬০ লক্ষ	১৪৯·৪৫ লক্ষ	১৪০·৫২ লক্ষ	১৩০·৬৮ লক্ষ	৩৬১·৫৮ লক্ষ	... ...
২। পঞ্চায়তের সংখ্যা	৭,৩৯৪	১৪,৫৪৮	২,৫৭০ (সমতল ভূমিতে)	১২,৩৩৭	৭,৪৪৪	২,৩৪২	১৩,৪৩৯	১০,৬১৭	১০,৭৫০
৩। গ্রামবাসীর সংখ্যার শতকরা কত সংখ্যা পঞ্চায়ত অধীন	১০০	১০০	১০০	৯৮	১০০	৯৭	১০০	৯৫	৯৮
৪। পঞ্চায়ত অধীন গ্রামের সংখ্যা	৩৪,৪৪১	২৬, ৪৫০	১৭,৭১৭	১৭,৫১৩	২৫,৮৮০	৪৭,৯৩৯	২০,৮৪৪	৬৭,২৫৮	১৭,৭৯০
৫। মোট গ্রামের সংখ্যার শতকরা কত সংখ্যা পঞ্চায়ত অধীন	১০০	১০০	১০০	৯৯	১০০	৯৪	১০০	৯৯	৯৯
৬। গড়ে একটি পঞ্চায়তের লোকসংখ্যা	১,৭৭২	১,৭৯০	২,৬৪৬	১,৭৯৯	২,০০২	৫,৮০৭	৯৭৫	৩,২৪০	১,০০০

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়তি রাজের প্রসার সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য

(ভারত সরকারের ১৯৬১, জুনমাসে প্রকাশিত "A Digest Panchayati Raj" হইতে গৃহীত)

তথ্য	মহারাষ্ট্র	জম্মু ও কাশ্মীর	কেরালা	মধ্য প্রদেশ	উত্তর প্রদেশ	পশ্চিমবঙ্গ	দিল্লী	হিমাচল প্রদেশ
১। গ্রামবাসীর সংখ্যা	......	৪০ লক্ষ	১১৭·৬৯ লক্ষ	২২৯·৩৯ লক্ষ	৪৪১·৯০ লক্ষ	২০০·২১ লক্ষ	৩·০৭ লক্ষ	১১·০৯ লক্ষ
২। পঞ্চায়তের সংখ্যা	১৯,১৫১	৯৩৬	৮৯২	১৩,৪৯৫	৭২,৩১১	৪,৫৫৬	২০৫	৫১৮
৩। গ্রামবাসীর সংখ্যার শতকরা কতসংখ্যা পঞ্চায়ত অধীন	৯৯	১০০	৯১	৬৯	১০০	২৮	১০০	১০০
৪। পঞ্চায়ত অধীন গ্রামের সংখ্যা	৩৭,৬৬৮	৬,৯৫৬	১,২০২	৪৫,৬৭৯	১,১১,৭২২	১১,৬৯১	৩০৩	১১,৩৯৩
৫। মোট গ্রামের সংখ্যার শতকরা কত সংখ্যা পঞ্চায়ত অধীন	৯৮	১০০	৭৬	৬৪	১০০	৩০	১০০	১০০
৬। গড়ে একটি পঞ্চায়তের লোকসংখ্যা	১,২৫৮	৩,০৯৮	১১,৯৯৬	১,১৬৩	৭৫৫	১,২২৯	৯৭৬	২,১২৪

টীকা :—পশ্চিমবঙ্গের ৩ ও ৫ নং তথ্য নৈরাশ্যজনক।

পশ্চিমবঙ্গ জেলা-পরিষদ বিল, ১৯৬২, এবং জেলা-পরিষদ, আঞ্চলিক পরিষদ, অঞ্চল পঞ্চায়ত ও গ্রামপঞ্চায়তের পারস্পরিক সম্পর্ক।

এই বিলে সরকার জেলাবোর্ডের স্থলে জেলা পরিষদকে পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক ব্লকে একটি আঞ্চলিক পরিষদের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বহুপূর্ব্বে প্রত্যেক মহকুমায় একটি লোকাল বোর্ড থাকিত, এখন মহকুমায় কিছু থাকিবেনা তবে প্রত্যেক ব্লকে একটি আঞ্চলিক পরিষদ থাকিবে। সংক্ষেপে, জেলাপরিষদের অধীনে আঞ্চলিক পরিষদ ও তদধীনে অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়ত কাজ করিবেন। অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়তের কাজ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গীয় পঞ্চায়ত আইন, ১৯৫৭ অনুযায়ী চলিতে থাকিবে। এই বিলে পঞ্চায়ত আইনের কোন বিধান বাতিল বা ব্যাহত হয় নাই। বিলে যেসব ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা পঞ্চায়ত আইনের পরিপূরক মাত্র। নিম্নলিখিত বিশ্লেষণে ইহা সুস্পষ্ট হইবে।

বিলের ১৬ (২) ধারায় দেখা যায় যে, কিভাবে গ্রাম ও অঞ্চল পঞ্চায়ত এবং আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে উন্নয়নমূলক কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া যায় সেসম্বন্ধে জেলা পরিষদ সরকারকে পরামর্শ দিবেন।

১৬ (৪) ধারায় দেখা যায় যে কোন কাজ যদি একটি ব্লকের এলাকা ছাড়াইয়া যায় তবে জেলা পরিষদ নিজেই সে কাজ করিবেন।

১৯ ধারায় দেখা যায় যে উভয় পক্ষের চুক্তিক্রমে জেলা পরিষদ কোন ব্যক্তি বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের রাস্তা, সেতু, পুকুর, ঘাট, কূপ, খাল বা নর্দ্দমা নিজ রক্ষণাধীন করিতে পারেন।

২৩ ধারায় দেখা যায় জেলা পরিষদ আঞ্চলিক পরিষদ এবং অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়তের তদারকী করিবেন এবং এই সব কর্ত্তৃপক্ষকে উন্নয়ন কার্য্যে ও নীতিনির্দ্ধারণে জেলা পরিষদের নির্দ্দেশ মানিতে হইবে।

৬০ (১) (খ) ধারায় দেখা যায় যে আঞ্চলিক পরিষদের টাকা জেলা পরিষদ বা অঞ্চল পঞ্চায়তকে দেওয়া যাইবে।

৬০ (১) (ঙ) ধারায় দেখা যায় যে আঞ্চলিক পরিষদ ব্লকভুক্ত বিভিন্ন অঞ্চল পঞ্চায়তের কাজে সমন্বয় ও যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিবেন।

৬০ (২) ধারায় দেখা যায় যে গ্রাম পঞ্চায়তের সাধ্যায়ত্ত কাজ আঞ্চলিক পরিষদ নিজে করিবেন না তবে যে কাজ গ্রাম পঞ্চায়তের সাধ্যায়ত্ত নয় তাহা

নিজে করিতে বা সাহায্যদানে করাইতে পারিবেন। ১৬ (৩) ধারায় জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে অনুরূপ ব্যবস্থা লক্ষ্য হয়।

১৬ (৪) ধারার সাদৃশ্যে ৬০ (৩) ধারায় দেখা যায় যে কোন কাজ যদি একটি অঞ্চল পঞ্চায়তের এলাকা ছাড়াইয়া যায় তবে আঞ্চলিক পরিষদ নিজেই সে কাজ করিবেন।

১৯ ধারার সাদৃশ্যে ৬২ ধারায় দেখা যায় যে উভয় পক্ষের চুক্তিক্রমে আঞ্চলিক পরিষদ কোন ব্যক্তি বা অন্য কর্ত্তৃপক্ষের রাস্তা, সেতু, পুকুর, ঘাট, কূপ, খাল বা নর্দ্দমা নিজ রক্ষাণাধীন করিতে পারেন।

২৩ ধারার সাদৃশ্যে ৬৫ ধারায় দেখা যায় যে আঞ্চলিক পরিষদ, অঞ্চল ও গ্রাম পঞ্চায়তের তদারকী করিবেন এবং এই উভয় কর্ত্তৃপক্ষকে উন্নয়নকার্য্যে ও নীতি-নির্দ্ধারণে আঞ্চলিক পরিষদের নির্দ্দেশ মানিতে হইবে।

৮০ (১) (খ) ধারায় দেখা যায় যে অঞ্চল পঞ্চায়ত বা অন্য স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের টাকা আঞ্চলিক পরিষদকে দেওয়া যাইবে।

৩৯ (২) এবং ৮১ (২) ধারায় দেখা যায় জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদ কোন যান-বাহনের উপর কর ধার্য্য করিতে পারিবেন না যদি পূর্ব্বেই অপর কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ঐরূপ কর ধার্য্য করিয়া থাকেন। তীর্থস্থান, মেলা ইত্যাদিতেও জেলা বা আঞ্চলিক পরিষদ অনাময় ব্যবস্থা বা সংশ্লিষ্ট করধার্য্য করিতে পারিবেন না যদি পূর্ব্বেই অপর কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ তাহা করিয়া থাকেন।

৯৫ ধারায় দেখা যায় যে আঞ্চলিক পরিষদ তদধীন বিভিন্ন অঞ্চল পঞ্চায়তের মধ্যে বা কোন অঞ্চল পঞ্চায়ত ও তদধীন গ্রাম পঞ্চায়তের মধ্যে বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

ঐরূপ, ৯৬ ধারায় দেখা যায় যে জেলা পরিষদ তদধীন বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিষদের মধ্যে বা কোন আঞ্চলিক পরিষদ ও তদধীন অঞ্চল পঞ্চায়তের মধ্যে বিবাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

১০০ ধারায় দেখা যায় যে উভয় পক্ষের চুক্তিক্রমে জেলা পরিষদ তাহার কোন কাজ বা তদধীন কোন প্রতিষ্ঠানকে যে কোন আঞ্চলিক পরিষদ, অঞ্চল পঞ্চায়ত বা গ্রাম পঞ্চায়তকে হস্তান্তরিত করিতে পারেন। ঐরূপ হস্তান্তরের ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীবর্গ নূতন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্মচারীরূপে গণ্য হইবেন তবে তাঁহাদের চাকুরীর সর্ত্ত সুবিধা পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইবে না।

॥ নির্দেশিকা ॥

(পৃষ্ঠানুযায়ী)

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা ৬—শেষ লাইনের আগের লাইনে "অঞ্চল পঞ্চায়ত" স্থলে "গ্রাম পঞ্চায়ত" হইবে।

পৃষ্ঠা ৬৬—উপর হইতে পঞ্চম লাইনে "এই প্রকারই ছিল" পরিবর্তে 'এই প্রকারই ছিল যে তাহা নহে" হইবে।

পৃষ্ঠা ৭২—নীচ হইতে ষষ্ঠ লাইনে "স্থাবর পঞ্চায়ত" পরিবর্তে "স্থাবর সম্পত্তি কিংবা গ্রাম পঞ্চায়ত, অঞ্চল পঞ্চায়ত" হইবে।

পৃষ্ঠা ১০২—টীকা ৯২ ধারার নীচে না হইয়া ৯১ ধারার নীচে হইবে।